প্রায়
১০০০
বছর
পূর্বে রচিত গ্রন্থ

'আয-যুহ্দুল কাবীর' গ্রন্থের অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের
দুনিয়াবিমুখতা

ইমাম বাইহাকি رحمه الله

সন্দীপন

শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের
দুনিয়াবিমুখতা

সূচিপত্র

■ **লেখকের কথা** **১৯**

■ **অনুবাদকের কথা** **২০**

■ **সম্পাদকীয়** **২২**

■ **যুহদ ও যাহিদ : পরিচয় ও প্রকারভেদ** **৩৬**

অবহেলিত অনুগ্রহ ৩৬

যুহদের দুই পিঠ ৩৬

যুহদের ভান ৩৭

যুহদের আলৌকিকতা ৩৭

মানুষের আসল দায়িত্ব ৩৮

দুনিয়ার চার অংশ ৩৮

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা ৩৯

দুনিয়া-আখিরাত উভয়টি অর্জনের পন্থা ৪০

যাহিদের দিনকাল ৪০

দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা ৪০

সর্বক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ ৪১

দুনিয়াদারের সম্মান ৪১

দেহ ও অন্তরের যুহদ ৪১

যুহদের স্তর ৪১

দুনিয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য-অহংকার ৪২

সুস্থ, পবিত্র, চক্ষুষ্মান, বুদ্ধিমানের পরিচয় ৪২

হালাল জিনিস উপভোগের জবাবদিহিতা ৪৩

দুনিয়ার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলা ৪৩

হালালের ব্যাপারে যুহদ ৪৪

যুহদের প্রকারভেদ ৪৪
যাহিদের বৈশিষ্ট্য ৪৫
ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র উভয়ই কল্যাণের লক্ষণ ৪৬
পার্থিব সম্মান সাময়িক ৪৬
যুহদের প্রশস্ত সংজ্ঞা ৪৭
কঠিনতর যুহদ ৪৭
যুহদ যখন সহজ ৪৮
সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাহিদ ৪৮
শুধু হারাম পরিহার করাই যুহদ নয় ৪৯
স্রষ্টামুখী হয়ে সৃষ্টিবিমুখ হওয়া ৪৯
কষ্ট যুহদের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৫০
যুহদের বিভিন্ন ক্ষেত্র ৫০
দুনিয়াবঞ্চিত হওয়ার কারণ ৫১
যুহদের প্রকাশভঙ্গি বিভিন্নরকম ৫১
যুহদের প্রশস্ত ব্যাখ্যা ৫২
আল্লাহর বদলে ইবাদাতের ওপর নির্ভর করা ৫৩
আল্লাহ-প্রেমিকের পরিচয় ৫৩
আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ৫৪
যুহদের ব্যাপারে মনীষীদের বুঝ ৫৫
যাহিদের বিস্তারিত পরিচয় ৫৬
ধনাঢ্যতার সাথে যুহদের সম্পর্ক ৫৭
প্রয়োজনের অধিক উপার্জনের অসম্ভাব্যতা ৬০
যুহদের মধ্যমপন্থা ৬০
অল্পে তুষ্টি ৬১
অপরের সম্পদের প্রতি নিরাসক্তি ৬২
সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতার পরিণাম ৬৩
নির্জনবাস গ্রহণ এবং অখ্যাত থাকা ৬৫
ইলম, ইবাদাত ও নির্জনতা ৬৬
কষ্ট থেকে মুক্তি ৬৬
কল্যাণ বনাম শান্তি ৬৬
নির্জনতা প্রজ্ঞার অংশ ৬৭
আড্ডাবাজি পরিহার ৬৭

মেলামেশার উভয়-সঙ্কট ৬৭
নির্জনতা যিকরের সহায়ক ৬৮
অখ্যাত ব্যক্তির প্রতি রহমতের দুআ ৬৮
কুরআন-সুন্নাহর সাথে একাকিত্বের মর্যাদা ৬৮
আল্লাহ, নবি ﷺ ও সাহাবিদের সঙ্গলাভ ৬৮
ধূর্ততার যুগ আসন্ন ৬৯
প্রকৃত ঈর্ষণীয় ব্যক্তি ৬৯
নির্জনতাকে ভালোবাসার অর্থ ৬৯
প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে করণীয় ৭০
আল্লাহর কাছে পরিচিতিই যথেষ্ট ৭১
দুনিয়ায় খ্যাতি ক্ষতির কারণও হতে পারে ৭১
অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ নিরুৎসাহিতকরণ ৭১
মানুষের করা প্রশংসা বা নিন্দা ত্রুটিপূর্ণ ৭২
মানবসঙ্গ যখন পরিহার্য ৭৩
অখ্যাতিই প্রকৃত যুহদ ৭৩
নিঃসঙ্গতা যখন আনন্দ ও শিক্ষণীয় ৭৪
গোপন ইবাদাতের সাক্ষী ফেরেশতাগণ ৭৪
মন্দ অভিজ্ঞতার আশঙ্কায় মানবসঙ্গ ও জনসমাগম পরিহার ৭৪
মানুষের কটুকথা থেকে বাঁচা অসম্ভব ৭৬
সকলের সন্তুষ্টি অর্জন অসম্ভব ৭৬
আদম-সন্তানের স্বভাব ৭৭
সংঘবদ্ধ ফরয ইবাদাত ব্যতীত জনসমাগম পরিহার ৭৭
নির্জনতার যুগ ৭৮
প্রিয় জিনিস যখন সর্বনাশের কারণ ৭৮
নিজের সাথেই বিচ্ছেদ ৭৮
সাক্ষাতের আগ্রহ যুহদের মানদণ্ড ৭৮
সমাজ-বিচ্ছিন্নতার ওসিয়ত ৭৯
অন্য গুণাবলির সাথে নির্জনতার উল্লেখ ৭৯
মানুষের সাথে বন্ধুত্বের পরিণাম ৭৯
নির্জনবাস সবার জন্য নয় ৮০
সমাজে থেকেও নির্জনতার ফায়দা লাভ ৮০
মানুষের সাথে মেলামেশার শর্ত ৮১

নিকৃষ্টদের সাথে মেলামেশার শর্ত ৮১
অসৎসঙ্গের চেয়ে একাকিত্ব উত্তম ৮৩
নবিজির মুখে অখ্যাতদের প্রশংসা ৮৩
অখ্যাতি স্বয়ং ইসলামের বৈশিষ্ট্য ৮৪
কর্মের মাধ্যমে অখ্যাতির মর্যাদা লাভ ৮৬
গুরাবাদের (অপরিচিত) পরিচয় ৮৭
সংখ্যাধিক্য মানেই উৎকৃষ্টতা নয় ৮৮
পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীদের নিকৃষ্টতা ৯০
পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগের নিকৃষ্টতা ৯২
হয় অসহায়ত্ব, নাহয় পাপাচার ৯৩
ঘরে অবস্থান করা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য ৯৪
সংখ্যাধিক্য সত্যের মানদণ্ড নয় ৯৫

■ **দুনিয়াবিমুখতা এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা ৯৬**

নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল ৯৬
দুনিয়ার অন্যতম ফিতনা ৯৬
মানুষের প্রকৃত সম্পদ ৯৭
দুনিয়ার যে জিনিসটি অভিশপ্ত নয় ৯৭
কল্যাণ-অকল্যাণের চাবি ৯৮
আল্লাহর পরিচয় ভুলে যাওয়া ৯৮
ইবাদাতের স্বাদ বিনষ্টকারী ৯৮
সকল পাপের মূল ৯৮
দুনিয়ার চিন্তা এবং পরকালের চিন্তা ব্যস্তানুপাতিক ৯৯
পরকালের প্রস্তুতিতে দেরি না করা ১০০
দুনিয়াদার মানেই গুনাহগার ১০০
পরকালের চিন্তাহীন অন্তরের উপমা ১০০
গুনাহ হিসেবে দুনিয়ার মোহই যথেষ্ট ১০১
দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর ক্রোধের কারণ ১০১
আমল ও তাওবা-ই চিরস্থায়ী সম্পদ ১০৩
মালিককে বাদ দিয়ে দাসকে ভালোবাসা ১০৩
সামান্য যুহদ, ইবাদাত ও ইলম যথেষ্ট নয় ১০৩
দুনিয়া শয়তানের শস্যক্ষেত্র ১০৩

দুনিয়াকে শূয়োরনীর সাথে তুলনা ১০৪
দুনিয়ার সমুদ্র পারাপারে প্রয়োজনীয় জাহাজ ১০৪
দুনিয়ার ফাঁদ একমুখী ১০৪
দুনিয়া অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ ১০৪
দুনিয়াকে মুকাবিলা করার চেয়ে পরিহার করা উত্তম ১০৫
দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি তৈরির উপায় ১০৫
দুনিয়ায় থেকেও আখিরাতমুখী হওয়ার উপায় ১০৫
ভুল সংশোধনের সময় আছে ১০৬
টাকার কারণে সম্মান পাওয়া একটি বিপদসংকেত ১০৬
কষ্ট করলে সায়িমের মতো, মৃত্যু হবে ইফতারের মতো ১০৬
অতিরিক্ত সম্পদের সংজ্ঞা ১০৭
কম সম্পদেই কল্যাণ, না থাকলে আরও ভালো ১০৮
দুনিয়ার কদর্যতার উপমা ১০৮
দুনিয়া ছেড়ে দেওয়াই সৌন্দর্য ১০৮
পাদ্রীর নসিহত ১০৯
দুনিয়ার পরোয়া ১০৯
দুনিয়াকে বিবেচ্য বিষয় না বানানো ১০৯
দুনিয়াকে পাওয়ার সঠিক উপায় ১০৯
আল্লাহ-প্রেমিকের লক্ষণ ১০৯
ভালো কাজের জন্য প্রসিদ্ধি লাভও বিপদের সম্ভাব্য কারণ ১১০
প্রসিদ্ধি পরিহারে নবিজির তৎপরতা ১১০
অনুসারী ও অনুসৃতের জন্য উপদেশ ১১১
নেতৃত্বের বিপদ ১১২
অনুসারী বৃদ্ধির মাধ্যমে ধোঁকা খাওয়া ১১২
দুনিয়ার সঠিক ব্যবহার ১১৩
দুনিয়া-ত্যাগের প্রকারভেদ ১১৩
দুনিয়াকে প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলা ১১৩
গোপন লালসা ১১৪
দুনিয়ার সংজ্ঞা ১১৫
কুপ্রবৃত্তির ভয়াবহতা ১১৫
মারিফাত লাভের উপায় ১১৬
অন্তরের রোগ যখন অন্তরের ওষুধ ১১৬

প্রবৃত্তির মালিকানা বনাম প্রবৃত্তির দাসত্ব ১১৭
নফসকে হত্যা করার গুরুত্ব ১১৭
আল্লাহর অসন্তুষ্টি, দ্বীনের অপমান ও বিপদের কারণ নফস ১১৮
নফসের দোষ এড়িয়ে যাওয়ার পরিণাম ১১৮
কুপ্রবৃত্তির কারাগার ১১৮
নফস নিয়ে চিন্তা-ফিকির ১২০
নফসের শত্রুতার নানা দিক ১২০
ঈমানের পূর্ণতার শর্ত নফসের বিরোধিতা ১২১
নিজের দোষ খোঁজা ১২২
নফসের তিন দিক ১২২
যুহ্দ শুধু পোশাকে নয় ১২২
নফসের অনুসরণ থেকে তাওবা করা ১২৩
নেক বান্দার অন্তর্দৃষ্টি ১২৩
নফসের সাথে আচরণ ১২৪
দুনিয়াবিমুখের কারামাত ১২৪
কারও নফস-ই নির্দোষ নয় ১২৪
যে কেউ পথভ্রষ্ট বা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে ১২৫
যাহিদ ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আখিরাতের নিয়ামাত দেখতে পায় ১২৫
দুঃখিদের সাথে আল্লাহ থাকেন ১২৬
নফসের জিহাদ ১২৬
কুপ্রবৃত্তির সাথে বিদআতের সম্পর্ক ১২৭
নেতৃত্বভার পেয়ে যুহ্দ অবলম্বন ১২৮
হারামের আশঙ্কায় ভোগ্যপণ্য পরিহার ১২৮
দুনিয়ার উলটো আচরণ ১২৮
ভোগ-বিলাসের সামর্থ্য অন্তরের কাঠিন্যের কারণ ১২৯
প্রবৃত্তির গোলাম মৃত্যুকে ভয় পায় ১২৯
টাকা-পয়সার কারণে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া ১২৯
ঈসা ﷺ-এর উপদেশ ১৩০
মূসা ﷺ-এর যুহ্দ ১৩১
যৌনক্ষুধা দমন কঠিনতর ১৩২
যুহ্দের বিপরীত নফস ১৩২
জান্নাত-জাহান্নামের প্রবল অনুভূতি ১৩৩

আখিরাতে দুনিয়ার বিপরীত অবস্থা ১৩৩
দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই যখন কঠিন ১৩৪
অঢেল হালাল সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রতিদান ১৩৪
সকল যুগেই কল্যাণ লাভের সুযোগ রয়েছে ১৩৪
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রবৃত্তির বাধা ১৩৫
বিপদের তিন কারণ ১৩৫
চারটি জিনিসের নিয়ন্ত্রণ ১৩৬
দুনিয়া ও নফসের সমার্থকতা ১৩৬
চার রকমের মৃত্যু ১৩৬
যাহিদের তিন বৈশিষ্ট্য ১৩৭
পর্যাপ্ত খাবারের মানদণ্ড ১৩৭
পেটের চাহিদার ভয়াবহতা ১৩৭
দুনিয়ার উপমা খাবারের মতো ১৩৮
মারিফাত লাভের কয়েকটি অন্তরায় ১৩৮
অন্যের সম্পদ গ্রহণকে হারাম জ্ঞান করা ১৩৯
বান্দার কথা, ঘুম ও খাবারের পরিমাণ আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ড ১৩৯
আধ্যাত্মিকতার চার ভিত্তি ১৩৯
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার কুপ্রভাব ১৩৯
মাখলুকের সাথে সম্পর্কে যুহদের প্রভাব ১৩৯
পানাহারে সামান্য বিলাসিতাও পরিহার ১৪০
অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের আহার-নিদ্রা ১৪১
গোলামের চেয়েও অনাড়ম্বর পার্থিব জীবন ১৪১
দেহকে অতৃপ্ত রাখা ১৪১
পার্থিব অপ্রাপ্তির প্রতিদান মিলবেই ১৪১
অপ্রাপ্তি বনাম হালাল প্রাপ্তি ১৪২
একটি অতিরিক্ত দোয়াত থাকার কুফল ১৪৩
আখিরাতের জন্য উপকারী সম্পদে বরকত ১৪৩
অপ্রাপ্তির মাঝেই কল্যাণ ১৪৪
জীবিত আত্মীয়দের আল্লাহর দায়িত্বে রেখে যাওয়া ১৪৪
অভাবও ফিতনা, সচ্ছলতাও ফিতনা ১৪৪
পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর প্রতি দায়িত্ব ১৪৫
আপনজন যখন সর্বনাশের কারণ ১৪৫

অভাবের কারণে অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন সহজ হয় ১৪৭
সম্পদশালী সাহাবির পরকালে দীর্ঘ হিসাব ১৪৭
দারিদ্র্য অধিক উত্তম হওয়ার কারণ ১৪৮
আখিরাতের জন্য দুনিয়া অর্জন ১৪৯
পাপের কথা গোপন থাকায় খুশি হয়ে যাওয়া ১৫০
দুনিয়া ও আখিরাতের যেকোনো একটির ক্ষতি হবেই ১৫০

■ **উচ্চাকাঙ্ক্ষা না রাখা এবং**
মৃত্যু আসার পূর্বেই আমল করে নেওয়া ১৫২
সব আশা পূরণের আগেই মৃত্যুর আগমন ১৫২
পরকালে অবস্থানের মতো দুনিয়াযাপন ১৫৩
নাছোড়বান্দা নফস ১৫৪
মুমিন ও কাফিরের কাছে দুনিয়ার স্বরূপ ১৫৪
দুনিয়ায় নিজের হিসেব গ্রহণ ১৫৪
মানুষের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ১৫৫
পরকালে নবি ﷺ ও আবূ বাকর ﷺ-এর সাথে থাকার উপায় ১৫৫
একদিনও বাঁচার আশা না রাখা ১৫৬
যুহ্দের আসল ক্ষেত্র ১৫৬
অধিক আশাতে আমল নষ্ট ১৫৬
আশা ও সম্পদের অসারতা ১৫৭
অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের উপমা ১৫৭
সময়ের সদ্ব্যবহার ১৫৮
দুনিয়ার সবকিছু ক্ষয়িষ্ণু ১৫৯
প্রতি মুহূর্তে আয়ু কমে আসে ১৫৯
ঈর্ষণীয় ব্যক্তি ১৫৯
নিজের অযত্ন করে আমলের যত্ন করা ১৬০
সবার-ই বোধোদয় হবে, আগে বা পরে ১৬০
স্বল্প আহারে আল্লাহর আয়াত ১৬১
কবর ভর্তি করার উপাদান ১৬১
দুনিয়ায় অপরিচিতি ও আখিরাতে খ্যাতি লাভের উপায় ১৬১
সৎকর্মশীল হওয়ার ছয়টি ঘাঁটি ১৬১
মৃত্যুকে ভালো না বাসা একটি ত্রুটি ১৬২

মুমিন ও গর্ভস্থ সন্তানের সাদৃশ্য ১৬২
বৃদ্ধদের দেখিয়ে যুবকদের শিক্ষা ১৬২
আখিরাত দূরে মনে হলেও কাছে ১৬২
মৃত্যুকাল পিছিয়ে দেওয়ার অলীক আশা ১৬৩
সম্পদের ঘাটতি নিয়ে দুঃখ করার অসারতা ১৬৩
জীবিত মানুষও মূলত মৃতদেহ-ই ১৬৩
মৃত ব্যক্তি জীবিতদের যা বলতে চায় ১৬৪
মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত না থাকা ১৬৪
পায়ের গোছা মিলে যাওয়ার অর্থ ১৬৫
নফস সবচেয়ে বড় বিপদ ১৬৫
শেষ পরিণাম দুটির যেকোনো একটি ১৬৫
জন্ম থেকেই মৃত্যুর পথচলা শুরু হয় ১৬৬
দিন ও রাত পরকালের দুটি বাহন ১৬৬

■ **আখিরাতের পাথেয় ১৬৮**

মানুষ সব দিক থেকে বন্দি ১৬৮
পার্থিব জীবনকে সময়মতো কাজে লাগানো ১৬৮
আমলের সময়-সামর্থ্য সীমিত ১৬৯
গাফলতির স্তর থেকে উত্তরণের উপায় ১৬৯
একটি দিনের আরামও অনিশ্চিত ১৭০
কবর-জীবনের নৈকট্য ১৭০
পরবর্তী ওয়াক্ত পর্যন্ত বাঁচার অনিশ্চয়তা ১৭১
মৃত্যুর স্মরণে জ্ঞান হারানো ১৭৩
মৃত্যুর পর আফসোস ১৭৩
শয়তানের ওয়াসওয়াসার জবাব ১৭৩
দুনিয়া ও জান্নাত উভয়টি অর্জন ১৭৩
দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস থেকে আখিরাতের স্মরণ ১৭৪
মনের বিরোধিতার গুরুত্ব ১৭৪
মৃত্যুতেই সব শেষ নয় ১৭৪
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির স্বরূপ ১৭৫
হালাল উপভোগকেও তিরস্কার ১৭৬
আখিরাতের সফরের পাথেয় আগেই পাঠানো ১৭৬

নসিহতের ধনভান্ডার ১৭৬
দুনিয়ার ধোঁকাবাজি ও কুরআনের সমাধান ১৭৮
কান্না ও দুশ্চিন্তার গুরুত্ব ১৭৮
পার্থিব জীবনে যা কিছু যথেষ্ট ১৭৮
মৃত্যুর প্রথম ঘাঁটির ভয়াবহতা ১৭৯
মৃত্যু জীবনের সর্বশেষ রোগ ১৭৯
জান্নাত-জাহান্নামের তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই ১৭৯
অভাব ও সচ্ছলতার সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ ১৮০
দুনিয়া অপমানিত ১৮০
বিলাসিতা ধ্বংসকারী মৃত্যু ১৮১
মানুষের একাকিত্ব ১৮১
মৃত্যুর আলোচনার প্রভাব ১৮১
মরে গিয়ে বেঁচে যাওয়া ১৮৩
মৃত্যুর স্মরণে অন্তর পরিষ্কার রাখা ১৮৩
কুশল বিনিময়ে মৃত্যুর স্মরণ ১৮৩
পরকালের প্রস্তুতিতে দেরি না করা ১৮৬
নিঃশেষে দান ১৮৮
মৃত্যুর স্মরণে মন্দ লোকের হৃদয় গলে ১৮৮
গুনাহ গোপন রাখাও আল্লাহর অনুগ্রহ ১৮৯
সাওম রাখা ও অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ১৮৯
মৃত্যুর আকস্মিকতা ১৮৯
স্বল্প সম্পদ ও স্বল্প কথার গুরুত্ব ১৯০
নফসকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত রাখা ১৯১
ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী জীবনের সেতু মৃত্যু ১৯১
মানুষের তিনটি কঠিন অবস্থা ১৯১
পার্থিব সম্পদের আধিক্য ও পরকালীন পাথেয়র স্বল্পতা ১৯২
আখিরাত স্মরণে রেখে সীমিত দুনিয়াভোগ ১৯২
চতুষ্পদ জন্তুর মতো জীবন ১৯৩
দীর্ঘ আশার অসারতা ১৯৩
দীর্ঘ আয়ুর কল্যাণ ১৯৫
রবের আনুগত্যে অতিবাহিত অংশটিই প্রকৃত জীবন ১৯৭
বার্ধক্যের কল্যাণ ১৯৮

মনের সচ্ছলতা ২০১
নিকটজনের মৃত্যুতে শোক ২০২
আল্লাহর প্রতি ভয়, আগ্রহ ও আশা ২০৩
মানুষের দায়িত্ব ইবাদাত, আল্লাহর দায়িত্ব রিযক দেওয়া ২০৩
ঘুমন্ত-জাগ্রত উভয় অবস্থায় মৃত্যুর স্মরণ ২০৪
মানবজীবন কিছুদিনের সমষ্টি মাত্র ২০৪
মৃত্যুকালীন উপলব্ধি ২০৪
এক ব্যক্তির আখিরাতের বাস্তবতা উপলব্ধি ২০৫
স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যু ২০৭
মৃত হয়েও সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি ২০৮
মৃত্যুকালীন তিন সঙ্গী ২০৮

■ **ইবাদাতের ক্ষেত্রে অধ্যবসায় ২০৯**

আল্লাহর নৈকট্যলাভের পরাকাষ্ঠা ২০৯
নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ২১১
আখিরাতের জন্য দুনিয়াকে ব্যবহার ২১১
বাইরে বের হলে ফেরেশতা অথবা শয়তান সাথে থাকে ২১২
যা কিছু সর্বোত্তম ২১২
মানুষের দ্বিমুখিতার স্বরূপ ২১৪
দুনিয়াতে সত্যিকারের কল্যাণ ২১৪
আমলের ফল দুনিয়াতেও মেলে ২১৫
মানুষের নিজের বেছে নেওয়া গুরুভার ২১৫
প্রাপ্যের চেয়ে বেশি প্রতিদান লাভ ২১৬
আখিরাতের কাজে তাড়াহুড়া করা ২১৭
মৃত মাত্রই আফসোসকারী ২১৭
হাশরের ময়দানে পাঁচটি প্রশ্ন ২১৭
আল্লাহর প্রাপ্য আনুগত্য কেউ-ই করে না ২১৮
আল্লাহর আনুগত্য করার উপকারিতা ২১৮
পার্থিব কষ্ট অনুপাতে আখিরাতের প্রতিদান ২১৯
স্রষ্টার আনুগত্য করার মাধ্যমে সৃষ্টির আনুগত্য অর্জন ২১৯
আল্লাহর দয়া ব্যতীত মানুষের চেষ্টা যথেষ্ট নয় ২২০
নফস ও দ্বীনের বৈপরীত্য ২২০

শক্তিকে ভালো কাজে লাগানো ২২১
কাজের ফল নিজেকেই পেতে হয় ২২১
দুই গোলামের উপমা ২২১
প্রতি মুহূর্তে নতুন নিয়ামাত অথবা আযাব ২২১
নেককাজে সর্বশক্তি নিয়োগ ২২২
তিন ধরনের জিহাদ ২২৩
তিন সৌভাগ্যবান ২২৪
বান্দা তার নিয়ত অনুযায়ী সাহায্য পায় ২২৪
মারিফাত লাভের উপায় ২২৪
বান্দা ও বন্দেগির বৈশিষ্ট্য ২২৪
সুফি ও তাসাউফের পরিচয় ২২৮
আনুগত্য ও অবাধ্যতা ২২৯
মর্যাদার মাপকাঠি বংশ নয়, দ্বীন ও সৎকর্ম ২৩০
যথেষ্ট ভেবে আমল ছেড়ে না দেওয়া ২৩২
আলস্য পরিহার ২৩৩
পুণ্যকর্মের মাধ্যমে পাপমোচন ২৩৫
সীমিত সময়ের সদ্ব্যবহার ২৩৬
নেক আমলের সব সুযোগ লুফে নেওয়া ২৩৬
মানুষের ভালোবাসা লাভ আল্লাহর ভালোবাসা লাভের লক্ষণ ২৩৭

■ **আল্লাহভীরুতা এবং তাকওয়া ২৪৬**

দ্বীনের ভিত্তি ২৪৬
আমল কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত ২৪৭
যুহদের পথে চারটি বৈশিষ্ট্য ২৪৭
ঈমানের চূড়ান্ত স্তর ২৪৭
ইসলাম-বৃক্ষের ফল তাকওয়া ২৪৮
আমলের আধিক্যের চেয়ে তাকওয়ার গুরুত্ব বেশি ২৪৮
তাকওয়ার শিক্ষা একাই যথেষ্ট ২৪৯
যুহদের প্রথম স্তর তাকওয়া ২৪৯
তাকওয়ার পূর্ণতা ২৪৯
ইলম ও তাকওয়া পরিপূরক ২৫০
জীবে দয়া করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন ২৫০

শারীয়াত-বহির্ভূত কিছুই তাকওয়া নয় ২৫০
তাকওয়ার চূড়ান্ত স্তর ২৫০
তাকওয়ার মূল ২৫১
নিজের হিসাব গ্রহণ ২৫১
পরকালীন হিসাবের কাঠিন্য ২৫২
তাকওয়ার মাধ্যমে মারিফাত লাভ ২৫২
তাকওয়া আসলে সহজ ২৫২
সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করাই তাকওয়া ২৫৩
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ তাকওয়া ২৫৪
তাকওয়ার ফলে দারিদ্র্য অবলম্বন ২৫৫
তাকওয়ার ক্ষেত্র ২৫৫
আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা ২৫৫
তাকওয়া অবলম্বনের প্রতিদান ২৫৬
সন্দেহজনক বিষয়ে করণীয় ২৫৬
তাকওয়া বোঝার মানদণ্ড ২৫৭
তুচ্ছ বিষয়েও আল্লাহকে ভয় করা ২৫৭
সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর ভয় ২৫৯
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ না করা ২৬০
আল্লাহর ভয় সকল বিষয়ে নিষ্কৃতির মাধ্যম ২৬০
নবিজি ﷺ-এর বন্ধু ২৬১
ভ্রমণকালে তাকওয়া ২৬১
আল্লাহর বদলে মানুষকে ভয় করার অসারতা ২৬২
তাকওয়ার বিভিন্ন উপমা ২৬৪
তাকওয়ার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন ২৬৫
যিকর ও আমলের ভিত্তি ২৬৬
তাকওয়া লঙ্ঘন নিজের প্রতিই যুলুম ২৬৬
গুনাহ থেকে বিরতকারী উপাদান ২৬৭
তাকওয়ার মাধ্যমে ইয়াকীনের উচ্চতর স্তর অর্জন ২৬৭
ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদান নিশ্চিত ২৬৭
উত্তম ও হালাল সম্পদ ২৬৮
বৈধ ইন্দ্রিয়সুখ পরিহার ২৬৯
তাকওয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য ২৭০

পরিমাণ নয়, মান বিবেচ্য ২৭০
তিন প্রকারের জিনিস ও সেসবে করণীয় ২৭১
কম কথা ও অধিক ভাবনা তাকওয়ার অংশ ২৭১
সৎসঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের তাকওয়া ২৭১
আল্লাহকে পাওয়ার অন্যতম উপায় তাকওয়া ২৭২
হারাম খাদ্যের ফলে আমল কবুল হয় না ২৭৩
হালাল উপকরণে যুহদ ২৭৫
মালিকানাহীন জিনিসও গ্রহণ না করা ২৭৬
জমি-জমার ব্যাপারে তাকওয়া ২৭৬
দানশীলতার মাধ্যমে রিযক সহজ হওয়া ২৭৭
জান্নাতি কিংবা জাহান্নামি হওয়ার প্রধান কারণ ২৭৭
সাহাবিকে তাকওয়া অবলম্বনের ওসিয়ত ২৭৮
শিরক পরিহার করা আল্লাহভীতির অংশ ২৭৯
বংশীয় নৈকট্যের চেয়েও বড় যে সম্পর্ক ২৮০
প্রতিবার মিম্বারে তাকওয়ার আলোচনা করা ২৮০
পূর্বের আসমানি কিতাবে তাকওয়ার গুরুত্ব ২৮০
কাঁটাভরা পথে সাবধানে চলার উপমা ২৮১
নফলের আধিক্যের চেয়ে হালাল-হারাম ঠিক রাখা বেশি জরুরি ২৩২
যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা তাকওয়া ২৮২
আল্লাহভীরুতার তিন প্রমাণ ২৮২
ইয়াকীনের স্বরূপ ২৮২
মুমিন হওয়ার হাকীকাত ২৮৩
ইয়াকীনের মাধ্যমে অসাধ্য সাধন ২৮৬
ইয়াকীনের আরও আলামত ২৮৮
স্বচক্ষে দেখে অর্জিত ইয়াকীনের মর্যাদা ২৮৯

লেখকের কথা

আমি ইতোপূর্বে 'আল জামি' কিতাবের যুহদ অধ্যায়ে দুনিয়াবিমুখতা এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা না করা সংক্রান্ত কিছু হাদীস এবং সাহাবিদের উক্তি উল্লেখ করেছি। আর 'দালায়িলুন নুবুওয়াহ' এবং অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ করেছি—নবি ﷺ কীভাবে জীবনযাপন করেছেন। এরপর আমার নজরে পড়ল—দুনিয়াবিমুখতার ফযীলাত, দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা না করা এবং আমলের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দুনিয়াবিমুখতা চর্চার বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মনীষীদের অনেকেই অনেক সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করেছেন। রয়েছে তাদের বেশ চমৎকার সব উক্তি। আলোচ্য গ্রন্থে আমি সেগুলো উল্লেখ করতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে এবং আমার সকল বিষয়েই আল্লাহ তাআলা সহায়। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

ইমাম বাইহাকি ﵀
(মৃত্যু ৪৫৮ হিজরি)

অনুবাদকের কথা

যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা এক অতিপরিচিত শব্দ। তবে এর পরিচিতির ধরন নিয়ে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সবার কাছে তা সমান মাত্রায় পরিচিত নয়। খুব সম্ভব সাম্প্রতিক সময়ে শব্দটা অনেক বেশি যুলুমের শিকার হয়েছে। অথচ বিশ্বমানবতা যখন পুঁজিবাদের থাবায় বিধ্বস্ত, তখন এর সঠিক চিত্র সবার সামনে হাজির থাকা ছিল এক আবশ্যক বিষয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা আর হয়নি, বরং কোনো কোনো মহল থেকে এর প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম দেওয়া হয়েছে।

আসলে মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসে যাহিদদের অবদান কতটুকু বা উম্মাহর অধঃপতনে তারা আদৌ দায়ী কি না—তা আলাপের জায়গা এটা নয়। তবে এখানে এটা বলা প্রাসঙ্গিক যে, যুহদ মূলত ইসলামেরই এক অনুষঙ্গ। ইসলাম দুনিয়ার মোহ দূর করার যে বয়ান প্রদান করে থাকে, তার নাম-ই যুহদ। একজন নবি হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ নিজে সর্বপ্রথম ইসলামের সে বয়ানকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। বাকি এটা স্বীকার করতে হবে যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও কিছুটা বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, একশ্রেণির মানুষের মাধ্যমে। কিন্তু এ কারণে তো যুহদের মৌলিক কনসেপ্ট আর ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়নি। বরং লক্ষ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে যুহদ-ই ইনাবাত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক গড়ার এক শক্তিশালী মাধ্যম। পাঠকদের জন্য বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা ভালো হবে—যুহদ অবলম্বন করতে হলে দুনিয়া কতটুকু রাখা যাবে বা কতটুকু বিসর্জন দিতে হবে, ইসলাম তার নির্দিষ্ট কোনো সীমা বলে দেয়নি; বরং এটা নির্ভর করে প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থার ওপর। এই কারণে আমাদের আলোচ্য কিতাবে দেখা যাবে সালাফগণ এর একেকরকম সংজ্ঞা দিচ্ছেন।

ইমাম বাইহাকি ﵀ এক্ষেত্রে অবশ্য কোনো সংজ্ঞাকে প্রাধান্য দেননি। তেমনিভাবে তিনি যুহদের সামগ্রিক কোনো চিত্রও হাজির করেননি; বরং এ বিষয়ক নানা মাত্রিক বয়ান হাজির করে বিষয়টিকে তিনি পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। একজন পাঠককে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। যুহদের যে সংজ্ঞা ও চিত্র তাকওয়া ও সংযমশীলতার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হবে, তিনি সেটা গ্রহণ করবেন।

যুহদ বিষয়ে ইমাম বাইহাকি ﵀-এর এ কিতাবটি অতুলনীয়। তিনি যেভাবে যুহদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ থেকে শুরু করে এ বিষয়ক খুটিনাটি আলাপ করেছেন, তার নজির মেলা ভার। আলহামদুলিল্লাহ, এমন একটি অনবদ্য গ্রন্থ এখন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছে। একে ভাষান্তরের ক্ষেত্রে মূলানুগ থেকে যথাসাধ্য সাবলীল করার চেষ্টা করেছি আমরা। বইয়ের বক্তব্যের নির্ভুল উপস্থাপনে চেষ্টার কমতি করা হয়নি। তবুও কোনো ভুলত্রুটি নজরে পড়লে তা অবহিত করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

الْحَمْدُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد:

যুহদ কী?

যুহদ আরবি শব্দ। 'যুহদ' অর্থ অনাসক্তি, অনাগ্রহ, নির্লিপ্ততা, নির্মোহ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে দুনিয়াবিমুখতাকেই যুহদ বলা হয়। আর ব্যাপকভাবে বলতে গেলে কিয়ামাতের দিন হিসাব-নিকাশের ভয়ে দুনিয়া ও তার চাকচিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, নির্লিপ্ত থাকা, অনাগ্রহ প্রকাশ করা ও তা পরিত্যাগ করাকে যুহদ বলে।

কেউ কেউ বলেন, যুহদ হচ্ছে, কিয়ামাতের দিন হিসাব হওয়ার ভয়ে হালাল ও জায়িয বিষয়াদি পর্যন্ত পরিত্যাগ করা এবং কিয়ামাতের দিন শাস্তি পাওয়ার ভয়ে হারাম ও নাজায়িয বিষয়াদি পরিত্যাগ করা।

আবার অনেকেই বলে থাকেন, দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ ও মজা পরিত্যাগ করে এবং দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করে তা থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মনোনিবেশ করা।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀-এর মতে,

'পরহেযগারিতা ও যুহদের মাঝে পার্থক্য - যুহদ হলো আখিরাতে যা উপকারে আসবে না, তা পরিত্যাগ করা; এবং পরহেযগারিতা হলো আখিরাতে যা ক্ষতির কারণ হবে, তা পরিত্যাগ করা।'[১]

ইমাম ইবনু কুদামা ﵀ বলেন,

'(দুনিয়ার) কোনোকিছুর আসক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে তারচেয়ে উত্তম কিছুর দিকে মনোনিবেশ করাই যুহদ।'[২]

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হলো- 'যুহদ' কী? উত্তরে তিনি বলেন,

'তাকে নিয়ামাত দেওয়া হলে শুকরিয়া আদায় করে, আর বালা-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করা হলে সবর করে, আর এটাই যুহদ।'[৩]

তিনি আরও বলেন,

'যুহদ হচ্ছে সবর করা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে সজাগ থাকা।'[৪]

ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি ﵀ বলেন,

'শক্ত খাবার খাওয়া ও মোটা কাপড় পরিধানের নাম যুহদ নয়। বরং দুনিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়া এবং মৃত্যুর ব্যাপারে সজাগ থাকার নামই যুহদ।'[৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন,

'দুনিয়াকে (দুনিয়ার ভালবাসাকে) অন্তরে ঠাঁই দিয়ে তোমার সামনে যা আছে তা (বাহ্যিকভাবে) পরিত্যাগ করা যুহদ নয়। মূলত দুনিয়াকে (দুনিয়ার ভালবাসাকে) অন্তর থেকে বাদ দিয়ে তোমার হাতের সামনে যা আছে তা

---

[১] আল ফাওয়ায়িদ, ১৮১; মাদারিজুস সালিকীন, ২/১২।

[২] মুখতাসারু মিনহাজিল ক্বসিদীন, ইবনু কুদামা, ৩৪৬।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৬৮।

[৪] আয-যুহদুল কাবীর, বাইহাকি, ৬৫; তাহযীবুল কামাল, ১১/১০৯; তারীখুল ইসলাম, ১৩/২০০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৬২।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২৪৩; আয-যুহদ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, ৬৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৪৮৬; আয-যুহদুল কাবীর, বাইহাকি, ১৯৪; আল জারহু ওয়াত তা'দীল, ১/১০১।

পরিত্যাগ করাই হলো যুহদ।[৬]

মূলত আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নামই যুহদ। কেননা, দুনিয়ার জীবন তো ক্ষণস্থায়ী; আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনের পিছনে ছুটে বেড়ানো চরম মূর্খতা বৈ আর কী হতে পারে! আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

"আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট; অথচ পার্থিব জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষনস্থায়ী ভোগ মাত্র।"[৭]

সূরা আ'লার ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"বরং তারা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, অথচ আখিরাতের জীবন হলো স্থায়ী।'

সূরা ত্ব-হা'র ১৩১ নং আয়াতে তিনি আরও বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"আর তুমি কখনো প্রসারিত কোরো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।"

আমরা দুনিয়াকে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার একমাত্র ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছি। অথচ মুমিনের জন্য এই দুনিয়া আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের গন্তব্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্র মাত্র। এখানে আমরা মুসাফিরের মতো রয়েছি, এই দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত,

---

[৬] ত্বরিকুল হিজরাতাইন, ৪৫৪।

[৭] সূরা র'দ, ১৩ : ২৬।

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّك غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

'দুনিয়াতে অচেনা, দরিদ্র অথবা মুসাফিরের মতো থাকো।'[৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا

'দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মাঝে থাকা সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিকর ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলিম (উলামা) ও তালিবুল ইলম (ইলম অন্বেষণকারী) নয়।'[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া হচ্ছে মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত সমতুল্য!'[১০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি যুহদ শব্দেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে ,

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ

'তুমি দুনিয়ার প্রতি যুহদ (অনাসক্তি) অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; এবং মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।'[১১]

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-ও যাহিদ হওয়ার জন্য দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ وَسِّع عليّ في الدنيا وزَهِّدني فيها، ولا تُزْوِها عَني وتُرَغبني فيها.

'হে আল্লাহ! দুনিয়া আমার জন্য সুপ্রশস্ত করে দিন, ও দুনিয়ার প্রতি আমাকে যাহিদ বানিয়ে দিন (তথা নিরাসক্ত করে দিন); এবং দুনিয়ার প্রতি আমার আসক্তি ও মন লাগিয়ে দিয়েন না।'[১২]

---

[৮] বুখারি, ৬৪১৬, ৬৪৯২।

[৯] তিরমিযি, ২৩২২; ইবনু মাজাহ, ৪১১২; শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, ১৭০৮- হাদীসটির সনদ হাসান।

[১০] মুসলিম, ২৯৫৬।

[১১] ইবনু মাজাহ, ৪১০২- হাদীসটির সনদ হাসান, কতিপয় মুহাদ্দিসদের নিকট এর সনদ যঈফ।

[১২] তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ইবনু আসাকীর, ১৪/২৬৪।

নবিজি ﷺ-এর যুহদের ধরন ও প্রকৃতি যেমন ছিল :

একদা সাহাবায়ে কেরাম দেখতে পেলেন রাসূল ﷺ চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। এমন কি তার শরীরে চাটাইয়ের দাগ বসে গেল। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার জন্য নরম বিছানার ব্যাবস্থা করে দেব না? তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো কেবল মাত্র একজন আরোহী, যে একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল, আবার কিছুক্ষণ পর তার গন্তব্যে চলে যাবে।[১৩]

আরেকবার উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কামরায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ সময় তিনি একটা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সলম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার ওপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একপার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি?

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পাতায় নির্মিত একটি চাটাইয়ের ওপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন।

একই বিষয়ে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে,

আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তার চাঁদরখানি তার শরীরের ওপর টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তার পরনে অন্য কোনো কাপড় ছিল না। আর বাহুতে চটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (আড়াই কেজি পরিমাণ) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া যা পাকানো ছিল না। তখন তিনি বলেন, এসব দেখে আমার দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, কীসে তোমার কান্না পেয়েছে?

---

[১৩] তিরমিযি, ২৩৭৭; ইবনু মাজাহ, ৪১০৯; মুসনাদু আহমাদ, ৩৭০৯।

আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, কেন অমি কাদব না? এই যে চাটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরনায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তার মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই! তখন তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগবিলাস)। আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।[১৪]

সাহল ইবনু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর নিকট মশার ডানা পরিমাণও হতো, তাহলে তিনি কাফিরদের এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।[১৫]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলিয়াহ অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোনোকিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কী করব?

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিনা পয়সায় তোমরা কি সেটা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা ত্রুটিযুক্ত ছিল। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এই বকরীর বাচ্চা তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরও বেশি নগণ্য।[১৬]

---

[১৪] বুখারি, ৪৯১৩; মুসলিম, ১৪৭৯, ৩৫৮৩।

[১৫] তিরমিযি, ২৩২০।

[১৬] মুসলিম, ২৯৫৭।

যুহদের স্তর

যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার কয়েকটি স্তর রয়েছে :

১. হারাম থেকে বিমুখতা : এই বিমুখতা অত্যাবশ্যক।

২. মাকরুহাত ও অপছন্দনীয় কার্যাদী থেকে বিমুখতা : এই বিমুখতা পছন্দনীয়।

৩. বৈধ কাজে সীমাতিরিক্ত ব্যাস্ত হওয়া থেকে বিমুখতা : যেমন, অসার-অনর্থক কথাবার্তা, অধিকহারে প্রশ্ন করা থেকে বিমুখ হওয়া। এরকম বিমুখতা মানুষের একটি বিশেষ পরিপূরক গুণ।

৪. মহান আল্লাহ ব্যাতীত অন্য সব কিছু এবং আল্লাহ থেকে বিমুখকারী সব কিছু থেকে বিমুখ হওয়া; আর এটাই পরিপূর্ণ যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা)।

উল্লেখ্য যে, যুহদের অন্তরালে শারীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা যুহদের অন্তরালেও শারীয়াতের অনেক বিধানাবলীর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে।

তাসাউফ কী?

'তাসাউফ' ও 'সুফি' শব্দটির উৎপত্তিস্থল নিয়ে আহলে ইলমদের থেকে অনেক মত পাওয়া যায়। কেননা তাসাউফ শব্দটি 'যুহদ' ও 'যাহিদ' শব্দের মতো ইসলামের প্রথম যুগ থেকে প্রচলিত ও ব্যবহৃত নয়। যার কারণে অনেকে অনেকভাবে একে ব্যাখ্যা করেছেন। কারও কারও মতে বকরির পশম বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করার কারণে একদল যাহিদদের সুফি বলা হত। কেউ কেউ বলে থাকে, আসহাবে সুফফার সাহাবিদের গুণাবলী ও নামের সাথে মিল রেখে তাসাউফ ও সুফি নামকরণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন অন্তরের সাফাই, নির্মলতা ও সচ্ছতাকে তাসাউফ বলা হয়।[১৭]

তাসাউফ ও সুফি এই দু'টি দু'শত হিজরির পূর্বে প্রসিদ্ধ হতে থাকে। যেমনটি ইমাম কুশাইরী ﵀ থেকে বর্ণিত। এবং আবূ হাশিম আস সুফিকে সর্বপ্রথম 'সুফি' নামে নামকরণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়। যিনি ১৫০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[১৮]

---

[১৭] আস সিহাহ, জাওহারী ৪/১৩৮৮; মু'জামু মাক্বাইসিল লুগাহ, আবুল হাসান আহমাদ ইবনু ফারিস ৩/৩২২; তিসআতু কুতুব ফী উসূলিত তাসাউফ পৃ.৩৬৫; মিসবাহুল মুনীর, আহমাদ ইবনু আলি আল মুক্বরী ১/৪৮১।

[১৮] কাশফুয যুনূন আন আসমায়িল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, হাজী খলীফা ১/৪১৪; আল ইনতিসার লি ত্বরিকিস সূফিয়্যাহ, পৃ.১৭-১৮।

আহমাদ ইবনু আলি আল মুক্করী ﵀ বলেন,

'সুফি শব্দটি আরবি ভাষায় নতুন সৃষ্টি। মূল আরবি ভাষার সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই এবং আরবি ভাষায় এর কোনো উৎসও নেই।'[১৯]

ইমাম কুশাইরী ﵀-ও অনুরূপ বলেন এবং তিনি 'সুফি' শব্দটি লক্বব হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২০]

ইমাম ইবনু খালদূন ﵀-এর মতে, সূফ তথা পশমী পোশাক পরিধানের কারণে তাদের সুফি বলা হত।[২১]

ইমাম যাকারিয়া আল আনসারী ﵀ বলেন,

তাসাউফ এমন এক ইলম যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, চরিত্র ও নৈতিকতার পরিশুদ্ধির বিভিন্ন উপায় সমন্ধে জানা যায়। এছাড়াও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের আশায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কেও জানা যায়।[২২]

ইমাম আবূল হাসান আশ শাযিলী ﵀ বলেন,

'তাসাউফ হচ্ছে আল্লাহর উবুদিয়াত ও বন্দেগির ক্ষেত্রে অন্তরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যা আল্লাহর রুবুবিয়াতের বিধানাবলীর ওপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়।'[২৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু আজীবাহ ﵀ বলেন,

'তাসাউফ হচ্ছে এমন এক ইলম যার মাধ্যমে জানা যায় রাজাধিরাজ আল্লাহ পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছাতে হবে, কীভাবে অন্তরের পঙ্কিলতা পরিষ্কার করবে এবং কীভাবে সব ধরনের ভালো গুণাবলী দিয়ে অন্তরকে সাজাবে। তাসাউফের শুরুর অংশ হচ্ছে- ইলম, এর মাঝের অংশ হচ্ছে- (নেক) আমল এবং শেষ ও চূড়ান্ত অংশ হচ্ছে- সফলতা।'[২৪]

---

[১৯] মিসবাহুল মুনীর, ১/৪৮১।

[২০] রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ২/৫৫০ (দারুল কুতুবিল হাদীসিয়া, কায়রো)।

[২১] মুকাদ্দামাতু ইবনি খালদূন, পৃ. ৪৬৭।

[২২] রিসালাতুল কুশাইরিয়া, পৃ.৭।

[২৩] আল ফুতুহাতুল ইলাহিয়া ফি নুসরাতিত তাসাউফ, পৃ. ১৬; নুরুত তাহকীক পৃ. ৯৩।

[২৪] মি'রাজুত তাশাওউফ ইলা হাক্বায়িকিত তাসাউফ, ইবনু আজীবাহ, পৃ.৪।

ইমাম মারুফ কারখী ﵀ বলেন,

'তাসাউফ হচ্ছে হাকীকাতসমূহকে গ্রহণ করা আর সৃষ্টির কাছে বিদ্যমান বস্তুসমূহে অনাসক্তি থাকা।'[২৫]

তাসাউফকে অনেকেই ইহসানের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

ইহসানের স্তর বুঝাতে নবিজি ﷺ বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'ইহসান হলো, এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।'[২৬]

আল্লামা আহমাদ ইবনু আজীবাহ ﵀ বলেন,

'সুফিদের মাযহাব হচ্ছে, আমল যখন শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে তখন তাকে বলা হয় ইসলামের স্তর। আর সেই আমলই যখন মুজাহাদা ও রিয়াযতের মাধ্যমে অন্তরের সচ্ছতার কাজে স্থানান্তরিত হয় তাকে ঈমানের স্তর বলে। এবং হাকীকাত ভেদ যখন বান্দার সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে তখন তাকে ইহসানের স্তর বলে।'[২৭]

অর্থাৎ তাসাউফ হচ্ছে বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ কুফর, শিরক, নিফাক, রিয়া (লোক দেখানো ইবাদাত), হাসাদ (হিংসা), কিবর (অহংকার), নাফরমানী (অবাধ্যতা), ফাহশাত (অশ্লীলতা)-সহ সকল কু-প্রবৃত্তি দূর করে ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা। কুরআন কারীমে যাকে 'তাযকিয়াতুন নফস', হাদীসে যাকে 'ইহসান' ও পরবর্তী যামানার নেককার সালিহীনরা যাকে 'তাসাউফ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

কুরআন কারীমে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাযকিয়াতুন নফস তথা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

---

[২৫] রিসালাতুল কুশাইরিয়া, পৃ.১২৭; আওয়ারিফুল মাআরিফ, সোহরাওয়ার্দী, পৃ.৬২।

[২৬] বুখারি, ৫০; মুসলিম, ৯।

[২৭] সরীহুল ইবারাহ ওয়া বাহিরুল ইশারাহ, আবদুস সালাম আল ইমরানী আল খালিদী, ৪/১৪৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

'নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নফস)-কে কলুষিত করেছে।'[২৮]

তিনি আরও বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পরিশুদ্ধ হয়।'[২৯]

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা আরও বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

'তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই। বস্তুতঃ তাদের ওপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না।'[৩০]

তাসাউফ, তাযকিয়াতুন নফস ও আত্মশুদ্ধির উপাদান ৩ টি :

১. ঈমান ও তাওহীদের ওপর অবিচল থাকা।

২. শারীয়াতের ফরয এবং ওয়াজিবসমূহের যথাযথ পাবন্দি করা।

৩. ইত্তেবায়ে সুন্নাত তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সুন্নাতের অনুসরণ।

এর বিপরীতে যুহদ ও তাসাউফ চর্চা জায়েয নেই। সমাজে এক শ্রেণির লোক যুহদ, তাসাউফের নামে নানা রকম শারীয়াতবিরোধী কর্মকাণ্ডে এবং ভণ্ডামিতে লিপ্ত। সুতরাং যুহদ ও তাসাউফের কোনো বিষয় যদি কুরআন-সুন্নাহ তথা শারীয়াত ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গ্রহনযোগ্য আলিমদের নিক্তিতে উত্তীর্ণ না হয় তবে তা বর্জনীয়।

কেননা শারীয়াত-বিরোধী আমলে লিপ্ত এবং কুফরি ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী কেউ আল্লাহর ওলি হতে পারে না; যদিও সে অনেক ইবাদাতগুযার ও ভালো কর্মের অধিকারী হয়ে থাকে!

---

[২৮] সূরা শামস: ৯-১০।

[২৯] সূরা আ'লা:১৪।

[৩০] সুরা নিসা:৪৯।

সূফিকুল শিরোমণি ইমাম জুনাইদ আল বাগদাদী ﵀ বলেন,

'আমাদের এই ইলম (ইলমুত তাসাউফ) কুরআন ও সুন্নাহর সাথেই সম্পৃক্ত (অর্থাৎ এগুলোর ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ)। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেনি তার অনুসরণ করা যাবে না।'[৩১]

ইমামুল আওলিয়া সাহল ইবনু আবদিল্লাহ তুসতারী ﵀ বলেন, তাসাউফের ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি ছয়টি :

১. কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর সুন্নাতের অনুসরণ করা।

৩. হালাল খাওয়া।

৪. কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

৫. সব ধরনের গুনাহ থেকে সংযত থাকা ও (অসতর্কতাবশতঃ গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে) তাওবা করা। এবং

৬. হুকুক (আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ) আদায় করা।'[৩২]

শাইখুল মাশায়েখ আবদুল কাদীর জীলানী ﵀ বলেন,

'সকল আওলিয়ায়ে কেরাম শুধু কুরআন ও হাদীস থেকেই শারীয়াতের বিধানাবলী) আহরণ করেন এবং কুরআন ও হাদীসের যাহের মুতাবেকই আমল করে থাকেন।'[৩৩]

সুতরাং যুহদ ও তাসাউফের নামে যদি কোন ফাসিক ও ফাজির থেকে কোনো প্রকার অলৌকিক বিষয় সংঘটিতও হয়, তাহলে তা আল্লাহর ওলিদের এবং প্রকৃত যাহিদ ও সুফিদের কারামতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং তা 'ইস্তিদরাজ' ও ভেল্কিবাজি হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩৪]

উক্ববা ইবনু আমের ﵁ থেকে মারফূ সূত্রে হাদীস বর্ণিত, যখন দেখবে আল্লাহ তাআলা কোনো গুনাহগার বান্দাকে গুনাহে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ও দুনিয়ার

---

[৩১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/১৫৪; তারীখুল ইসলাম, ২২/৭২।

[৩২] হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১০/১৯০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/৩৩০; শাযারাতুয যাহাব, ২/১৮২; ত্বাবাকাতুশ শা'রানী, ১/৬৬।

[৩৩] রুহুল মাআনী, ১৬/১৯।

[৩৪] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮২; সূরা ক্বলম, ৬৮ : ৪৪; তাফসীরে ত্বাবারী, ১৩/২৮৯; তাফসীরে কবীর, রাযী ২১/৮১; তালবীসে ইবলীস, পৃ. ২৮৫; তাফসীরে কুরত্ববী, ৭/৩২৯; লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফফারীনি ১/২৯৪; আত তাম্বীহাতিল লাত্বীফাহ, সা'দী, পৃ. ৯৭; নিবরাস, আবদুল আযীয পুরহারভী, পৃ. ৪৩০।

কোনো এমন কিছু সম্মান ও নিয়ামাত দিচ্ছেন যা সেই বান্দা পছন্দ করে, তখন জেনে নিয়ো সেটি 'ইস্তিযরাজ'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আনআমের ৪৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।[৩৫]

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন,

> *'যখন কাউকে পানির ওপর হাটতে দেখবে কিংবা হাওয়ায় উড়তে দেখবে তখন সাথে সাথেই তার ব্যাপারে ধোকায় পড়ে যেয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কার্যকলাপকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে পরখ করে নাও।*[৩৬]

সুফিকূল শিরোমণি আবূ ইয়াযীদ আল বিসতামী (প্রসিদ্ধঃ বায়েযীদ বুস্তামী) ﷺ বলেন,

> *'আল্লাহর কিছু বান্দা আছে যারা পানির ওপর হাটে, কিন্তু তাদের কোনো মূল্যই আল্লাহর নিকট নেই। যদি তোমরা এমন ব্যক্তিকে দেখ যাকে আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে আসমানে উড়ার ক্ষমতা প্রদান করেছেন তাদের দ্বারাও ধোকা খেয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা তাকে দেখবে আল্লাহর বিধি-নিষেধ কতটুকু পালন করছে, আল্লাহর নির্ধারিত শারীয়াতের সীমানা কতটুকু সংরক্ষণ করছে এবং কতটুকু শারীয়াত মুতাবিক চলছে।*[৩৭]

আবূ মুহাম্মাদ আল মুরতাইশ কে জিজ্ঞেস করা হলো-

فلان يمشي على الماء!

অমুককে দেখা যায় যে, পানিতে হাটে!

প্রতিউত্তরে তিনি বললেন,

عندي أن من مكّنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم ممن يمشي على الماء!

'আমার নিকট যাকে আল্লাহ তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার তাওফীক দান করেছেন তিনি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান যে পানির ওপর হাটে

---

[৩৫] মুসনাদে আহমাদ ২৮/৫৪৭ হাঃ১৭৩১১; মু'জামুল আওসাত্ব, ত্বাবারানী ৯/১১০; মু'জামুল কাবীর, ত্বাবারানী ১৭/৩৩০- ইমাম ইরাক্বী এর সনদকে 'হাসান' বলেছেন (তাখরীজে এহইয়া ৪/১৬২); মিশকাতুল মাসাবীহঃ৫২০১।

[৩৬] শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবীয়া ২/৭৬৯; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/২৫৩।

[৩৭] হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/৪০।

(অথচ সে প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত)![৩৮]

ইমাম শাতিবি ﵀-এর মতেও যেসব ব্যক্তি শারীয়াত-বিরোধী কাজে লিপ্ত তাদের থেকে এমন অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পেলে তা শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখতে হবে, এরপর তিনি শাইখ আবদুল কাদির আল জীলানী ﵀-এর বিখ্যাত ঘটনা উল্লেখ করেন যেখানে শয়তান তাকে গাইবি আওয়াজে বলেছিল- আমিই তোমার রব, তোমার জন্য সব হারামকে হালাল বানিয়ে দিলাম! তখন শাইখ আবদুল কাদির জীলানী ﵀ তাকে বললেন, হে অভিশপ্ত, এখান থেকে ভাগো![৩৯]

ইমাম জুরজানী, তাফতাযানী, বসাফফারিনী, সুয়ূতি ও মুল্লা আলি ক্বারী ﵀-সহ অন্যান্য ইমামগণ ওলিদের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেন,

ওলি হচ্ছেন তিনি, যিনি আল্লাহর (সত্ত্বা ও গুনাবলীর) পরিচয় লাভ করেছেন। আর তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার সাধ্যানুযায়ী (আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের) অনুগত হবে এবং সকল প্রকার গুনাহ বিরত থাকে এবং দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ, কু-প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে মশগুল হয় না।[৪০]

অতএব যুহদ ও তাসাউফ চর্চার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতিসমূহের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বক্ষমাণ এই কিতাবটিতে ইমাম বাইহাকি ﵀ মূলত ইসলামের সোনালী যুগের মনীষাদের দুনিয়া-ত্যাগের নমুনা সম্পর্কে নিজ সনদে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও অমীয় বাণী নকল করেছেন। কিতাবে উল্লেখিত সকল বর্ণনাই সঠিক নয়, আবার এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা সঠিক হলেও সকলের জন্য অবাধে আমল করা বৈধও নয়। তবে সার্বিকভাবে এই কিতাবটি ও তার বিষয়বস্তু আমাদের সকলের জন্যই বেশ উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এও জানিয়ে রাখা উচিৎ যে, মূল গ্রন্থ তথা 'আয-যুহদুল কাবীর'-এর অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো অবলম্বন করা হয়েছে তা হচ্ছে,

১. অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

২. যেসব বর্ণনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

---

[৩৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/২৩১।

[৩৯] আল মুয়াফাকাত ২/২৭৫-২৭৬।

[৪০] আত তারীফাত, জুরজানী ১/২৫৪; শরহুল মাক্বাসিদ ফী ইলমিল কালাম, তাফতাযানী ২/২০৩; লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফফারিনী ২/৩৯২; ইতমামুদ দিরায়া, সুয়ূত্বী পৃ.৭; শারহু ফিক্বহিল আকবার পৃ. ৮৯; তাফসীরে খাযেন ২/৪৫১।

৩. মূল গ্রন্থের অনেক আবইয়াত ও পঙক্তি অনুবাদের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪. কতিপয় ইস্তেলাহা ও পরিভাষার আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়নি। প্রয়োজন মনে হলে তার নিচে টীকা যুক্ত করা হয়েছে।

৫. বুখারি ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের মান সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আমীন।

এত কিছুর পরেও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এই বইয়ের সম্পাদনার ক্ষেত্রে যা কিছু সঠিক ও উপকারী বিষয় বিবেচিত হবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যেসব ভুল হবে তার দায়ভার আমার ও শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত হবে!

আহক্বারুল ই'বাদ
আবদুল্লাহ আল মামুন (উ'ফিয়া আনহু)
২৯ নভেম্বর ২০২১

যুহদ ও যাহিদ[৪১] : পরিচয় ও প্রকারভেদ[৪২]

অবহেলিত অনুগ্রহ

১. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন :

نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ

"দুটি নিয়ামাত রয়েছে এমন, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। তা হচ্ছে সুস্থতা এবং অবসর।"[৪৩]

যুহদের দুই পিঠ

২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "হাতে যা রয়েছে, তার কোনো কিছুর প্রতি অন্তরে প্রশান্তি অনুভূত না হওয়াই যুহদ। আর দুনিয়ার কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে সে জন্য আফসোস না করাও যুহদের অন্তর্ভুক্ত।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

---

[৪১] দুনিয়াবিমুখ। যে ব্যক্তি যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করে, তাকে যাহিদ বলা হয়।—সম্পাদক

[৪২] এ শিরোনামটি আমরা মূল কিতাবে পাইনি। তবে তা ভেতরের আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আয-যুহদুল কাবীর'-এর সর্বশেষ শামেলা সংস্করণে এ শিরোনাম টানা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে আমরা তা ঈষৎ পরিমার্জন সহকারে অনুবাদে যুক্ত করে দিয়েছি।—অনুবাদক

[৪৩] বুখারি, আস-সহীহ, ৬৪১২।

"জমিনে এবং তোমাদের ওপর যত বিপদ আপতিত হয়, প্রত্যেকটিই আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।"[৪৪]

৩. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ মুসা দাইবালিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যুহদ কাকে বলে?' তিনি উত্তরে বলেন: 'দুনিয়ার কিছু হারিয়ে গেলে আফসোস না করা আর কিছু অর্জিত হলে তাতে আনন্দিত না হওয়া।'"

৪. সাহল ইবনু আলি আবী ইমরান বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি: 'প্রকৃত যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) কখনো দুনিয়ার নিন্দা করে না আবার প্রশংসাও করে না। সত্যি বলতে দুনিয়ার দিকে ফিরেই তাকায় না সে। দুনিয়া পেয়ে আনন্দিতও হয় না, আর তা চলে গেলে দুঃখবোধও করে না।'"

যুহদের ভান

৫. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত[৪৫] বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি: 'যে দুনিয়াদারদের সামনে অধিক পরিমাণে দুনিয়ার নিন্দা করে, সে-ই আসলে সবচেয়ে বড় দুনিয়ালোভী। বিশেষত যখন দুনিয়া না পাওয়ার তীব্র জ্বালায় পড়ে, তখন এমন নিন্দা করে সে। গোপনে গোপনে আসলে সে-ই সবচেয়ে বেশি দুনিয়া তালাশ করে।'"

যুহদের আলৌকিকতা

৬. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'যারা এ জগত (আধ্যাত্মিকতা) থেকে ফিরে এসেছে, তারা মাঝরাস্তা থেকেই ফিরে এসেছে। যদি তারা আল্লাহর নিকট পৌঁছুতে পারত, তাহলে মাঝপথ থেকে ফিরে আসত না। তাই হে আমার ভাই, যুহদ অবলম্বন করো। তা হলে আশ্চর্যকর সব বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারবে।'"

---

[৪৪] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২।

[৪৫] তাঁর মূল নাম খয়্যাত (خياط) হবে। তবে বিভিন্ন কিতাবাদি ও তার নুসখায় হান্নাত (حناط) লেখা আছে।

মানুষের আসল দায়িত্ব

৭. যাহহাক বলেন, "আমি বিলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি : 'হে রহমানের বান্দারা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর যে বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তোমরা তা পালন করছ না। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজে যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন, তোমরা আগ বাড়িয়ে তা নিজের ঘাড়ে নিতে চাইছ! এটা তো আল্লাহ-প্রদত্ত মুমিন বান্দার পরিচয় নয়। বুদ্ধিমান কেউ কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়া তালাশ করতে পারে? জেনে রাখ, আল্লাহর আনুগত্য করে যেমন সাওয়াবের আশা করে থাকো, তেমনি তাঁর অবাধ্যতা করেও শাস্তির ভয় করা উচিত।'"[৪৬]

দুনিয়ার চার অংশ

৮. হাসান থেকে বর্ণিত আছে, আমের ইবনু আব্দে কায়েস বলেছেন : "চারটি বিষয়ের সমন্বয়েই মানুষের জীবন। পোশাক, খাবার, ঘুম ও নারী। এখন শোনো, একজন নারী দেখা আর কোনো দেয়াল দেখা—উভয়টাই আমার কাছে সমান। আর পোশাকের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, লজ্জাস্থান ঢাকতে পারলেই হলো। কী দিয়ে ঢাকলাম, তার কোনো পরোয়া করি না। তবে খাবার ও ঘুম—এ দুটি আমার ওপর প্রবল হয়ে যায়। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এ দুটির ক্ষতি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।" বর্ণনাকারী হাসান বলেন, "আল্লাহর শপথ! তিনি উভয়টারই ক্ষতি করে ছেড়েছেন (অর্থাৎ, খাওয়া ও ঘুমের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনেছেন)।"[৪৭]

৯. ইউনুস ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমের ইবনু আব্দে কায়েস বলেছেন, "দুনিয়ার চারটি অংশ রয়েছে : অর্থ-সম্পদ, নারী, ঘুম ও খাবার। অর্থ-সম্পদ আর নারীর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই বাকি দুটির ক্ষতি করে ছাড়ব। এবং আমার চিন্তা-ভাবনাকে অবশ্যই একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলব।"[৪৮]

১০. আসমা ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে, আমের ইবনু আব্দে কায়েস বলেছেন : "আল্লাহর শপথ! যদি পারি, তাহলে আমার চিন্তা-ভাবনাকে

---

[৪৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৩৮৬।

[৪৭] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৪৭২।

[৪৮] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৭/১১২।

অবশ্যই একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলব।" বর্ণনাকারী হাসান বলেন, "কাবার রবের কসম! তিনি আসলেই তেমনটা করতে সক্ষম হয়েছেন।"

আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবি বলেন, "যুহদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, চিন্তা-ভাবনাকে একমাত্র আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলো, দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো ভোগবিলাসের প্রতি নজর দিয়ো না। এটা হলো দুনিয়াবিমুখতার চূড়ান্ত স্তর। দুনিয়া কতটুকু অর্জিত হলো—বেশি না কম—সেদিকে ভ্রুক্ষেপই না করা। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সব বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যেসব মহামানবের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন আল্লাহ তাআলা, শুধু তাদের পক্ষেই এমনটি করা সম্ভব।"

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১১. শাইবান থেকে বর্ণিত আছে যে, মানসুর বলেছেন, "আমি সাঈদ ইবনু জুবায়েরকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করি :

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, দুনিয়াতেই আমি এদেরকে আমলের পূর্ণ ফল ভোগ করিয়ে দেব এবং এতে তাদের কোনো কমতি করা হবে না।'[৪৯]

এর উত্তরে সাঈদ বলেন, 'এতে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে কেবল পার্থিব ফায়দার উদ্দেশ্যেই আমল করে থাকে। আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা তার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তার প্রতিদান চুকিয়ে দেন।[৫০] এটি সূরা রূমের এই আয়াতটির মতোই :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ

'মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।'"[৫১]

---

[৪৯] সূরা হূদ, আয়াত : ১৫

[৫০] এই অর্থে আবূশ শাইখ বর্ণনা করেছেন; আদ-দুররুল মানসূর, ৪/৪০৮।

[৫১] সূরা রূম, আয়াত : ৩৯

দুনিয়া-আখিরাত উভয়টি অর্জনের পন্থা

১২. সাল্লাম ইবনু মিসকিন থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বাসরি ﵀ প্রায় সময়ই বলতেন : "যুবকেরা! আখিরাত অন্বেষণ করো। এমন অনেককে দেখেছি, যারা আখিরাত তালাশ করতে গিয়ে দুনিয়াও পেয়ে গেছে। কিন্তু এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়া অন্বেষণ করতে গিয়ে আখিরাতও পেয়ে গেছে।"

যাহিদের দিনকাল

১৩. হাওশাব বলেন, "আমি হাসান বাসরি ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যার জীবনযাত্রার মান একই ধরনের। যে মাত্র এক টুকরো রুটি খায়, জীর্ণ পোশাক পরে, মাটিতে পড়ে থাকে। সেইসাথে বেশি করে আল্লাহর ইবাদাত করে, গুনাহের কারণে কাঁদে, আল্লাহর রহমত লাভের আশায় শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই জীবনযাপন করে সে।'"

দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা

১৪. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, "আমি আবূ হাযেমকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার সেবা-যত্ন করবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলে দেবে। আর যে আমার আনুগত্য করবে, তুমি তার সেবা-যত্ন করবে।'"[৫২]

১৫. ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি ﷺ বলেছেন :

مَن جعل الْهُمُوْمَ همًّا واحدًا كَفَاهُ اللهُ تعالى هَمَّ آخِرَتِه وَمَنْ تَشَعَّبتْ بِهِ الْهُمُوْمُ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيتِها هَلَك

"কেবল আখিরাতই যার একমাত্র চিন্তার কারণ হবে, তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যার চিন্তা হবে বহুমুখী, সে কোন উদ্দেশ্য অর্জন করতে গিয়ে কোথায় মরে পড়ে থাকল, সে ব্যাপারে কোনো পরোয়াই করবেন না আল্লাহ তাআলা।"[৫৩]

---

[৫২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৯৪।

[৫৩] ইমাম বাইহাকি, আল আদাব, পৃ. ৪৯৫।

সর্বক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ

১৭. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু ইসমাইল আল ওয়ায়েজ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যার একমাত্র উদ্দেশ্য নন, সে সবকিছুতেই আল্লাহর কাছ থেকে ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল পাবে। পক্ষান্তরে, সর্বক্ষেত্রে তিনিই যার উদ্দেশ্য, সে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোথাও শান্তি এবং স্থিরতা পাবে না। কেননা, আল্লাহর অনুরূপ এমন আর কেউ নেই, যার নির্দেশ পালন করে সে প্রশান্তি লাভ করবে। আর আল্লাহর ওপরও কেউ নেই, যার নিকট সে আশ্রয় নিবে। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে না সে।"

দুনিয়াদারের সম্মান

১৮. বিশর থেকে বর্ণিত আছে, আবূ বকর ইবনু আইয়াশ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো দুনিয়াদারকে সম্মান করল, সে ইসলামে একটি বিদআত সৃষ্টি করল।"

দেহ ও অন্তরের যুহদ

১৯. আহমাদ ইবনু আলি ইবনু জাফর বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু ফাতিক-কে বলতে শুনেছি, জুনায়েদ বাগদাদিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছেন : 'দুনিয়াবিমুখতা হলো, হাতে অর্থ-সম্পদ না থাকা আর অন্তরে অর্থ-সম্পদ অন্বেষণের মানসিকতাও না থাকা।'"

২০. তিনি বলেন, "রুআইম একদিন জুনায়েদ বাগদাদিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা এবং অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে ফেলা।'"

যুহদের স্তর

২১. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ সুলাইমান আদ-দারানি একবার যুহদের প্রথম স্তর সম্পর্কে আবূ সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আবূ সাফওয়ান উত্তরে বলেন : "যুহদ হচ্ছে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা।" আবূ সুলাইমান তখন বলেন, "এটা প্রথম স্তর হলে মধ্যবর্তী স্তর কোনটি? শেষ স্তরই বা কোনটি?" আবূ সাফওয়ান বলেন, "প্রথমত বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হতে হবে, এরপর মন থেকেই বিমুখ হয়ে

যেতে হবে। কেউ এর চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছলেই দুনিয়া তার নিকট তুচ্ছ হয়ে যায়।"

২২. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে যুহদের প্রথম স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি আবূ সাফওয়ান আর রুআইনিকে। আবূ সাফওয়ান উত্তরে বলেছেন, 'প্রথম স্তর হলো দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা।'"

আবূ সাঈদ বলেন, "একদল আহলুল ইলমকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়াবিমুখতার প্রথম স্তর হলো, চেষ্টা-কসরত করে অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ বের করে ফেলা। আর সর্বশেষ স্তর হলো, আপনাতেই অন্তর থেকে সে মোহ বের হয়ে যাওয়া। শেষে এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যে, অন্তরে দুনিয়ার কোনো মূল্যই থাকবে না। দুনিয়ার প্রতি কোনো আগ্রহই জন্মাবে না তাতে। এমনকি তার প্রতি বিমুখতাও না। কেননা, অন্তরে যে বিষয়ের মূল্য থাকে, তার প্রতিই আগ্রহ বা বিমুখতা জন্মানোর প্রশ্ন আসে। মূল্যই যেখানে নেই, সেখানে বিমুখতাও অপ্রাসঙ্গিক।'"

দুনিয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য-অহংকার

২৩. আবূ আলি আল-বলখি থেকে বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন : "তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দুনিয়ার প্রতি তাকানো এবং এক ধরনের অহংকার নিয়ে তার থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছুকে ভালো মনে করল, সে তো দুনিয়াকেই মর্যাদা দিয়ে দিল।"[৫৪]

২৪. আবূল আব্বাস আর-রাযি বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'প্রকৃত যাহিদের (দুনিয়া-বিমুখ) হাত যেমন দুনিয়ার উপকরণ থেকে মুক্ত, তেমনি তার অন্তরেও কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্য নেই।'"

সুস্থ, পবিত্র, চক্ষুষ্মান, বুদ্ধিমানের পরিচয়

২৫. হাসান ইবনু হাম্মাদ বলেন, আমি আবূ হাম্মাদকে বলতে শুনেছি, "বসরা শহরে গিয়ে আমি মরহুম আত্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হাসান বাসরি ﵀-এর কোনো সঙ্গী-সাথি কি এখন জীবিত আছেন?' তিনি বলেন, 'কেবল

[৫৪] আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২১৬।

একজন বাকি আছেন।' আমি সে ব্যক্তির নিকট যাই। তাকে বলি, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি যদি আমাকে হাসান বাসরি ﵀-এর এমন কিছু উক্তি শোনাতেন, যার মাধ্যমে আমি উপদেশ গ্রহণ করতে পারব!' তিনি বলেন, 'হাসান বাসরি ﵀ আলোচনার মধ্যে প্রায়সময়ই বলতেন : হে আদম সন্তান! তুমি তো গতকাল এক ফোঁটা বীর্য ছিলে আর আগামীকাল লাশ হয়ে যাবে। এর মধ্যবর্তী সময়টাতে কেবল ময়লা মুছতে হয় তোমাকে। সুস্থ তো ঐ ব্যক্তি, গুনাহ যাকে অসুস্থ করে তোলেনি। পবিত্র হলো ঐ ব্যক্তি, পাপাচার যাকে অপবিত্র করে দেয়নি। যারা দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ভুলে থাকতে পারে, তারাই আখিরাতকে অধিক স্মরণ করতে পারে। আর যারা বেশি বেশি দুনিয়ার আলোচনা করে, তারাই আখিরাতকে বেশি ভুলে যায়। যে নিজেকে অনিষ্ট থেকে বিরত রাখে, সে-ই আবিদ। যে হারাম কিছু দেখতে পেয়েও তার কাছে যায় না, সে-ই চক্ষুষ্মান। যে কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করে এবং সেদিনের হিসাব নিকাশের কথা ভুলে যায় না, সে-ই কেবল বুদ্ধিমান।'"

হালাল জিনিস উপভোগের জবাবদিহিতা

২৬. ইবনুস সিমাক বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, উমার ইবনু আবদুল আযীয ﵀ একদিন হাসান বাসরি ﵀-কে চিঠি লিখে বলেন, 'সংক্ষেপে আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' হাসান বাসরি ﵀ তার উত্তরে লিখেন : 'অন্তর এবং দেহের এক ঝামেলার নাম দুনিয়া। পক্ষান্তরে যুহদ হলো অন্তর ও দেহ উভয়ের প্রশান্তির উপাদান। আমরা যে হালাল নিয়ামাত ভোগ করে থাকি, আল্লাহ তাআলা তা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাহলে হারাম কিছু ভোগ করার জিজ্ঞাসাবাদ কেমন হতে পারে, ভাবুন তো!'"

দুনিয়ার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলা

২৭. মুহাম্মাদ ইবনু মুয়াবিয়া আল আযরাক থেকে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু আবদুল আযীয ﵀ একদিন হাসান বাসরি ﵀-কে চিঠি লিখে বলেন, "আমাকে সংক্ষেপে কিছু নাসীহাত করুন।" হাসান বাসরি ﵀ তার চিঠির উত্তরে লিখেন : "দুনিয়া-বিমুখতা আপনার নিজেকে এবং আপনার দায়িত্বে থাকা সকল কিছুকে সংশোধিত করে তুলতে পারে। যুহদ অর্জিত হয় ইয়াকিনের মাধ্যমে। আর ইয়াকিন অর্জিত হয় গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে।

আর গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যম হলো উপদেশ গ্রহণ। তাই দুনিয়ার প্রতি একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, এটা এমন কোনো বিষয় নয়, যার জন্য নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে হবে। তখন বুঝতে পারবেন যে, এ লাঞ্ছনাকর দুনিয়া সম্মানের কোনো বস্তু নয়। দুনিয়া তো বিপদ-আপদের বাড়ি এবং উপেক্ষা করার ঘর।"

হালালের ব্যাপারে যুহদ

২৮. হিশাম থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বাসরি ﵀ বলেছেন : "আল্লাহর কসম! এমন অনেক মানুষ দেখেছি, যাদের কোনো বিষয়ের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিত আর পাশেই থাকত হালাল সম্পদ। কিন্তু প্রয়োজন মেটাতে তারা সে হালাল সম্পদও গ্রহণ করতেন না। লোকে বলতো, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, এই হালাল সম্পদ দিয়ে প্রয়োজন মেটালেই তো পারেন!' তারা বলতেন, 'আল্লাহর কসম! সেটা করব না। আমার আশংকা হয়, এতে আমার অন্তর এবং আমল—সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে।'"[৫৫]

২৯. মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ ইবনু যায়িদা বলেন, "আমি দাউদ ইবনু নুসাইরকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া মানেই হালাল-হারামের মিশ্রণ। এটা ছাড়া দুনিয়া চলতে পারে না।'"

যুহদের প্রকারভেদ

৩০. মুতাওয়াক্কিল ইবনুল হুসাইন আল আবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ বলেছেন : "যুহদ তিন ধরনের। এক ধরনের যুহদ ফরয, আরেক ধরনের যুহদ নফল, তা অবলম্বন না করলেও চলে, আরেক ধরনের যুহদ নিরাপত্তামূলক। ফরয হলো, হারাম বিষয় থেকে যুহদ অবলম্বন করা (অর্থাৎ, হারাম থেকে বিরত থাকা)। নফল যুহদ, যা না করলেও হয়, তা হচ্ছে হালাল বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করা (অর্থাৎ, যাতে কোনো সাওয়াব নেই, তা থেকেও বিরত থাকা)। আর নিরাপত্তামূলক হলো সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করা।"[৫৬]

---

[৫৫] অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে : আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৬০।

[৫৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৬, ১০/১৩৭।

৩১. আবূ আহমাদ আল হাসনাবি থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হাফস বলেছেন : "হারাম বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করা ফরয, বৈধ বিষয়ে তা মুস্তাহাব, আর হালাল বিষয়ে তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ।"

৩২. মুসাইয়াব থেকে বলেন, "আমি ইউসুফ ইবনু আসবাত ﵀-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, যুহদ আসলে কী। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন, তা-ই যুহদের ক্ষেত্র। অর্থাৎ, সেগুলোর প্রতি বিরাগী হতে হবে। আর তিনি যা হারাম করেছেন, তাতে লিপ্ত হয়ে গেলে তো আল্লাহ তোমাকে শাস্তিই দেবেন।' অর্থাৎ, হারাম পরিত্যাগ করা তো এমনিই ফরয। সেখানে যুহদের প্রশ্ন আসে না।"[৫৭]

যাহিদের বৈশিষ্ট্য

৩৩. আবদুস ইবনুল কাসিম বলেন, "আমি সিররি সাকতি ﵀-কে বলতে শুনেছি: 'যাহিদের বৈশিষ্ট্য পাঁচটি। হালাল বিষয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করা; হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা; মৃত্যু কখন চলে আসে, তার পরোয়া না করা; কখন কী খাবার জুটে, তার কোনো পরোয়া না করা; ধনাঢ্যতা এবং দারিদ্র—উভয়টাই সমান মনে হওয়া।"[৫৮]

৩৪. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, "যুহরি ﵀-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা আবূ বকর, যাহিদের পরিচয় কী?' আমি তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি হারাম থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং হালাল ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, সে হলো যাহিদ।'"

আইয়ূব ইবনু হাসসান বলেন, "আমি ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, 'যুহদের ব্যাপারে আমি এরচেয়ে উত্তম কিছু আর শুনিনি।'"[৫৯]

৩৫. আলি ইবনু আছছাম থেকে বর্ণিত, ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀-কে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন : "তা হচ্ছে হালাল রিযক অনুসন্ধান করা।"

৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু আলি বলেন, "আমি মুখাল্লাদ ইবনু হুসাইনকে বলতে শুনেছি, 'যুহদ হলো হালাল রিযক গ্রহণ করা।'"

---

[৫৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৩৭।

[৫৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২১৯।

[৫৯] ইয়াকুব ফাসাবি, আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ৩/৬৩৫।

ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র উভয়ই কল্যাণের লক্ষণ

৩৭. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি, 'ধনাঢ্যতার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় হচ্ছে কল্যাণের লক্ষণ।

- হারাম অর্থ-সম্পদ পরিত্যাগ করা।
- সম্পদে অবধারিত হক (যাকাত) আদায় করা।
- অহংকার হওয়ার আশঙ্কায় সকলের সাথেই বিনয় অবলম্বন করা।

আর দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে কল্যাণের লক্ষণ হচ্ছে,

- ভাগ্যে যতটুকু রিযক লেখা রয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।
- নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হাসিখুশি থাকা।
- অর্থশালীদের সম্পদের প্রতি লোভ প্রদর্শনের কোনো বিষয় যেন নিজের মধ্যে দেখা না যায়, সে জন্য তাদের প্রতি কোনো বিনয় প্রদর্শন না করা।

এবং পরকালকে ভালোবাসার লক্ষণ হলো তিনটি।

- অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করা।
- পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ করা, সব সময় তার প্রতি আগ্রহ রাখা।
- পরকালের কারণে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা রাখা।'"

পার্থিব সম্মান সাময়িক

৩৮. আল্লাহ তাআলার বাণী :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"আখিরাতের এ নিবাস তো আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই।"[৬০]

আহমাদ ইবনু সালাবা বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ মুয়াবিয়া আল আসওয়াদ বলেছেন : "দুনিয়ার অপমান-অপদস্থতাকে তারা ভয় করে না।

[৬০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৩।

পার্থিব সম্মান লাভের জন্য প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত হয় না।"[৬১]

৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু আহইয়াদ আল বলখি বলেন, "আমি আবূ বকর আল ওয়াররাককে বলতে শুনেছি : 'প্রকৃত সম্মান লাভের আশায় আমি সাময়িক সম্মান বিক্রি করে দিয়েছি। আর প্রকৃত লাঞ্ছনার আশঙ্কায় সাময়িক লাঞ্ছনা কিনে নিয়েছি। আপন প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করাটা নিজেই এক ধরনের শাস্তি।'"

যুহদের প্রশস্ত সংজ্ঞা

৪০. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমান আদ দারানিকে বলতে শুনেছি : 'একবার ইরাকে যুহদের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কেউ বলছিল, মানুষের সংশ্রব এড়িয়ে চলা হলো যুহদ। কেউ বলছিল, তা হচ্ছে প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করা।' আবূ সুলাইমান বলেন, 'আসলে তাদের সবার কথাই প্রায় কাছাকাছি ছিল।' আহমাদ বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সংশ্রব এড়িয়ে চলে, সে তো আরও আগেই প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে চলবে।'"[৬২]

কঠিনতর যুহদ

৪১. আবদুল আযীয ইবনু আবান বলেন, "আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি : 'পার্থিব কোনো বিষয়ে যুহদ অবলম্বনের চেয়ে ক্ষমতা ও পদের ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করা বেশি কঠিন।'"[৬৩]

৪২. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু শাইবান বলেন, "আমি আবদুল্লাহ আল মাগরিবিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আপন সুখ-শান্তির ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করে, সে সম্মান ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেও যুহদ অবলম্বনকারী হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সম্মান ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করে, ওলিদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।'"

---

[৬১] সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসুর, ৬/৪৪৪।
[৬২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৫৮।
[৬৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৩৮।

যুহদ যখন সহজ

৪৩. আবদুল ওয়াহিদ ইবনু আলি বলেন, "আমি আবূ আমর ইবনু নুজাইদকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি সৃষ্টির নিকট সম্মান-প্রতিপত্তি কামনা করে না, তার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার বিষয়-আশয় থেকে বিমুখ থাকাটা সহজ হয়ে যায়।'"

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাহিদ

৪৪. হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনার ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'লোকে বলে মালিক নাকি যাহিদ হয়ে গেছে! আরে, মালিকের মধ্যে যুহদের কী আছে? তার কাছে আছেই তো মাত্র একটা জুব্বা আর একটা চাদর। যাহিদ তো হলেন উমার ইবনু আবদিল আযীয। দুনিয়া নিজেকে উজাড় করে তার কাছে হাজির হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'"[৬৪]

৪৫. মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল হামিদ থেকে বর্ণিত আছে, ইসহাক ইবনু মানসুর আস সালুলি বলেছেন : "আমি এবং আমার এক সাথি একদিন দাউদ আত-তায়ি ﵀-এর কাছে যাই। তখন মাটিতে বসে ছিলেন তিনি। সাথিকে বললাম, 'ইনি হলেন যাহিদ (দুনিয়া-বিমুখ)।' দাউদ আত-তায়ি ﵀ তখন বলেন, 'আরে যাহিদ তো হলো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া লাভের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে।'"[৬৫]

৪৬. আওন ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ একদিন স্ত্রী-কে বললেন, "ফাতিমা! তোমার কাছে কি এক দিরহাম হবে? একটু আঙ্গুর কিনতাম।" ফাতিমা বললেন, "না।" তিনি বললেন, "কোনো পয়সা-টয়সা?" ফাতিমা এবারও না-সূচক উত্তর দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, একটা কথা। আপনি বর্তমান সময়ের আমিরুল মুমিনীন। আপনার কাছে বুঝি আঙ্গুর কেনার মতো একটা দিরহাম বা পয়সাও নেই!" উমার ﵀ বললেন, "আগামীকাল আমাকে বেড়ি পরিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার তুলনায় এ দীনতাই ভালো।"[৬৬]

---

[৬৪] ইবনুল জাওযী, সিরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, পৃ. ১৮৪।

[৬৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৪৪।

[৬৬] ইবনুল জাওযী, সিরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, পৃ. ১৮৩।

৪৭. আল্লান ইবনু আহমাদ আল বান্না বলেন, "ইবরাহীম আল বান্নাকে লক্ষ্য করে সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'বান্না! যে ব্যক্তি ঘৃণাবশত দুনিয়া পরিত্যাগ করে আর যে ব্যক্তি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তারা উভয়ে সমান নয়।'"[৬৭]

শুধু হারাম পরিহার করাই যুহদ নয়

৪৮. মুহাম্মাদ ইবনু নযর বলেন, "ইবনু মুয়াযকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন : 'যা না হলেই নয়, সেটাও পরিত্যাগ করা হলো যুহদ।'"

৪৯. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আর-রাযি থেকে বর্ণিত, আবূ আমর আদ-দিমাশকিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, "যুহদ হলো অবৈধ বিষয়ে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় বৈধ বিষয় পরিত্যাগ করা।"

৫০. আহমাদ ইবনু ঈসা বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি, 'যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে কীভাবে যাহিদ হতে পারে? যা তোমার অধিকারভুক্ত নয়, তাতে তো জড়াবেই না। তারপর নিজের অধিকারভুক্ত বিষয়েও বিরাগিতা অবলম্বন করবে।'"[৬৮]

৫১. আবূ হাফস ইবনু জালা বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি: 'দুনিয়া পরিত্যাগ করাটা যুহদ নয়, বরং যুহদ হলো আল্লাহ ছাড়া সবকিছু পরিত্যাগ করা। যেমন: দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম। গোটা দুনিয়ার বাদশা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট তারা ছিলেন যাহিদ।'"

স্রষ্টামুখী হয়ে সৃষ্টিবিমুখ হওয়া

৫২. আবূ সাঈদ আর-রাযি বলেন, "শিবলিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাকে তখন বলতে শুনেছি, 'বস্তু থেকে মন ফিরিয়ে বস্তুর প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করাই হলো যুহদ।'"[৬৯]

৫৩. বিশর ইবনু হারিস থেকে বর্ণিত আছে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন : "কেউ আল্লাহ তাআলার যত গভীর পরিচয় লাভ করে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি

---

[৬৭] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/ ২২০।

[৬৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১১০।

[৬৯] আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১১০।

তত অধিক ভয় তৈরি হয়। আর কেউ পরকালের প্রতি যতটা আগ্রহী থাকে, দুনিয়ার প্রতি তার মধ্যে ততটাই বিমুখতা তৈরি হয়ে যায়।"[৭০]

কষ্ট যুহদের অবিচ্ছেদ্য অংশ

৫৪. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমান আদ দারানিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল টেনশন বাদ দিয়ে শান্তিতে বসে থাকে, সে যাহিদ নয়। আরে সেটা তো এক প্রশান্তির জীবন। বরং যাহিদ হলো, যে দুনিয়ার চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে পরকালের জন্য কষ্ট করে যায়।'"

আবূ সাঈদ বলেন, আবূ সুলাইমান আরও বলেছেন : "ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে যাহিদ হয়েছে, তেমনি দুনিয়ার সুখশান্তির ক্ষেত্রেও তাকে যাহিদ হতে হবে। সুখশান্তি তো দুনিয়া এবং তার ভোগবিলাসেরই অংশ।"

৫৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আহমাদ বলেছেন, "আবূ হিশাম আবদিল মালিক আল মাগাযিলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যুহদ কাকে বলে?' তিনি বলেন, 'যুহদ হচ্ছে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাদ দেওয়া, দরিদ্রদের দান-সাদাকাহ করা এবং সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করা।'"

৫৬. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'তুমি যদি ক্ষুধা, নিঃসঙ্গতা, নির্জনবাসের মতো অপছন্দনীয় বিষয়গুলো বরণ করে নাও, তাহলে আশ্চর্যকর সব বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারবে।'"

যুহদের বিভিন্ন ক্ষেত্র

৫৭. হাসান ইবনু আল্লুবাইহ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি, 'যুহদ হলো তিন জিনিসের নাম : অল্পে তুষ্টি, নির্জনতা এবং ক্ষুধার্ত থাকা।'"[৭১]

৫৮. হাসান ইবনু আল্লুবাইহ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'তিন বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করতে হবে। বিপদে ধৈর্যধারণ করা, দারিদ্রের সময় অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, কোনো অবস্থাতেই দুনিয়া কামনা না করা।'"

---

[৭০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩৭০।

[৭১] ইবনুল মুলাক্কিন, তাবাকাতুল আউলিয়া, পৃ. ৩২২।

৫৯. আলি ইবনুল মাদিনি থেকে বর্ণিত, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "যুহদ কাকে বলে?" তিনি বলেন, "সন্তুষ্টিমূলক বিষয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করা, বিপদে ধৈর্যধারণ করা। যে এমন করে, সে যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ)।" সুফিয়ানকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, "তা হলে কৃতজ্ঞতা কী জিনিস?" তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা।"

৬০. আবূ বকর আল খিরাশি বলেন, "আবূ বকর আল ওয়াররাককে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যুহদ শব্দে তিনটি বর্ণ রয়েছে। ز (ঝা) দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, زينة তথা সৌন্দর্য পরিত্যাগ করতে হবে। ه (হা) দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, هوى তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না। আর د (দাল) দিয়ে বুঝানো হচ্ছে دنيا (দুনিয়া) পরিত্যাগ করতে হবে।'"

দুনিয়াবঞ্চিত হওয়ার কারণ

৬১. জুনাইদ বাগদাদি বলেন, "আমি সিররি সাকতি ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা আপন বন্ধুদের থেকে দুনিয়া ছিনিয়ে নিয়েছেন। নির্বাচিত বান্দাদের দুনিয়া থেকে নিরাপদ রেখেছেন। পছন্দনীয় ব্যক্তিদের অন্তর থেকে দুনিয়া বের করে দিয়েছেন। কারণ তিনি তাদের জন্য দুনিয়া চান না।'"[৭২]

যুহদের প্রকাশভঙ্গি বিভিন্নরকম

৬২. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়াতে যাহিদদের দুটি শ্রেণি রয়েছে। এক শ্রেণির যাহিদরা দুনিয়াবিরাগী। পার্থিব লোভ-লালসার কিছুই তাদের অন্তরে আকর্ষণ তৈরি করে না। এ শ্রেণির লোকদের নিকট মৃত্যুই সর্বাধিক প্রিয়। কেবল পরকালের জীবনেরই আশা রাখে তারা।

আরেক শ্রেণি দুনিয়াবিরাগী হয় বটে। তবে আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে আনন্দ লাভের জন্য দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

[৭২] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২১।

জেনে রাখো, আল্লাহর যিকর দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।[৭৩]

তারা আশা রাখে, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলে আল্লাহ তাআলাও তাদের স্মরণ করবেন। এ কারণে তারা আগ্রহী হয় পার্থিব জীবনের প্রতি। কারণ, মৃত্যু হয়ে গেলে তো আর আল্লাহকে স্মরণ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলাই তো বলেছেন :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

সুতরাং, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব।[৭৪]

আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করবে। আমি রহমত ও প্রতিদানের মাধ্যমে তোমাদের স্মরণ করব।'"

যুহদের প্রশস্ত ব্যাখ্যা

৬৩. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'ভাইসকল! জেনে রাখুন, বিভিন্নজন যুহদের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, যুহদ হলো বাড়িঘরের মুহাব্বত পরিত্যাগ করা। আরেক দলের মতে, মনের শান্তি এবং আনন্দ পরিত্যাগ করা। যেসব কারণে মন আনন্দ লাভ করে, তার সবকিছু থেকে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। আরেক দলের মতে যেসব বিষয় মানুষকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেয়, সেগুলো পরিত্যাগ করা। আরেক দলের মতে, দুনিয়া পরিত্যাগ করা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা। আরেক দলের মতে, আল্লাহর প্রতি আস্থা তৈরি হওয়া। আরেক দলের মতে, এমন সামান্য খাবার ও পোশাক গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং লজ্জাস্থান ঢেকে থাকে, এ ছাড়া বাকি সকল কিছু পরিত্যাগ করা। আরেক দলের মতে, আল্লাহর জন্য আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করা এবং যেসব জিনিস মানুষকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেয়, তা ছেড়ে দেওয়া। আরেক দলের মতে, মন থেকে মাখলুকের চিন্তা বের করে দেওয়া এবং একাকিত্ব ও নির্জনতা পছন্দ হওয়া।'"

৬৪. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'জেনে রাখ, যাহিদের গুণ হলো, সে হারানো জিনিস সন্ধান করতে যায় না। এমনকি

[৭৩] সূরা রাদ, ১৩ : ২৮।

[৭৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫২।

সে জিনিসের সন্ধান না পেতেই হাতের জিনিসও হারিয়ে যায়।'

তিনি বলেন, 'এক দলের মতে যাহিদ হলো, দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষ এবং তার কোনো কিছুই যার নজরে পড়ে না। বরং কেবল আল্লাহ তাআলাই তার নজরে পড়ে। কেউ যখন এমন অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন সে আল্লাহর হাত (তাওফিক বলে) দিয়েই সবকিছু গ্রহণ করে থাকে।'"

৬৫. যুননুন থেকে বর্ণিত, ইবনু উয়াইনা বলেছেন, "যাকে নিয়ামাত প্রদান করা হলে সে শুকরিয়া আদায় করে আর বিপদে পতিত হলে ধৈর্য ধারণ করে, সে-ই যাহিদ।"

আল্লাহর বদলে ইবাদাতের ওপর নির্ভর করা

৬৬. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'মা'রিফাত লাভের দাবি করে বসো না। যুহদের ক্ষেত্রে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেয়ো না। ইবাদাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ো না।' তাকে বলা হলো, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! বিষয়গুলো একটু ব্যাখ্যা করে দিন।' তিনি বলেন, 'যদি কোনো অদৃশ্য বিষয় জানার ইঙ্গিত করো, তা হলে তুমি এর দাবিকারী হয়ে যাবে। যদি তোমার মধ্যে বিশেষ কোনো অবস্থায় যুহদ দেখা দেয় আর অন্য অবস্থায় তা না দেখা যায়, তাহলে তুমি যুহদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করে যদি ধারণা করো যে, আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে নয় বরং এ ইবাদাতের মাধ্যমেই আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, তা হলে পরম অনুগ্রহকারী আল্লাহর পরিবর্তে তুমি ইবাদাতের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।'"[৭৫]

আল্লাহ-প্রেমিকের পরিচয়

৬৭. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : '(আধ্যাত্মিকতার এ জগত থেকে) যারা ফিরে এসেছে, তারা রাস্তা থেকেই ফিরে এসেছে। যদি তারা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছত তাহলে আর ফিরে আসত না। তাই হে আমার ভাই, দুনিয়াবিরাগী হয়ে যাও, তাহলে আশ্চর্যকর সব বিষয় দেখতে পাবে।' যুননুন বলেন, 'একদলের মতে যাহিদ হলো, যে আল্লাহর ভালোবাসায় দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে থাকে।'"

[৭৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৩৫০।

৬৮. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য আপন স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া তার নিকট কঠিন কিছু মনে হয় না। কেননা তার চোখে আল্লাহই সবচেয়ে বড়, তাঁর চেয়ে বড় কিছুই নেই। তাই যারা আল্লাহ-প্রেমিক হতে চায়, তাদের মধ্যে অবশ্যই দুনিয়া-বিমুখতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। কারণ, যে অন্তরে দুনিয়ার মোহ রয়েছে, তাতে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা স্থান লাভ করে না। যারা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়, তারা দুনিয়ার প্রতি ফিরেও তাকায় না। আল্লাহ ছাড়া কারও প্রতি কোনো প্রয়োজনও থাকে না তাদের।'"

৬৯. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'যেসব বিষয় মানুষকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেয়, তার সবকিছু পরিত্যাগ করাটাই আল্লাহ-প্রেমিকের নিদর্শন। এমনকি তার সকল কিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে।'"[৭৬]

৭০. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ-প্রেমিকের আলামত হলো, সে আল্লাহ তাআলা ছাড়া বাকি সব কিছুর কথা ভুলে যাবে। আল্লাহর প্রতি কখনো কোনোরূপ ভীতি অনুভব করবে না সে। কেননা, আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নেওয়ায় আল্লাহর সাথেই তার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে। তবে কেউ পার্থিব কোনো কারণে আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহ কখনো তার অন্তরে স্থান করে নেন না।'"[৭৭]

৭১. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, সে নিজ আমলে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।'"

আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব

৭২. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "মুমিনের গুণাবলির ব্যাপারে যুননুন-কে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলার কিছু নির্বাচিত বন্ধু রয়েছে।' তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আবুল ফয়েজ! তাদের আলামত কী?' তিনি বলেন,

---

[৭৬] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৮/২৫২।

[৭৭] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৮/২৫২।

'তারা সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে থাকে, অত্যন্ত মুজাহাদার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে, সমাজের চোখে অবমূল্যায়িত থাকতেই তারা ভালোবাসে।'

তাকে বলা হলো, 'বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার মনোনিবেশের আলামত কী?' তিনি বলেন, 'যখন দেখবে সে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে, নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আল্লাহর যিকরে মত্ত থাকে, তখন বুঝে নিবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।' এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তাহলে কারও প্রতি আল্লাহ তাআলা বিমুখ হয়ে যাওয়ার আলামত কী?' তিনি বলেন, 'যখন দেখবে সে আল্লাহর স্মরণ ছেড়ে দিয়েছে, খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে, আল্লাহর যিকর করে না, তখন বুঝবে আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হয়ে গেছেন।'

বলা হলো, 'আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার আলামত কী?' তিনি বলেন, 'যখন দেখবে মানুষের সাথে তিনি তোমার সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছেন, তখন বুঝে নিবে তিনি তোমাকে নিজের প্রতি টেনে নিচ্ছেন। আর যদি দেখ সৃষ্টিজীবের প্রতি তিনি তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলছেন, তখন বুঝে নিবে, তিনি তোমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।'"

যুহদের ব্যাপারে মনীষীদের বুঝ

৭৩. আব্বাস ইবনু ইউসুফ আশ শিকলি বলেন, "আমি ইয়াকুব ইবনুল ফারজিকে বলতে শুনেছি : 'যুহদের (দুনিয়া-বিমুখতা) ব্যাপারে লোকজন বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে। একদলের মতে যুহদ হলো, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা না রাখা। এটা সুফিয়ান সাওরি, আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং ঈসা ইবনু ইউনুস প্রমুখ মনীষীদের মতামত। আরেক দলের মতে যুহদ হলো দরিদ্রতা পছন্দ করার পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা রাখা। এটা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাকিক এবং ইউসুফ ইবনু আসবাত ﷺ-এর মত। আরেক দলের মতে যুহদ হলো, দিনার দিরহাম পরিত্যাগ করা। এটা আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যাইদের মত। আরেক দলের মতে দুনিয়ার যা না হলেও চলে, এমন অতিরিক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা। আরেক দলের মতে, যে সকল জিনিস মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে উদাসীন করে দেয়, তার সবগুলো পরিত্যাগ করা। এটা দারানি ﷺ-এর মত। আরেক দলের মতে, যুহদ হলো নফসের সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা। আরেক দলের মতে, ইলমের যাবতীয় দলিল এবং ইয়াকীনের সকল সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা। আরেক

দলের মতে, কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ছাড়াই দুনিয়ার প্রতি অন্তরে অনীহা তৈরি হওয়া। এই মত ব্যক্ত করেছেন হারিসা। আরেক দলের মতে, নিয়ামাত লাভ করে কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা। এটা ইবনু উয়াইনার মত। আরেক দলের মতে, যে ব্যক্তি সকল হালাল কাজে কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং হারাম কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে সে হলো যাহিদ। এটা যুহরি ﵀-এর মত।'"[৭৮]

৭৪. মুয়াবিয়া ইবনু আবদিল করীম বলেন, "হাসান বাসরি ﵀-এর সামনে একবার যুহদের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা উঠে। কেউ বলে, যুহদের সম্পর্ক পোশাক-আশাকের সাথে। আরেকজন বলে খাবার-দাবারের সাথে। আরেকদল ভিন্ন আরেক মত পোষণ করে। হাসান বাসরি ﵀ তখন বলেন, তোমাদের কারও কথাই সঠিক নয়। বরং যাহিদ হলো ঐ ব্যক্তি, কাউকে (কোনো মুসলিমকে) দেখলেই যে বলে—সে তো আমার চেয়ে উত্তম।'"

যাহিদের বিস্তারিত পরিচয়

৭৫. আমি আবূ আবদুর রহমান আস সুলামির নিকট পড়েছি, ইয়াহিয়া ইবনু মুয়াযকে জিজ্ঞেস করা হলো, "যাহিদের লক্ষণ কী?" তিনি বলেন, "যা জুটে যাবে, সে তা-ই গ্রহণ করবে। যেখানেই সুযোগ হবে, সেখানেই থাকবে। যা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে যায়, সেটাকেই পোশাক হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। দুনিয়া হবে তার কারাগার। দারিদ্র্য হবে তার সদা সঙ্গী। নিঃসঙ্গতা হবে তার বৈঠকের সাথি। শয়তান হবে তার শত্রু। কুরআন হবে তার বন্ধু। আল্লাহ তাআলা হবেন তার উদ্দেশ্য। যিকর হবে তার সাথি। দুনিয়াবিমুখতা হবে তার একান্ত বন্ধু। প্রজ্ঞা হবে তার প্রিয় খাবার। নীরবতা হবে তার কথা। শিক্ষা হবে তার চিন্তার বিষয়। জ্ঞান হবে তার পরিচালক। ধৈর্য হবে তার বালিশ। তাওবা হবে তার বিছানা। ইয়াকীন হবে তার সঙ্গী। নসীহত হবে তার ক্ষুধা। সিদ্দিকগণ হবেন তার ভাই। বিবেক হবে তার পথপ্রদর্শক। তাওয়াক্কুল হবে তার রিযক। আমল হবে তার ব্যস্ততা। ইবাদাত হবে তার পেশা। তাকওয়া হবে তার পাথেয়। কল্যাণকর কাজ হবে তার বাহন। প্রজ্ঞা হবে তার উযির। তাওফিক হবে তার সঙ্গী। জীবন হবে তার সফর। দিনগুলো হবে তার সফরের একেকটি স্টেশন। জান্নাত হবে তার ঠিকানা। আল্লাহ তাআলা হবেন তার আশ্রয়স্থল।"

---

[৭৮] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৪/৫১।

ধনাঢ্যতার সাথে যুহদের সম্পর্ক

৭৬. আবূল হাসান আল খাব্বায বলেন, "আমি আবূ উসমানকে বলতে শুনেছি : 'বিত্তশালীদের যুহদ হলো অল্পে তুষ্টি। আর দরিদ্রদের যুহদ হলো নিজেদের অবস্থার বিপরীত কিছু না চাওয়া।'"

৭৭. বিশর ইবনু হারিস বলেন, "ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন : 'হে বিশর, দুনিয়া-বিমুখতার ক্ষেত্রেই মানুষ আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হতে পারে।' আমি তখন বললাম, 'আবূ আলি, এটা আবার কীভাবে?' তিনি বলেন, 'কোনো কিছু লাভ করলে তোমার অন্তরের অবস্থা যেমন হয়ে থাকে, তা থেকে বঞ্চিত হলেও অন্তরের অবস্থা তা-ই থাকা।'"

৭৮. ইবরাহীম বলেন, "ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যুহদ কী?' তিনি বলেন, 'অল্পে তুষ্টি হলো যুহদ; আর এটাই হলো ধনাঢ্যতা।'"

৭৯. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত আছে, আবূ সুলাইমান আদ দাররানি বলেছেন : "লোকে ধনী হতে চায়। তারা মনে করে, ধনাঢ্যতা হলো অর্থসম্পদ জমা করার নাম। অথচ ধনাঢ্যতা রয়েছে অল্পে তুষ্টিতে। কিছু লোক সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে সুখ-শান্তি খোঁজে, অথচ সুখ-শান্তি রয়েছে স্বল্পতায়। তারা মানুষের কাছে সম্মানের আশা রাখে, অথচ সম্মান তো রয়েছে তাকওয়ায়। তারা মোলায়েম পোশাক এবং সুস্বাদু খাবারে নিয়ামাত সন্ধান করছে, অথচ ইসলামে নিয়ামাত রয়েছে গুনাহ পরিত্যাগে এবং সুস্থতায়।"

৮০. ইবরাহীম ইবনু বাশশার আস সুফি বলেন, "আমি, ইবরাহীম ইবনু আদহাম, আবূ ইউসুফ আল গাসুলি এবং আবূ আবদিল্লাহ সানজাবি একবার ইস্কান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে বের হই। পথিমধ্যে নাহরুল উর্দুন নামক একটি নদী আমাদের সামনে পড়ে। সেখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই আমরা। আবূ ইউসুফের সাথে কয়েক টুকরো শুকনো রুটি ছিল। তিনি আমাদের সামনে পেশ করেন সেগুলো। আমরা এতে আল্লাহর প্রশংসা করি। এরপর আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামের জন্য পানি আনতে দাঁড়ালে তিনি আমার আগেই নদীতে নেমে পড়েন। হাঁটু পানিতে নেমে উভয় হাতের কব্জি দিয়ে পানি উঠান। 'বিসমিল্লাহ' বলে তা পান করে বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ।' নদী থেকে উঠে তিনি উভয় পা প্রসারিত করে বলেন, 'আবূ ইউসুফ! আমরা যে হাসি আনন্দ এবং নিয়ামাতের মধ্যে রয়েছি, যদি রাজা-বাদশাহ এবং রাজপুত্ররা তা জানত, তাহলে আমাদের সুস্বাদু খাবার এবং অল্পস্বল্প

পরিশ্রমের নিয়ামাত অর্জনে তারা আমাদের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে দিত।' আমি তখন তাকে বললাম, 'আবূ ইসহাক! লোকেরা তো সুখ-শান্তি এবং রহমত খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তারা।' তিনি তখন মুচকি হেসে বলেন, 'তুমি এমন কথা বলা শিখলে কোথা থেকে!'"[৭৯]

৮১. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমরা এক সন্ধ্যায় ইবরাহীম ইবনু আদহামের সাথে ছিলাম। সে সন্ধ্যায় ইফতার করার মতো কিছুই ছিল না আমাদের কাছে। এমনকি খাবার জোগাড়ের মতো কোনো ব্যবস্থাও না। তিনি তখন আমাকে চিন্তিত দেখে বলেন, 'দেখো, ইবরাহীম! আল্লাহ তাআলা ফকির মিসকিনদের দুনিয়া-আখিরাতের কত নিয়ামাত এবং সুখ শান্তি দিয়ে রেখেছেন! কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের যাকাত সম্পর্কে, হাজ্জ সম্পর্কে, সাদাকাহ সম্পর্কে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সম্পর্কে এবং সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। বরং তিনি এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ঐসকল মিসকিনদের, যারা দুনিয়ার জীবনে ধনী কিন্তু পরকালের জীবনে দরিদ্র। দুনিয়াতে তারা সম্মানিত কিন্তু কিয়ামাতের দিন তারা হবে লাঞ্ছিত। তাই চিন্তিতও হয়ো না। টেনশন কোরো না। আল্লাহর রিযক তোমার কাছে অবশ্যই আসবে। আল্লাহর কসম! আমরাই তো হলাম রাজা-বাদশাহ এবং বিত্তশালী! আমরা তো দুনিয়াতেই সুখ-শান্তি ভোগ করে নিচ্ছি। যদি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থাকি, তাহলে কোন অবস্থায় সকাল কাটল আর কোন অবস্থায় সন্ধ্যা অতিবাহিত হলো, তার কোনো পরোয়া নেই আমাদের!'

ইবরাহীম ইবনু আদহাম এরপর সালাতে দাঁড়িয়ে যান। আমিও তা-ই করি। এর কিছুক্ষণ পরই দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি আটটি রুটি এবং অনেকগুলো খেজুর নিয়ে এসেছে। সে এগুলো আমাদের সামনে রেখে বলে, 'এগুলো খেয়ে নিন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন।' ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ তখন আমাকে বললেন, 'এই যে চিন্তিত সাহেব! নাও, আহার করো।'

এরইমধ্যে এক ভিক্ষুক এসে বলে, 'আমাকে কিছু খাবার দিন।' তিনি তিনটি রুটি এবং কিছু খেজুর ভিক্ষুককে দিয়ে দেন আর আমাকে দেন তিনটি রুটি। নিজে খেলেন দুটি। এরপর বললেন, 'সহমর্মিতা জানানো মুমিনের চরিত্র।'"[৮০]

---

[৭৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৭০-৩৭১।

[৮০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৭০।

৮২. কাসিম ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর কসম! দুনিয়ার ফকির মিসকিনরাই আসলে করুণার পাত্র।'"

৮৩. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শাজান বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কাত্তানিকেশ বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সুখ-শান্তির মাধ্যমে প্রশান্তি খোঁজে, প্রশান্তি তার কাছ থেকে বিদায় নেয়।'"

৮৪. হাসান ইবনু আলি আল আবরাশ বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি: 'যাকে সন্তুষ্টি জ্ঞাপনের নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে ধনাঢ্যতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অল্পতে যে ব্যক্তি তুষ্ট হতে পারে না, অধিক সম্পদ অর্জন করতে গিয়েই দরিদ্র হয়ে যায় সে।'"[৮১]

৮৫. আবূ বকর বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি, 'ভিক্ষুকের একমাত্র উদ্দেশ্যই যদি হতো সম্মানজনক জীবন-যাপন, তাহলে এই ভিক্ষাই তার জন্য যথেষ্ট হতো।'"[৮২]

৮৬. আবূ মি'শার বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন : 'যারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করে থাকেন।'"

আবূ নজর বলেন, "এরপর হিশাম এসে আমাদের এই বিষয়টি বলেছিলেন।"

৮৭. যাকারিয়া ইবনু দালবিহ আল ওয়ায়িজ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ আল কৃতাওয়ানি আমাকে বলেছেন, 'হে খুরাসানী! কোন জিনিস আপনাকে আপনার শহর থেকে বের করে দিল?' আমি বললাম, 'মর্যাদার লোভ!' তিনি বলেন, 'ঠিক বলেছেন। তবে অল্পে তুষ্টিকে বেছে নিন। তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাবস্থায় মর্যাদাবান থাকতে পারবেন। অঢেল সম্পদে আসলে মর্যাদার কিছু নেই।'"

৮৮. সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমান বলেন, "আমি আলি ইবনু আবদিল আযীযকে বলতে শুনেছি : 'যার মধ্যে অল্পেতুষ্টি নেই, অর্থ-সম্পদ কখনো তার ধনাঢ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে না।'"

---

[৮১] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৫/২৮০।

[৮২] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৫/১৯৯।

প্রয়োজনের অধিক উপার্জনের অসম্ভাব্যতা

৮৯. হাসান থেকে বর্ণিত, আবূস সাহবা সিলাহ ইবনুল আশইয়াম বলেছেন, "যত জায়গায় রিযক থাকতে পারে, আমি তার সব জায়গায় তা খুঁজে দেখেছি। কিন্তু দিনের রিযক দিনে অর্জন ছাড়া আমাকে কেবল ক্লান্তিই দেখতে হয়েছে। আমি তখন বুঝতে পেরেছি, দিনেরটা দিনে অর্জন করাটাই আমার জন্য কল্যাণকর। অনেকেই এমন আছে, যাদের দিনের রিযক দিনে প্রদান করা হয়। কিন্তু সে আপন বিবেক বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে বুঝতে পারে না যে, এটাই তার জন্য কল্যাণকর।"[৮৩]

৯০. হাসান থেকে বর্ণিত, আবূস সাহবা সিলাহ ইবনুল আশইয়াম বলেছেন : "দুনিয়ার যত জায়গায় হালাল রিযক ছিল, আমি তার সব জায়গা সন্ধান করেছি। কিন্তু সব জায়গা থেকেই কেবল জীবনধারণ পরিমাণ সামান্য খাবারই অর্জন করতে পারছিলাম। এই সামান্য সম্পদের মাধ্যমে জীবনধারণ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওইদিকে সামান্য সম্পদও পিছু ছাড়ছিল না আমার। এ অবস্থা দেখে আমি বলে উঠি, 'হে নফস! যতটুকু না হলেই নয় তোমাকে ততটুকু রিযক-ই প্রদান করা হয়েছে, তুমি এতেই তুষ্ট হয়ে যাও।' আমি তখন তাতেই তুষ্ট হয়ে গেছি, আমাকে আর কষ্ট সহ্য করতে হয়নি।"

যুহদের মধ্যমপন্থা

৯১. রবি আল খাওলানি থেকে বর্ণিত, লুকমান ﷺ তার ছেলেকে বলেন : "বাবা! আলিমদের সংস্পর্শে থেকো, তাদের সাথে তর্ক কোরো না। অন্যথায় তাদের ক্রোধে নিপতিত হয়ে যাবে। যতটুকু আহার যথেষ্ট, দুনিয়ার ঠিক ততটুকু সম্পদই গ্রহণ করবে। দুনিয়ায় এমনভাবে মত্ত হয়ে যেয়ো না, যা তোমার পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়। আবার তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ো না, অন্যথায় তুমি লোকজনের দয়ার পাত্র বনে যাবে। এমনভাবে সাওম থাকো, যাতে তোমার প্রবৃত্তির চাহিদা দমে যায়। আবার এমনভাবে সাওম শুরু করে দিয়ো না, যাতে দুর্বলতার কারণে তুমি সালাত-ই আদায় করতে পারো না। কেননা, (নফল) সাওমের চেয়ে (ফরয) সালাত আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।"

---

[৮৩] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৫৭৯।

অল্পে তুষ্টি

৯২. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কাত্তানিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টির বিনিময়ে লোভ-লালসাকে বিক্রি করে দেয়, সে সম্মান এবং আত্মমর্যাদার মাধ্যমে সফলতা লাভ করে।'"

৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণিত আছে, আবূল হাসান আল বুশানজিকে অল্পে তুষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যা বণ্টন করে দিয়েছেন, সে বণ্টন-নীতি জানা থাকাই হলো অল্পে তুষ্টি।"

৯৪. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণের (ও তাকদীরের) ওপর আস্থা রাখে, সে দুঃখিত হয় না। যে আল্লাহর পরিচয় লাভে সক্ষম হয়, সে আল্লাহর প্রতি রাজী হয়ে যায়। আল্লাহ তার ব্যাপারে যে ফায়সালা করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে সে।'"[৮৪]

৯৫. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি একদিন ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀-কে বলি, 'আজ আমি মাটির কাজ করব।' তিনি বলেন, 'তুমি যেমন অন্বেষণ করো থাকো, তোমাকেও তেমন অন্বেষণ করা হয়। তোমাকে এমন এক সত্তা অন্বেষণ করেন, যার হাত থেকে তুমি কখনো রক্ষা পাবে না। আর তুমি এমন জিনিস অন্বেষণ করছ, যা তোমার জন্য যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তুমি এখন যা ভোগ করছো, সেটা আগে থেকেই তোমার জন্য নির্ধারিত ছিল। এখন তুমি তা নিয়ে এসেছ কেবল। কত লোভীকে বঞ্চিত করা হয়; আর কত দরিদ্রকে রিযক প্রদান করা হয়!' এরপর তিনি বলেন, 'তোমার কি এখন আর কোনো উপায় নেই?' আমি উত্তরে বলি, 'এক সবজি বিক্রেতার কাছে একটি দানিক (এক দিরহামের এক ষষ্ঠমাংশ) পাই।' তিনি তখন বলেন, 'আশ্চর্য তো! এক দানিকের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তুমি আবার কাজের সন্ধান করছো!'"[৮৫]

---

[৮৪] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৮/২৫১।

[৮৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৩।

৯৬. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'অল্প লোভ-লালসা মানুষের মধ্যে সততা এবং তাকওয়া নিয়ে আসে। আর অধিক লোভ-লালসা অধিক দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ-কষ্টের জন্ম দেয়।'"[৮৬]

৯৭. সুলাইমান ইবনু আবী সালামা আল ফকীহ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ আস সুফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন জিনিস অন্তরকে বিনষ্ট করে দেয়?" তিনি বলেন, "লোভ।" এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, "কীভাবে তা সংশোধিত হয়ে যায়?" তিনি বলেন, "তাকওয়া।"

৯৮. জুবাইর ইবনু আবদিল ওয়াহিদ বলেন, "আমি বুনান আল হাম্মালকে বলতে শুনেছি, 'যে কোনো লোভ-লালসা রাখে না, সে-ই স্বাধীন। মানুষ ততদিন পর্যন্ত স্বাধীন থাকতে পারে, যতদিন সে অল্পতেই তুষ্ট থাকে।'"[৮৭]

৯৯. সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমান বলেন, "আমি আলি ইবনু আবদিল আযীযকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তির মধ্যে অল্পে তুষ্টি নাই, কস্মিনকালে কোনো কিছুই তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।'"

অপরের সম্পদের প্রতি নিরাসক্তি

১০০. আবদুল মালিক ইবনু উমাইর থেকে বর্ণিত আছে যে, সাদ আল খাইর আপন ছেলেকে বলতেন : "সব সময় নিরাসক্তি বজায় রাখবে, কারণ এটাই ধনাঢ্যতা। কখনো মানুষের কাছে থাকা অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে লোভ রেখো না, কেননা এটাই সাক্ষাৎ দারিদ্র। উত্তমরূপে ওযু করবে। এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। যদি আজকের দিনটাকে গতকালের চেয়ে উত্তম বানাতে চাও, আর আগামীকালটাকে আজকের চেয়ে উত্তম করে তুলতে চাও, তাহলে এমনটাই করো।"[৮৮]

১০১. ইসমাইল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাদ তার বাবার কাছ থেকে, তিনি সাদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন।" নবি ﷺ তখন বলেন,

---

[৮৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৫।
[৮৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩২৪।
[৮৮] বুখারি, আত তারিখুল কাবির, ৪/৪৫।

عليكَ بالإياسِ مما في أَيْدِي الناسِ وإياكَ والطمعَ فإنه الفقرُ الحاضرُ وصَلِّ صلاتَكَ وأنتَ مُوَدِّعٌ وإياكَ وما تَعْتَذِرُ منه

"মানুষের অর্থ-সম্পদের প্রতি কোনো ধরনের আশা রেখো না। লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটা স্বয়ং দারিদ্র। এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন এটা তোমার জীবনের শেষ সালাত। এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে, যে কারণে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয়।"[৮৯]

১০২. আবূ আইয়ুব আনসারি থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এসে নবি ﷺ-কে বলে, "আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" তিনি বলেন,

إذا قُمت فِي صَلاتِك فَصلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ و لا تَكَلَّمَنَّ بِكَلامٍ تَعتَذِرُ مِنهُ غداً وَ اجمِعِ اليأسَ مِمّا في ايْدِي النّاس

"এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। কখনো এমন কথা বলবে না, যে কারণে পরদিন তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয়। আর মানুষের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কোনো ধরনের আশা রেখো না।"[৯০]

বলা হয়, ইবনু খুসাইম এটি বর্ণনা করেছেন আবূ আইয়ুবের আযাদকৃত গোলাম উসমান ইবনু যুবাইর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি আবূ আইয়ুব থেকে।[৯১]

সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতার পরিণাম

১০৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ তাআলার কাছে তার প্রয়োজনের কথা বলে, তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে চায়, চোখে শুধু ঝাপসাই দেখতে পায় সে। দুনিয়ার সামান্য সম্পদ যাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, অঢেল সম্পদও তার কোনো উপকার করতে পারে না। তাই যতটুকু হলে যথেষ্ট হয়ে যায়, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থেকো। নিষ্কলুষতাকে আঁকড়ে ধরো। আত্মসাৎ করা

---

[৮৯] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ৪/৩২৬।

[৯০] মিসবাহুয যুজাজা, ২/৩৩২।

[৯১] বুখারি, আত তারিখুল কাবির, ৬/২১৬।

ছেড়ে দাও। কেননা, কিয়ামাতের দিন এর হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন।"

১০৪. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

القَنَاعَةُ كَنْزٌ لاَ يَفْنٰى

"অল্পে তুষ্টি এমন রত্নভাণ্ডার, যা কখনো শেষ হয় না।"[৯২]

১০৫. সালামা ইবনু উবায়দিল্লাহ ইবনু মিহসান তার পিতা থেকে, তিনি নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন :

مَنْ أصبَحَ آمنًا في سِربِه مُعافًى في بدنِه عندَه قُوْتُ يَوْمِه فكأنَّما حِيزَتْ له الدُّنيا

"যে ব্যক্তির দিনের শুরুটা এভাবে হয় যে, তার পালিত পশু নিরাপদ, সে নিজেও সুস্থ আর তার কাছে রয়েছে সেদিনের খাবার, তাহলে গোটা দুনিয়াই যেন তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৯৩]

১০৬. যাকারিয়া ইবনু আবী খালিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ একদিন আবৃত্তি করেন :

لا تَخضَعَنَّ لِمَخلوقٍ عَلى طَمَعٍ *
فَإِنَّ ذَلِكَ مضر مِنكَ في الدينِ
وَاَستَرزِقِ اللهَ مِمّا في خَزائِنِهِ *
فَإِنَّما الأَمرُ بَينَ الكافِ وَالنونِ
إِنَّ الَّذي أَنتَ تَرجوهُ وَتَأمَلُهُ *
مِنَ البَرِيَّةِ مِسكينُ اِبنُ مِسكينِ

"কিছু পাওয়ার আশায় কখনও কোনো সৃষ্টির কাছে নীচু হোয়ো না
এটা তোমার দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর।
বরং আল্লাহর ধনভাণ্ডার থেকে লাভের জন্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করো।
এটা তো তার 'কাফ' ও 'নুন'—দুটি শব্দের বিষয়।

---

[৯২] তাবারানি, আল মুজামুল আওসাত, দেখুন : আল মাকাসিদুল হাসানা, ৪৯২।
[৯৩] তিরমিযি, আস সুনান, কিতাব : যুহদ, পরিচ্ছেদ : দুনিয়াবিরাগিতা।

যেসব মাখলুকের কাছে তুমি হাত পাতো,
তারা তো নিজেরাই ফকিরের ঘরে ফকির।[৯৪]

১০৭. আবূ বকর ইবনু আহইয়াদ বলখি থেকে বর্ণিত আছে, আবূ বকর আল ওয়াররাক বলেছেন : "যদি লোভ-লালসাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার পিতা কে?' সে বলবে, 'তাকদীরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ।' যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার পেশা কী?' সে বলবে, 'লাঞ্ছনা এবং অপমান উপার্জন।' 'তোমার উদ্দেশ্য কী?' এর উত্তরে বলবে, 'মানুষকে বঞ্চিতকরণ।'"[৯৫]

নির্জনবাস গ্রহণ এবং অখ্যাত থাকা

১০৮. আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ একদিন জিজ্ঞেস করেন,

أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ جَاهَدَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : مُؤْمِنٌ يَعْتَزِلُ فِي شِعْبٍ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

"সর্বোত্তম মানুষ কে?" সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।" নবি ﷺ তিন তিনবার এই প্রশ্নটি করেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, সে-ই সর্বোত্তম।" নবি ﷺ বলেন, "তারপর কে?" সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।" নবি ﷺ তখন বলেন, "এরপর ওই মুমিন ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে আপন রবের ভয়ে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখতে কোনো উপত্যকায় একাকী জীবনযাপন করতে থাকে।"[৯৬]

১০৯. ইসমাইল ইবনু উমাইয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন : "খারাপ চরিত্র থেকে কিংবা খারাপ লোকজন থেকে নিরাপদে থাকার যে শান্তি, তা রয়েছে একাকী জীবনযাপনের মাঝে।"[৯৭]

---

[৯৪] ইবনু আসাকির, তারিখু বাগদাদ, ৩/৪৪৫।

[৯৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৩৬।

[৯৬] বুখারি, আস সহীহ, কিতাব : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো ওই মুমিন বান্দা, যে আপন জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

[৯৭] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/২৭৫।

১১০. আদাসা বলেন, "একদিন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ আমাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তাকে একটি পাখি হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি বলেন : 'এই পাখিটি যেখান থেকে শিকার করে আনা হয়েছে, আমিও যদি সেখানেই থাকতে পারতাম! কেউ আমার সাথে কথা বলতো না, আমিও কারও সাথে কথা বলতাম না।'"[৯৮]

১১১. হাফস ইবনু আসিম বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেছেন, "আপনারা প্রত্যেকেই নির্জনতা অবলম্বন করুন।"[৯৯]

ইলম, ইবাদাত ও নির্জনতা

১১২. ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা বলেন, "সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আমাকে বলেছেন, 'নির্জনতা অবলম্বন করুন, কারণ তা ইবাদাত।'"[১০০]

১১৩. মুহাম্মাদ ইবনু নসর আল হারিসি বলেন, "আমি রবি ইবনু খুসাইমকে বলতে শুনেছি : 'প্রথমে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করো, এরপর নির্জনতা অবলম্বন করো।'"

কষ্ট থেকে মুক্তি

১১৪. আবূ হাফস বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনু দাউদকে বলতে শুনেছি : 'মানুষের সংশ্রব গ্রহণের চেয়ে ছাগলের সংশ্রব আমার কাছে বেশি প্রিয়।' আমি বললাম, 'কেন এমন বলছেন, আবূ আব্দুর রহমান?' তিনি উত্তরে বলেন, 'মানুষ তো কষ্ট দেয়, কিন্তু ছাগল তো কষ্ট দিবে না।'"

কল্যাণ বনাম শান্তি

১১৫. সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয থেকে বর্ণিত আছে, মাকহুল বলেছেন : "যদি মানুষের সাথে উঠাবসার মধ্যে কোনো কল্যাণ থেকে থাকে, তাহলে নির্জনতার মধ্যে রয়েছে শান্তি।"[১০১]

---

[৯৮] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১৬৫।
[৯৯] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৪/১৬১।
[১০০] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৩/৭৭৫।
[১০১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৪৯।

১১৬. আওযায়ি ﵀ থেকে বর্ণিত আছে, মাকহুল বলেছেন : "যদি সংঘবদ্ধ থাকাটা উত্তম কোনো বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে একাকিত্ব অবলম্বন করার মধ্যে রয়েছে শান্তি।"

নির্জনতা প্রজ্ঞার অংশ

১১৭. ইবনু খুনাইস থেকে বর্ণিত আছে, উহাইব ইবনুল ওয়ারদ বলেছেন : "বলা হয়ে থাকে, হিকমাহর দশটি অংশ রয়েছে। যার নয়টি অংশই রয়েছে নীরবতায়, আর দশম অংশটি রয়েছে একাকিত্ব গ্রহণে। আমি নীরবতার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যেভাবে চাচ্ছিলাম, সেভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরে লক্ষ করলাম যে, এর মধ্যে আসলে দশ নম্বরটা তথা নির্জনতা অবলম্বনই সবচেয়ে উত্তম।"

১১৮. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন :

الْحِكْمَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاء تِسْعَةٌ مِنْها فِيْ العَزْلَة وَواحِدٌ فِي الصَّمْتِ

"হিকমাহর দশটি অংশ রয়েছে, যার নয়টি অংশই নির্জনতা অবলম্বনে। আরেকটি রয়েছে চুপ থাকার মাঝে।"[১০২]

আড্ডাবাজি পরিহার

১১৯. আবূ ইয়াহইয়া আল কালায়ি থেকে বর্ণিত আছে, আবূদ দারদা ﵁ বলেছেন: "মুসলিমের জন্য তার ঘর কতইনা উত্তম গুদামঘর। সে এতেই নিজের নফস, চক্ষু ও লজ্জাস্থানকে আবদ্ধ করে রাখবে। আড্ডা থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তাতে অনর্থক কথাবার্তা এবং খেল-তামাশা হয়ে থাকে।"[১০৩]

মেলামেশার উভয়-সঙ্কট

১২০. মুসলিম ইবনু আবদিল্লাহ খুরাসানি বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে উঠাবসা করে, সে দুটি বিপদের কোনো একটিতে পড়বেই পড়বে। ধরুন, তারা কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হলো।

---

[১০২] ইবনু আদি, আল কামিল, ৬/ ২৪৩৬, এ বর্ণনার সনদ দুর্বল এবং মতন মুনকার।

[১০৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১৩৫।

তাহলে হয়ত সেও তাদের সঙ্গে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর নয়ত তাকে চুপ হয়ে যেতে হয়। ফলে সাথিদের থেকে অন্যায় বিষয়াদি শুনে নিজেও গুনাহের ভাগিদার বনে যায় সে।"

নির্জনতা যিকরের সহায়ক

১২১. আবূ আবদিল্লাহ বলেন, ওয়াকী আমাদের বলেছেন, "আবূ সিনানের কাছে দুইজন লোক এসেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছ না কেন? একসাথে থাকলে তো পরস্পর কথাবার্তা বলতে থাকবে। কিন্তু পৃথক হয়ে চলাফেরা করলে আল্লাহর যিকর করতে পারবে।'"

অখ্যাত ব্যক্তির প্রতি রহমতের দুআ

১২২. আবদুস সামাদ বলেন, আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : "আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যার আমলকে বন্ধক রাখার (মৃত্যুবরণ) পূর্বেই আপন গুনাহের কারণে সে ক্রন্দন করে এবং তার পরিচয় থাকে মানুষের অজানা (অর্থাৎ, তিনি অখ্যাত থাকেন)।"

কুরআন-সুন্নাহর সাথে একাকিত্বের মর্যাদা

১২৩. হাম্মাদ ইবনু যাইদ থেকে বর্ণিত আছে, ইবনু আওন বলেছেন : "তিনটি বিষয়কে আমি নিজের জন্য এবং নিজের সঙ্গীসাথিদের জন্য পছন্দ করি। তা হলো, কুরআন তিলাওয়াত, সুন্নাত, আর তৃতীয় বিষয়টি হলো, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে মানুষের থেকে কল্যাণের মধ্যেই থাকা যায়।"

আল্লাহ, নবি ﷺ ও সাহাবিদের সঙ্গলাভ

১২৪. উসমান ইবনু সাঈদ বলেন, "আমি নুআইম ইবনু হাম্মাদকে বলতে শুনেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ অধিকাংশ সময় ঘরেই অবস্থান করতেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার একা একা লাগে না?' তিনি বলেন, 'একা লাগবে কেন? আমি তো নবি ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে থাকি' (অর্থাৎ, ঘরে বসে তিনি হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার

অধ্যয়ন করতেন।)"[১০৪]

১২৫. মানসূর ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি আবূল হাসান ইবনু খাওয়ারিজমিকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহর কিতাবের হাফিয হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নির্জন অবস্থানে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে, তার নিঃসঙ্গতা কখনো দূর হবে না।'"

ধূর্ততার যুগ আসন্ন

১২৬. আবূল মিনহাল থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূল আলিয়া বলেছেন : "আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম—শীঘ্রই মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে, যাতে মুমিনরা দাসীর চেয়েও অধিক লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে। সেই যুগে যে শিয়ালের মতো ধূর্ততার আশ্রয় নিতে পারে, তাকেই মনে করা হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।"

১২৭. আবূল আলিয়া বলেন, "আমরা বলতাম, শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে, যখন সত্য দেখে তার কাছাকাছি জায়গা দিয়ে চলা মানুষটাকেই বলা হবে সর্বোত্তম।"[১০৫]

১২৮. মালিক ইবনু মিগওয়াল থেকে বর্ণিত আছে যে, শাবি বলেছেন : "আমি যামানার জন্য ক্রন্দন করি না, বরং ফিতনার যামানার ওপর ক্রন্দন করি।"

প্রকৃত ঈর্ষণীয় ব্যক্তি

১২৯. হাসান ইবনু হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলি ইবনু আবী তালিব রা. বলেন : "আল্লাহর শপথ! এই জগতে আমার কাছে সবচেয়ে ঈর্ষার পাত্র হলো সেই বেদুইন, যে মুত্তাকী, (মানুষের) অমুখাপেক্ষী, সালাত আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থে নিজেকে জড়ায় না।"

নির্জনতাকে ভালোবাসার অর্থ

১৩০. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'কতক আলিম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায়, তার অবশ্যই ইচ্ছে হবে অচেনা কোনো গহীন জায়গায় জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার।'"[১০৬]

---

[১০৪] ইবনু আসাকির, তারিখু বাগদাদ, ১০/ ১৫৪।

[১০৫] ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ, ১৫/১২২; হাকিম, আল মুসতাদরাক, ৪/৫০০।

[১০৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৮।

১৩১. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'প্রজ্ঞাবানের নিদর্শন হচ্ছে, সে অখ্যাত থাকতেই পছন্দ করবে। তার নিঃসঙ্গতা অনুভব হবে না এতে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাথে সে বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে। যদি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি একাকিত্বকে উপভোগ করতে পারে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হতে পেরেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তখনই তার প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হক এবং সঠিক হবে, ইন শা আল্লাহ।'"

১৩২. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'যদি কারও কাছে নির্জনতা ভালো লাগে, তাহলে এ ভালো লাগাটাই আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়ে দেবে। আর আল্লাহর সঙ্গে যার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে, সে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য সবকিছুর মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করবে। আহ! সেই অন্তর বড় সৌভাগ্যবান, যে আল্লাহর মহিমার মধ্যে প্রশান্তি খুঁজে পায় এবং তার ভয়ে কেঁপে উঠে।'"

প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে করণীয়

১৩৩. হাজ্জাজ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি শুবাকে বলতে শুনেছি : 'একবার আমি কোনো এক প্রয়োজনে আইয়ুব ইবনু কাইসানের সাথে বের হয়েছিলাম। আমি তার পাশাপাশি হাঁটতে চাইলে তিনি আমাকে সে সুযোগ দিচ্ছিলেন না। যেন কেউ তার বিষয়টি টের না পেয়ে যায়, সে জন্য এদিক সেদিক চলে যাচ্ছিলেন তিনি।'

শুবা বলেন, "আইয়ুব আমাকে একদিন বলেন, 'মানুষের মুখে মুখে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ আমি চাই না তাদের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে যেতে।'"[১০৭]

১৩৪. আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু ইউনুস বলেন, "আমি সুফিয়ান সাওরি ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'গর্তে ঢুকে থাকার (অখ্যাত থাকার) চেয়ে বড় কোনো কল্যাণ আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি।'"[১০৮]

১৩৫. ইউসুফ ইবনু আসবাত থেকে বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সাওরি বলেছেন : "তিলাওয়াত এবং ইবাদাত-বন্দেগির কারণে কারও সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও যদি সে ঐ এলাকা থেকে বের হয়ে না যায়, তাহলে তার থেকে কোনো কল্যাণের আশা রেখো না।"

---

[১০৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৬।

[১০৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৬।

আল্লাহর কাছে পরিচিতিই যথেষ্ট

১৩৬. আবূল কাসিম থেকে বর্ণিত, তিনি আউফ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি সাইব ইবনু আকরা থেকে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক জিহাদে মুসলিম মুজাহিদ নুমান ইবনু মুকরিন এবং তার সঙ্গীসাথিদের মৃত্যু হয়। উমার বিন আল-খাত্তাব ﵁ (ময়দান থেকে আগত দূতকে) নিহতদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে বলেন, "আর কে কে মারা গেছে?" বর্ণনাকারী বলেন, "আমি তখন বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন! এরপর যারা মারা গেছে, আপনি তাদের কাউকে চিনবেন না।' উমার ﵁ তখন বলেন, 'চুলোয় যাক! উমারের চেনা বা না-চেনায় কী আসে যায়! সে মহান সত্তা তাদেরকে তাদের শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন, তিনি তাদেরকে আমার চেয়েও ভালোভাবে চেনেন।'"[১০৯]

১৩৭. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'অখ্যাত থাকতে চেষ্টা করো। তোমার অবস্থান সঠিক হলে ওটাই তোমাকে আল্লাহর বন্ধুদের মাঝে প্রসিদ্ধ করে দেবে।'"[১১০]

দুনিয়ায় খ্যাতি ক্ষতির কারণও হতে পারে

১৩৮. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল জাওহারি বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি : 'হে আল্লাহ! যদি দুনিয়ার প্রসিদ্ধি আমার পরকালের লাঞ্ছনার কারণ হয়, তাহলে এই প্রসিদ্ধি আমার থেকে ছিনিয়ে নিন।'"[১১১]

১৩৯. আবূ ইয়াজিদ ফাইয ইবনু ইয়াযিদ আর রাক্কি থেকে বর্ণিত আছে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন : "অখ্যাত থাকতে পারলে তা-ই করো। কেউ তোমাকে না চিনলে বা প্রশংসা না করলে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না। যদি আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে যেতে পার, তাহলে মানুষের নিন্দার পাত্র হলেও কোনো ক্ষতি নেই।"

অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ নিরুৎসাহিতকরণ

১৪০. আবূ সাদ ইয়াহইয়া ইবনু মানসূর আয যাহিদ বলেন, "আমি আবূ ইয়াহইয়া আল কুর্দিকে বলতে শুনেছি : 'এক লোক দাউদ আত তায়ির দরজায়

---

[১০৯] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৬।

[১১০] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২০।

[১১১] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৩/২৩৯।

করাঘাত করলে তিনি বলেন, 'এটা দেখা সাক্ষাতের যুগ নয়। এ জগতে এখন দুশ্চিন্তা আর দুঃখ কষ্ট ছাড়া আর কী আছে?' এ বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দেন।'"

১৪১. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল আম্বারি বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতার আনুগত্য করে, অর্থ সম্পদ সঠিকভাবে উপার্জন ও ব্যয় করে এবং যার আচার-ব্যবহার সুন্দর, ভাই ও পরিচিতজনদের যে সম্মান করে, এর পাশাপাশি সে ঘরে অবস্থান করে, সে-ই হলো পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।'"

১৪২. ইবরাহীম ইবনু আশআছ বলেন, "ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি: 'যখন ঘরে আমার রবের সাথে একান্তে সময় কাটাই, কেবল তখনই প্রশান্তির আনন্দ এবং চোখের শীতলতা অনুভব করি। আর যখন কানে কোনো আওয়াজ আসে, তখন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আশঙ্কায় বলে উঠি—ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কারণ এর কারণে রবের সাথে আমার একান্তে সময় কাটানোয় বিঘ্ন ঘটবে।'"

১৪৩. ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেন, "আবূ ইয়াহইয়া আল কুর্দিকে বলতে শুনেছি : 'সিংহ দেখে ভয় পেয়ো না, কিন্তু বনী আদমকে দেখলে কাপড় উঠিয়ে জীবন বাজি রেখে পলায়ন করো।'"[১১২]

মানুষের করা প্রশংসা বা নিন্দা ত্রুটিপূর্ণ

১৪৪. আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইক থেকে বর্ণিত আছে যে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন: "কারীদের থেকে দূরে থেকো। কেননা তারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে তোমার এমন সব প্রশংসা করা শুরু করে দিবে, যা তোমার মধ্যে নেই। আর যদি তারা তোমার ওপর রাগান্বিত হয়ে যায়, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে। অন্যদেরও ক্ষেপিয়ে তুলবে তোমার বিরুদ্ধে।"[১১৩]

১৪৫. বিশর থেকে বর্ণিত আছে, মালিক ইবনু দিনার বলেছেন : "যখন থেকে আমি মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছি, তখন আর পরোয়া করিনি যে, কে আমার প্রশংসা করল আর কে নিন্দা করল। কেননা আমি জানি, যারা প্রশংসা করে তারাও বাড়াবাড়ি করে আর যারা নিন্দা করে তারাও বাড়াবাড়ি করে।"

---

[১১২] আল্লামা খাত্তাবি, আল-উযলাহ, ৬৬।

[১১৩] আবূ আবদির রহমান আস-সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১১।

১৪৬. মুসলিম ইবনু দাইলামি থেকে বর্ণিত, মালিক ইবনু দিনার বলেছেন : "মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানার পর থেকে তাদের প্রশংসায়ও আনন্দিত হইনি আর নিন্দায়ও অসন্তুষ্ট হইনি।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কেন?" তিনি বলেন, "কেননা প্রশংসাকারী ও নিন্দুক—উভয় শ্রেণিই সীমালঙ্ঘন করে।"[১১৪]

১৪৭. মারদুইয়াহ বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি মানুষকে চিনে ফেলেছে, (অর্থাৎ, মানুষের প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরেছে), সে তাদের থেকে শান্তিতে থাকতে পেরেছে।'"

মানবসঙ্গ যখন পরিহার্য

১৪৮. ইউসুফ ইবনু হুসাইন বলেন, "কাসিম আল জুয়ির নিকট যখন তাহির আল মাকদিসি ছিলেন, তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'সকল শান্তি রয়েছে নির্জনতায় আর সকল আনন্দ রয়েছে আল্লাহর একান্ত ইবাদাত-বন্দেগিতে।'"[১১৫]

১৪৯. জাফর ইবনু সুলাইমান বলেন, "একদিন দেখি, মালিক ইবনু দিনার একটা কুকুরের পাশে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আবূ ইয়াহইয়া, কী হলো আপনার?' তিনি বলেন, 'খারাপ বন্ধুর চেয়ে এ কুকুরটাই ভালো।'"[১১৬]

১৫০. হাসান ইবনু আমর বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি, 'আমার নিজের মধ্যে যে রোগ রয়েছে, তার চিকিৎসা করে যেতে থাকব। চিকিৎসা শেষ হলে পরে অন্যের প্রতি নজর দেব। আমি খুব ভালোভাবেই জানি, কোথায় রোগ আছে আর কোথায় আছে তার চিকিৎসা। তোমরাই তো হলে রোগ। আমার সামনে এমন কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি, যারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং পরকালের প্রতি গুরুত্ব দেয় না।'"[১১৭]

অখ্যাতিই প্রকৃত যুহদ

১৫১. বিশর ইবনু হারিস থেকে বর্ণিত, সুফিয়ান বলেছেন, "আসলে মোটা পোশাক আর মোটা খাবারের মধ্যে যুহদ নেই; বরং যুহদ তো রয়েছে উচ্চ আশা না

---

[১১৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৭২।
[১১৫] ইবনুল মুলাক্কিন, তাবাকাতুল আউলিয়া, ৩৯৪।
[১১৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৮৪।
[১১৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৫৪।

রাখার মধ্যে। আবূ আবদুল্লাহ কতই না চমৎকার বলেছেন! আমিও তেমনটাই বলি। তা হচ্ছে, অখ্যাত থাকার মধ্যে যুহদ রয়েছে।"[১১৮]

নিঃসঙ্গতা যখন আনন্দ ও শিক্ষণীয়

১৫২. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আবদুল আযীয ইবনু উমারকে 'আবিদদের সর্দার' বলে অভিহিত করতেন রাবিয়া। সেই আবদুল আযীয আর-রাসিবিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আনন্দ লাভের আর কী কী উপায় বাকি আছে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'পাতালের কোনো কুঠুরি, যাতে আমি আমৃত্যু একাকী থাকব।'"

১৫৩. মালিক ইবনু আনাস থেকে বর্ণিত, যাইদ ইবনু আসলাম বলেছেন : "এক ব্যক্তি একবার জনপদ ছেড়ে কবরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করা হলে সে বলে, 'কবরের বাসিন্দারাই আমার সত্যিকারের প্রতিবেশী। তাদের মধ্যে আমার জন্য শিক্ষা রয়েছে।'"[১১৯]

গোপন ইবাদাতের সাক্ষী ফেরেশতাগণ

১৫৪. জাফর বলেন, "আমি সাবিতকে বলতে শুনেছি : 'খুলাইদ আল আসরি ﷺ সম্প্রদায়ের বৈঠক ঘরে ফজরের সালাত পড়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকর-আযকারে মগ্ন থাকতেন। এরপর ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলতেন, আমার রবের ফেরেশতাদের স্বাগতম! আমি আজ তোমাদের সাক্ষ্য রেখে কিছু উত্তম আমল করব। তারপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' যিকর করতে থাকেন—'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার'। এভাবে যিকর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি। সালাতের সময় হলে মাসজিদে চলে যেতেন।'"[১২০]

মন্দ অভিজ্ঞতার আশঙ্কায় মানবসঙ্গ ও জনসমাগম পরিহার

১৫৫. হাফস ইবনু উমার আল জুফি থেকে বর্ণিত আছে, দাউদ ইবনু নুসাইর আত-তায়িকে জিজ্ঞেস করা হলো, "দাড়ি আঁচড়ান না কেন?" তিনি বলেন,

---

[১১৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৫/২০০।
[১১৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৩।
[১২০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৩৭।

"দুনিয়া তো শোকের ঘর।" জিজ্ঞেস করা হলো, "মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন?" তিনি বলেন, "আল্লাহ মাফ করুন! ছোটদের সাথে মিশলে হয়ত দেখবে তারা তোমাকে সম্মান করছে না। কিংবা বড়দের সাথে মিশলে হয়ত তারা খালি তোমার দোষ-ত্রুটি ধরবে!" বর্ণনাকারী বলেন, "এক মনীষী তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কিন্তু পারেননি। সালাতের সময় হলে তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে এমনভাবে বের হতেন, যেন ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন! আর যখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরাতেন, তখন এত দ্রুতগতিতে বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন, যেন পালিয়ে যাচ্ছেন।"[১২১]

১৫৬. আবূ হাফস ইবনু হুমাইদ চিঠি লিখেছিলেন আহমাদ ইবনু হাফস আল বুখারির কাছে। এতে তিনি বলেন, "জেনে রাখুন, আমি এত অধিক মানুষকে পরীক্ষা করে দেখেছি, যত মানুষকে আপনিও পরীক্ষা করেননি। এ পরীক্ষায় আমি এমন কাউকে পাইনি, যে গোপনীয় বিষয় গোপন্ রাখতে পারে। তার এবং আমার মধ্যে সংঘটিত কোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারে। রাগান্বিত হয়ে গেলে নিজেকে সংবরণ করতে পারে। আমি তাকে কষ্ট দিলেও সে আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। তাই এসব লোকের পেছনে সময় ব্যয় করাটা আসলে বড় ধরনের বোকামিই বটে।"

তিনি শেষের এ কথাটি তিনবার বলেছিলেন।[১২২]

১৫৭. মালিক ইবনু মিগওয়াল থেকে বর্ণিত, শাবি বলেছেন : "রবি ইবনু খুসাইম জীবনে কোনো মজলিসে বসেননি আর অমুক অমুক পথেও কখনো বসেননি। এর কারণ হিসেবে বলতেন, 'আমার আশংকা হয়, আমার সামনেই কারও প্রতি যুলুম করা হবে, কিন্তু আমি তাকে সাহায্য করতে পারব না। কিংবা কেউ কারও ওপর মিথ্যা অপবাদ দিবে, আর সেখানে উপস্থিত থাকায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে আমাকে। কিংবা কেউ আমাকে সালাম দিবে, কিন্তু আমি সালামের উত্তর দিতে পারব না। কিংবা গর্ভধারণকারী কোনো নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তার ভূমিষ্ঠ বাচ্চাকে বহন করে নিয়ে যেতে পারব না।"[১২৩]

---

[১২১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৯।

[১২২] ইবনু হিব্বান, রওদ্বাতুল উকালা, ৮৩।

[১২৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১১৬।

মানুষের কটুকথা থেকে বাঁচা অসম্ভব

১৫৮. মুজাহিদ ﵀ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ﵇ তাঁর রবের কাছে দুআ করেছিলেন : "হে আমার রব! আমাকে মানুষের মুখ থেকে নিরাপদ রাখুন। তারা যেন আমার ব্যাপারে কেবল ভালো কথাই বলে।" বর্ণনাকারী বলেন, "আল্লাহ তাআলা তখন তার প্রতি ওহি পাঠিয়ে বলেন, 'ইয়াহইয়া! আমি তো নিজেকেই এই বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করিনি। তাহলে তোমাকে কীভাবে করতে পারি!'"

১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব মিসরি বলেন, "মক্কায় আমি সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি : 'মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করা এমন এক প্রান্তিক বিষয়, কখনো যার শেষ সীমানায় পৌঁছানো যায় না। এবং দুনিয়া অর্জন এমন এক বিষয়, কখনো যার শেষ সীমানা ছোঁয়া যায় না।'"[১২৪]

সকলের সন্তুষ্টি অর্জন অসম্ভব

১৬০. মুআফা ইবনু ইমরান বলেন, "আমি সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি অন্যের থেকে আশা করে, তাকে কখনো সন্তুষ্ট করা যায় না।'"

১৬১. জারির ইবনু হাযিম থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বাসরি ﵀-কে বলা হলো, "কিছু মানুষ আপনার ভুলত্রুটি ধরতে আপনার মজলিসে এসে থাকে। কোনো ভুল হয়ে গেলে আপনার সমালোচনায় মেতে উঠে তারা।" তিনি বলেন, "এ নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। কারণটা হচ্ছে, আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করেছি এবং তা লাভের রাস্তাও পেয়ে গেছি। আমি জান্নাতের ব্যাপারে আশাবাদী এবং সেখানে পৌঁছার রাস্তাও পেয়ে গেছি। আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গলাভের আশা করেছি এবং তারও রাস্তা পেয়ে গেছি। কিন্তু মানুষের সমালোচনা থেকে নিরাপদ থাকার আশা করে এর কোনো রাস্তা খুঁজে পাইনি। পরে খেয়াল করলাম, মানুষ যখন নিজ সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারেই সন্তুষ্ট নয়, তখন নিজেদের মতোই আরেক সৃষ্টির ব্যাপারে তো সন্তুষ্ট হতে পারবেই না।"

১৬২. ইউনুস ইবনু আবদুল আলা থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেছেন, "দুই ব্যক্তি একে অপরকে তিরস্কার করছিল। তাদের কথাগুলো শুনছিলাম আমি। এক পর্যায়ে তাদের একজনকে বললাম, 'তুমি কখনো সকলকে সন্তুষ্ট

---

[১২৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/ ৩৮৬, ৮/ ৩৩৮।

করতে পারবে না। বরং নিজের এবং আল্লাহর মধ্যকার বিষয়গুলো ঠিকঠাক করে নাও। তা ঠিকঠাক হয়ে গেলে মানুষের ব্যাপারে আর পরোয়া কোরো না।'"[১২৫]

আদম-সন্তানের স্বভাব

১৬৩. রবি ইবনু সুলাইমান বলেন, "আমি ইমাম শাফিয়ি ﵀-কে বলতে শুনেছি: 'আদম সন্তানকে নিচু স্বভাব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাই যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত, আদম সন্তান সেগুলোর কাছে যাবেই। আর যে সকল বিষয়ের নিকটে যাওয়া উচিত, বনী আদম সেগুলো থেকে দূরে থাকবেই।'"[১২৬]

সংঘবদ্ধ ফরয ইবাদাত ব্যতীত অন্যান্য জনসমাগম পরিহার

১৬৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস সাররাজ বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀-এর খাদিম ইবরাহীম ইবনু বাশশারকে বলতে শুনেছি : 'ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ আমাদেরকে ওসিয়ত করে বলেছেন : মানুষের সাথে পরিচয়-পরিচিতি কমিয়ে দাও। যাদের চিনো না, তাদের সাথে পরিচিত হতে যেয়ো না। আর যাদের চিনো, তাদের সাথে অপরিচিতের মতো আচরণ করো।'

আরও ওসিয়ত করেছেন, 'হিংস্র জন্তু থেকে যেভাবে পালাও, সেভাবেই মানুষ থেকে পলায়ন করবে। কিন্তু তাই বলে আবার জুমুআর সালাত এবং জামাআতে সালাত আদায় করা বাদ দিয়ে দিয়ো না যেন!'"[১২৭]

১৬৫. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ আল বাগদাদি বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : যদি জুমুআর সালাত এবং জামাআতে সালাত আদায়ের বিধান না থাকত, তাহলে আমি মাটি দিয়ে লেপে দরজাখানা বন্ধ করে দিতাম।'[১২৮]

আরও বলেন, 'জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য বের হওয়ার পর যদি টের পাই যে, কেউ আমার দিকে আসছে, তাহলে মনে মনে বলি, হে আল্লাহ! আপনি তাদের ইবাদাতের স্বাদ দান করুন, যাতে তারাও ইবাদাতে মগ্ন হয়ে থাকে। ফলে তারা আর আমার নিকট আসবে না।'"[১২৯]

---

[১২৫] আল মুসান্নাফ ফি মানাকিবিশ শাফিয়ি, ২/১৭৩।
[১২৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১২৪।
[১২৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৯, ৩৩।
[১২৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২০।
[১২৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৬।

নির্জনতার যুগ

১৬৬. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন নিরাপদ রাখতে চায়, অন্তর ও শরীরকে বিশ্রাম দিতে চায় এবং দুশ্চিন্তা কমাতে চায়, সে যেন নির্জনতা অবলম্বন করে। কারণ, এটা নির্জনতা এবং একাকিত্বের যুগ।'"[১৩০]

তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছিলেন, "এটা ভয়-ভীতির যুগ। এসময় যে একাকিত্ব বেছে নেয়, সে-ই বুদ্ধিমান।"

প্রিয় জিনিস যখন সর্বনাশের কারণ

১৬৭. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : 'পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি—এসবের যেটাই আপনাকে আল্লাহ তাআলা থেকে বিমুখ করে দেবে, সেটাই আপনার অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'"[১৩১]

নিজের সাথেই বিচ্ছেদ

১৬৮. সাইয়ার ইবনু জাফর থেকে বলেন, "ইয়াহইয়ার মা মারা গেলে আমি মালিক ইবনু দিনারকে একদিন বলি, 'ইয়াহইয়ার বাবা! আরেকটা বিয়ে করে নিতে পারেন তো।' তিনি বলেন, 'আরে আমি তো পারলে নিজেকেই তালাক দিয়ে দিতাম।'"[১৩২]

সাক্ষাতের আগ্রহ যুহদের মানদণ্ড

১৬৯. বিশর ইবনু হারিস থেকে বর্ণিত, আবূ দাউদ তাকে বলেন : "দুনিয়াকে ভালোবাসার অর্থ হলো, মানুষের সাথে সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ থাকা। আর দুনিয়া-বিমুখতা হলো, তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ না থাকা।"[১৩৩]

---

[১৩০] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২০।
[১৩১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৬৪।
[১৩২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৪৯।
[১৩৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৪৩।

১৭০. মানসূর ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু হামিদকে বলতে শুনেছি : 'এক ব্যক্তি আবূ বকর আল ওয়াররাকের সাক্ষাতে এসেছিল। যাওয়ার সময় সে বলে, 'আমাকে কিছু নসীহত করুন।' তিনি বলেন, 'আমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পেয়েছি একাকিত্ব এবং নির্জনতায়। আর তার অনিষ্ট পেয়েছি জনসমাগম এবং মানুষের সাথে উঠাবসায়।'"[১৩৪]

সমাজবিচ্ছিন্নতার ওসিয়ত

১৭১. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে, আব্বাস আদ দামগানি বলেছেন, "শিবলী আমাকে ওসিয়ত করেছেন : 'সবসময়ের জন্য একাকিত্বকে বেছে নাও। সমাজ থেকে নিজের নাম কেটে ফেলো (অর্থাৎ, সমাজের মানুষের সাথে বেশি মেলামেশা করবে না)। মৃত্যু পর্যন্ত দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ থেকো।'"

অন্য গুণাবলির সাথে নির্জনতার উল্লেখ

১৭২. আবূ উসমান বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মানুষের দোষ-ত্রুটি খোঁজে, সে নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায়। জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি যার নজর থাকে, মানুষ কী বলে-না-বলে সে বিষয়ের প্রতি তার নজর থাকে না। যে ব্যক্তি মানুষ থেকে পালিয়ে যায়, সে তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে যায়। আর যে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তার নিয়ামাত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।'"

১৭৩. তিনি আরও বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি, 'অখ্যাত ব্যক্তিদের তিনটি নিদর্শন রয়েছে। তা হলো : অন্য কেউ থাকলে নিজে কথা বলা পরিহার করা। সমকক্ষদের কাছে নিজের জ্ঞান জাহিরের আগ্রহ না থাকা। উপদেশ দেওয়া কিংবা অন্য প্রয়োজনে মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা অনুভব করা।'"

মানুষের সাথে বন্ধুত্বের পরিণাম

১৭৪. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দারিদ্র্যের লক্ষণ।'"[১৩৫]

---

[১৩৪] আওয়ারিফুল মাআরিফ, ১২৪।

[১৩৫] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৫/২৮৭।

১৭৫. মূসা ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'নির্জনতা সিদ্দিকদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু আর মানুষের সাথে বন্ধুত্ব তাদের জন্য এক ভীতিকর বিষয়।'"

নির্জনবাস সবার জন্য নয়

১৭৬. আবূ বকর রাযি বলেন, "আমি আবূ ইয়াকুব আস সুসিকে বলতে শুনেছি: 'শুধু শক্তিশালী মনীষীগণই নির্জনতা অবলম্বনে সক্ষম হয়ে থাকেন। আর আমাদের মতো মানুষের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে থাকাটাই উপকারী।" অর্থাৎ, একেকজন একেক পন্থা অবলম্বন করবেন।

১৭৭. আবূ আবদির রহমান বলেন, "আমি আবূ উসমান আল মাগরিবিকে বলতে শুনেছি : 'নির্জনতা অবলম্বনকারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে, আপন রবের যিকর ছাড়া অন্য সকল আলোচনা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। রব ছাড়া অন্য সকল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা। নফসকে সকল উপকরণ থেকে মুক্ত করে ফেলা। যদি কারও মধ্যে এসকল গুণাবলী না পাওয়া যায়, তাহলে নির্জনতা তাকে উলটো ফিতনা এবং বিপদের মধ্যে ফেলে দেবে।'"[১৩৬]

সমাজে থেকেও নির্জনতার ফায়দা লাভ

১৭৮. মানসূর ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, আবূ মুহাম্মাদ আল জারিরিকে নির্জনতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন : "জনসমাগমের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিজের গোপন বিষয়সমূহ সংরক্ষণ করা। অন্যরা সেটা জানতে না পারা। নিজেকে পাপাচার থেকে বিরত রাখা। গোপনভেদ যেন কেবল আল্লাহ তাআলারই জানা থাকে।" আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকেও অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১৭৯. আবদুল্লাহ ইবনু বাবাহ থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বলেছেন : "মানুষের সাথে মেলামেশা করবে বটে। তবে যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় নয়, সেসব বিষয়ে তাদের থেকে দূরে থাকবে। তারা যা চায়, তা পূরণ করবে। শুধু লক্ষ রাখবে, যেন তোমাদের দ্বীনের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়।"[১৩৭]

---

[১৩৬] আওয়ারিফুল মাআরিফ, ১২৪।

[১৩৭] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ৫/৫৬৫।

১৮০. রবিয়া ইবনু মাজিদ থেকে বর্ণিত আছে, আলি ﵁ আপন সমর্থকদের একদিন বলেছিলেন : "মুখ এবং দেহের মাধ্যমে মানুষের সাথে মিশবে। তবে অন্তর ও কাজকর্মের দিক দিয়ে তাদের থেকে পৃথক থাকবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। কেননা, যে যাকে ভালোবাসে, কিয়ামাতের দিন সে তার সাথেই থাকবে।"[১৩৮]

মানুষের সাথে মেলামেশার শর্ত

১৮১. আমরা অন্য এক জায়গায় নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন :

المُسلِمُ الذي يُخالِطُ النّاسَ ويَصبِرُ على أَذاهُم أفضَلُ منَ الذي لا يُخالِطُ النّاسَ، ولا يَصبِرُ على أَذاهُم.

"যে মুসলিম মানুষের সাথে উঠাবসা করে, তাদের থেকে পাওয়া দুঃখ-কষ্টে সবর করে, সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে উঠাবসা করে না এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে সবর করে না।"[১৩৯]

মানুষের সাথে উঠাবসা এবং চলাফেরা যদি আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী এবং ইখলাসের প্রতিবন্ধক না হয়, তখন এই বিধান। আর যদি তা ইবাদাত-বন্দেগির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় আর নির্জনতা অবলম্বন করলে ভালোভাবে ইবাদাত করা যায়, তখন ইবাদাত-বন্দেগী করতে নির্জনতা অবলম্বন করাই উত্তম।

নিকৃষ্টদের সাথে মেলামেশার শর্ত

১৮২. আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ বলেন, "খুতবা দেওয়ার জন্য নবি ﷺ একদিন আমাদের সামনে দাঁড়ান। তিনি সেদিনের খুতবায় বলেছিলেন :

ألا إني أُوشِكُ أن أُدْعى فأُجيبُ، فيليكُم عمالٌ من بعدي، يقولون ما يعلمون، ويعملونَ بما يعرفونَ، وطاعةُ أولئِك طاعةٌ، فتلبثون كذلك دهرًا، ثم يليكُم عمالٌ من بعدِهم يقولون مالا يعلمونَ، ويعملونَ مالا

---

[১৩৮] দারিমি, আল মুসনাদ, ১/৯২।

[১৩৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/৪৩, ৫/৩৬৫।

يعرفونَ، فمن ناصَحَهم وآزَرَهم وشدَّ على أعضادِهم، فأولئِك قد هلكُوا وأهلكُوا، خالطُوهم بأجسادِكم، وزايلُوهمبأعمالِكم، واشهدوا على المحسنِ بأنَّهُ محسنٌ، وعلى المسيءِ بأنَّهُ مسيءٌ

'জেনে রাখো, শীঘ্রই আমার ডাক এসে যাবে। আমাকে চলে যেতে হবে তখন। এরপর এমন ব্যক্তিরা তোমাদের দায়িত্বে নিয়োজিত হবে, যারা নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলবে। নিজেরা যা জানে, সে অনুযায়ী আমল করবে। তাদের আনুগত্য করাটা আবশ্যক। এমন অবস্থা কিছুকাল থাকবে। তারপর এমন কিছু লোক তোমাদের দায়িত্বে নিয়োজিত হবে, যারা যা জানে না, তা বলবে। আর যা বোঝে না, তা সম্পাদন করবে। তাদের প্রতি যারা হিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে এবং তাদের শক্তি জোগাবে। জেনে রাখ, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। করণীয় হচ্ছে, তোমরা দেহের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে থাকবে বটে। তবে কাজকর্মের দিক থেকে পৃথক থাকবে তাদের থেকে। সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, সে আসলেই সৎকর্মশীল। আর অসৎকর্মশীলদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, সে অসৎ।'"[১৪০]

১৮৩. আবূ যর ﷺ বলেন, "নবি ﷺ আমাকে বলেছেন :

يا أبا ذَرٍّ كيفَ أنتَ إذا كنتَ في حُثالَةٍ مِنَ الناسِ وشبَّكَ بينَ أصابِعِهِ قلتُ يا رسولَ اللهِ ما تَأْمُرُنِي قال اصبرْ اصبرْ خالِقُوا الناسَ بأخلاقِهِم وخالِفُوهم في أعمالِهِم

'আবূ যর, কেমন লাগবে, যখন তুমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানুষদের মাঝে থাকবে?' এ সময় তিনি উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখান। আমি বলি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে কী করার নির্দেশ দেন?' তিনি বলেন, 'ধৈর্য ধারণ করবে, ধৈর্য ধারণ করবে। বাহ্যিক দিক থেকে মানুষের সাথে মিশবে কিন্তু কাজকর্মের দিক থেকে তাদের বিরোধিতা করবে।'"[১৪১]

---

[১৪০] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৫/২৩৯।

[১৪১] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ৩/৩৪৩।

১৮৪. আব্বাস ইবনু হামযা আল ওয়ায়িজ বলেন, "আমি যুননুন বিন ইবরাহীম আল মিসরিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে সে আবদিয়্যাত, যিকর-আযকার এবং আনুগত্যের স্বাদ লাভ করে। যদিও শারীরিকভাবে মানুষের মধ্যে থাকে কিন্তু চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতির দিক দিয়ে তাদের থেকে দূরে থাকে সে।'"

অসৎসঙ্গের চেয়ে একাকিত্ব উত্তম

১৮৫. ফযল ইবনু সাঈদ আল হালাবি বলেন, "আমি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি : 'আমার পনেরো বছর বয়স হলে বাবা বললেন, "বাছা! শিশুদের বিধি-বিধান এখন আর তোমার ওপর প্রযোজ্য নয়। তাই এখন থেকে কল্যাণকর কাজ করে যাবে। তাহলে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। সাবধান, কল্যাণকর কাজ থেকে দূরে থেকো না। যারা তোমার অমূলক প্রশংসা করে, তাদের দ্বারা ধোঁকা খেয়ো না। কেননা যারা বানিয়ে বানিয়ে তোমার প্রশংসা করে, তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে তারা তোমার নামে বানিয়ে বানিয়ে খারাপ কথাও বলতে পারবে। অসৎসঙ্গের চেয়ে একাকিত্ব উত্তম। তোমার প্রতি আমার যে ভালো ধারণা রয়েছে, সেটাকে মন্দ ধারণা দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়ো না। জেনে রাখ, আলিমদের মাধ্যমে কেবল ওই ব্যক্তিই সফলতা লাভ করতে পারে, যে তাদের অনুসরণ করে। তাই তুমি তাদের অনুসরণ করবে, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে। তাদের খিদমাত করবে, তাহলে তাদের থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে।' সুফিয়ান বলেন, 'পিতার এ ওসিয়তকে আমি কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। পূর্ণাঙ্গভাবে আমি তা অনুসরণ করে চলেছি, কখনোই অন্যথা করিনি তার।'"

নবিজির মুখে অখ্যাতদের প্রশংসা

১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, উমার ﷺ একবার মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন যে, তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁদছেন কেন, মুয়ায?" তিনি তখন নবি ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "আমি এ কবরের অধিবাসীর কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছি। সে কারণেই কাঁদছি আমি। তিনি বলেছেন,

إِنَّ أَدْنَى الرِّياءِ شِرْكٌ، وأَحَبَّ العَبِيدِ إلى اللهِ تعالى الأَتقياءُ الأَخفياءُ، الذين

إذا غابوا لم يُفْتَقَدُوا، وإذا شَهِدُوا لم يُعْرَفُوا، أولئك أئمةُ الهُدى ومصابيحُ العلمِ

'রিয়া (লোকদেখানো ইবাদাত)-এর সর্বনিম্ন স্তরও শিরক। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো, যারা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তারা থাকে অখ্যাত। তারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ নিতে যায় না, উপস্থিত হলেও কেউ তাদের চেনে না। তারাই হলো হিদায়াতের ইমাম এবং জ্ঞানের বাতি।'"[১৪২]

১৮৭. আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ النَّاسِ عِنْدِي ذَا حَظٍّ مِنْ صَلاةٍ , أَطَاعَ رَبَّهُ ، وَأَكْثَرَ عِبَادَتَهُ فِي السِّرِّ ، وَكَانَ لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا , عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ ، وَقَلَّ بَوَاكِيهِ

"আমার কাছে সর্বাধিক ঈর্ষার পাত্র হলো ঐ ব্যক্তি, যে অধিক পরিমাণে (নফল) সালাত আদায় করে থাকে। আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করে। গোপনে তাঁর ইবাদাত করে। (অখ্যাত হওয়ার কারণে) তার প্রতি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয় না। লোকেদের মাঝে তার পরিচয় থাকে অজ্ঞাত। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুর মাধ্যমেই জীবন ধারণ করে সে। অনেক দ্রুত তার মৃত্যু হয়ে যায়। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ হয় কম। তার জন্য ক্রন্দনকারীর সংখ্যাও কম হয়ে থাকে।"[১৪৩]

অখ্যাতি স্বয়ং ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১৮৮. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন :

إنَّ الإسلامَ بدَأغريبًا، وإنَّه سيَعُودُ كما بدَأ، فطُوبى للغُرباءِ، قالوا: ومَن هم يا رسولَ اللهِ؟ قال: الَّذينَ يَصلحونَ حينَ يَفْسُدُ النّاسُ.

"ইসলামের সূচনা হয়েছে অচেনা অবস্থায়। এটা আবার সেই অবস্থায়

---

[১৪২] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ৩/২৭০।

[১৪৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/২৫৫।

ফিরে যাবে, যেভাবে তার সূচনা হয়েছিল। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কারা?" তিনি বলেন, "যখন মানুষের অবস্থা মন্দ হয়ে যাবে, তখন যারা সঠিক পথে থাকবে।"[১৪৪]

১৮৯. আবূদ দারদা, আবূ উমামা আল বাহিলি, আনাস ইবনু মালিক এবং ওয়াসিলা ইবনুল আসকা থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, "নবি ﷺ একদিন আমাদের কাছে এসে বলেন :

إِنَّ الإِسلامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كما بَدَأَ فطُوبى للغرباءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الغرباءُ قَالَ الذِيْن يَصْلُحُون إذا فَسَدَ النَّاسُ وَلا يُمَارُوْنَ فِي دِينِ اللهِ وَلاَ يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهلِ التَّوحِيدِ بِذَنبٍ

'অপরিচিত অবস্থাতেই ইসলামের সূচনা হয়েছে। শীঘ্রই আবারও অপরিচিত হয়ে যাবে তা। অতএব অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।' সাহাবিগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অপরিচিত কারা?' তিনি বলেন, 'যখন মানুষের অবস্থা মন্দ হয়ে যাবে, তখন যারা সঠিক পথে থাকবে। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহে নিপতিত হবে না তারা। (সাধারণ) গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফির আখ্যা দেবে না।'"[১৪৫]

১৯০. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

إِنَّ الإِسلامَ بَدأَ غَرِيبًا، وسَيَعُودُ كما بَدَأَ فَطُوبَى للغُرَباءِ، ألا إِنَّهُ لا غُربةَ على مؤمِنٍ، ما ماتَ مؤمنًا

"ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়। শীঘ্রই তা সেই সূচনাবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। জেনে রাখ, মুমিন যদি ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে মোটেও অপরিচিত নয়।'"[১৪৬]

---

[১৪৪] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/২৭৮।

[১৪৫] তাবারানি, আল মুজামুল কাবির, ৮/১৭৮, ১৭৯।

[১৪৬] সাখাবি, আল মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ২৩৫।

১৯১. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كماتَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها.

"নিশ্চয়ই অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে। আবারও তা সেই শুরুর অবস্থায় ফিরে যাবে। যেমনভাবে সাপ তার গর্তে আশ্রয় নেয়, ইসলামও আশ্রয় নেবে এই দুই মাসজিদের মাঝে।"[১৪৭]

কর্মের মাধ্যমে অখ্যাতির মর্যাদা লাভ

১৯২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, "আমরা তখন নবি ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এরই মধ্যে সূর্য উঠে যায়। তিনি তখন বলেন :

يَأتي اللهُ بِقَوْمٍ يومَ القيامةِ نُوْرُهم كَنُورِ الشَّمْسِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَحْنُ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لا، وَلَكُم خَيرٌ كَثِيرٌ، وَلٰكِنَّهُم الفُقَرَاءُ المُهَاجِرُوْنَ الَّذين يُحشَرُونَ مِن أَقْطَارِ الأرضِ. ثمَّ قال: طُوبَى للغُرَباءِ، طُوْبَى لِلْغُرَبَاء قِيْل: وَمَنِ الغُرَباءُ؟ قال: ناسٌ صالِحُوْن قَلِيلٌ فِي نَاسٍ كَثِيرٍ فِي بَعْضِهِم أَكْثَرُ مِنْ بَعْض.

'কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা এমন এক সম্প্রদায়কে হাজির করবেন, যাদের নূর হবে সূর্যের আলোর মতো।' আবূ বকর ﷺ জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাই কি সেসকল লোক?' তিনি বলেন, 'না, তোমাদের জন্যও অনেক কল্যাণ রয়েছে। তবে তারা হলো দরিদ্র মুহাজির। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমায়েত করা হবে তাদের।' তারপর তিনি বলেন, 'তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'অপরিচিত কারা?' তিনি বলেন, 'অনেক বেশি মানুষের মাঝে থাকা অল্প সংখ্যক সৎকর্মশীল লোক।'"[১৪৮]

---

[১৪৭] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আস সহীহ, ১৪৬।

[১৪৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/১৭৭, ২২২।

গুরাবাদের (অপরিচিত) পরিচয়

১৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أَحَبُّ شيءٍ إلى اللهِ تعالى الغُرباءُ، قيلَ: ومَن الغُرباءُ؟ قالَ: الفرّارُوْنَ بِدينِهِم، يَبعثُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامةِ مَعَ عِيْسى ابنِ مَرْيَمَ عليهِما السَّلامُ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো গুরাবারা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুরাবা কারা?" তিনি বলেন, "যারা নিজেদের দ্বীন বাঁচাতে পালিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনু মারিয়াম ﷺ-এর সাথে তাদেরকে কবর থেকে উঠাবেন।"[১৪৯]

১৯৪. কাসির ইবনু আবদিল্লাহ আল মুযানি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللهِ

"নিশ্চয়ই এই দ্বীনের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায়। শীঘ্রই তা সেই অবস্থায় ফিরে যাবে, যেভাবে তার সূচনা ঘটেছিল। অতএব অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।" তখন জিজ্ঞেস করা হলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুরাবা কারা?" তিনি বলেন, "যারা আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের তা শেখাবে।"[১৫০]

১৯৫. আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إنَّ الإسلامَ بدَأَ غريبًا وسيَعودُ كما بدَأَ، فطُوبى للغُرباءِ. قيل: ومَن الغُرباءُ؟ قال: النُّزّاعُ مِن القبائلِ.

"নিশ্চয়ই অচেনা অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে এবং অচিরেই তা আবারও অচেনা হয়ে যাবে। অতএব অচেনাদের জন্য সুসংবাদ।" জিজ্ঞেস করা হলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! অচেনা কারা?" তিনি বলেন, "যারা নিজেদের গোত্র এবং পরিবার-পরিজন ছেড়ে চলে এসেছে।"

---

[১৪৯] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১/৩৯২।

[১৫০] কুযায়ি, মুসনাদুশ শিহাব, ২/১৩৮।

১৯৬. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَن تَمسَّكَ بسُنَّتي عند فَسادِ أُمَّتي فله أجرُ شَهيدٍ.

“যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ফিতনা-ফাসাদের সময় আমার সুন্নাত আঁকড়ে থাকবে, সে একশত শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।”[১৫১]

সংখ্যাধিক্য মানেই উৎকৃষ্টতা নয়

১৯৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন :

النَّاسُ كالإبلِ المائةِ لا يجدُ فيها راحلةً

“মানুষ হলো শত উটের মতো, যাদের মাঝে একটা বাহনও খুঁজে পাওয়া যায় না।”[১৫২]

আযহারী উতাইবি থেকে বর্ণনা করে বলেন, “নবি ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন যে, বংশের ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান। এক্ষেত্রে কারোর ওপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে তারা শত উটের মতো, যাদের মাঝে একটাও বাহন হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়।” আযহারী বলেন, “আমার মতে আল্লাহ তাআলা এতে দুনিয়ার নিন্দা করেছেন। দুনিয়াতে জড়িয়ে পড়া থেকে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। উপদেশ গ্রহণের জন্য তাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

‘পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে জমিনের উদ্ভিদ বেরিয়ে আসে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি জমিন যখন তার শোভা

---

[১৫১] তাবারানি, আল মুজামুল আওসাত, ৫৪১৪।
[১৫২] মুসলিম, আস সহীহ, ২৫৪৭।

ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে উঠে এবং জমিনের মালিকেরা ভাবতে থাকে, তারা এর পূর্ণ অধিকারী, তখন রাতে কিংবা দিনে তার ওপর আমার নির্দেশ চলে আসে। তখন আমি সেগুলোকে এমনভাবে কর্তিত করে দিই, যেন কালও তার অস্তিত্ব ছিল না। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমি এভাবেই নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করে থাকি।'[১৫৩]

এই ধরনের আয়াতে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত এবং উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যে বিষয় থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন, নবি ﷺ সেগুলো থেকেই মানুষকে বিরত থাকতে বলতেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমার পরের লোকজনকে দেখবে তাদের অবস্থা হয়ে গেছে শত উটের মতো, যাতে তুমি একটাও বাহন পাবে না। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, দুনিয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিমুখ এবং পরকালের প্রতি অধীর আগ্রহী মানুষের সংখ্যা খুবই কম।"

আবূ সুলাইমান আল খাত্তাবি উভয় অর্থ উল্লেখ করে বলেন, "বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, একটা হচ্ছে, ধর্মের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে লোকজন সকলেই সমান। শত উটের মধ্যে যেমন কোনো ভেদাভেদ নেই, তাতে যেমন আরোহণের মতো কোনো বাহন পাওয়া যায় না, তেমনি মানুষের মধ্যেও কোনো ভেদাভেদ নেই। সাধারণ মানুষের ওপর সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান কারও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, অধিকাংশ মানুষই ভুল-ত্রুটি এবং মূর্খতার মধ্যে রয়েছে। তাই তাদের সাথে অধিক সময় অবস্থান করা যাবে না। তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যাবে না। তবে যারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তাদের বিষয়টি ভিন্ন। যেমনভাবে উটের মধ্যে বাহনের সংখ্যা কম, তেমনি এই শ্রেণির লোকদের সংখ্যাও নিতান্তই কম। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।'[১৫৪]

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

---

[১৫৩] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৪।

[১৫৪] সূরা আরাফ, ৭ : ১৮৭।

'কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।'[১৫৫]

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

'কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।'"[১৫৬]

যা-ই হোক, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এই হাদীসটিকে মানুষের নিন্দা এবং জনসমাগম ছেড়ে নির্জনতা অবলম্বনের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে বুঝে আসে, আমাদের উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হাদীসের উদ্দেশ্য।

পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীদের নিকৃষ্টতা

১৯৮. মিরদাস আল আসলামি থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فالأَوَّلُ، ويَبْقى حُفالَةٌ كَحُفالَةِ الشَّعِيرِ، أوِ التَّمْرِ، لا يُبالِيهِمُ اللهُ بالَا

"সৎকর্মশীল লোকেরা বিদায় নিয়ে চলে যাবে। প্রথমে যাবে প্রথম সারির লোকেরা, এরপর তার পরের সারির লোকেরা। পরে যব ও খেজুরের আবর্জনার মতো বাকি রয়ে যাবে কেবল কিছু আবর্জনা। আল্লাহর নিকট কোনো গুরুত্বই থাকবে না তাদের।"[১৫৭]

১৯৯. আমাশ থেকে বর্ণিত আছে, আবূ ওয়ায়িল ﷺ বলেছেন : "বর্তমান সময়ের কারীদের দৃষ্টান্ত হলো সেই শীর্ণকায় মেষের মতো, যা ছোলা ও পানি খেয়ে মোটাসোটা হয়ে উঠে। এরপর তা কারও পাশ দিয়ে গেলে সে আশ্চর্য হয়ে তা দেখা শুরু করে। কিন্তু একটি মেষের গায়ে হাত বুলিয়েই দেখতে পায় তাতে কোনো মগজ নেই। এরপর সে আরেকটার গায়ে হাত দেয়, দেখে একই অবস্থা। এরপর সে বলে উঠে, 'আসলে এগুলোর একটাও ভালো নয়।'"[১৫৮]

২০০. আমাশ বলেন, "সম্ভবত শাকিক আবূ ওয়ায়িল ﷺ আমাকে বলেছেন : 'হাল যামানার লোকদেরকে আমার কাছে দিরহাম মনে হয়। তুমি তাদের যে কাউকে ঘষা দিলেই দেখবে, লালিমা বের হয়ে এসেছে।'"

---

[১৫৫] সূরা আনআম, ৬ : ৩৭।
[১৫৬] সূরা আনআম, ৬ : ১১১।
[১৫৭] বুখারি, আস সহিহ, ৬৪৩৪।
[১৫৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/১০৪, ১০৫।

২০১. উরওয়া থেকে বর্ণিত আছে, আয়িশা ﵂ কবি লাবিদের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন :

ذَهَبَ الَّذينَ يُعاشُ في أَكنافِهِم *
وَبَقيتُ في خَلفٍ كَجِلدِ الأَجرَبِ
يتحدثون مخافة وملامة *
وَيُعابُ قائِلُهُم وَإِن لَم يَشغَبِ

"ছায়া হয়ে ছিলেন যারা, সব হয়েছেন গত।
আমরা শুধুই বেঁচে আছি শীর্ণ উটের মতো।
ভয়ে ভয়ে যদিও বা কিছু বলা হয়,
মিলবে শুধুই দুয়োধ্বনি, আর তো কিছুই নয়।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আয়িশা ﵂ এরপর বলেছেন, 'লাবিদ যদি আমাদের সময়কার লোকদের দেখতেন, তাহলে কী যে বলতেন!' ইমাম যুহরি ﵀ আয়িশা ﵂-এর এ মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, 'আয়িশা ﵂ যদি আমাদের যুগের লোকদের দেখতেন, তাহলে কী যে বলতেন!' মামার ﵀ আয়িশা ﵂ ও ইমাম যুহরি ﵀-এর এ মন্তব্যগুলো উল্লেখ করে বলেছেন, 'ইমাম যুহরি ﵀ যদি আমাদের সময়কার লোকদের দেখতেন, তাহলে কী যে বলতেন!' আবদুর রাযযাক ﵀ এরপর বলেছেন, 'মামার ﵀ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যুহরি থেকে, যুহরি বর্ণনা করেছেন উরওয়া থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন আয়িশা ﵂ থেকে। এরপর তিনি বিষয়টি যুহরির সূত্রে সরাসরি আয়িশা ﵂ থেকেই বর্ণনা করতেন।'"[১৫৯]

২০২. হিশাম ইবনু উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "আয়িশা ﵂ অধিকাংশ সময় ওপরের পঙক্তি দুটি আবৃত্তি করতেন। তবে লাবিদের কবিতায় বলা হয়েছিল : 'আমরা রয়েছি পরবর্তীদের মধ্যে'; আয়িশা ﵂ তার শব্দটি পরিবর্তন করে বলতেন : 'আমরা রয়েছি এমন এক প্রজন্মে।' তিনি বলেছেন, 'যারা মানুষের ভয় এবং তিরস্কারেই শেষ হয়ে যেতেন।' এরপর আয়িশা ﵂ বলতেন, 'হায়রে লাবিদ ইবনু রবিয়া! যদি সে এখনো জীবিত থাকত, তাহলে যে কী বলত!'" বর্ণনাকারী বলেন,

[১৫৯] আবদুর রাযযাক সানআনি, আল মুসান্নাফ, ১১/২৪৬-২৪৭।

"আমার পিতা এরপর বলেছেন, 'আয়িশা ﵂ যদি আমাদের যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন, তাহলে কী যে বলতেন!'"[১৬০]

২০৩. উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়িশা ﵂ লাবিদের কবিতা আবৃত্তি করে বলছেন :

ذَهَبَ الَّذينَ يُعاشُ في أَكنافِهِم *
وغبرت في خَلفٍ كَجِلدِ الأَجرَبِ
يتعاورون خيانة وملامة *
وَيُعابُ قائِلُهُم وَإِن لَم يَشغَبِ

"যাদের ছায়াতলে থেকে বসবাস করা যায় তারা তো চলে গেছেন।
এখন আমি পরবর্তীদের মধ্যে পাঁচরাযুক্ত উটের মতো জীবনযাপন করছি।
যারা একের পর এক আত্মসাৎ এবং ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে।
তাদের মধ্যে যারা কথা বলে তাদের দোষ ধরা হয়,
যদিও হট্টগোল করা হয় না।"

আয়িশা ﵂ এরপর বলতেন, "আমি এখন যাদের মাঝে বসবাস করছি, লাবিদ যদি তাদের দেখত তাহলে কী যে বলত!" বর্ণনাকারী বলেন, "আমরা আয়িশা ﵂-এর এই মন্তব্য উল্লেখ করে বলতাম, 'আয়িশা ﵂ যদি আমাদের অবস্থা দেখতেন, তাহলে কী বলতেন!'"[১৬১]

২০৪. ইবনু আবী মুলাইকা থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন : "মানুষ (নাস) তো চলে যাচ্ছে, এখন কেবল বাকি আছে নাসনাস।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "নাসনাস কী জিনিস?" তিনি বলেন, "যারা (স্বভাব-আচরণে) মানুষ নয় কিন্তু (সুরত ও আকৃতিতে) মানুষের ভান ধরে।"[১৬২]

পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগের নিকৃষ্টতা

২০৫. আবদুর রহমান ইবনু আবী কাতাদা আল আনসারি বলেন, "আমরা একদিন মামুনের দরজায় বসে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন আবূল মাহলুল বলেন, 'যামানা তো কেবল পাত্র। এই পাত্রে যারাই বসবাস করেছে, তারাই নষ্ট হয়ে গেছে।'"

---

[১৬০] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ৮/৭০৩।
[১৬১] ইবনু হাজার, আল মাতালিবুল আলিয়া, ২/৪০০।
[১৬২] সাখাবি, আল মাকাসিদুল হাসানা, ৩৫৬।

২০৬. মুগীরা থেকে বর্ণিত আছে, ইবরাহীম বলেছেন : "এমন এক যুগ আসবে, যাকে আখ্যা দেওয়া হবে হিংস্র যুগ বলে। সে সময় যে ব্যক্তি কুকুরের মতো হিংস্র না হতে পারবে, অন্যরা তাকে খেয়ে ফেলবে।"[১৬৩]

হয় অসহায়ত্ব, নাহয় পাপাচার

২০৭. ইমাম আবূ বকর বাইহাকি ﵀ বলেন, "আমরা এক কিতাবে নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন :

سَيأْتي على النّاسِ زَمانٌ يُخَيَّرُ الرَّجلُ بيْن العَجْزِ والفُجورِ، فمَن أدرَكَ ذلك، فلْيختَرِ العَجْزَ على الفُجورِ.

'শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষকে কোনঠাসা অবস্থান এবং পাপাচারের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে। কেউ এমন যুগ পেলে সে যেন পাপাচারের পরিবর্তে কোনঠাসা অবস্থানকে গ্রহণ করে নেয়।'[১৬৪]

তাই যারা আখিরাত পেতে চায়, তারা যেন কোনঠাসা হয়ে থাকাকেই বেছে নেয়। এমনকি তাকে আত্মসাৎ করে খেয়ে ফেলা হলেও যেন অন্যেরটা আত্মসাৎ করার জন্য কুকুর না হয়ে যায় সে।"

২০৮. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

سَيأْتي على النّاسِ زَمانٌ يُخَيَّرُ الرَّجلُ بيْن العَجْزِ والفُجورِ، فمَن أدرَكَ ذلك، فلْيختَرِ العَجْزَ على الفُجورِ.

"শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষকে অপারগতা এবং পাপাচারের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলা হবে। কেউ এমন যুগ পেলে সে যেন পাপাচারের পরিবর্তে অক্ষমতাকেই গ্রহণ করে নেয়।"[১৬৫]

---

[১৬৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা আল কুবরা, ২/৩২০।
[১৬৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৯৭৬৭।
[১৬৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৯৭৬৭।

ঘরে অবস্থান করা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য

২০৯. আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

من كان يُؤمنُ باللهِ، واليومِ الآخرِ، ويشهدُ أنِّي رسولُ اللهِ، فليسَعْه بيتُه، وليبْكِ على خطيئتِه، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فليقُلْ خيرًا ليغنَمْ، وليسكُتْ عن شرٍّ فيسلَمْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে এবং আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, সে যেন নিজের ঘরেই আপন বিচরণকে সীমাবদ্ধ রাখে। হয়ে যাওয়া গুনাহের ওপর সে যেন ক্রন্দন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে। তাহলে সে নিয়ামাত পাবে। আর সে যেন মন্দ কথা না বলে চুপ থাকে। তাহলে নিরাপদ থাকবে সে।"[১৬৬]

২১০. আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

نِعمَ صَومَعَةُ الرجلِ المسلم بيتُه

"মুসলিমের ঘর কতইনা উত্তম কুঠুরি।"[১৬৭]

২১১. উকবা ইবনু আমর বলেন, "নবি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'মুক্তির উপায় কী?' তিনি বলেন :

يا عُقْبَةَ أَمْلِكْ عليكَ لِسانَكَ ولْيَسَعْكَ بيتُكَ وابْكِ على خَطِيئَتِكَ

'নিজের মুখকে নিয়ন্ত্রণে রেখো, উকবা। ঘরের ভেতরেই বিচরণ সীমাবদ্ধ রেখো। আর গুনাহের জন্য ক্রন্দন করো।'"[১৬৮]

---

[১৬৬] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৯৯।
[১৬৭] কুযায়ি, মুসনাদুশ শিহাব, ২/২৬২।
[১৬৮] তিরমিযি, আস সুনান, ২৪০৬।

সংখ্যাধিক্য সত্যের মানদণ্ড নয়

২১২. বিশর থেকে বর্ণিত আছে যে, সুফিয়ান বলেছেন : "হককে আঁকড়ে ধরো। হকের অনুসারীর সংখ্যা-স্বল্পতার কারণে হীনমন্যতায় ভুগো না।"

২১৩. মুহাম্মাদ ইবনু আবী হামযা আল মারওয়াযি থেকে বর্ণিত আছে, আহমাদ ইবনু আইয়ুব আল মুতাউয়ি বলেছেন : "হিদায়াতের পথিকদের সংখ্যা-স্বল্পতার কারণে হীনমন্যতায় ভুগো না। অন্যদের সংখ্যাধিক্য দেখে প্রতারিত হয়ো না।"

দুনিয়াবিমুখতা এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা

নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল

২১৪. উমার ﷺ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إنَّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ وإنَّما لامرئٍ ما نوى فمَن كانت هِجرتُه إلى اللهِ ورسولِه فهِجرتُه إلىَ اللهِ ورسولِه ومَن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يتزوَّجُها فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه

'প্রতিটি কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই বলে গণ্য করা হবে।'"[১৬৯]

দুনিয়ার অন্যতম ফিতনা

২১৫. আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إنَّ الدُّنيا خَضِرةٌ حُلوةٌ، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ مُستَخلِفُكم فيها، لِينظُرَ كيف

[১৬৯] বুখারি, আস সহীহ, ১।

تَعمَلونَ، فاتَّقوا الدُّنيا، واتَّقوا النِّساءَ؛ فإنَّ أوَّلَ فِتنةِ بَني إسرائيلَ كانت في النِّساءِ

"দুনিয়া চাকচিক্যময় মিষ্টি ফলের মতোই আকর্ষণীয়। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন যাতে তিনি দেখেন যে, তোমরা কেমন কাজ করো। দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সতর্ক থেকো। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীকেন্দ্রিক।'"[১৭০]

মানুষের প্রকৃত সম্পদ

২১৬.

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের (মৃত্যু থেকে) গাফিল করে দিয়েছে।"[১৭১]

মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শিখখির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত নাযিলের পর নবি ﷺ বলেন :

يقولُ ابنُ آدَمَ: مالي مالي، وهل لك مِن مالِك إلّا ما أكَلْتَ فأفنَيْتَ أو لبِسْتَ فأبلَيْتَ أو تصدَّقْتَ فأمضَيْتَ

"আদম-সন্তান বলে, 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ!' আরে আদম-সন্তান! তোমার সম্পদ তো সেটা, যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছ, পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ এবং দান করে খরচ করছ।'"[১৭২]

দুনিয়ার যে জিনিসটি অভিশপ্ত নয়

২১৭. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

الدُّنيا مَلعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلّا ما كانَ منها للهِ

"দুনিয়া অভিশপ্ত। এর মাঝে যা আছে সবই অভিশপ্ত; তবে যা আল্লাহর

---

[১৭০] মুসলিম, আস সহীহ, ২৭৪২।
[১৭১] সূরা তাকাসুর, ১০২ : ১।
[১৭২] মুসলিম, আস সহীহ, ২৯৫৮।

জন্য নিবেদিত, তা ছাড়া।"[১৭৩]

কল্যাণ-অকল্যাণের চাবি

২১৮. মুহাম্মাদ ইবনু যাম্বুর বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'সকল অকল্যাণ এবং অনিষ্ট যদি কোনো একটি ঘরে রাখা হয়, তাহলে সে ঘরের চাবি হলো দুনিয়ার মোহ। আর যদি সকল কল্যাণ কোনো ঘরে রাখা থাকে, তাহলে তার চাবি হলো যুহদ তথা দুনিয়া-বিমুখতা।'"[১৭৪]

আল্লাহর পরিচয় ভুলে যাওয়া

২১৯. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত আছে, আবূ সুলাইমান আদ দারানি বলেছেন : 'কেউ দুনিয়াকে ভালোবেসে তাকে প্রাধান্য দিতে থাকলে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাকে আমার পরিচয়ই ভুলিয়ে দেব। সে আমার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, চিনবেই না আমাকে।'"

ইবাদাতের স্বাদ বিনষ্টকারী

২২০. হাসান ইবনু আমর বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে ইবাদাতের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে না।'"

ঈসা ইবনু মারিয়াম ﷺ বলেছেন, "দুনিয়ার ভালোবাসাই সকল গুনাহের মূল।"

সকল পাপের মূল

২২১. সুফিয়ান ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত, ঈসা ﷺ বলতেন : "দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল। আর দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের মধ্যে রয়েছে বহু রোগব্যাধি।" তার সঙ্গীগণ তখন জিজ্ঞেস করেন, "সম্পদের রোগব্যাধি কী?" তিনি বলেন, "সম্পদশালী গর্ব এবং অহংকার থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।" তারা বলেন, "যদি সে নিরাপদ থাকতে পারে, তাহলে?" তিনি

---

[১৭৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৭।

[১৭৪] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১৩।

বলেন, "তখন সেই অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে গিয়েই সে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।"[১৭৫]

দুনিয়ার চিন্তা এবং পরকালের চিন্তা ব্যস্তানুপাতিক

২২২. জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনারকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়ার জন্য যত চিন্তা করবে, অন্তর থেকে পরকালের চিন্তা ততো কমে যাবে। আর পরকালের জন্য যে পরিমাণ চিন্তা করবে, অন্তর থেকে দুনিয়ার চিন্তাই সে পরিমাণ দূর হয়ে যাবে।'"[১৭৬]

২২৩. সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয আল হালাবি বলেন, "আমি আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি কামনা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দুনিয়ার প্রতি তাকায়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর থেকে ইয়াকীনের নূর এবং দুনিয়া-বিমুখতা বের করে দেন।'"[১৭৭]

২২৪. জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনার ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে খাবার-পানীয়, ঘুম, শান্তি কোনো কিছুই কাজে আসে না। তেমনিভাবে অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা স্থান লাভ করলে উপদেশ, নসীহত আর অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে না।'"[১৭৮]

২২৫. জাফর থেকে বর্ণিত আছে, মালিক ইবনু দিনার ﵀ বলেছেন : "কোনো এক আহলে ইলম বলেছেন, 'আমি সকল গুনাহের মূলের প্রতি লক্ষ করেছি। যতবারই বিষয়টা পরীক্ষা করেছি, ততোবারই দেখেছি সম্পদের ভালোবাসাই হলো সকল গুনাহের মূল। তাই যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সম্পদের ভালোবাসা দূর করে ফেলতে পারে, সে-ই শান্তি লাভ করতে পারে।'"[১৭৯]

২২৬. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : যদি কারও অন্তরে দুনিয়া স্থান লাভ করে, তাহলে সেখান থেকে আখিরাত বিদায় হয়ে যায়।"[১৮০]

---

[১৭৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৮৮।
[১৭৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, ৩১৯।
[১৭৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৬।
[১৭৮] ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক, ৩/১৪৬।
[১৭৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৮১।
[১৮০] আবূ আব্দুর রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৭৭।

২২৭. মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি: 'পার্থিব হতাশা অন্তর থেকে পরকালের চিন্তা দূর করে দেয়, আর পার্থিব আনন্দ ইবাদাতের মিষ্টতা নিঃশেষ করে দেয়।'"[১৮১]

পরকালের প্রস্তুতিতে দেরি না করা

২২৮. ইয়াকুব ইবনু আবদির রহমান বলেন, "আমি আবূ হাযিমকে বলতে শুনেছি: 'পরকালের বহু বিষয় থেকে বিমুখ করে দিয়েই দুনিয়া আপন পথ চলে থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'এমন বহু মানুষের দেখা পাবে, যারা অন্যের জন্য এতটাই চিন্তা করে যে, সে লোকটা নিজের জন্যও ততোটা চিন্তা করে না।'"[১৮২]

তিনি আরও বলেন, "পরকালে যে আমলটা সাথে নিতে পছন্দ করো, আজই তা করে ফেল। আর যেই কাজকে পরকালে নিজের সাথে রাখতে চাও না, আজই তা পরিত্যাগ করো।"[১৮৩]

তিনি আরও বলেন, "যে কাজ করে মৃত্যুবরণ করাটা তোমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়, এখনই সেটা ছেড়ে দাও। এরপর যখনই মৃত্যু চলে আসুক, তাতে কোনো সমস্যা হবে না।"[১৮৪]

দুনিয়াদার মানেই গুনাহগার

২২৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেন : "এমন কেউ কি আছে, যে পানিতে হাঁটবে কিন্তু তার পা ভিজবে না?" সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "জ্বি না।" নবি ﷺ বলেন, "তেমনিভাবে দুনিয়াদারও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না।"[১৮৫]

পরকালের চিন্তাহীন অন্তরের উপমা

২৩০. জাফর ইবনু সুলাইমান বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনার ﷺ-কে বলতে

---

[১৮১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১০০।
[১৮২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৩০।
[১৮৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৩৮।
[১৮৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৩৯।
[১৮৫] সুয়ুতি, আল জামে, ২/১৮২, সনদ যঈফ।

শুনেছি : 'যে অন্তরে পরকালের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই, তা বিরান ঘরের মতো।'"

গুনাহ হিসেবে দুনিয়ার মোহই যথেষ্ট

২৩১. কাসিম ইবনু ফাইদ থেকে বর্ণিত, হাসান বলেছেন : "দুনিয়ার মোহ ছাড়া অন্য কোনো গুনাহ করার আশঙ্কা যদি না-ও থাকত, তবুও আল্লাহর এই আয়াতের কারণেই আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।'[১৮৬]

সুতরাং, আল্লাহ তাআলা যা চান, আমাদের তা-ই কামনা করা উচিত।"[১৮৭]

২৩২. আবদুর রহমান ইবনু আবী হাউশাব আন নাযরি বলেন, "আমি বেলাল ইবনু সাদকে নসীহত করে বলতে শুনেছি : 'হে রহমানের বান্দাগণ! যদি তোমরা গুনাহ থেকে বিরত থাক, আল্লাহ তাআলার কোনো অবাধ্যতা না করো, তাঁর আনুগত্যের কিছু পরিত্যাগ না করো, শুধু দুনিয়ার ভালোবাসাটা ছাড়তে না পারো, তাহলে জেনে রাখ, দুনিয়ার এ ভালোবাসাই তোমাদের অমঙ্গলে পরিবেষ্টন করে নেবে। তবে যদি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন (সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা)।'"

২৩৩. হুসাইন ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত আছে, ইবনুস সিমাক বলেছেন : "দুনিয়ার মোহ যাকে আপন স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে, জেনে রাখ, পরকাল থেকে বিমুখ থাকায় পরকাল তাকে আপন তিক্ততা গিলিয়ে ছাড়বে।"

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর ক্রোধের কারণ

২৩৪. ইবরাহীম ইবনু বাশশার আস সুফি বলেন, "এক সুফি এসে ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলে, 'আবূ ইসহাক! বলুন তো, মানুষের অন্তর কেন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না?' তিনি উত্তরে বলেন, 'কেননা সে এমন

---

[১৮৬] সূরা আনফাল, ৮ : ৬৭।

[১৮৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, ২৮৩।

বিষয়কে ভালোবাসে, যে কারণে আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হয়ে যান। সে দুনিয়াকে ভালোবাসে, ধোঁকা ও খেল-তামাশার জগতের প্রতি আকৃষ্ট থাকে আর চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আমল করা ছেড়ে দেয়। অথচ সে জীবনের নিয়ামাত কখনো নিঃশেষ হওয়ার নয়। তা তো চিরস্থায়ী। সেখানকার রাজত্ব হবে অনন্তকালের, যার কোনো শেষ নেই।'"[১৮৮]

২৩৫. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'যে কাজ তোমার বন্ধুকে রাগান্বিত করে তোলে, তা পছন্দ করাটা ভালোবাসার নিদর্শন হতে পারে না। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিন্দা করেন অথচ আমরা করি তার প্রশংসা। তিনি তা অপছন্দ করেন, কিন্তু আমরা তা পছন্দ করি। তিনি এর বিরাগী কিন্তু আমরা একে প্রাধান্য দিয়ে বসে আছি এবং তা অর্জনে আগ্রহী হয়ে আছি।

তিনি এ দুনিয়া ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবুও আপনারা একে নিজেদের দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি আপনাদের দুনিয়ার পেছনে ছুটতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তবুও আপনারা তার পেছনেই ছুটছেন। সম্পদ পুঞ্জিভূত করার ব্যাপারে তিনি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু তবুও আপনারা তা পুঞ্জিভূত করেই যাচ্ছেন।

প্রবৃত্তির কিছু বিষয় আপনাদের এ বোকামির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, আর আপনারা তার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তার মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছেন। সে আপনাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছে আর আপনারা তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছেন। তার চাকচিক্যে ডুবে পড়েছেন। তার স্বাদ উপভোগ করা শুরু করে দিয়েছেন।

তার ইচ্ছা ও চাহিদার মধ্যেই গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তার ময়লা-আবর্জনা দিয়ে নিজেদের নোংরা করে তুলছেন। লোভাতুর থাবা মেরে তার ধন-ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করছেন। লোভের কুঠার দিয়ে তার খনিগুলো খুঁড়ছেন। উদাসীনতার প্রাসাদ গড়ে তুলছেন তাতে। তার বাসস্থানকে আপনারা মূর্খতার প্রাচীরে বেষ্টন করে তুলেছেন।'"[১৮৯]

---

[১৮৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১২-১৩।

[১৮৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৪।

আমল ও তাওবা-ই চিরস্থায়ী সম্পদ

২৩৬. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'আমাদের অবস্থা হচ্ছে, আমল বাদ দিয়ে আমরা কিছু শব্দ ও অর্থের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে আছি। তাওবা করতে শৈথিল্য করছি। চিরস্থায়ী জীবন ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে পড়ে আছি।'"

মালিককে বাদ দিয়ে দাসকে ভালোবাসা

২৩৭. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'কী হলো আমাদের? আমরা আমাদের মতোই কিছু মানুষের কাছে নিজেদের প্রয়োজনের অভিযোগ করি। কিন্তু আমাদের প্রতিপালকের কাছে সে প্রয়োজনটা পূরণের আবেদন জানাই না। গোল্লায় যাক সে! দুনিয়ার স্বার্থে এক দাস আরেক দাসকে ভালোবাসে। অথচ আপন মনিবের ধন-ভাণ্ডারে যে অঢেল সম্পদ রয়েছে, তার কথা ভুলে যায়!'"[১৯০]

সামান্য যুহদ, ইবাদাত ও ইলম যথেষ্ট নয়

২৩৮. ইমাম আওযায়ি ﵀ বলেন, "আমি বিলাল ইবনু সাদকে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহর কসম! আমাদের জন্য অপরাধ হিসেবে তো এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়ার প্রতি বিমুখ থাকতে বলেছেন, কিন্তু আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছি। আশ্চর্য! আপনাদের যারা দুনিয়া-বিমুখ বলে পরিচিত, আমি তো দেখছি, তারাই দুনিয়া-প্রেমিক! যারা ইবাদাতগুজার বলে পরিচিত, তারাই তো ঠিকঠাক মতো ইবাদাত করে না। আলিম বলে পরিচিতরাই তো জাহিল!'"[১৯১]

দুনিয়া শয়তানের শস্যক্ষেত্র

২৩৯. সিররি সাকতি ﵀ থেকে বর্ণিত আছে, "ঈসা ইবনু মারিয়াম ﵇ বলেছেন : 'দুনিয়া হলো ইবলিসের শস্য ফলানোর জমি আর তোমরা হলে তার চাষী।'"

---

[১৯০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩২।

[১৯১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২২৪।

দুনিয়াকে শূয়োরনীর সাথে তুলনা

২৪০. ইয়াজিদ ইবনু মাইসারা বলেন, "আমাদের শাইখগণ দুনিয়াকে 'শূকরী' বলে অভিহিত করতেন। যদি এরচেয়েও নিকৃষ্টতর কোনো নাম তাদের জানা থাকত, তাহলে সে নামেই দুনিয়াকে ডাকতেন তারা। তাদের কারও কাছে পার্থিব কোনো ভোগ্যপণ্য চলে এলে তারা বলতেন, 'অ্যাই শূকরী! তোর কাছে আমাদের কোনো দরকার নেই। আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালোভাবে চিনি।'"[১৯২]

দুনিয়ার সমুদ্র পারাপারে প্রয়োজনীয় জাহাজ

২৪১. আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত আছে, লুকমান ﷺ তার ছেলেকে বলেছেন: "বাবা! দুনিয়া এক গভীর সমুদ্র। বহু সাধারণ মানুষ ও অনেক আলিম এতে ডুবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই বাঁচতে হলে ঈমানের জাহাজ তৈরি করো। তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্য দিয়ে ভরপুর করে ফেল সে জাহাজ। দ্বীনকে এর পতাকা বানাও। তারপর আল্লাহর নামে ভরসা করে চলতে থাক। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তুমি বাঁচতেও পারো আবার না-ও বাঁচতে পারো।"[১৯৩]

দুনিয়ার ফাঁদ একমুখী

২৪২. হারুন ইবনু সাওয়ার আল মুকরি থেকে বর্ণিত, ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ একদিন আবূ তুরাবকে বলেন, "আবূ তুরাব, দুনিয়াতে জড়িয়ে পড়া তো সহজ কিন্তু তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অনেক কঠিন।"

দুনিয়া অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ

২৪৩. জুনাইদ থেকে বর্ণিত, সিররি সাকতি ﷺ বলেছেন : "আমার সামনে দুনিয়া যতই তার চাকচিক্য প্রকাশ করেছে, দুনিয়ার প্রতি আমার ততোই অনীহা তৈরি হয়েছে।"

২৪৪. আবূ ইবরাহীম তরজুমানি বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি: 'দুনিয়া যদি আমাদের অপছন্দনীয় না-ও হতো, তবুও তাতে

---

[১৯২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৩৫।
[১৯৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, ১০৪।

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করা হয় বিধায়ই আমাদের জন্য তা অপছন্দ করা আবশ্যক ছিল।'"

দুনিয়াকে মুকাবিলা করার চেয়ে পরিহার করা উত্তম

২৪৫. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে কুস্তি লড়তে যায়, দুনিয়াই তাকে পরাজিত করে দেয়।'"

দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি তৈরির উপায়

২৪৬. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন : "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। আর যে পরকালকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে, সে তাঁর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়।"[১৯৪]

২৪৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আবূ সাহাল হারিসি আস সুফিকে বলেন, "আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন।" তিনি বলেন, "পরকাল ও তার নিয়ামাতরাজির জন্য জাগ্রত থাকতে চাইলে দুনিয়া ও তার চাকচিক্য থেকে বিমুখ হয়ে ঘুমিয়ে থাক।"

২৪৮. মুজাফফর ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আহমাদ আল খাওয়াসকে এক আলোচনায় বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া যার জন্য কাঁদে না, আখিরাত তার জন্য হাসতে পারে না। মানুষকে তার নিজের পুরাতন জিনিসেই ভালো দেখায়। অন্যের নতুন জিনিসে না। যে গন্তব্যের কাছে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত পথ হারিয়ে ফেলে, সে-ই তো আসল ক্ষতিগ্রস্ত।'"

দুনিয়ায় থেকেও আখিরাতমুখী হওয়ার উপায়

২৪৯. আবূ বকর রাযি থেকে বর্ণিত আছে, আল কাত্তানি বলেছেন : "শারীরিকভাবে দুনিয়াতে থাকবে বটে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তোমার অবস্থান যেন হয় আখিরাতে।"[১৯৫]

---

[১৯৪] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৩/১৪৬।

[১৯৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৭০।

২৫০. জারির ইবনু ইয়াজিদ বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইনকে একদিন বললাম, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বলেন, 'জারির! দুনিয়াকে স্বপ্নে দেখা সম্পদ মনে করবে। জেগে উঠলে দেখবে যে, সেগুলোর অস্তিত্বই নেই!'"

ভুল সংশোধনের সময় আছে

২৫১. আবূল আব্বাস আস সাররাজ বলেন, "আমি আবূ ইসহাক কুরাইশিকে বলতে শুনেছি : 'আমার ভাই মক্কা থেকে আমাকে চিঠি লিখে বলেছেন, ভাই! জীবনের অধিকাংশ সময়ই তো দুনিয়ার পেছনে ব্যয় করে দিলে, অবশিষ্ট সময়টুকু এখন আখিরাতের পেছনে ব্যয় করো।'"

টাকার কারণে সম্মান পাওয়া একটি বিপদসংকেত

২৫২. হিশাম বলেন, "হাসানকে আমি শপথ করে বলতে শুনেছি : 'দিনার-দিরহাম যাকে সম্মানিত করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে অপদস্থ করে থাকেন।[১৯৬]

কষ্ট করলে সায়িমের মতো, মৃত্যু হবে ইফতারের মতো

২৫৩. ইবরাহীম ইবনু বাশশার থেকে বর্ণিত আছে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন: "আমি জানতে পেরেছি, এক ব্যক্তি দাউদ আত-তায়ি ﵀-কে চিঠি লিখে বলেছিলেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' দাউদ ﵀ তাঁর চিঠির উত্তরে লিখেন: 'দুনিয়াকে মনে করো এমন একটি দিন, যেদিন তুমি সাওম থেকেছ। আর মৃত্যুকে বানিয়ে নাও সেই সাওমের ইফতার। ওয়াস সালাম।'

সে ব্যক্তি আরেকটি চিঠি লিখে বলেন, 'আরও উপদেশ দিন।' তিনি উত্তরে লিখেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি যেন আপনাকে সে কাজে লিপ্ত না দেখেন। আর তিনি যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা থেকে যেন আপনাকে অনুপস্থিত না পান।'[১৯৭]

বলোকটি পুনরায় চিঠি লিখে বলেন, 'আমাকে আরও উপদেশ দিন।' তিনি উত্তরে লিখেন, 'মানুষজন যেভাবে নিজেদের দ্বীন-ধর্মকে বিদায় জানিয়ে

[১৯৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১৫২।
[১৯৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৪৭।

দুনিয়ার প্রাচুর্য নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে, তাদের বিপরীতে আপনি নিজের দ্বীনকে নিরাপদ রেখে দুনিয়ার সামান্য সম্পদে সন্তুষ্ট হয়ে যান। ওয়াস সালাম।'"[১৯৮]

অতিরিক্ত সম্পদের সংজ্ঞা

২৫৪. আবূ মানসূর হারিস ইবনু মানসূর বলেন, "সুফিয়ান সাওরি ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'প্রয়োজন-অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদই পরকালে শাস্তির কারণ হবে।'

সাদান ইবনু হুমাইস আমাকে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আবদুল্লাহ! প্রয়োজন-অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ বলতে কী বোঝাচ্ছেন?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কেউ বিবস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তোমার কাছে অতিরিক্ত চাদর পড়ে থাকা। কেউ খালি পায়ে থাকা সত্ত্বেও তোমার কাছে অতিরিক্ত জুতা পড়ে থাকা।'"

২৫৫. আবদুস ইবনু কাসিম বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'পাঁচটি বস্তু ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুই অতিরিক্ত। তা হলো,

এক. যেই রুটির মাধ্যমে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়।

দুই. যেই পানির মাধ্যমে মানুষ তৃষ্ণা নিবারণ করে।

তিন. যেই কাপড়ের মাধ্যমে মানুষ লজ্জাস্থান ঢাকে।

চার. যেই ঘরে সে আশ্রয় নেয়।

পাঁচ. যেই জ্ঞান তার কাজে লাগে।'"[১৯৯]

২৫৬. সুলাইমান ইবনু মুগীরা থেকে বর্ণিত আছে, সাবিত আল বুনানি বলেছেন: "ঈসা ইবনু মারিয়াম ﵇-কে বলা হয়েছিল, 'আরোহণের জন্য একটা গাধা তো রাখতেই পারেন! এটা তো প্রয়োজনীয়।' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কাছে আমি কখনো এমন বিষয়ের আবেদন করতে চাই না, যা আমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেবে।'"[২০০]

---

[১৯৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৪৭।

[১৯৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১১৯।

[২০০] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/১৯৫।

কম সম্পদেই কল্যাণ, না থাকলে আরও ভালো

২৫৭. হাসান ইবনু আমর বলেন, "আমি বিশরকে বলতে শুনেছি : 'অল্পস্বল্প সম্পদ কিয়ামাতের দিন কল্যাণ বয়ে আনবে।

মালিক ইবনু দিনার একদিন তাঁর সাথিদের বলেন, আমি এখন দুআ করব, তোমরা সাথে 'আমীন' বলে যাবে। তিনি দুআ করেন, হে আল্লাহ! মালিক ইবনু দিনারের ঘরে কম বা বেশি—দুনিয়ার কিছুই যেন প্রবেশ না করে।'"

২৫৮. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে দুআ করতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়ার ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, অর্থ-সম্পদ কোনো কিছুই দিয়েন না। নিঃস্ব অবস্থায়ই যেন আমার মৃত্যু হয়।'"

ইবনু দাউদ বলেন, "সুফিয়ান সাওরি বলেছেন : 'কোনো ঘরের পেছনে আমি কখনো এক দিরহামও খরচ করিনি।'"[২০১]

দুনিয়ার কদর্যতার উপমা

২৫৯. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত, শিবলিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "দুনিয়া কী জিনিস?" তিনি উত্তরে বলেন, "তা হলো একটি ফুটন্ত ডেগ এবং এমন টয়লেট, যেখানে মানুষ ময়লা দিয়ে ভরে রাখে।"[২০২]

দুনিয়া ছেড়ে দেওয়াই সৌন্দর্য

২৬০. আবূল হাসান ফারগানি আস সুফি বলেন, "শিবলিকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া হলো এক কল্পনা-বিলাস। তা তালাশ করতে যাওয়াটাই ক্ষতিকর। তা ছেড়ে দেওয়াটাই সৌন্দর্য। তা থেকে বিমুখ হয়ে থাকা পরিপূর্ণতা। আর আল্লাহর পরিচয় লাভ হচ্ছে সফলতার সূত্র।'"

২৬১. বিশর ইবনু হারিস থেকে বর্ণিত আছে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন : "শান্তিতে থাকতে চাইলে কখনো দুনিয়ার খাবার-দাবারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।"

---

[২০১] সুফিয়ান সাওরির উক্তিটি রয়েছে হিলইয়াতুল আউলিয়ায়, ৭/২২।

[২০২] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৩৪১।

পাদ্রীর নসিহত

২৬২. আবূ আবদিল্লাহ্ আল হাসরি থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব ফারজি বলেছেন, "আমি এক গির্জার পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যুহদ কী?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার ওপরে থাকা মানুষদের জন্য ছেড়ে দেওয়া।'"

দুনিয়ার পরোয়া

২৬৩. আবূল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল ওয়ায়িজ বলেন, "আমি আবূ আবদিল্লাহ ইবনু শিয়ারক-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, 'ফুতুওয়াহ' কাকে বলে। তিনি উত্তরে বলেন, 'দুনিয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ পরোয়া না করা।'"

দুনিয়াকে বিবেচ্য বিষয় না বানানো

২৬৪. আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুনাযিল বলেন, "সালিহ হামদুনের কাছে আমি আর্জি জানাই, 'আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন।' তিনি বলেন, 'যদি পার্থিব কোনো কারণে রাগান্বিত না হয়ে থাকতে পারো, তাহলে তা-ই করো।'"[২০৩]

দুনিয়াকে পাওয়ার সঠিক উপায়

২৬৫. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল মালিক ইবনু হাসান থেকে বর্ণিত আছে, যুননুনকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, "দুনিয়া কার জন্য?" তিনি বলেন, "যে তাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছে, তার জন্য।" এরপর সে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে আখিরাত?" তিনি বলেন, "যে তা সন্ধান করে, তার জন্য।'"[২০৪]

আল্লাহ-প্রেমিকের লক্ষণ

২৬৬. আবূল হাসান আলি ইবনু লাইস আস সুফি আল ফারগানি বলেন, "শিবলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আল্লাহ-প্রেমিকের আলামত কী?' তিনি উত্তরে বলেন, 'সে অর্থ সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে না।'"

---

[২০৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৩১।

[২০৪] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৮/২৫১-২৫২।

ভালো কাজের জন্য প্রসিদ্ধি লাভও বিপদের সম্ভাব্য কারণ

২৬৭. আবূল হাসান আস সায়িগ বলেন, "যারা আল্লাহকে পেতে চায়, তাদের দুই বার দুনিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। প্রথমবার দুনিয়ার চাকচিক্য, ভোগবিলাস, রং-বেরঙের খাবার ও পানীয়, মোটকথা ভোগবিলাসের সকল উপকরণ পরিত্যাগ করতে হবে। এর ফলে দেখবেন মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে সে। লোকজন তাকে সম্মান করা শুরু করবে। তখন তার উচিত নিজেকে আড়াল করে ফেলা। অন্যথায় মানুষজন তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে। তাই দুনিয়া পরিত্যাগ করাটা যেন দুনিয়ার লোভের চেয়েও বড় কোনো গুনাহ ও ফিতনার কারণ না হয়ে উঠে, সে জন্যই আড়ালে চলে যেতে হবে তাকে। (আর এটা হলো দ্বিতীয় বারের মতো দুনিয়া পরিত্যাগ।)"[২০৫]

২৬৮. আবূ উমামা ﵁ বলেন, "নবি ﷺ একদিন আমাদের যুহরের সালাত পড়িয়ে বাকি' নামক স্থানে যাওয়ার জন্য বের হন। মাসজিদের সকলেই তার পিছু পিছু চলতে থাকে। তিনি চলছিলেন সবার সামনে। বাকি'তে প্রবেশ করেন তিনি। এসময় তার হাতে ছিল খেজুর গাছের একটি কাঁচা ডাল। পেছনের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সামনে যাও, সামনে যাও।' সকলে তা-ই করে। একজন জিজ্ঞেস করে, 'আমরা আপনার পেছনে ছিলাম। সামনে যেতে বললেন যে?' তিনি বলেন, 'পেছনে তোমাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আশঙ্কা হলো, এতে আমার মনে অহংকার চলে আসতে পারে।'"[২০৬]

২৬৯. আবূ উমামা ﵁ বলেন, "এক প্রচণ্ড গরমের দিন বাকিউল গারকাদ অভিমুখে চলতে থাকেন নবি ﷺ। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর পিছু পিছু চলছিলেন। তাদের জুতার আওয়াজ তার কাঁনে আসে। জিনিসটা ভীষণ কষ্টকর মনে হয় তাঁর কাছে। তিনি তখনই বসে যান। তাদের সামনে অগ্রসর করে দেন। অন্তরে যেন কোনো ধরনের অহংকার তৈরি না হয়, সেজন্যই এমন করেছিলেন তিনি।"[২০৭]

প্রসিদ্ধি পরিহারে নবিজির তৎপরতা

২৭০. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, "নবি ﷺ-কে কখনো হেলান দিয়ে খেতে

---

[২০৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৩১৪।
[২০৬] মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৩/৮৩০; ইমাম দাইলামি এর সনদকে যঈফ বলেছেন।
[২০৭] ইবনু মাজাহ, আস সুনান।

দেখা যায়নি। তিনি সবার পেছনে চলতেন।"[২০৮]

২৭১. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেন, "নবি ﷺ কোথাও বের হলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সামনে চলতেন আর তাঁর পেছনের পথটা ছেড়ে দিতেন ফেরেশতাদের জন্য।[২০৯]

২৭২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

مَشَيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْظُرُ أَيَكْرَهُ أَنْ أَمْشِيَ وَرَاءَهُ أَمْ يُقِرَّ ذَلِكَ ، قَالَ : فَالْتَمَسَنِي بِيَدِهِ فَأَلْحَقَنِي بِهِ حَتَّى مَشَيْتُ بِجَنْبِهِ ، ثُمَّ تَخَلَّفْتُ الثَّانِيَةَ أَمْشِي وَرَاءَهُ فَالْتَمَسَنِي بِيَدِهِ فَأَلْحَقَنِي بِهِ حَتَّى مَشَيْتُ بِجَنْبِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ

"নবি ﷺ-এর পেছনে কেউ হাঁটলে তিনি এটা অপছন্দ করেন, না অনুমতি দেন—এটা দেখার জন্য একদিন তাঁর পেছনে হাঁটতে শুরু করি আমি। তিনি ﷺ আমার হাত ধরে পাশে নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ তাঁর পাশাপাশি হেঁটে পুনরায় চলে আসি পেছনে। আবারও আমার হাত ধরে তিনি নিজের পাশে নিয়ে আসেন। এবার তাঁর পাশাপাশিই হাঁটা শুরু করি। বুঝতে পারলাম যে, তাঁর পেছনে কেউ হাঁটুক—তিনি তা পছন্দ করেন না।"[২১০]

অনুসারী ও অনুসৃতের জন্য উপদেশ

২৭৩. সুলাইমান ইবনু হানযালা আল বাকরি বলেন, "আমরা উবাই ইবনু কাব ﷺ-এর কাছে বসে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি দাঁড়িয়ে চলা শুরু করলে আমরাও চলতে থাকি তাঁর পিছু পিছু। বিষয়টি উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-কে জানানো হলে তিনি তাকে আঘাত করার জন্য চাবুক তোলেন। উবাই ইবনু কাব ﷺ তখন বলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! একটু থামুন।' উমার ﷺ বলেন, 'আপনি যে কাজটি করেছেন, সেটা অনুসৃতের

[২০৮] আবূ দাউদ, আস সুনান, অধ্যায় : খাবার, পরিচ্ছেদ : হেলান দিয়ে খাওয়া।

[২০৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/৩৩২।

[২১০] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/৮৩; এই হাদীসের সনদে হুসাইন ইবনু আবদিল্লাহ আল হাশিমি রয়েছেন, যিনি মাতরুক।

জন্য ফিতনা আর অনুসারীর জন্য লাঞ্ছনার কারণ।'"[২১১]

২৭৪. হাইসাম ইবনু হাবীব বলেন, "সাঈদ ইবনু যুবাইর কিছু লোককে তার পেছনে হাঁটতে দেখে তাদের নিষেধ করে দিয়ে বলেন, 'অনুসারীর জন্য এটা লাঞ্ছনার কারণ আর অনুসৃতের জন্য তা ফিতনা।'"[২১২]

নেতৃত্বের বিপদ

২৭৫. মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ বলেন, "নবি ﷺ আমাকে এক জায়গার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। দায়িত্ব পালন শেষে আমি আসলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'ক্ষমতার বিষয়টা তোমার কাছে কেমন লাগল?' আমি বলি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছিল, সকলেই আমার অধীনস্থ বনে গেছে। আল্লাহর কসম, আমি জীবনে আর কখনো গভর্নরের দায়িত্ব পালন করব না।'"[২১৩]

২৭৬. আমি সাহাল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি চায় মানুষ তার পিছনে হাঁটুক, সে যেন গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু কামনা করে বসল। এ কামনার মাধ্যমে সে যেন বলছে, 'আমার দ্বীন নিয়ে যাও আর এর বিনিময়ে আমাকে তোমাদের দুনিয়া দিয়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীন খুলে ফেলেছি, অতএব আমাকে তোমরা তোমাদের দুনিয়াটা খুলে দিয়ে দাও।'"

২৭৭. মানসূর থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ ﷺ বলেছেন : "যার খাদিম বেশি, তার শয়তানও বেশি।"

অনুসারী বৃদ্ধির মাধ্যমে ধোঁকা খাওয়া

২৭৮. আবূ উসমান আল হান্নাত থেকে বর্ণিত আছে, যুননুনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "মুরিদরা আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কী কী বিপদের মাধ্যমে ধোঁকা খেয়ে থাকে?" তিনি উত্তরে বলেন, "আশ্চর্যকর সব বিষয়, কারামাত এবং নিদর্শন দেখানোর মাধ্যমে।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আবুল ফয়েজ! এ স্তরে পৌঁছানোর পূর্বে মুরিদরা কীভাবে ধোঁকা খায়?" তিনি বলেন, "লোকজন তার পেছনে চলা, তাকে সম্মান করা, তার জন্য মজলিসে জায়গা

---

[২১১] দারিমি, আস সুনান, ১/১৩২।
[২১২] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ৯/১৯।
[২১৩] তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ২০/২৫৯।

করে দেওয়া, তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া—এগুলোর মাধ্যমে ধোঁকা খেয়ে থাকে সে।"

অকল্যাণ ও ধোঁকা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।[২১৪]

দুনিয়ার সঠিক ব্যবহার

২৭৯. কারকাসানি থেকে বর্ণিত আছে, ইউসূফ ইবনু আসবাতের কাছে একবার একটি অপরিপক্ক ফল নিয়ে আসা হয়। তিনি তা উলটেপালটে দেখে সামনে রেখে বলেন, "নিছক দেখার জন্য এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন আমরা তার মধ্য দিয়ে পরকালকে দেখতে পারি।"[২১৫]

দুনিয়া-ত্যাগের প্রকারভেদ

২৮০. হাসান ইবনু আমর বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি : 'আমি এ জনপদে এমন কাউকে চিনি না, যে নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে পার্থিব কিছু দিয়ে থাকে। বরং হয়তো তার থেকে নেওয়ার জন্য কিংবা যা দিয়েছে তারচেয়ে অধিক অর্জনের জন্যই দেয়।'"

২৮১. আবূল হুসাইন যানজানি থেকে বর্ণিত আছে, হারিস আল মুহাসিবি বলেছেন: "দুনিয়াকে চেনা সত্ত্বেও তাকে পরিত্যাগ করাটা যাহিদ তথা দুনিয়া-বিরাগীদের বৈশিষ্ট্য। আর দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে তা পরিত্যাগ করাটা আরিফদের (আল্লাহকে প্রকৃতভাবে যারা চিনেছেন তাদের) বৈশিষ্ট্য।"

দুনিয়াকে প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলা

২৮২. মুহাম্মাদ ইবনু মুয়াবিয়া আল আযরাক থেকে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ চিঠি লিখে হাসান বাসরিকে বলেন, "আমাকে সংক্ষেপে কিছু নসীহত করুন।" হাসান বাসরি উত্তরে লিখেন : "দুনিয়া-বিমুখিতা আপনাকে এবং আপনার অধীনে থাকা সকলকেই সংশোধিত করে তুলতে পারে। দুনিয়া-বিমুখিতা অর্জিত হয় ইয়াকীনের মাধ্যমে, ইয়াকীন অর্জিত হয় গভীর চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে, আর গভীর চিন্তা-ভাবনা অর্জিত হয় শিক্ষা

---

[২১৪] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৫/২৮৫।

[২১৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৪০।

গ্রহণের মাধ্যমে। দুনিয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলেই দেখতে পাবেন, দুনিয়া আসলে এমন কোনো বস্তু নয়, যে জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিতে হবে। এ লাঞ্ছনাকর দুনিয়াকে সম্মানের পাত্র বানাবেন না। দুনিয়া তো বিপদ-আপদের বাড়ি আর (হায়াত শেষ হয়ে গেলে) বিদায় করে দেওয়ার ঘর।"[২১৬]

২৮৩. হাসান ইবনু আল্লুবাইহ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযিকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া এমন কিছু নয়, যার জন্য মুহূর্ত পরিমাণ সময় দুশ্চিন্তা করা যায়। তাহলে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য মানুষ কেন আজীবন দুশ্চিন্তা করে যায়? আপন ভাইবোন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে?'"

গোপন লালসা

২৮৪. কুরআন কারীমে এসেছে :

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

"এজন্য, যাতে তিনি (আযীয) জানতে পারেন যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।"[২১৭]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন, "জিবরীল ﷺ তখন ইউসূফ ﷺ-কে বলেন, 'আপনি (জুলাইখাকে নিয়ে আপনার) চিন্তার কথা স্মরণ করুন।'" তখন তিনি বলেন,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ-কর্মপ্রবণ।'
[২১৮]"[২১৯]

২৮৫. আব্বাদ ইবনু তামিম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি তিনবার বলেছেন :

يا نَعايا العربِ يا نعايالعرب ثلاثًا إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكُمُ الرياءُ

---

[২১৬] ইবনুল জাওযী, সীরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, পৃ. ১৪৬।
[২১৭] সূরা ইউসূফ, ১২ : ৫২।
[২১৮] সূরা ইউসূফ, ১২ : ৫৩।
[২১৯] সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসূর, ৪/৫৪৯; এই বর্ণনায় মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাইল রয়েছে, যার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

'হে আরবের ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা! হে আরবের ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা! (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন) আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি লোক-দেখানোর এবং গোপন প্রবৃত্তির লালসার।'"[২২০]

দুনিয়ার সংজ্ঞা

১৮৬. জাফর ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত আছে, জুনাইদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দুনিয়া আসলে কী। তিনি উত্তরে বলেন, "দুনিয়া বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন ধরনের। আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী এই উন্মুক্ত স্থানটাই কারও কাছে দুনিয়া। আরেক দলের মতে, পার্থিব ভোগবিলাস এবং গান-বাদ্যই হলো দুনিয়া। যেসব বিষয় প্রবৃত্তির নিকটবর্তী, আমার কাছে তা-ই দুনিয়া।"

২৮৭. আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আল কিন্দি বলেন, "আমি আমাদের মাশাইখদের বলতে শুনেছি : 'যদি দুটি বিষয়ের মধ্যে সঠিক-বেঠিক চিনতে না পারো, তাহলে লক্ষ করে দেখবে যে, কোনটা তোমার মনের চাহিদার অধিক নিকটবর্তী। যা মনের চাহিদার অধিক নিকটবর্তী, সেটা বাদ দিয়ে দেবে। কেননা, মনের বিরোধী বিষয়টাই অধিক সঠিক।'"

কুপ্রবৃত্তির ভয়াবহতা

২৮৮. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি বলেন, "আমি আমার দাদাকে আবূ উসমান আল খাইরির সূত্রে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি কথা ও কাজে সুন্নাতের প্রয়োগ ঘটায়, সে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতে পারে। আর যে নিজের ওপর প্রবৃত্তিকে প্রবল করে রাখে, সে বিদআত-মূলক কথা বলে থাকে।'[২২১]

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

তোমরা যদি তার আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে।"[২২২]

---

[২২০] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৬/২৫৬।

[২২১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৪৪।

[২২২] সূরা নূর, ২৪ : ৫৪।

২৮৯. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি: 'সবচেয়ে কঠিন জিহাদ হলো, মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা পূরণ করে না, সে দুনিয়ার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায়। কষ্ট-যাতনা থেকে নিরাপদ থাকে।'"[২২৩]

২৯০. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'প্রবৃত্তি মানুষকে ধ্বংস করে, আর আল্লাহর ভয় মানুষকে মুক্তি দেয়। জেনে রাখো, যখন তোমার মধ্যে ঐ সত্তার ভয় হ্রাস পাবে যিনি তোমাকে দেখছেন, তোমার প্রবৃত্তির চাহিদা তখন আর দূর হবে না।'"

মারিফাত লাভের উপায়

২৯১. আবূ মুহাম্মাদ জারিরি থেকে বর্ণিত আছে, সাহাল ইবনু আবদিল্লাহকে মারিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "চরম কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কেউ এই স্তরে উপনীত হতে পারে না। তখন প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিবর্তে তার বিরোধিতা করেই বেশি মজা পায় মানুষ। এ অবস্থায় চলে এলে সে মারিফাত (আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়) অর্জন করতে পারে।"

২৯২. তিনি আরও বলেন, "আমি সাহালকে বলতে শুনেছি : 'যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্য না করে, ততক্ষণ তার রূহ আল্লাহর মারিফাত (প্রকৃত পরিচয়) লাভ করতে পারে না।'"

অন্তরের রোগ যখন অন্তরের ওষুধ

২৯৩. ইবনু আতা বলেন, জুনাইদ বলেছেন, "এক রাতে আমি ঘুম বাদ দিয়ে ওযীফা আদায়ের চেষ্টা করি। কিন্তু অন্যদিন এতে যে স্বাদ পেতাম, তা পাচ্ছিলাম না সেদিন। তখন আমি ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুমাতেও পারছিলাম না। এরপর বসে থাকতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তাও পারছিলাম না। শেষে ঘর থেকে বের হয়ে যাই। দেখতে পাই, আবা (ঢিলেঢালা বড় আলখেল্লার মতো পোশাক) পরিহিত এক ব্যক্তি রাস্তায় শুয়ে আছে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে সে মাথা উঠিয়ে বলে, 'এতক্ষণে আসলে, আবুল কাসিম?' আমি বলি, 'হে আমার সাইয়িদ! আগে না জানিয়ে হঠাৎ করে আসলেন!' তিনি বলেন, 'যেই সত্তা মানুষের অন্তর ঘুরিয়ে দেন, আমি তাঁর কাছে আবেদন

[২২৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৮।

করেছি তিনি যেন তোমার অন্তরকে আমার দিকে আকৃষ্ট করে দেন।' আমি বলি, 'তিনি তেমনটাই করেছেন। এখন বলুন, কী প্রয়োজনে এলেন?' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'মনের রোগই কখন মনের ঔষধ হয়ে যায়?' আমি বলি, 'মানুষ যখন তার মনের বিরোধিতা করে, তখন।' এরপর তিনি নিজেকে বলেন, 'হে আমার মন! তার এ কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি আগে সাতবার তোমাকে এই উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তা মানতে চাওনি তুমি। জুনাইদের মুখ থেকেই এর উত্তর শুনতে আগ্রহী ছিলে। এখন তো শুনলে।'

এরপর সেই লোকটি চলে যায়। আমি তার পরিচয় জানতে চাইনি এবং তাকে চিনিও না।"[২২৪]

প্রবৃত্তির মালিকানা বনাম প্রবৃত্তির দাসত্ব

২৯৪. তিনি বলেন, "আমি ওস্তাদ আলি হাসান ইবনু আলিকে বলতে শুনেছি : 'মানুষ একই সাথে মালিকও হতে পারে আবার গোলামও হতে পারে। যে নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে মালিক। আর প্রবৃত্তি যাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে গোলাম।'"

২৯৫. হাসান ইবনু আল্লুবাইহ থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু ফজল বলেছেন : "নিজেকে সেই ব্যক্তির স্তরে নিয়ে যাও, যার নফস আছে বটে, কিন্তু নফসের চাহিদার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। কারণ, নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি সম্মানিত হয়। আর নফসের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তি হয় অপদস্থ।"[২২৫]

নফসকে হত্যা করার গুরুত্ব

২৯৬. আমি আবূ আলি আদ দাক্কাককে কোনো এক মনীষীর সূত্রে বলতে শুনেছি: "যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নফস দ্বারা নিজের নফসকে হত্যা করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছাতে পারবে না।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "নফসকে কীভাবে হত্যা করতে হবে?" তিনি বলেন, "বিরোধিতার অস্ত্রের মাধ্যমে।"

২৯৭. আমি আবূ আলিকে বলতে শুনেছি : "এক মনীষী বলেছেন, 'যদি শারীয়াতে নিষেধ না থাকত, তাহলে আমি নফসের জন্যই নফসের মাধ্যমে আমার নফসকে হত্যা করে ফেলতাম।'"

---

[২২৪] তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া আল কুবরা, ২/২৯।

[২২৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ২১৫।

২৯৮. আমি আবূ আলিকে বলতে শুনেছি : "যার অন্তরে তার প্রতিপালকের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করে না, সে নিজ প্রবৃত্তি এবং নফসের গোলামী করে বেড়ায়।"

আল্লাহর অসন্তুষ্টি, দ্বীনের অপমান ও বিপদের কারণ নফস

২৯৯. আবূ আমর আনমাতি বলেন, "ইবনু আতাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ কী?' তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি, 'নফসের চাহিদার বাস্তবায়ন।'"

৩০০. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি বলেন, "আমি আমার দাদা আবূ আমরকে বলতে শুনেছি, 'নফস যার কাছে সম্মানের পাত্র হয়ে উঠে, তার কাছে দ্বীন অপদস্থ হয়ে যায়।'"

৩০১. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি বলেন, "আমার দাদাকে বলতে শুনেছি: 'নফসের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকাটা মানুষের বিপদের কারণ।'"

নফসের দোষ এড়িয়ে যাওয়ার পরিণাম

৩০২. আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আর-রাযি বলেন, "আমি আবূ উসমানকে বলতে শুনেছি : 'নিজের নফসের দোষত্রুটি দেখা সত্ত্বেও কেউ কেউ অন্তরে কোনো ব্যথা অনুভব করে না। এর সংশোধন করে না। আমার আশংকা হয় যে, এর ফলে তার অহমিকা এবং সেই দোষের ওপর অটল থাকার মানসিকতাই বাড়বে কেবল।'"

৩০৩. তিনি বলেন, আবূ উসমান বলেছেন, "মুরিদের সমস্যা হচ্ছে, ভুলত্রুটি দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখা। যথাযথ ওষুধের মাধ্যমে তার চিকিৎসা না করা। এর ফলে নফস একসময় ভুলের ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তখন ইরাদার (সংশোধনের ইচ্ছার) স্তর থেকে নিচে পড়ে যায় সে।"

কুপ্রবৃত্তির কারাগার

৩০৪. আবূ আবদির রহমান বলেন, "আমি নসর আবাযিকে বলতে শুনেছি : 'নফস তোমার কারাগার। তা থেকে বের হতে পারলেই চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করবে। যতক্ষণ তাতে আবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ বিপদ-আপদের কারাগারেই

পড়ে থাকতে হবে তোমাকে। কেবল দ্বীনের পথে অবিচলতার মাধ্যমেই সে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। নবি ﷺ বলেছেন,

استَقيموا ولَن تُحصوا

দ্বীনের পথে অবিচল থেকো। তবে কখনো পুরোপুরিভাবে অবিচল থাকতে পারবে না।'"[২২৬]

৩০৫. নবি ﷺ বলেন :

الدُنيا سِجْنُ المُؤمِن وَ جَنَّةُ الكَافِر

"দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।"[২২৭]

ইবনু মানসূর বলেন, "এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেন, 'পার্থিব ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা যে ছেড়ে দিয়েছে, দুনিয়া তার জন্যই কারাগার। পক্ষান্তরে যে এসব ছাড়েনি, দুনিয়া তার কারাগার হয় কী করে?'"

৩০৬. ওয়াকি থেকে বর্ণিত আছে, দাউদ আত তায়িকে জিজ্ঞেস করা হয়, "দাঁড়ি আঁচড়ান না কেন?" তিনি বলেন, "আমার কি আর কোনো কাজ নেই! দুনিয়া তো হলো শোকের ঘর।" আরেকবার বলা হলো, "ছাদে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করে এলে কিছুটা প্রশান্তি পেতেন।" তিনি উত্তরে বলেন, "আমি এমন একটা কদমও ফেলতে চাই না, যাতে আমার শরীরের প্রশান্তি অনুভব হবে।"

৩০৭. আবদুল্লাহ ইবনু ফারজ বলেন, "দাউদ আত তায়ি ﷺ যে রাতে মারা গিয়েছিলেন, সে রাতে এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তিনি কোথাও দৌড়াচ্ছেন। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'দৌড়াচ্ছেন কেন?' তিনি বলেন, 'এইমাত্র (নফসের) কারাগার থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো।' সকাল হলেই সে লোকমুখে শুনতে পায় যে, দাউদ আত তায়ি ﷺ আজ রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন!"

৩০৮. আবদুল্লাহ আর-রাযি বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু ফজলকে বলতে শুনেছি: 'মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে নিষ্কৃতি লাভই হলো প্রকৃত শান্তি।'"

---

[২২৬] মুনাবি, ফাইযুল কাদির, ১/৪৯৭; ইমাম সুয়ুতি একে সহীহ বলেছেন।

[২২৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/৩২৩; বহু মুহাদ্দিস এই হাদীসকে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেছেন, যার কিছু সহীহ এবং কিছু যঈফ। মোটকথা, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

৩০৯. আবূ বকর ইবনু শাজান বলেন, "আমি আবদুল্লাহ্ ইবনু মুনাযিলকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি নিজের ওপর থেকে নিজের ছায়া উঠিয়ে নেয়, তার ছায়ায় বসবাস করে সাধারণ মানুষ।'"[২২৮]

নফস নিয়ে চিন্তা-ফিকির

৩১০. ইউসূফ ইবনু হুসাইন বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'নফস হলো মূর্তি। তার প্রতি তাকিয়ে থাকাটা এক ধরনের ইবাদাত। কারণ, নফসের মধ্যে কেবল হকের নিদর্শনাবলী দেখা যায়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি দেখো না?'"[২২৯]

নফসের শত্রুতার নানা দিক

৩১১. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أَعْدى عَدوِّك نفسُك التي بَيْنَ جَنْبَيْكَ

"তোমার দুই পার্শের মধ্যে অবস্থিত নফসই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।"[২৩০]

৩১২. লুকমান ইবনু আমের থেকে বর্ণিত আছে, আবূদ দারদা ﷺ বলেছেন : "যে নফসকে সম্মানিত করতে চায়, তার জন্য আফসোস। আসলে সে তো তাকে অপমানই করে। আফসোস! মুহূর্তের জন্য প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ, দীর্ঘকালের অনুশোচনার মধ্যে ফেলে দেয়।

৩১৩. আবদুল ওয়াহিদ ইবনু বকর আল অরছানি বলেন, "আমার এক সাথিকে ইবনু আতার সূত্রে বলতে শুনেছি : 'নফস কখনো সত্যকে আপন করে নেয় না।'"

৩১৪. আমি আবূ আলি হাসান ইবনু আলিকে বলতে শুনেছি : "রাস্তা তো সোজাই, কিন্তু প্রবৃত্তি এ পথের পথিককে অপদস্থ করে ছাড়ে।" তিনি বলেন,

[২২৮] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ৩৬৭।
[২২৯] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২১।
[২৩০] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৪/৪৩১; হাদীসটির সনদ সহীহ নয়।

"ইবাদাতের ক্ষেত্রে ফিকহ হলো, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে নফসকে বাঁচিয়ে রাখা।"

ঈমানের পূর্ণতার শর্ত নফসের বিরোধিতা

৩১৫. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আত তাবারি থেকে বর্ণিত, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন, "মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আপন প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহকে প্রাধান্য দিতে না পারবে, ততক্ষণ সে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারবে না (অর্থাৎ, পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না)।"

৩১৬. আবূ আবদুর রহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত, ওস্তাদ আবূ সাহাল সুউলুকিকে উবুদিয়্যাতের হাকীকাত (আল্লাহর দাসত্বের স্বরূপ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "তা হলো, অনুসরণ এবং বিরোধিতার নাম। অর্থাৎ, হকের অনুসরণ করা এবং নফস ও প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা।"

৩১৭. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু ফজলকে বলতে শুনেছি : 'কী আশ্চর্য! মানুষ হাজারো উপত্যকা, বন-জঙ্গল এবং মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ঘরে এসে পৌঁছায়। কিন্তু নিজের নফস ও প্রবৃত্তিকে পাড়ি দিয়ে নিজের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। অথচ সেখানে তার মাওলার কুদরতের নিদর্শন রয়েছে।'" [২৩১]

৩১৮. আলি ইবনু আবদিল হামীদ আল গাযায়িরি বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'তোমার ওপর প্রবল হয়ে যাওয়া নফস-ই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু। যে ব্যক্তি নিজের নফসকে শায়েস্তা করতে পারে না, সে অন্য কিছুকে শায়েস্তা করতে পারার প্রশ্নই ওঠে না।'"[২৩২]

৩১৯. আলি ইবনু আবদিল হামীদ আল গাযায়িরি থেকে বর্ণিত, "সিররি সাকতি বলেছেন, 'আল্লাহর পরিচয় লাভের নিদর্শন হলো, তাঁর অধিকার পালন করা, যথাসাধ্য তাঁকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।'"[২৩৩]

---

[২৩১] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২১৪।
[২৩২] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২৬।
[২৩৩] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২৬।

নিজের দোষ খোঁজা

৩২০. আলি ইবনু আবদিল হামীদ আল গাযায়িরি থেকে বর্ণিত, সিররি সাকতি বলেছেন, "ইসতিদরাজের[২৩৪] লক্ষণ হলো, নিজের দোষত্রুটির ব্যাপারে চক্ষু অন্ধ হয়ে যাওয়া।"[২৩৫]

৩২১. আলি ইবনু আবদিল হামীদ আল গাযায়িরি থেকে বর্ণিত, সিররি সাকতি বলেছেন : "সর্বোত্তম বিষয় পাঁচটি। গুনাহের কারণে কান্না করা, নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করা, অদৃশ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, অন্তরের জং দূর করা, প্রবৃত্তির চাহিদাকে নিজের ওপর সাওয়ার হতে না দেওয়া।"[২৩৬]

নফসের তিন দিক

৩২২. হামীদ আল লাফাফ থেকে বর্ণিত, হাতিম বলেছেন : "প্রবৃত্তি হলো তিনটি বিষয়ের নাম। খাবারের চাহিদা, কথাবার্তা বলার ইচ্ছা এবং তাকানোর বাসনা।" এরপর তিনি উপরোক্ত তিনটির সমাধানে বলেন, "আস্থাযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে খাবার নিয়ন্ত্রণ করবে। সততার মাধ্যমে মুখ নিয়ন্ত্রণ করবে। আর কান্নার মাধ্যমে নজরের হিফাযত করবে।"[২৩৭]

যুহদ শুধু পোশাকে নয়

৩২৩. তিনি আরও বলেন, হাতিম বলেছেন, "ঢিলেঢালা পোশাক পরা তো দুনিয়া-বিমুখতার লক্ষণ। তাই এই সাড়ে তিন দিরহামের পোশাক পরিধান করে অন্তরে পাঁচ দিরহামের বাসনা রাখা উচিত নয়। তার কি লজ্জা হয় না যে, অন্তরের বাসনা তার ঢিলেঢালা পোশাককেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে?"[২৩৮]

---

[২৩৪] গুনাহের শাস্তি স্বরূপ অনেক সময় আল্লাহ বান্দাকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করে বিভিন্ন ঢিল ছুঁড়ে থাকেন। ফলে বাহ্যত সে ভাবে, সে ভালো হালতে আছে। অথচ আল্লাহ তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন—এটা সে বুঝতেই পারে না। আর এটাকেই ইসতিদরাজ বলে।

[২৩৫] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২৬।

[২৩৬] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২৬।

[২৩৭] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৯৬।

[২৩৮] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৯৭।

নফসের অনুসরণ থেকে তাওবা করা

৩২৪. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল বলখি বলেন, "আমি আবূ বকর আল ওয়াররাককে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি শরীরকে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর কাজে নিয়োজিত করে খুশি, সে যেন নিজের অন্তরে অনুশোচনার বৃক্ষ রোপণ করে।'"

নেক বান্দার অন্তর্দৃষ্টি

৩২৫. জাফর আল খুলদি থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম আল খাওয়াস বলেছেন: "আমি একবার লিকাম পাহাড়ে ছিলাম। সেখানে আনার দেখতে পেয়ে তা খাওয়ার ইচ্ছে জাগে আমার। গাছের কাছে গিয়ে একটি আনার পেড়েও ফেলি। ভেঙ্গে দেখি তা টক। তখন শুয়ে থাকা এক লোক আমার নজরে পড়ে। বিষধর পোকামাকড় ঘিরে রেখেছিল তাকে। তাকে বলি, 'আসসালামু আলাইকুম।' লোকটি উত্তরে বলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, ইবরাহীম।' বললাম, 'আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় পায়, দুনিয়ার কোনো কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।' আমি বললাম, 'যেহেতু আল্লাহর সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক আছে, তাই এসব বিষধর পোকামাকড় থেকে মুক্তির জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন।' তিনি আমাকে বলেন, 'আমিও তো দেখছি আল্লাহর সাথে তোমার ভালো সম্পর্ক। এখন তুমি আল্লাহর কাছে আবেদন করো, যেন তিনি তোমাকে আনার খাওয়ার চাহিদা থেকে মুক্ত করেন। কেননা, এই আনার তোমাকে দংশন করবে। যার ব্যথা তোমার অনুভব হবে পরকালে গিয়ে। পক্ষান্তরে এই বিষধর পোকামাকড়ের দংশনের ব্যথা আমি কেবল দুনিয়াতেই ভোগ করে যাব। এ কারণে আখিরাতে আমার কোনো কষ্ট হবে না।' এই কথা শুনে আমি তাকে রেখেই সেখান থেকে চলে আসি।"

৩২৬. আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

اتَّقوا فِراسةَ المُؤمِنِ فإنَّه ينظُرُ بنُورِ اللهِ

"মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো। কারণ, সে আল্লাহর নূরের মাধ্যমে দেখে।"[২৩৯]

[২৩৯] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৬৮; মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে ও সনদে এই হাদীস

নফসের সাথে আচরণ

৩২৭. হাসান থেকে বর্ণিত, আবূ মুসলিম খাওলানী বলেছেন : "যদি আজ আমি নফসকে সম্মান করি, তার প্রতি সহনশীল হই, তাকে ভোগবিলাসে লিপ্ত রাখি, তাহলে আগামীকাল আল্লাহর দরবারে সে আমার নিন্দা করবে। আর যদি আজ তাকে অপমান করি, কষ্ট ক্লেশের মধ্যে রাখি, তাকে দিয়ে কাজকর্ম করাই, তাহলে আগামীকাল আল্লাহর দরবারে সে আমার প্রশংসা করবে।" লোকেরা বলল, "নফসের সাথে এমন আচরণ কে করতে পারবে?" তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম! আমিই পারব।"[২৪০]

দুনিয়াবিমুখের কারামাত

৩২৮. বিলাল ইবনু কাব বলেন, "অনেক সময় ছোট ছোট বাচ্চারা এসে আবূ মুসলিমকে বলত, 'আল্লাহর কাছে দুআ করেন, যেন তিনি এই পাখিটাকে আটকে দেন। আমরা ধরব।' তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলে সত্যি সত্যি পাখির গতি থেমে যেত। তারা এসে ধরে নিয়ে যেত পাখিটাকে।"[২৪১]

কারও নফস-ই নির্দোষ নয়

৩২৯. ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, "ইউসূফ ﷺ-এর তিনবার সিদ্ধান্তগত ভুল হয়েছিল। প্রথমত, যখন তিনি (শুধু আল্লাহর পরিবর্তে) এক কারাসঙ্গীকে বলেছিলেন, 'তোমার মনিবকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো।' কিন্তু শয়তান ভুলিয়ে দেওয়ার কারণে সে তার মনিব তথা মিশরের বাদশার কাছে তা বলতে পারেনি। দ্বিতীয় ভুল ছিল, ভাইদের তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা তো চোর।'" বর্ণনাকারী বলেন, "আমার জানামতে ইবনু আব্বাস ﷺ তৃতীয় ভুল হিসেবে বলেছেন, "ইউসূফ ﷺ-এর সে মন্তব্যটি, 'যেন তিনি জানতে পারেন যে, আমি গোপনে তার খিয়ানত করিনি।'[২৪২] তখন জিবরীল ﷺ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আপনি যখন তার (জুলাইখার) ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন, তখনো না?'

বর্ণনা করেছেন। এবং এর সার্বিক বিশ্লেষণের পর এর সনদকে 'হাসান' বলেছেন।

[২৪০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১২৪।

[২৪১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১২৯।

[২৪২] সূরা ইউসূফ, ১২ : ৫২।

ইউসূফ ﷺ এ প্রেক্ষিতে বলেন, 'আমি তো নিজেকে নির্দোষ বলছি না।'"[২৪৩]

৩৩০. আল্লাহ তাআলার বাণী :

لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

"যদি না সে আপন পালনকর্তার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত।"[২৪৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "তখন তার সামনে পিতা ইয়াকুব ﷺ-এর ছবি ভেসে উঠেছিল। সেসময় ইউসূফ ﷺ-এর বুকে আঘাত করেছিলেন তিনি। এর ফলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে তার প্রবৃত্তির চাহিদা বের হয়ে যায়।"[২৪৫]

যে কেউ পথভ্রষ্ট বা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে

৩৩১. হাসান ﷺ আবূ যর ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, "ইসলাম, মুসলিম এবং দরিদ্রদের ভালোবেসো। অন্তর থেকে ভালোবেসো দরিদ্রদের। দুনিয়ার ঝুট-ঝামেলায় প্রবেশ করবে বটে, কিন্তু সবরের মাধ্যমে তা থেকে বেরিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি দ্বীনের ওপর আছে, তারও বিচ্যুতি ঘটতে ও বেদ্বীন অবস্থায় মৃত্যু হতে পারে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি দ্বীনের ওপর নেই, সেও দ্বীনের পথে ফিরে আসতে এবং দ্বীনের ওপর মৃত্যুবরণ করতে পারে। নিজের জন্য যে কল্যাণের আশা রাখো, মানুষও যেন তোমার থেকে সে কল্যাণেরই আশা রাখে।"

যাহিদ ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আখিরাতের নিয়ামাত দেখতে পায়

৩৩২. আসিম আল খুলকানি থেকে বর্ণিত, রবি ইবনু আবদির রহমান বলেছেন: "আল্লাহ তাআলার এমনকিছু বান্দা রয়েছে, যারা আল্লাহর জন্য ক্ষুধার্ত থাকে। পাপের জিনিসের দিকে তাকায়ও না। পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে যখন চারিদিক ঘোলাটে হয়ে উঠে, তখন তারা কান্না করে। আশা রাখে, এসকল আমলের কারণে আলোকিত হয়ে উঠবে তাদের কবর। দুনিয়াতে তারা থাকে অখ্যাত। কিন্তু পরকালে লোকজন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা

---

[২৪৩] সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসুর, ৪/৫৪৩; এই বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। এতে খুসাইফ নামে একজন রাবি রয়েছে, রিজাল-শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমালোচিত।

[২৪৪] সূরা ইউসূফ, ১২ : ২৪।

[২৪৫] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ২/৩৪৬।

স্বচক্ষেই অদৃশ্য জগতে নিহিত আল্লাহর মহিমা দেখতে পায়। আল্লাহর কাছে তারা যে মহান প্রতিদানের আশা রাখে, সেগুলোও তারা প্রত্যক্ষ করে। নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো দেখার ফলে তারা আরও বেশি করে ইবাদাত-বন্দেগী করতে থাকে। দুনিয়াতে তারা কোনো শান্তি খুঁজে পায় না, কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা আগমনের সাথে সাথে তাদের চোখ শীতল হয়ে যায়।" বর্ণনাকারী বলেন, "রবি ইবনু আবদির রহমান এরপর কান্না করতে থাকেন। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তার দাঁড়ি ভিজে যায়।"

দুঃখিদের সাথে আল্লাহ থাকেন

৩৩৩. সিররি থেকে বর্ণিত, আবদুল করীম ইবনু রশিদ বলেছেন : "দাউদ ﷺ একবার বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাব?' আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন, 'ভগ্ন হৃদয়ের অধিকারীদের নিকট।'"[২৪৬]

নফসের জিহাদ

৩৩৪. আলা ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু রাফি থেকে বর্ণিত, হান্নান ইবনু খারিজা বলেছেন, "একদিন আবদুল্লাহ ইবনু আমরকে জিজ্ঞেস করি, 'জিহাদ এবং যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তিনি বলেন, 'আগে নিজের সাথে জিহাদ করো। নিজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা কর। যদি পলায়নপর অবস্থায়ও তোমার মৃত্যু ঘটে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন পলায়নকারী হিসেবেই তোমাকে উঠাবেন। আর যদি ধৈর্যধারণকারী এবং সাওয়াবের প্রত্যাশী অবস্থায় মৃত্যু ঘটে, তাহলে আল্লাহ সে হিসেবেই কিয়ামাতের দিন উঠাবেন তোমাকে।'"

৩৩৫. ফুযালা ইবনু উবাইদ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَه

'মুজাহিদ তো হলো ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।'"[২৪৭]

---

[২৪৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৭৫।

[২৪৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৬/২০; এই হাদীসটির কিছু সনদ যঈফ। তবে কারও কারও মতে এর সনদ হাসান ও সহীহ।

৩৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, "নবি ﷺ বলেন :

لَيْسَ الشَّدِيْدُ مَن غلَبَ الناسَ، ولكنَّ الشَّديدَ مَن غلَبَ نَفْسَه.

'যে ব্যক্তি মানুষের ওপর প্রবল হয়ে থাকে, সে তো বীর নয়। বরং যে নিজের ওপর প্রবল হতে পারে, সে-ই বীর।'"[২৪৮]

৩৩৭. আবূ বারযা ﷺ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন :

إنَّما أخشى عليكم شهَواتِ الغَيِّ في بطونِكم وفروجِكم ومُضلّاتِ الهوى

"আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি কেবল উদর এবং লজ্জাস্থানের ভ্রষ্ট লালসার এবং ভ্রষ্ট প্রবৃত্তির।"[২৪৯]

৩৩৮. জাবির ﷺ বলেন, "একবার কিছু যোদ্ধা নবি ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বলেন, 'তোমাদের আগমন শুভ হোক। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে এসেছ।' তারা জিজ্ঞেস করলেন, 'বড় জিহাদ কী?' তিনি বলেন,

مُجاهَدَةُ العَبْدِ هَواه

'নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা।'"[২৫০]

৩৩৯. আমাশ বলেন, "আমি মানুষকে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, 'আপনারা এমন এক যুগে রয়েছেন, যে যুগে প্রবৃত্তি আমলের অনুসারী। আপনাদের পরে এমন এক যুগ আসবে, আমল যখন প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে।'"

কুপ্রবৃত্তির সাথে বিদআতের সম্পর্ক

৩৪০. ইসমাইল ইবনু নুজাইদ সুলামি বলেন, "আমি আবূ উসমান সাঈদ ইবনু ইসমাইলকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি কথা ও কাজে নিজের ওপর

---

[২৪৮] নাসায়ি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, ১৩৩; সনদ সহীহ।

[২৪৯] তাবারানি, আল মুজামুস সগির, ১/২০৪; এই সনদটি আবূল হাসান আশহাব 'তাফাররুদ' একক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এবং এর আরেকটি সূত্র মুরসাল।

[২৫০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/৪২০,৪২৩; এই হাদীসটির সনদ সহীহ নয়।

সুন্নাতের প্রয়োগ ঘটায়, সে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের ওপর প্রবৃত্তিকে প্রবল করে দেয়, সে বিদআতি কথা বলে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

যদি তার আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে।'"[২৫১]

নেতৃত্বভার পেয়ে যুহদ অবলম্বন

৩৪১. হাসান ইবনু আবূল আমরাতা বলেন, "খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের আগে উমার ইবনু আবদিল আযীযের চেহারায় স্বচ্ছলতার ছাপ লক্ষ করতাম। কিন্তু খলিফা হওয়ার পর থেকেই তাঁর চেহারায় শুধু দেখছি মৃত্যুর চিহ্ন।"[২৫২]

৩৪২. ইউসূফ ইবনু ইয়াকুব আল কাহিলি বলেন, "উমার ইবনু আবদিল আযিয খাটো খাটো জামা পরিধান করতেন।[২৫৩] বাঁশের তিনটি দণ্ডের ওপর মাটির মাধ্যমে বানানো পাথরে রাখা হত তার ঘরের বাতি।"

হারামের আশঙ্কায় ভোগ্যপণ্য পরিহার

৩৪৩. আবূ বকর ইবনু উসমান বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি: 'চল্লিশ বছর যাবত আমি ভূনা গোশত খেতে চাচ্ছি, কিন্তু সে জন্য সন্দেহমুক্ত একটি দিরহামও পাচ্ছি না।'"[২৫৪]

দুনিয়ার উলটো আচরণ

৩৪৪. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত থেকে বর্ণিত আছে, ইসমাইল ইবনু ইয়াকুব আল আবদি বলেছেন: "রবি ইবনু বাররা ছিলেন বক্তা। তিনি একদিন বলেন, 'হে বনী আদম! তুমি প্রবৃত্তির যেসব চাহিদা পূরণ করছো,

---

[২৫১] সূরা নূর, ২৪ : ৫৪।

[২৫২] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৫/৩৯৬।

[২৫৩] পূর্ব যুগে লম্বা লম্বা পোশাক পরিধান ছিল সচ্ছলতার নিদর্শন। ধনী ও সচ্ছল লোকেরা লম্বা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করতেন। যাদের সামর্থ থাকত না তারা খাটো জামা পরিধান করতেন। উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀-এর অসচ্ছলতার বিষয়টি বোঝাতেই এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি খাটো জামা পরিধান করতেন।—অনুবাদক।

[২৫৪] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৫/১৯৫।

যদি খেজুর-ভিক্ষুকের কাছেও তা পেশ করা হয়, সেও তা গ্রহণ করবে না।'"

তিনি বলতেন, "দুনিয়া বলে, 'আমি হলাম সাপের ঘর, উপত্যকার সাপ। যে আমাকে সম্মান করে, আমি তাকে অপমান করি। আর যে আমাকে অপমান করে, তাকে সম্মান করি। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আমি তাকে নিরাপদ রাখি।'"

ভোগ-বিলাসের সামর্থ্য অন্তরের কাঠিন্যের কারণ

৩৪৫. আবূল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস সাকাফি থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ দুনিয়া বলতেন, "কোনো এক হাকিমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'রাজা-বাদশাদের অন্তর এত পাষাণ হয় কেন?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কারণ তাদের অন্তর থেকে পরকালের চিন্তা দূর হয়ে যায়। তারা প্রবৃত্তির নিকটবর্তী হয়ে যায়। ভোগ বিলাসের ওপর সক্ষমতা অর্জিত হয় তাদের। ফলে তাদের অন্তর কালো ও পাষাণ হয়ে যায়।'"

৩৪৬. আবদুল্লাহ আল কুরাশী বলেন, "আমি বুনান ইবনু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি: 'ক্ষতিকর সব বিষয় যার আনন্দের মাধ্যম হয়ে উঠে, সে কীভাবে সফলতা লাভ করতে পারে?'"[২৫৫]

প্রবৃত্তির গোলাম মৃত্যুকে ভয় পায়

৩৪৭. আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ দুনিয়া থেকে বর্ণিত, এক আহলে ইলম তাকে বলেছেন : "এক আরব তার ছেলেকে একদিন বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পায়, সে কিছুই অর্জন করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না, সে বহু বিপদাপদে নিপতিত হয়ে যায়। জেনে রাখো, তোমার সামনেই রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম।'"

টাকা-পয়সার কারণে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া

৩৪৮. হাসান ইবনু মানসূর বলেন, "আলি ইবনু ইছাম কোনো এক বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। এ সময় কেউ তাকে কিছু একটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তখন আমি

---

[২৫৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩২৫।

তাকে বলি, 'আবূল হাসান! মনে হচ্ছে আপনি কোনো বিষয়ে চিন্তামগ্ন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি এমন এক বিষয়ে চিন্তা করছি, যা তোমার পছন্দ হবে।' তারপর তিনি বলেন, 'দিনার-দিরহামের মাধ্যমে উপকৃত হবে বিধায় মানুষ তা পেয়ে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু সে জানে না যে, এই দিনার-দিরহামের কারণেই একদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাকে।'"

ঈসা ﷺ-এর উপদেশ

৩৪৯. ঈসা আল মুরাদি থেকে বর্ণিত আছে, ঈসা ইবনু মারিয়াম ﷺ তাঁর সঙ্গীসাথিদের বলেছেন, "যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই আমার সঙ্গীসাথি হয়ে থাকো, তাহলে মানুষের শত্রুতা ও বিদ্বেষের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নাও। যদি সেটা না পারো, তাহলে তোমরা আমার ভাই নও। আমি তোমাদের যা কিছু শেখাই, আমল করার জন্য শেখাই। স্রেফ জানানো আর অবাক করে দেওয়ার জন্য নয়। অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্যধারণ এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করা ছাড়া কখনোই কাঙ্ক্ষিত স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তা অন্তরে প্রবৃত্তির লালসা তৈরি করে। ফিতনায় পড়ার জন্য এই কুদৃষ্টি একাই যথেষ্ট। যার চোখ তার অন্তরে স্থাপিত, অন্তরটা চোখে স্থাপিত নয়, তার জন্য সুসংবাদ। যা গত হয়ে গেছে, তা কতইনা দূরবর্তী। আর যা সামনে আসবে, তা কতইনা নিকটবর্তী। দুনিয়াদারের জন্য দুর্ভোগ! সে কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে? সে তো দুনিয়ার ওপর আস্থা রেখে বসে আছে, অথচ দুনিয়া তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। দুনিয়াকে সে নিরাপদ মনে করে, অথচ দুনিয়া তার সাথে ষড়যন্ত্র করছে। ধোঁকাগ্রস্তদের জন্য দুর্ভোগ! তারা যা অপছন্দ করে, সেটাই তাদের কাছে দ্রুতগতিতে চলে এসেছে। তাদের যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেটা এসে গেছে। তারা যে লম্বা লম্বা রাত এবং দিন পছন্দ করে, সেটা থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

দুনিয়া যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আর পাপাচার যার কাজকর্ম ছিল, তার সর্বনাশ। আগামীকাল নিজ প্রতিপালকের সামনে তাকে কতইনা অপদস্থ হতে হবে। বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করবে। যিকর ছাড়া সাধারণ কথাবার্তা বেশি বলবে না। অন্যথায় তোমাদের নরম অন্তরও পাষাণ হয়ে যাবে। পাষাণ অন্তরের স্থান আল্লাহর থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু তোমরা তো তা জানো না। অন্যের পাপকে মুনিবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো না। নিজেদের পাপাচারের

প্রতি এমনভাবে তাকাও, যেন তোমরা গোলাম।

মানুষ হয় সুস্থ, নাহলে বিপদগ্রস্ত। এর বাইরে আর কিছু নেই। সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর অন্য কেউ অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত হলে তার প্রতি দয়া করবে। আকাশ থেকে পাহাড়ের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলেও তো সেই শক্ত পাহাড় নরম হয়ে যায়। কিন্তু দেখো, কত দীর্ঘকাল যাবত তোমরা হিকমাহ চর্চা করছো কিন্তু এতে তোমাদের অন্তর নরম হচ্ছে না। অন্যের প্রতি যতটা বিনয়ী হবে, তোমাদের প্রতি ততই অনুগ্রহ করা হবে। যেমন চাষাবাদ করবে, তেমনই শস্য পাবে।

উলামায়ে সু (মন্দাচারী আলিম) হলো দাফলি বৃক্ষের মতো। দেখতে অনেক সুন্দর, কিন্তু খেলেই মৃত্যু। তোমাদের কথাবার্তা ওষুধের মতো। পক্ষান্তরে তোমাদের কাজকর্ম রোগের মতো, যার কোনো ওষুধ নেই। গুরুদের তোমরা নিজেদের পায়ের তলে নিয়ে রেখে দিয়েছ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যেন তারা তোমাদের চাকর-বাকর। আমি তোমাদের সত্য কথাই বলছি। আসলে এসব কথা তোমাদের কাজে আসবে? তোমাদের মুখ থেকেই তো এ ধরনের হিকমাহপূর্ণ কথা বের হয়। কিন্তু সেগুলো তোমাদের কানে প্রবেশ করে না। অথচ মুখ আর কানের মাঝে মাত্র চার আঙ্গুলের দূরত্ব। তোমাদের অন্তরেও যায় না কথাগুলো। মানুষ এখন স্বাধীন হলেও সম্ভ্রান্ত নেই। দাস শ্রেণির লোকেরাও আর মুত্তাকী নেই।"

মূসা ﷺ-এর যুহদ

৩৫০. সুলাইমান ইবনু ইসহাক ইবনু আবী সুলাইমান বলেন, মূসা ﷺ যখন দুনিয়ার প্রতি বিরাগী হয়ে উঠে নিজেকে সম্বোধন করে বলেন : "হে নফস! তুমি যখনই কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়েছ, আমি অবশ্যই তার বিরোধিতা করেছি।"

৩৫১. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত, মাদা ইবনু ঈসা আল কালায়ি বলেন, "আল্লাহর সাথে কথা হওয়ার পর মূসা ﷺ নারীসঙ্গ ও মাংস আহার ছেড়ে দেন। এই সংবাদ তাঁর ভাই হারুন ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে একই কাজ করেন তিনিও। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তিনি বিয়ে করেন এবং মাংস খাওয়া শুরু করেন। এ সংবাদ মূসা ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বলেন, "আল্লাহর জন্য যা ছেড়ে দিয়েছি, তা আর কখনোই গ্রহণ করা সম্ভব না আমার পক্ষে।"

যৌনক্ষুধা দমন কঠিনতর

৩৫২. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "জর্দানের এক সন্ন্যাসীকে বলি, 'যদি কারও ঘুমানোর ইচ্ছা হয় আর সে মনের ইচ্ছা পূরণ করতে চায়, তাহলে কি সে যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) হতে পারবে? তিনি বলেন, 'না। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা অনুযায়ী ঘুমায় এবং খায়-দায়, সে যাহিদ হতে পারে না। নারীসঙ্গ-লাভের প্রতি প্রবৃত্তির যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেওয়া বেশ কঠিন। এর চাইতে কঠিন কিছু আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে বলে আমরা জানি না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের রগ, রেশা ও রক্তে নারীর চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই এ চাহিদা দমন করা অত্যন্ত কঠিন। পক্ষান্তরে খাবারের চাহিদা দমন করা অত্যন্ত সহজ।'"

যুহদের বিপরীত নফস

৩৫৩. জাফর ইবনু বুরকান জানতে পেরেছেন যে, ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন: "দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নাম দুনিয়া-বিমুখতা। আর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিষয় হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ। প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। দুনিয়ার আগ্রহ থেকেই অন্তরে সৃষ্টি হয় ধন-সম্পদ এবং মর্যাদার মোহ। আর ধন-সম্পদ ও মর্যাদা লাভ করতে গিয়েই মানুষ হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে ফেলে। এতে আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হন। আর আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হয়ে যাওয়াটা এমন এক আযাব, যার একমাত্র সমাধান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এমন উত্তম সমাধান যে, কোনো সমস্যাই এরপর ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে না। তাই ব্যক্তি তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে চায়, সে যেন নফসকে অসন্তুষ্ট করে। যে ব্যক্তি নফসকে অসন্তুষ্ট করতে পারে না, সে তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যে বিষয়টা পরিত্যাগ করা সবচেয়ে কঠিন, মানুষ চেষ্টা করলেই তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারে।"

৩৫৪. জামে ইবনু আহমাদ আল খাররাফ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসকে শাস্তি প্রদান করে, সে-ই বুদ্ধিমান। কেননা, এ শাস্তি প্রদানই পরকালের শাস্তি থেকে তার মুক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নফসকে

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তার ধ্বংসের কারণ বনে যেতে পারে।'"

জান্নাত-জাহান্নামের প্রবল অনুভূতি

৩৫৫. মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ান বলেন, "আমি আবদুল্লাহ আল মুকরিকে বলতে শুনেছি : 'আমাদের সাথে এক যুবক ছিল। অনেক বেশি ইবাদাত করত সে। তাহাজ্জুদ সালাত পড়ে সে এমন কিছু বিষয় বলত, যা আমি বুঝতাম না। সে আসলে কী বলে, তা শোনার জন্য এক অন্ধকার রাতে চুপিসারে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াই। কাঁদতে শুনি তাকে। দেখতে পাই, সে বেশ আবেগঘন হয়ে আছে। অত্যন্ত বেদনাময় কণ্ঠে তাকে বলতে শুনি : 'যখন নিজেকে জান্নাতের মধ্যে কল্পনা করি, তখন দেখতে পাই আমি জান্নাতের ফল ফলাদি খাচ্ছি। জান্নাতি নারীদের সাথে আলিঙ্গন করছি। জান্নাতি পোশাক-আশাক পরে আছি। আর যখন নিজেকে জাহান্নামে কল্পনা করি, তখন দেখি আমি যাক্কুম খাচ্ছি। ফুটন্ত পানি পান করছি। হাতপায়ে লাগানো বেড়ি খোলার চেষ্টা করেছি। তখন নফসকে বলি, হে নফস! তুমি এ দুটোর কোনটা চাও? সে বলে, আমি দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই। সেখানে গিয়ে আবার আমল করতে চাই।'" আবদুল্লাহ আল মুকরি বলেন, "আমি তখন বলে উঠি, 'এখনই তুমি এমন কথা বলছো! আরে তুমি তো এখন কল্পনার জগতে। তাই আমল করতে থাক।'"

আখিরাতে দুনিয়ার বিপরীত অবস্থা

৩৫৬. হুসাইন বলেন, "আমি ইবরাহীম তাইমিকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা কাউকে দুনিয়াতে অর্থ-সম্পদ প্রদান করেছিলেন। সেই সম্পদ ভোগ করেছে অন্য কেউ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিয়ামাতের দিন দেখবে যে, সেসবের দায়ভার তার নিজের কাঁধে। তার চেয়ে বড় অনুশোচনা আর কার হতে পারে! আবার কাউকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দাস-দাসী দান করেছিলেন। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সে দেখবে দাস-দাসীদের মর্যাদা তার চেয়ে বেশি। এর চেয়ে বড় অনুশোচনা আর কী হতে পারে! আবার দুনিয়াতে কারও প্রতিবেশী ছিল ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সে প্রতিবেশীই হবে চক্ষুষ্মান আর সে নিজে হবে অন্ধ। এর চেয়েও বড় আফসোস আর কী হতে পারে! তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, দুনিয়া তাদের প্রতি দৌড়ে আসত

কিন্তু তারা দুনিয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতেন। অথচ তোমরা দুনিয়ার প্রতি প্রচন্ড লোভ রাখো, কিন্তু দুনিয়া তোমাদের থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আফসোস! তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে কত বিশাল ব্যবধান।'"

দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই যখন কঠিন

৩৫৭. ইবনু উয়াইনা বলেন, "আমি আবূ হাযমকে বলতে শুনেছি : 'দ্বীন-দুনিয়ার পথচলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে।' তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীভাবে?' তিনি বলেন, 'দ্বীনের পথে চলতে গেলে দেখবে কেউই তোমাকে সহযোগিতা করছে না। আর দুনিয়ার কোনো কিছু অর্জন করতে হাত বাড়ালেই দেখবে, আরেক দুষ্টলোক তোমার আগেই তা নিয়ে ফেলেছে।'"[২৫৬]

অঢেল হালাল সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রতিদান

৩৫৮. হাফস ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত আছে, মালিক ইবনু দিনারের একজন প্রতিবেশী ছিল। আল্লাহ তাআলা অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন তাকে। দেখা হলেই মালিক ইবনু দিনার তাকে বলতেন, "যে সম্পদ জমা করেছ, তার খাত হালাল হয়ে থাকলে এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার সময় হয়ে গেছে। আর যদি তা হারাম হয়ে থাকে, তাহলে মূল মালিকের কাছে তা ফেরত দেওয়ারও সময় হয়ে গেছে।" লোকটি উত্তরে "আমরা তো দুনিয়ার দরজায় কড়া নাড়ি ধীরে ধীরে!" মালিক ﵀ তখন বলেন, "আল্লাহর কসম! মৃত্যুও তোমার দরজায় ধীরে ধীরেই কড়া নাড়বে।"

লোকটি একসময় বয়সের কষাঘাতের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মালিক ইবনু দিনার ﵀ এসে জিজ্ঞেস করেন, "এখন তোমার অবস্থা কেমন?" সে বলে, "আনন্দেই আছি।" মালিক বলেন, "কীভাবে?" লোকটি বলে, "রবের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে বলে গিয়েছে, 'তোমার জন্য সুসংবাদ।'"

সকল যুগেই কল্যাণ লাভের সুযোগ রয়েছে

৩৫৯. আম্মার ইবনু ইয়াসির ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ، لا يُدْرى أَوَّلُه خيرٌ أَمْ آخِرُه.

[২৫৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৩৮।

"আমার উম্মাত হলো বৃষ্টির মতো। জানা নেই তার প্রথম অংশ উত্তম, না কি শেষ অংশ।"[২৫৭]

৩৬০. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أُمَّتِي كالمَطَرِ، لا يُدْرى أَوَّلُه خيرٌ أَمْ آخِرُه

"আমার উম্মাহ হলো বৃষ্টির মতো। তার প্রথম অংশ উত্তম, না কি শেষ অংশ উত্তম, তা জানা নেই।"[২৫৮]

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রবৃত্তির বাধা

৩৬১. জাফর ইবনু সুলাইমান বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনারকে বলতে শুনেছি: আমার অন্যতম শিক্ষক—আবদুল্লাহ দারি বলেছেন, 'মালিক, যদি তুমি এই বিষয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছতে চাও, তাহলে তোমার এবং প্রবৃত্তির মাঝে লোহার দেয়াল তৈরি করে নাও।'"[২৫৯]

বিপদের তিন কারণ

৩৬২. মানসূর ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি আবূ আলি রুযাবারিকে বলতে শুনেছি : 'তিন কারণে বিপদাপদ এসে থাকে। স্বভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া, মন্দ অভ্যাস আঁকড়ে থাকা এবং অসৎ সঙ্গ গ্রহণ করা।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'স্বভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে?' তিনি বলেন, 'হারাম খাদ্য গ্রহণ করা।' এরপর জিজ্ঞেস করি, 'আর মন্দ অভ্যাস আঁকড়ে থাকা মানে?' তিনি বলেন, 'চোখ দিয়ে পাপের কিছু দেখা, কান দিয়ে গীবত, পরনিন্দা, অপবাদ ইত্যাদি অন্যায় বিষয় শোনা।' আমি বললাম, 'আর অসৎ সঙ্গ গ্রহণ?' তিনি বলেন, 'মনে প্রবৃত্তির কোনো লালসা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই তার পেছনে ছুটে চলা।'

---

[২৫৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/৩১৯; এর সনদ হাসান।

[২৫৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/১৩০; ইমাম তিরমিযি তাঁর সুনানে এর সনদকে হাসান গরীব বলেছেন।

[২৫৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৩২৫।

চারটি জিনিসের নিয়ন্ত্রণ

৩৬৩. ফাতাহ ইবনু শুখরুফ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইক আল আন্তাকি একদিন আমাকে বলেন, 'হে খুরাসানি! মাত্র চারটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আর কিছু নয়। চোখ, জিহবা, অন্তর ও প্রবৃত্তি। চোখ দিয়ে হারাম কোনো কিছুর দিকে তাকাবে না। জিহবা দিয়ে এমন কোনো কিছু বলবে না, যা তোমার অন্তরে নেই। অন্তরে কোনো মুসলিমের প্রতি কোনো ধরনের ঘৃণা-বিদ্বেষ লালন করবে না। আর প্রবৃত্তি যেন তোমাকে কোনো মন্দ কাজের দিকে টেনে নিয়ে না যায়। যদি তোমার মধ্যে এই চারটি বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে মাথায় ছাই নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকো, তাহলেই চিকিৎসা হয়ে যাবে।'"

দুনিয়া ও নফসের সমার্থকতা

৩৬৪. আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবি বলেন, "আমি আবূ গাসসান আল ক্বাসমালিকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়াই হলো নফস।' যেন তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, নফসের প্রতি বিরাগিতা অবলম্বনই হলো দুনিয়া-বিরাগিতা। অর্থাৎ, মন ও প্রবৃত্তির যে বিষয়গুলো মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে বিমুখ করে দেয়, সেগুলো পরিত্যাগ করাই হলো দুনিয়া-বিমুখতা।'"

চার রকমের মৃত্যু

৩৬৫. নসর আবূ নসর আল আত্তার থেকে বর্ণিত, আহমাদ ইবনু সালমান বলেছেন, "আমি আমার কিতাবে হাতিম আল আসাম থেকে একটা বিষয় পেয়েছি। তিনি তাতে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই মতাদর্শে (অর্থাৎ যুহদের আদর্শে) প্রবেশ করে, সে যেন নিজের মধ্যে মৃত্যুর চারটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সাদা মৃত্যু, কালো মৃত্যু, লাল মৃত্যু এবং সবুজ মৃত্যু। সাদা মৃত্যু হলো ক্ষুধা। কালো মৃত্যু হলো মানুষের পক্ষ থেকে আপতিত কষ্ট সহ্য করা। লাল মৃত্যু হলো প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা। আর সবুজ মৃত্যু হলো এক চিরকুটের ওপর আরেক চিরকুট রাখা।'"[২৬০][২৬১]

---

[২৬০] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৯৩।

[২৬১] এখানে শাব্দিক অনুবাদ এটি হলেও এই বাক্যটি, যাহিদ ও সুফিদের পরিভাষা; যার অর্থ ছেড়া-কাটা ও তালিযুক্ত কাপড় এবং খিরমা পরিধান করা। অর্থাৎ, এই বাক্যের অর্থ হবে, لبس المرقعة والخلق من الثياب

যাহিদের তিন বৈশিষ্ট্য

৩৬৬. আবূ ইয়াজিদ আর রাক্কি থেকে বর্ণিত, ইউসুফ ইবনু আসবাত বলেছেন : "যে ব্যক্তি বিপদ সহ্য করে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা ছেড়ে দেয় এবং হালাল রুটি খায়, সে-ই প্রকৃত যাহিদ।"

পর্যাপ্ত খাবারের মানদণ্ড

৩৬৭. আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ বলেন, "বাবা আমাকে জানিয়েছেন : সাঈদ ইবনু আবদিল আযীযকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু খাদ্যের পরিমাণ কতটুকু?' তিনি বলেন, 'একদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার করা আর পরদিন ক্ষুধার্ত থাকা।'"

পেটের চাহিদার ভয়াবহতা

৩৬৮. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু ফজল বলখি বলেছেন: "দুনিয়া হলো তোমার পেট। পেটের ব্যাপারে যে পরিমাণ সংযত হবে, দুনিয়ার প্রতি তোমার সে পরিমাণ বিরাগিতাই বৃদ্ধি পাবে।"

৩৬৯. হাসান ইবনু আমর সাবিয়ি বলেন, "আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি : 'মানুষের জন্য পেটের চেয়ে অধিক লাঞ্ছনাকারী কিছু নেই।'"[২৬২]

৩৭০. বিশর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন, ক্ষুধা অন্তরকে বিনম্র করে তোলে।

৩৭১. আবূ ইমরান আল জাসসাস বলেন, "আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : 'অন্তর যখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়, তখনই তা নির্মল ও স্বচ্ছ হয়ে উঠে। আর যখন তা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তখন তা অন্ধ হয়ে যায়।'"[২৬৩]

৩৭২. বিশর থেকে বর্ণিত, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন : "দুটি বিষয় অন্তরকে পাষাণ করে তোলে। অতিরিক্ত ঘুম এবং অতিরিক্ত আহার।"[২৬৪]

---

[২৬২] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২১৪।

[২৬৩] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ৭৮, ৭৯।

[২৬৪] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১৩; তিনি অধিক পরিমাণ কথাবার্তা বলার বিষয়টিও যোগ করেছেন।

৩৭৩. গাল্লাবি থেকে বর্ণিত, উতবি বলেছেন, "আমাদের এক বিজ্ঞ শাইখ ছিলেন। আমরা তার কাছে বসতাম। তিনি বলতেন, 'বনী আদমের মৃত্যু কখন হবে, সেটাও সে জানে না। কখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেটাও তার অজানা। ক্ষুধার হাতে সে বন্দি। পরিতৃপ্তির হাতে সে হেরে যায়।'"

দুনিয়ার উপমা খাবারের মতো

৩৭৪. উবাই ইবনু কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ قَدْ ضَرَبَ لِلدُّنْيَا مِثْلًا فَانْظُرْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ابْنِ آدَمَ وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ قَدْ عُلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ

"বনী আদমের খাবার দুনিয়ার একটি দৃষ্টান্ত। বনী আদম থেকে কী বের হয়, তা দেখো। সে যতই উত্তমভাবে এবং সুস্বাদু করে রান্না করুক, শেষে তা কীসে পরিণত হয়, তা সবারই জানা।"[২৬৫]

মারিফাত লাভের কয়েকটি অন্তরায়

৩৭৫. ইবরাহীম ইবনু ফিরাস থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম আল খাওয়াস বলছেন : "মারিফাতের অধিকারী এক ব্যক্তি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে আহার করে, সে রাত জাগার আশা করতে পারে না। যে অধিক পরিমাণে ঘুমায়, সে পরকালের ব্যাপারে চিন্তামগ্ন হওয়ার আশা করতে পারে না। যে ব্যক্তি যালিমদের সাথে উঠাবসা করে, সে কখনো নিজের বিষয়ে বিশুদ্ধতার আশা করতে পারে না। যে ব্যক্তি অনর্থক কথাবার্তা বলে, সে বিনম্র অন্তরের আশা পোষণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদ এবং মর্যাদার মোহ রাখে, সে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা লাভের আশা করতে পারে না। মানুষের সাথে যার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, আল্লাহ তাআলার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠার আশা সে করতে পারে না। দুনিয়ার প্রতি যার আগ্রহ আছে, সে কখনো প্রশান্তি লাভের আশা করতে পারে না।'"

---

[২৬৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/১৩৬; এর সনদ হাসান।

অন্যের সম্পদ গ্রহণকে হারাম জ্ঞান করা

৩৭৬. আবূল আব্বাস আস সাররাজ বলেন, "ইবরাহীম ইবনু সিররি সাকতিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বাবা আপনার কতটুকু সম্পদ গ্রহণ করতেন?' তিনি বলেন, 'আমার বাবা বলতেন, মৃত প্রাণী খাওয়া আমার জন্য যতটুকু বৈধ, তোমাদের সম্পদ থেকে আমি ততটুকুই গ্রহণ করব।'"

বান্দার কথা, ঘুম ও খাবারের পরিমাণ আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ড

৩৭৭. ইবরাহীম ইবনু ফিরাস থেকে বর্ণিত, আবূ ইসহাক আল খাওয়াস বলেছেন: "তিনটি বিষয় আল্লাহর পছন্দ, আর তিনটি বিষয় অপছন্দ। পছন্দ তিনটি হলো, অল্প কথা, অল্প ঘুম এবং অল্প খাবার। আর অপছন্দের তিনটি বিষয় হলো, বেশি কথা, বেশি খাবার এবং বেশি ঘুম।"

আধ্যাত্মিকতার চার ভিত্তি

৩৭৮. আবূল কাসিম বলেন, "আমি জুনাইদ (বাগদাদী) কে বলতে শুনেছি : 'আমাদের এই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি চারটি। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা, তীব্র ক্ষুধা ব্যতীত না খাওয়া, প্রচণ্ড চাপ ব্যতীত না ঘুমানো, আর আল্লাহর ভয় ছাড়া নীরব না হওয়া।'"[২৬৬]

প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার কুপ্রভাব

৩৭৯. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমান আদ দারানিকে বলতে শুনেছি : 'আমার স্ত্রী একবার আমাকে রুটি এবং লবণ পরিবেশন করেছিলেন। লবণে তিলের একটি দানা ছিল। আমি তা খেয়ে ফেলি। এতে আমার অন্তরে এক ধরনের জং সৃষ্টি হয়। এক বছর পরও যা অনুভব করতে পেরেছিলাম আমি।'"

মাখলুকের সাথে সম্পর্কে যুহদের প্রভাব

৩৮০. জাফর আল খাওয়াস থেকে বর্ণিত, জুনাইদ বলেছেন : "সিররি সাকতি একদিন আমাকে বলেন, 'এক চড়ুই পাখির একটা আশ্চর্য ঘটনা শোনাই তোমাকে। পাখিটি এসে প্রতিদিন বারান্দায় বসে। আমি আগে থেকেই তার

---

[২৬৬] তাবাকাতুশ শাফিইয়া আল কুবরা, ২/৩৬।

জন্য কয়েক লোকমা খাবার প্রস্তুত করে রাখি। তা আসলে আমি হাতের তালুতে খাবারগুলো চূর্ণ করি। এরপর পাখিটি আমার আঙ্গুলে বসেই খাবার খায়। পাখিটি একদিন বারান্দায় আসলে আমি যথারীতি রুটির গুড়া পরিবেশন করি। কিন্তু পাখিটি আগের মতো আর হাতে বসল না। তখনই এর কারণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। লক্ষ করে দেখলাম যে, আমি সেদিন চিনি খেয়েছিলাম। তখনই প্রতিজ্ঞা করি যে, আর কখনো চিনি খাব না। আশ্চর্য! এই প্রতিজ্ঞার পরপরই পাখিটি আমার হাতে বসে খাবার খেতে থাকে। খাওয়া শেষে আগের মতো চলেও যায়।'"[২৬৭]

পানাহারে সামান্য বিলাসিতাও পরিহার

৩৮১. জুনাইদ বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'ত্রিশ বছর যাবত আমার খুব ইচ্ছা মধুতে ভিজিয়ে ছাগলের গোশত খাওয়ার। কিন্তু পারছি না।'"[২৬৮]

৩৮২. উমার ইবনুল আসিম আবীল কাসিম আল বাক্কাল থেকে বর্ণিত, আহমাদ ইবনু খলাফ আল মুআদ্দাব বলেছেন, "আমি একবার সিররি সাকতির কামরায় প্রবেশ করে দেখি, তিনি কাঁদছেন। তাই আর ভেতরে প্রবেশ না করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি তখন আমাকে আসতে ইশারা করেন। ভেতরে গিয়ে দেখি, পানির একটা মটকা ভেঙ্গে পড়ে আছে। তিনি আমাকে বলেন, 'গতরাতে আমার মেয়ে এই মটকাটা নিয়ে এসেছে। বলে গিয়েছে, আব্বা মটকাটা এখানে ঝুলিয়ে রাখলাম, এখন তো রাত অনেক লম্বা। প্রয়োজন হলে এখান থেকে পানি পান করবেন। এই বলে সে চলে যায়। তারপর আমি রুটিন অনুযায়ী আমল করতে থাকি। এক সময় চোখে ঘুম চেপে বসে। স্বপ্নে দেখি অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে আমার কামরায় প্রবেশ করল। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য? সে বলে, আমি ওই ব্যক্তির জন্য, যে জগের ঠান্ডা পানি পান করে না। আমি তখন তাকে এ মটকাটি দিতে বলি। নিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলি সেটা।'" জাফর বলেন, "জুনাইদ আমাকে বলেছেন, 'এ ভাঙা মটকাটি তার মৃত্যু পর্যন্ত সেই কামরাতেই পড়ে ছিল।'"[২৬৯]

---

[২৬৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৩।
[২৬৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১১৬।
[২৬৯] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২৩।

অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের আহার-নিদ্রা

৩৮৩. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "সিররি সাকতির সামনে হাকীকাতের অধিকারী এক ব্যক্তির আলোচনা করা হলে আমি তাকে বলতে শুনি : 'হাকীকাতের অধিকারীরা অসুস্থ মানুষের মতো খায়, আর পানিতে ডুবন্ত মানুষের মতো ঘুমায়।'"[২৭০]

গোলামের চেয়েও অনাড়ম্বর পার্থিব জীবন

৩৮৪. সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি সিররি ইবনু মুগাল্লাস আস সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'উতবার গোলাম একবার গমের রুটি খেতে খেতে উতবার পাশ দিয়ে যায়। গোলামের এ উন্নত মানের খাবারের বিষয়টি তাকে জানানো হলে তিনি বলেন, এসব আর কী? পরকালে তো আমরা ভুনা গোস্ত খাব আর বাসর যাপন করব।'"

দেহকে অতৃপ্ত রাখা

৩৮৫. হাসান ইবনু মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, দাঊদ আত তায়িকে জিজ্ঞেস করা হলো, "রোদ ছেড়ে একটু ছায়াময় স্থানে যান না!" তিনি বলেন, "যেখানে গেলে আমার শরীর শান্তি পাবে, আমার রবের প্রতি লজ্জায় সেখানে যেতে পারি না।"

৩৮৬. আহমাদ ইবনু হাওয়ারি বলেন, "আবূ সুলাইমান আদ দাররানি একদিন আমাকে বলেন, 'আহমাদ! সামান্য ক্ষুধা, সামান্য লাঞ্ছনা, সামান্য কাপড়-স্বল্পতা, সামান্য দারিদ্র এবং সামান্য ধৈর্য—দেখবে এগুলোর মধ্যে দিয়েই একসময় তোমার দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে।'"

পার্থিব অপ্রাপ্তির প্রতিদান মিলবেই

৩৮৭. হাসান বলেন, কতিপয় সাহাবি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, "দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করেও যদি তা না পাই, তাহলে কি এই অপ্রাপ্তির কারণে পরকালে কোনো প্রতিদান পাব?" নবি ﷺ বলেন, "এ কারণে যদি প্রতিদান না পাও, তাহলে আর কী কারণে পাবে?"[২৭১]

---

[২৭০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৮০।

[২৭১] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, ২১১; এর সনদ মুরসাল, তবে রাবীগণ গ্রহণযোগ্য।

৩৮৮. ফজল ইবনু সাওর বলেন, "আমি আবূ সাঈদ অর্থাৎ হাসানকে জিজ্ঞেস করি, 'মনে করুন এক ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অন্বেষণ করা শুরু করে এবং তা পেয়েও যায়। এরপর সে আত্মীয়-স্বজনের পেছনে ওই অর্থ-সম্পদ খরচ করতে থাকে এবং নিজের জন্যও কিছু সঞ্চয় করে রাখে। আরেক ব্যক্তি দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে দিয়েছে। এ দুজনের মধ্যে কে উত্তম?' তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দিয়েছে, সে-ই আমার কাছে বেশি প্রিয়।'"

৩৮৯. জাফর থেকে বর্ণিত আছে, মালিক ইবনু দিনার এবং মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসির সাক্ষাৎ হয় একদিন। মালিক তাকে বলেন, "যার সাথে দ্বীন এবং সকালের খাবার রয়েছে, রাতের খাবার না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, সে আমার ঈর্ষার পাত্র।" মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি তখন বলেন, "তবে আমার কাছে ঈর্ষার পাত্র হলো যার সাথে দ্বীন আছে কিন্তু সাথে দুনিয়ার কিছুই নেই। তবুও সে আপন প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট।" বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা তখন বুঝতে পারল আসলে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসিই হলেন উঁচু স্তরের অধিকারী।[২৭২]

৩৯০. দ্বমরাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু শাওযাব বলেছেন, "মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি ও মালিক ইবনু দিনার একদিন দুনিয়ার জীবন-জীবিকার ব্যাপারে আলোচনা করেন। মালিক ইবনু দিনার বলেন, 'জীবনধারণের জন্য দরকারি খাদ্যটুকু থাকার চেয়ে উত্তম কিছু নেই।' মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি তখন বলেন, 'ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার ভাগ্যে সকালের খাবার জোটে কিন্তু রাতের খাবার জোটে না। রাতের খাবার জোটে তো সকালের খাবার জোটে না। তবুও সে আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে।'"[২৭৩]

৩৯১. উসমান ইবনু মুহাম্মাদ যাহাবি বলেন, "জুনাইদকে জিজ্ঞেস করা হয়,[২৭৪] 'ধরুন একজনের কাছে কেবল একটা খেজুর দানা আছে। সে এটা শুধু চুষতে পারে, আর কিছু না। তাকে কি দুনিয়ার অধিকারী বলা যায়?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। আমাদের নবি ﷺ এমনটাই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ গোলামের কাঁধে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দিরহামের দেনাও বাকি থাকবে,

[২৭২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৪৯।
[২৭৩] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/২৫৩।
[২৭৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা আল কুবরা, ২/৩২।

ততক্ষণ পর্যন্ত সে গোলামই থাকবে।'"[২৭৫]

একটি অতিরিক্ত দোয়াত থাকার কুফল

৩৯২. জুনাইদ বাগদাদি বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'একবার এক অচেনা লোক আমার কাছে আসার অনুমতি চায়। আমি অনুমতি দিলে সে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের অবস্থা লক্ষ করতে থাকে। কামরার এক কোনায় ছিল দোয়াত। বললাম, 'ভেতরে আসুন।' লোকটি বলে, 'যে ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে ভালো ভালো কথা শুনিয়ে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে যেন এর প্রতিদান না দেন।' আমি বললাম, 'কী যা-তা বলছেন! কেন?' সে তখন বলে, 'ওই কোনায় কী রাখা?' এটা বলেই সে চলে যায়।"[২৭৬]

৩৯৩. আবূল আব্বাস ইবনু মাসরুক বলেন, "আমার এক সাথী সিররি সাকতির কাছে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'আবূল হাসান! কী হয়েছে?' তিনি বলেন, 'এই মাত্র এক লোক আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি চেয়েছিল। অনুমতি দিলে সে ঘরে দোয়াত দেখতে পেয়ে বলে, আপনার ব্যাপারে ভালো ভালো কথা বলে যে ব্যক্তি আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে প্রতিদান না দেন। আমি তাকে বললাম, কেন? কী হয়েছে? তিনি বললেন, এগুলো তো থাকে বেকার মানুষের ঘরে।'"[২৭৭]

আখিরাতের জন্য উপকারী সম্পদে বরকত

৩৯৪. জাফর ইবনু বুরকান বলেন, "সালিহ ইবনু মিসমার একবার বললেন, 'যার পার্থিব সম্পদ তাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা যেন তার পার্থিব সম্পদে বরকত না দেন।' আমি তখন বলি, 'ঠিকই বলেছেন।' এরপর তিনি বলেন, 'যার সম্পদ তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার সম্পদে বরকত দিন।' আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন।'"[২৭৮]

---

[২৭৫] ইমাম মালিক, আল মুয়াত্তা, পৃ. ৬৮৬; হাদীসটি সহীহ।
[২৭৬] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২০।
[২৭৭] ইবনু আসাকির, তাহযীবু তারিখি দিমাশক, ৬/৮৬।
[২৭৮] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/৪২০।

অপ্রাপ্তির মাঝেই কল্যাণ

৩৯৫. আমি সালিহ বিন মিসমারকে বলতে শুনেছি, "মানুষের কাজকর্ম আশ্চর্যকর!" জিজ্ঞেস করি, "কেন?" তিনি তখন বলেন, "তারা নিজেদের অর্থভাণ্ডার রেখে নিঃস্ব হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।"[২৭৯]

৩৯৬. সালিহ ইবনু মিসমারকে আরও বলতে শুনেছি : "আল্লাহ তাআলা আমাদের যেটুকু দুনিয়া প্রদান করেছেন, তার চেয়ে বড় নিয়ামাত হলো যেটুকু দেননি।"[২৮০]

জীবিত আত্মীয়দের আল্লাহর দায়িত্বে রেখে যাওয়া

৩৯৭. আবূল মালিহ থেকে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকালে সালিহ ইবনু মিসমারের সম্পদ ছিল মাত্র এক দিরহাম এবং চার দানিক[২৮১]। মৃত্যুর সময় তাকে বলা হয়েছিল, "আপনার মা-বোনের দেখাশোনার ব্যাপারে কাউকে ওসীয়ত করে যেতে পারতেন।" তিনি এর উত্তরে বলেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে এ বিষয়ে ওসীয়ত করতে আমার লজ্জা হয়।"[২৮২]

৩৯৮. আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল কুরাযি কিছু অর্থ-সম্পদ লাভ করলে কেউ একজন তাকে বলে, "সন্তানদের জন্য কিছু সম্পদ সঞ্চয় করে রাখুন।" তিনি উত্তরে বলেন, "না, আমি বরং নিজের জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে তা সঞ্চিত রাখব। আর আমার সন্তানদের জন্য সঞ্চয় করব স্বয়ং আমার রবকে।"

অভাবও ফিতনা, সচ্ছলতাও ফিতনা

৩৯৯. আবূ উসমান আন নাহদি থেকে বর্ণিত, মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ একদিন বলেন : "আপনারা এখন কষ্ট আর বিপদের ফিতনায় পড়ে রয়েছেন। এর ওপর ধৈর্য ধারণ করার পর অচিরেই আপনাদের আনন্দ ও সচ্ছলতার ফিতনায় ফেলা হবে।" মানুষ জিজ্ঞেস করল, "স্বচ্ছলতার ফিতনা আবার কী?" তিনি বলেন, "নারীরা ইয়ামানের শাড়ি ও শামের মোলায়েম পোশাক পরিধান করা শুরু করবে।"[২৮৩]

---

[২৭৯] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/৪২০।
[২৮০] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/৪১০।
[২৮১] এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগকে এক দানিক বলা হয়।
[২৮২] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/৪১০।
[২৮৩] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৫/৬৫।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর প্রতি দায়িত্ব

৪০০. মুসলিম ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবূ হাযম বলেছেন, "জেনে রাখো, দুনিয়ার সবকিছুরই পূর্বসূরী রয়েছে। তাই নিজের ছেলের হিতাকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দাও। জেনে রাখো, দুই ব্যক্তির যে-কোনো একজনের হাতে যাবে তোমার সম্পদ। যার হাতে যাবে, সে হয়তো সেই সম্পদ দিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে। ফলে তোমার রেখে যাওয়া এই সম্পদ হতভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিংবা সে হয়তো তা আল্লাহর আনুগত্যে খরচ করবে। ফলে কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত তোমার এ সম্পদ হয়ে উঠবে তার সৌভাগ্যের কারণ। তাই পূর্বসূরীদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করো আর উত্তরসূরীদের জন্য আল্লাহর রিযক রেখে যাও।"[২৮৪]

আপনজন যখন সর্বনাশের কারণ

৪০১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

يأتِي على الناسِ زَمانٌ؛ لا يَسلَمُ لِذِي دِينٍ دِينَهُ؛ إلا مَن هَرَبَ بِدِينِه من شاهِقٍ إلى شاهِقٍ، ومن جُحْرٍ إلى جُحْرٍ، فإذا كان ذلِكَ لَم تَنلِ المَعِيشةُ إلا بِسَخَطِ اللهِ، فإذا كان ذَلِكَ كَذلِكَ؛ كان هَلاكُ الرجلِ على يَدَيْ زَوجَتِه ووَلَدِهِ، فإنْ لَم يكُنْ له زوجةٌ ولا ولَدٌ؛ كان هلاكُه على يَدَيْ أبَوَيْهِ، فإنْ لِم يَكُنْ له أبَوانِ؛ كان هلاكُهُ على يَدِ قَرابَتِه أو الجِيرانِ قالُوا: كيفَ ذلكَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: يُعَيِّرُونَه بِضِيقِ المعيشةِ، فعِندَ ذلكَ يُورِدُ نَفْسَهُ المَوارِدَ التي يُهلِكُ فيها نَفسَهُ.

"এক সময় এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনদার কেউ তার দ্বীন নিয়ে নিরাপদ থাকতে পারবে না। তবে যে নিজের দ্বীন বাঁচাতে পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায়, এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে পালাতে থাকবে, সে বাঁচতে পারবে। সেই যুগ চলে এলে আল্লাহর অসন্তোষ ব্যতীত কেউ জীবিকা উপার্জন করতে পারবে না। তখন নিজ স্ত্রী এবং সন্তানের হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষ। স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি না থাকলে

[২৮৪] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৬/২২৭।

ধ্বংস হবে মাতাপিতার হাতেই। মাতাপিতা না থাকলে আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীর হাতে।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনটা কীভাবে হবে?" তিনি বলেন, "তারা জীবিকার সংকটে পড়ে তাকে লজ্জা দিবে। তখন সে (জীবিকা উপার্জন করতে) নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যা তার জন্য ধ্বংসাত্মক।"[২৮৫]

৪০২. মু'তামির ইবনু সুলাইমান বলেন, "সুফিয়ান সাওরি একদিন আমাকে বলেছেন, 'মু'তামির, যাদের পরিবার-পরিজন রয়েছে, তারা ভালো মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। শোনো, আমি যত সংসারী লোক দেখেছি, তাদের প্রত্যেকেই (হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের) মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলে। আর অনর্থক সব বিষয়ে জড়িত হয়।"

৪০৩. ইবরাহীম ইবনু বাশশার আর রমাদি বলেন, "আমি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি : 'সংসারী লোকেরা সফল হতে পারে না। আমাদের সাথে তারা বিড়ালের মতো আচরণ করে। ডেগ-ডেকচি কিছুই খুলে দেয় না। কিন্তু যখন সন্তান হয়, তখন ডেগ-পাতিল সব খুলে দেয়।"

৪০৪. কুরআনে উল্লিখিত মূসা ﷺ-এর বক্তব্য :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

"হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার-ই ভিখারি।"[২৮৬]

সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : "এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় তার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। একটি একটি খেজুর দানার প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তিনি।"[২৮৭]

৪০৫. ইবনু খুবাইক থেকে বর্ণিত, কতক মনীষী বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন ঘোষণা করা হবে, 'যাদের পরিবার-পরিজন তাদের সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে, তারা কোথায়?' এ ঘোষণা শুনে বিপুল সংখ্যক মানুষ উঠে দাঁড়াবে।"

---

[২৮৫] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৫; এই হাদীসকে অনেক মুহাদ্দিস তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এর সনদ দুর্বল।

[২৮৬] সূরা কাসাস, ২৮ : ২৪।

[২৮৭] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/২১৬।

অভাবের কারণে অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন সহজ হয়

৪০৬. আল্লাহ তাআলার বাণী :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

"হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার-ই ভিখারি।"[২৮৮]

ইকরিমা বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, "মূসা ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে অনুগ্রহের আবেদন জানিয়ে পেয়েছিলেন সামান্য রুটি। এর মাধ্যমে প্রচণ্ড ক্ষুধায় মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারেন তিনি।"[২৮৯]

সম্পদশালী সাহাবির পরকালে দীর্ঘ হিসাব

৪০৭. আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أُرِيتُ أَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا أَهَالِي الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ أَقَلَّ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ , فَقُلْتُ : مَا لِي لا أَرَى فِيهَا أَحَدًا أَقَلَّ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ ؟ فَقِيلَ لِي : أَمَّا الأَغْنِيَاءُ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَهْلَكُهُنَّ الأَحْمَرَانِ : الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ إِحْدَى الثَّمَانِيَةِ أَبْوَابٍ ، فَجَعَلُوا يَعْرِضُونَ عَلَيَّ أُمَّتِي رَجُلا رَجُلا ، فَاسْتَبْطَأْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمْ أَرَهُ إِلا بَعْدَ يَأْسٍ فَلَمَّا رَآنِي بَكَى , فَقُلْتُ : عَبْدَ الرَّحْمَنِ , مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ مَا رَأَيْتُكَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَلا أَرَاكَ أَبَدًا ، قَالَ : وَمِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ كَثْرَةِ مَالِي ، مَا زِلْتُ أُحَاسَبُ بَعْدَكَ وَأُمَحَّصُ

"একদিন স্বপ্নে দেখি আমি জান্নাতে ঢুকছি। খেয়াল করলাম জান্নাতবাসীরা সকলেই দরিদ্র শ্রেণীর মুহাজির ও মুমিনদের সন্তানসন্ততি। বললাম, 'আশ্চর্য! বিত্তশালী এবং নারীদের কাউকেই জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি না

---

[২৮৮] সূরা কাসাস, ২৮ : ২৪।

[২৮৯] সুয়ূতি, আদ দুররুল মানসুর, ৬/ ৪০৬; আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৮।

কেন?' আমাকে তখন জানানো হয়, 'ধনীরা এখনো দরজায় রয়েছে, তাদের হিসাব-নিকাশ চলছে। আর লাল দুটি জিনিস অর্থাৎ স্বর্ণ ও রেশম নারীদের সর্বনাশ করেছে।' এরপর আমি জান্নাতের আট দরজার এক দরজা দিয়ে বের হয়ে আসি। আমার সামনে তখন আমার উম্মতকে একজন একজন করে পেশ করা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনু আওফকে পাচ্ছিলাম না। তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ার পরই দেখা পাই তার। আমাকে দেখেই সে কেঁদে উঠে। তাকে বললাম, 'আবদুর রহমান! কাঁদছ কেন?' সে বলে, 'যে সত্তা আপনাকে পাঠিয়েছেন, তার শপথ! আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভেবেছিলাম আর কখনো বুঝি আপনার দেখা পাব না।' বললাম, 'এমন ধারণা কেন হলো?' সে বলল, 'আমার সম্পদের আধিক্যের কারণে আপনার পর আমার হিসাব নিকাশ অনেকক্ষণ ধরে চলছিল।'"[২৯০]

দারিদ্র্য অধিক উত্তম হওয়ার কারণ

৪০৮. জাফর ইবনু মুহাম্মাদ আল খাওয়াস বলেন, "জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদকে আমার সামনেই জিজ্ঞেস করা হয়, 'ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে কে উত্তম?' তিনি বলেন, 'যে আল্লাহর অধিক আনুগত্য করবে, সে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'যদি উভয়েই আল্লাহর আনুগত্য করে?' তিনি বলেন, 'আসলে ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্য—উভয়টাই উত্তম। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ﷺ-এর জন্য অধিক উত্তমটাই নির্বাচন করেছেন। আর তিনি তাঁর জন্য ধনাঢ্যতা নির্বাচন করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর জন্য যা নির্বাচন করেছেন (দারিদ্র্য), অবশ্যই সেটাই উত্তম হবে।'"

৪০৯. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন জিবরীল ﷺ। তিনি তখন জিবরীল ﷺ-কে বলেন,

يا جِبْرِيلُ والَّذي بعَثكَ بالحقِّ ما أمسى لآلِ مُحَمَّدٍ سُفَّةٌ مِن دقيقٍ ولا كفٌّ مِن سَويقٍ فلَمْ يكُنْ كلامُه بأسرَعَ مِن أنْ سمِع هدَّةً مِن السَّماءِ أفزَعَتْه فقال رسولُ اللهِ ﷺ أمَر اللهُ القيامةَ أنْ تقومَ قال لا ولكنْ أمَر اللهُ

[২৯০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/২৫৯; বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এটি বর্ণিত আছে। তবে এর সনদে সর্বজন স্বীকৃত যঈফ রাবী রয়েছে।

إسرافيلَ فنزَل إليكَ حينَ سمِعكلامَكَ فأتاه إسرافيلُ فقال إنَّ اللهَ سمِع ما ذكَرْتَ فبعَثني إليكَ بمفاتيحِ خَزائنِ الأرضِ وأمَرني أنْ يُعرَضْنَ عليكَ إنْ أحبَبْتَ أنْ أُسيِّرَ معكَ جِبالَ تِهامةَ زُمُرُدًا وياقوتًا وذهَبًا وفضَّةً فعَلْتُ فإنْ شِئْتَ نَبيًّا ملِكًا وإنْ شِئْتَ نَبيًّا عبدًا فأومَأ إليه جِبْريلُ أنْ تواضَعْ فقال بل نَبيًّا عبدًا ثلاثًا

"যে সত্তা আপনাকে ওহি দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার শপথ! মুহাম্মাদের পরিবার কখনো এমন অবস্থায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করেনি, যখন তাদের কাছে এক মুষ্টি ছাতু বা আটা ছিল।" তিনি এই কথা বলা মাত্রই আকাশ থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ হয়। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন, "আল্লাহ তাআলা কি কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন?" জিবরীল ﷺ বলেন, "না। আপনার কথা শুনেই ইসরাফিল ﷺ আপনার উদ্দেশ্যে নেমে এসেছেন।" ইসরাফিল ﷺ এসে বলেন, "আপনি যা বলেছেন, আল্লাহ তা শুনেছেন। তিনি পৃথিবীর ধন ভাণ্ডারের চাবি দিয়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি চাইলে যেন তিহামার পাহাড়কে মণি-মাণিক্য এবং স্বর্ণ-রূপায় রূপান্তরিত করে আপনার সাথে নিয়ে চলি। আপনি ইচ্ছা করলে বাদশাহ নবি হতে পারেন, ইচ্ছা করলে গোলাম নবি হতে পারেন।" জিবরীল ﷺ তখন তাঁকে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হওয়ার ইঙ্গিত করলেন। নবি ﷺ তখন বলেন, "বরং আমি আল্লাহর গোলাম নবি হতে চাই।" এই কথাটি তিনবার বলেন তিনি।[২৯১]

আখিরাতের জন্য দুনিয়া অর্জন

৪১০. ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সাফওয়ান আর রুআইনিকে জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে দুনিয়ার এমন কোন জিনিসের নিন্দা করেছেন, যা থেকে একজন আলিমের বেঁচে থাকা উচিত?' তিনি বলেন, 'তুমি দুনিয়ার জন্য যা কিছুই করবে, তার সবটাই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে আখিরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় যা কিছু অর্জন করবে, তা নিন্দনীয় নয়।' বিষয়টা আমি মারওয়ানকে বললে তিনি বলেছিলেন, 'আবূ সাফওয়ান

[২৯১] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/৩১৫; বিভিন্ন শাহিদ থাকায় এর সনদ হাসান।

সূক্ষ্মজ্ঞানের ভিত্তিতেই এটি বলেছেন।'"[২৯২]

পাপের কথা গোপন থাকায় খুশি হয়ে যাওয়া

৪১১. ইবরাহীম ইবনু বাশশার থেকে বর্ণিত আছে, ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন: "উমার ইবনু আবদিল আযীয একদিন খালিদ ইবনু সাফওয়ানকে বলেন, 'আমাকে কিছু নাসীহাহ দিন।' খালিদ তখন বলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যাদের গুনাহ আল্লাহ তাআলা গোপন করে রেখেছেন। কিন্তু এটা দেখে ধোঁকা খেয়ে গেছে তারা। মানুষের প্রশংসা তাদের ফিতনায় ফেলে দিয়েছে। আপনি নিজের যেসব গুনাহের কথা জানেন, মানুষ সেগুলো জানে না। মানুষের এই অজ্ঞতাকে নিজের জ্ঞানের ওপর বিজয়ী হতে দেবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের অপরাধ ঢেকে রাখায় যেন আমরা প্রতারিত না হই। আর মানুষের প্রশংসাবাণীতে যেন আনন্দিত না হয়ে উঠি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আপনাকে তা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর যা অবধারিত করেছেন, তা পালনে যেন আমাদের ত্রুটি না হয়। আমরা যেন প্রবৃত্তির দ্বারা প্রতারিত না হই।'" বর্ণনাকারী বলেন, "এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তারপর বলেন, 'আল্লাহ আমাদের এবং আপনাকে প্রবৃত্তির হাতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন।'"[২৯৩]

৪১২. আহমাদ ইবনু ইউসুফ বলেন, "আমি সুফিয়ান সাওরিকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি : 'হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপদ রাখুন। নিরাপদে রাখুন। বিপদাপদ থেকে আমাদের নিরাপদ করে কল্যাণ দান করুন। দুনিয়াতে আমাদের সুস্থতা প্রদান করুন।'"[২৯৪]

দুনিয়া ও আখিরাতের যেকোনো একটির ক্ষতি হবেই

৪১৩. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَن أَحَبَّ دنياه أَضَرَّ بآخِرَتِه ومَن أَحَبَّ آخِرتَه أَضَرَّ بدنياه فآثِروا ما يَبْقى على ما يَفْنى

[২৯২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৫।
[২৯৩] ইবনুল জাওযী, সীরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, ১৬৩।
[২৯৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৯২।

"যে ব্যক্তি দুনিয়া ভালোবাসে, সে আখিরাত ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলে। আর যে আখিরাত ভালোবাসে, সে দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই চিরস্থায়ী বিষয়কে ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দাও।"[২৯৫]

৪১৪. ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

الدُّنيا سِجنُ المؤمنِ، والقبرُ حِصنُهُ، والجنَّةُ مَصيرُهُ، والدُّنيا جنَّةُ الكافرِ، والقبرُ سَجنُهُ، وإلى النارِ مصيرُهُ

"দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার। কবর তার দুর্গ। জান্নাত তার শেষ ঠিকানা। পক্ষান্তরে দুনিয়া হলো কাফিরের জান্নাত। কবর তার কারাগার, আর জাহান্নাম তার শেষ ঠিকানা।"[২৯৬]

---

[২৯৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/৪১২; হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে এর আরেকটি সনদ মুনকাতি।

[২৯৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৫৩; এর সনদ যঈফ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা না রাখা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই আমল করে নেওয়া

সব আশা পূরণের আগেই মৃত্যুর আগমন

৪১৫. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, একদিন নবি ﷺ মাটিতে কিছু রেখা টানেন। এরপর টানেন একটি পার্শ্বরেখা। তারপর বলেন,

"এগুলো কী, জানো? এটা হলো বনী আদমের দৃষ্টান্ত। আর ওটা হলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। সে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে, এর মধ্যেই মৃত্যু তার নিকট এসে হাজির হয়ে যায়।"[২৯৭]

৪১৬. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

يهرَمُ ابنُ آدمَ ويبقى معه اثنتان الحِرصُ والأملُ

"বনী আদম বুড়ো হয়ে গেলেও তার দুটি বিষয় বাকি রয়ে যায়। লোভ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা।"[২৯৮]

৪১৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ ابْنَ آدَمَ يَضْعُفُ جِسْمُه وَيَنْحَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْكِبَرِ وَقَلْبُهُ شَابٌّ فِيْ اِثْنَتَيْنِ طُوْلُ الْعُمُرِ وَ كَثْرَةُ الْمَالِ

---

[২৯৭] বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, ৩/৩৬৮; হাদীসটির সনদ সহীহ।

[২৯৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/১১৯; এর সনদ সহীহ।

"বার্ধক্যের কারণে বনী আদমের দেহ দুর্বল হয়ে যায়, শরীরের মাংস শুকিয়ে যায়। কিন্তু দুটি বিষয়ে তার অন্তর যুবক রয়ে যায়। লম্বা-চওড়া হায়াত এবং সম্পদের আধিক্য।"

৪১৮. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে,

أَيُّ المؤمنين أفضلُ؟ قال: أحسنُهم خُلُقًا. قال: فأيُّ المؤمنين أَكْيَسُ؟ قال: أكثرُهم للموتِ ذِكرًا، وأحسنُهم له استعدادًا، أولئك الأَكْياسُ

"সর্বোত্তম মুমিন কে?" তিনি বলেন, "যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।" তারপর সে জিজ্ঞেস করে, "কোন মুমিন সবচেয়ে বুদ্ধিমান?" তিনি বলেন, "যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং সেটার জন্য উত্তমভাবে প্রস্তুতি নেয়। তারাই হলো বুদ্ধিমান।"[২৯৯]

৪১৯. আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ বলেন, নবি ﷺ একবার সামনে, পেছনে এবং পাশে একটি একটি করে তিনটি কাঠ স্থাপন করেন। এরপর বলেন, "এটা কী, জানো?" সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে ভালো জানেন।" এরপর তিনি বলেন, "এটা হলো মানুষ আর এটা তার মৃত্যু। মানুষ নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে চায়। কিন্তু এর পূর্বেই মৃত্যু সেই আকাঙ্ক্ষার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।"[৩০০]

পরকালে অবস্থানের মতো দুনিয়াযাপন

৪২০. সাঈদ ইবনু ইউসুফ আল ইয়ামামি বলেন, "সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু বুসর মাযিনিকে বলতে শুনেছি : 'মুত্তাকিরা হলো সর্দার। উলামায়ে কেরাম হলেন পরিচালক। তাদের সাথে মেলামেশা করা ইবাদাত বরং ফযীলাত। আর দিন-রাতের আসা যাওয়ার মধ্য দিয়েই তোমাদের হায়াত সংকীর্ণ হয়ে আসছে। যা করছো, তা সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। তাই এমনভাবে পাথেয় গ্রহণ করো, যেন তোমরা পরকালে রয়েছ।'"[৩০১]

---

[২৯৯] তাবারানি, আল মুজামুস সগির, ২/৩৫৯; এর কিছু সূত্র যঈফ হলেও 'হাসান' সনদে এটি প্রমানিত।

[৩০০] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/১৮।

[৩০১] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/২২৫-১২৬।

৪২১. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَنْ يَتَزَوَّدُ فِي الدُّنْيا يَنْفَعُه فِي الآخِرَةِ

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় গ্রহণ করে, পরকালে সেটা তার উপকারে আসবে।"[৩০২]

নাছোড়বান্দা নফস

৪২২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা নফসকে বলেছেন, 'বের হও।' সে তখন বলেছে, 'আমাকে জোর করে বের না করা হলে আমি বের হব না।'"[৩০৩]

মুমিন ও কাফিরের কাছে দুনিয়ার স্বরূপ

৪২৩. ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

الدُّنيا سِجنُ المؤمنِ، والقبرُ حِصنُهُ، والجنَّةُ مَصيرُهُ، والدُّنيا جنَّةُ الكافرِ، والقبرُ سَجنُهُ، وإلى النّارِ مصيرُهُ

"দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার। কবর তার দুর্গ। জান্নাত তার শেষ ঠিকানা। আর দুনিয়া হলো কাফিরের জন্য জান্নাত। কবর তার কারাগার। জাহান্নাম তার শেষ ঠিকানা।"[৩০৪]

দুনিয়ায় নিজের হিসেব গ্রহণ

৪২৪. জাফর ইবনু বুরকান বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ এক গভর্নরকে চিঠি লিখেছিলেন। সর্বশেষ চিঠিতে তিনি বলেছেন : 'পরকালের কঠিন হিসাব-নিকাশের পূর্বেই (দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায়) নিজের হিসাব গ্রহণ করো। কেননা সেই কঠিন হিসাবের পূর্বেই এই স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিতে পারে, সে এমন এক ঠিকানা লাভ

---

[৩০২] তাবারানি, আল মুজামুল কাবির, ২/ ৩০৫; এর সনদ সহীহ।
[৩০৩] বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ, ৮৮; সনদ সহীহ।
[৩০৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৫৩।

করতে সক্ষম হয়, যা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হয় আর লোকেরাও তার প্রতি ঈর্ষা করতে থাকে। পক্ষান্তরে যার জীবন এবং ব্যস্ততা তাকে তার প্রত্যাবর্তনস্থলের ব্যাপারে উদাসীন করে রাখে, সে এমন এক ঠিকানা লাভ করবে, যে কারণে সে অনুশোচনা এবং আফসোস করতে থাকবে। তাই আপনাকে যে কাজের ব্যাপারে নিষেধ করা হচ্ছে, তা থেকে যেন বিরত থাকেন। এ জন্য আপনাকে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তা গ্রহণ করুন।'"

মানুষের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা

৪২৫. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত, আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ কুফা নগরীতে প্রদত্ত এক খুতবায় বলেন, "লোকসকল! আমি আপনাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের। দীর্ঘ আশা মানুষকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দেয় আর। প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জেনে রাখুন, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গেছে আর পরকাল আপনাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুনিয়া ও পরকাল—উভয়েরই কিছু সন্তান রয়েছে। আপনারা পরকালের সন্তান হোন। দুনিয়ার সন্তান হবেন না। আজ কেবল আপনারা আমল করে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এখানে কোনো হিসাব নিকাশ হচ্ছে না। কিন্তু আগামীকাল কেবল হিসাব-নিকাশ হবে, তখন আমল করার কোনো সুযোগ পাবেন না।[৩০৫]

পরকালে নবি ﷺ ও আবূ বাকর ﵁-এর সাথে থাকার উপায়

৪২৬. ইয়াহইয়া ইবনু বুকাইর থেকে বর্ণিত আছে, আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ একদিন উমার ﵁-কে বলেন, "আমিরুল মুমিনীন! যদি আপনার পূর্বের দুই সাথির সাথে থাকতে চান, তাহলে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাদ দিন। পেটভরে আহার করবেন না। লুঙ্গি নিচে নামিয়ে পরুন। তালিযুক্ত জামা পরুন। জুতা সেলাই করে পরুন। তাহলে তাঁদের কাতারে যেতে পারবেন।"[৩০৬]

---

[৩০৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১৩০।

[৩০৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৩২০; এর সনদ যঈফ।

একদিনও বাঁচার আশা না রাখা

৪২৭. ইবনু উমার ﷺ বলেন, "নবি ﷺ আমার শরীরে হাত রেখে বলেছেন,

كُنْ فِي الدُّنيا كأنَّكَ غَرِيْبٌ أوْ عابِرُ سَبِيل و اعْدُد نَفْسَكَ فِي المَوتَى وَ أهلِ القُبُور

"দুনিয়াতে এমনভাবে জীবনযাপন করো, যেন তুমি অপরিচিত কোনো পথচারী। নিজেকে মনে করো মৃত, কবরের বাসিন্দা।'"

মুজাহিদ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ এরপর আমাকে বলেছেন, 'মুজাহিদ! যদি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকো, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কোরো না। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচলে পরদিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা রেখো না। সুস্থ থাকতেই অসুস্থতার প্রস্তুতি নাও। জীবিত থাকতেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কারণ তুমি জানো না, আগামীকাল তোমাকে কী বলে ডাকা হবে।'"[৩০৭]

যুহদের আসল ক্ষেত্র

৪২৮. ওয়াকী থেকে বর্ণিত, সুফিয়ান বলেছেন, "মোটা খাবার গ্রহণ আর ঢিলেঢালা পোশাক পরাই শুধু যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) নয়; বরং যুহদ হলো লম্বা আশা-আকাঙ্ক্ষা না রাখা।"

অধিক আশাতে আমল নষ্ট

৪২৯. ফইয বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি লম্বা আশা রাখে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়।'"[৩০৮]

৪৩০. মুহাম্মাদ ইবনু গালিব আত তামতাম বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহাম সুফিয়ান সাওরির কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেন : "যে ব্যক্তি নিজ উপার্জিত সম্পদের পরিচয় জানতে পারে, তার জন্য তা ব্যয় করাটা সহজ হয়ে যায়। যার দৃষ্টি প্রসারিত হয়, তার আফসোস ও অনুশোচনা দীর্ঘ হয়। যার আশা-আকাঙ্ক্ষা বেশি হয়, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। যার জিহবা অসংযত হয়, সে

---

[৩০৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/২৪; এর সনদ সহীহ।

[৩০৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ২৬৯।

নিজেকে হত্যা করে ফেলে।"[৩০৯]

৪৩১. মুহাম্মাদ ইবনু হাসান থেকে বর্ণিত, আবূ হামযা সুফি বলেছেন : "কুদৃষ্টি বিপদাপদের দূত এবং মৃত্যু আনয়ণকারী তির।"

৪৩২. মুহাম্মাদ ইবনু মানসূর আত তুসি বলেন, "আমি মারুফ কারখিকে বলতে শুনেছি : 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে এমন আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে আশ্রয় চাই, যা আমার আমলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'"

৪৩৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া মাযিনী বলেন, "ওহাইব ইবনু ওরদ আমাকে বলেছেন: 'দুনিয়া যার আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাপাচার যার আমল, যার শক্তি অনেক কিন্তু বিচক্ষণতা নিতান্ত কম, তার দুর্ভোগ! দুনিয়ার বিষয়ে যে সবকিছুই জানে, কিন্তু পরকালের বিষয়ে থাকে গণ্ডমূর্খ।'"

আশা ও সম্পদের অসারতা

৪৩৪. ইয়াযিদ ইবনু মুয়াবিয়া বলেন, "আবূদ দারদা ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম। তিনি বলেছেন, 'তোমরা তো বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা করছ, অর্থ-সম্পদ জামা করছ। জেনে রাখো, এসব আশাও পূরণ হবে না, আর এসব সম্পদও ভোগ করে যেতে পারবে না।[৩১০]

৪৩৫. সিরাওয়ানি বলেন, "আমি শিবলিকে বলতে শুনেছি : 'তোমার চিন্তা যেন তোমার সাথে থাকে, আগেও না যায়, পেছনেও না যায়।'"[৩১১]

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের উপমা

৪৩৬. আবদুল্লাহ খুরাসানি বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি: 'গতকাল হলো (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত, আজকের দিনটা হলো আমল আর ভবিষ্যত হলো আশা-আকাঙ্ক্ষা।'"

৪৩৭. আসমায়ি বলেন, "আমি এক বেদুঈনকে বলতে শুনেছি : 'তোমার গতকাল তো গত হয়ে গেছে। আর সম্ভবত আগামীকালটা অন্যের হয়ে যাবে।'"

---

[৩০৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ৩৬।
[৩১০] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/ ৩০৫।
[৩১১] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ২৪৩।

৪৩৮. সালামা ইবনু নাজিয়া থেকে বর্ণিত, হাসান বলেছেন : "দুনিয়া হলো তিন দিনের নাম। একটা হচ্ছে, গতকাল, যা তার মধ্যে থাকা সবকিছু নিয়ে গত হয়ে গেছে। আর সম্ভবত আগামীকালটা তুমি না-ও পেতে পারো। শুধু আজকের দিনটাই তোমার জন্য। অতএব এতেই আমল করে নাও।"

৪৩৯. আহমাদ ইবনু হাসনাবিহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মুনাযিলকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়েই পড়ে থাকে, তার বর্তমান অনর্থক কেটে যায়।'"

৪৪০. আবদুল্লাহ ইবনু শামিত ইবনু আযলান বলেন, "বাবাকে বলতে শুনেছি, 'মুমিন তার নফসকে উদ্দেশ্য করে বলে, দুনিয়া তো মাত্র তিনটি দিনের নাম। এরমধ্যে গতকাল তো তার মধ্যে থাকা সকল বিষয় নিয়ে চলে গেছে আর আগামীকাল তো কেবল স্বপ্ন। সে পর্যন্ত না-ও হায়াত পেতে পারো। যদি আগামীকালের বাসিন্দা হয়ে থাকো, তাহলে জেনে রাখ, আগামীকাল তার রিযক নিয়েই আসবে। আগামীকালের পূর্বে রয়েছে পূর্ণ একটি দিন এবং একটি রাত। অনেকের প্রাণনাশ হয়ে যাবে এর মধ্যেই। সম্ভবত তোমারও। প্রতিদিনের জন্য সেদিনের চিন্তাই যথেষ্ট।"

৪৪১. মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কাত্তানি বলেন, "আবূ সাঈদ আল খাররাযকে বলতে শুনেছি : 'অতীত নিয়ে ব্যস্ততা সময় নষ্ট করারই নামান্তর।'"[৩১২]

সময়ের সদ্ব্যবহার

৪৪২. আবূ আবদির রহমান বলেন, "আমি আবূল কাসিম নসর আবাযিকে বলতে শুনেছি : 'সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান বিচক্ষণতার নিদর্শন।'"

৪৪৩. আবূ যাইদ মারওয়াযি বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু শাইবান যাহিদকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি সময়ের যত্ন করে এবং আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজে তা নষ্ট করে না, আল্লাহ তাআলা তার দ্বীন দুনিয়া উভয়টি হিফাযত করেন।'"

৪৪৪. আলি ইবনু আবদির রহমান বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযিকে বলতে শুনেছি : 'তোমার যন্ত্রপাতি মেরামত করে নাও। পাথেয় প্রস্তুত করো। তোমার মহান প্রতিপালকের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।'"

---

[৩১২] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৩/ ২০৫।

দুনিয়ার সবকিছু ক্ষয়িষ্ণু

৪৪৫. আবদুল্লাহ আল খুরাসানি বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'লজ্জায় পড়ার আগেই চিন্তাভাবনা করো এবং আমল করে নাও। দুনিয়া দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা এর সুস্থ মানুষেরাও অসুস্থ হয়ে পড়ে, নতুন বিষয়গুলো পুরাতন হয়ে যায়, নিয়ামাত নিঃশেষ হয়ে যায়, যুবকেরা বৃদ্ধ হয়ে যায়।'"

৪৪৬. যাকারিয়া ইবনু দাল্লাওয়াইহ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুনিয়া পরিত্যাগ করে, দুনিয়া বাধ্য হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে দেয়। আর যার জীবদ্দশাতেই নিয়ামাত তাকে না ছাড়ে, মৃত্যুর পর অবশ্যই সে নিয়ামাত তাকে বিদায় জানায়।'"

প্রতি মুহূর্তে আয়ু কমে আসে

৪৪৭. ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ এর খাদিম ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহাম তখন ছিলেন রামাল্লায়। সেসময় আমর ইবনু মিনহাল চিঠি লিখে তাকে বলেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন, যা আমি স্মরণ রাখতে পারব।' ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ উত্তরে লিখেন,

'পার্থিব দুঃখ-কষ্টের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। মৃত্যু মানুষের অতি নিকটবর্তী। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের জীবনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বার্ধক্য ধীরে ধীরে বাসা করে নিচ্ছে দেহের গভীরে। তাই বিদায় ঘন্টা বেজে উঠার আগেই দ্রুত আমল করুন। স্থায়ী বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে ভালোভাবে আমল করে নিন।'"[৩১৩]

ঈর্ষণীয় ব্যক্তি

৪৪৮. ইসমাইল ইবনু হুসাইন কাযবিনি বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযিকে বলতে শুনেছি : দুনিয়া যাকে পরিত্যাগ করার পূর্বে যে নিজেই দুনিয়াকে ত্যাগ করে, কবরে প্রবেশের পূর্বেই যে কবর নির্মাণ করে, প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্বে যে নিজেই প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে নেয়, সে ঈর্ষার যোগ্য।'"

---

[৩১৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/ ১৭।

নিজের অযত্ন করে আমলের যত্ন করা

৪৪৯. আইয়ুব আল আওয়ার থেকে বর্ণিত আছে, নিজের প্রতি অবহেলা করায় আতা আস সুলামিকে তিরস্কার করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, "তাহলে কি আমলের প্রতি অবহেলা করতে বলছ? অথচ মৃত্যু আমার ঘাড়ের ওপর শ্বাস নিচ্ছে। কবর হচ্ছে আমার বাড়ি। জাহান্নাম আমার সামনে। অথচ আমি জানি না আমার রব আমার সাথে কী করবেন।"

৪৫০. আবূ বকর আল বাযালি বলেন, "আমি আবূ মুহাম্মাদ আল জারিরিকে বলতে শুনেছি : 'জুনাইদ বাগদাদীর মৃত্যুর সময় আমি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেটা ছিল জুমুআর দিন। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তাকে বলি, হে আবূল কাসিম! নিজেকে একটু শান্তি দিন। তিনি তখন বলেন, আবূ মুহাম্মাদ! আমার আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন সময়ে আমার চেয়ে বেশি প্রয়োজনগ্রস্ত আর কে হতে পারে?'"[৩১৪]

সবার-ই বোধোদয় হবে, আগে বা পরে

৪৫১. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনু মূসা আস সাফফার থেকে বর্ণিত, ইবনুল ফারজি বলেছেন, "সুযোগ থাকতে যে ব্যক্তি সুযোগকে কাজে লাগায় না, এমন এক সময় তার বোধোদয় ঘটে, যখন কেবল অনুশোচনা ছাড়া গতি থাকে না।"

৪৫২. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমরা যখন সিররি সাকতির কাছে বসে থাকতাম, তিনি আমাদের বলতেন, 'যুবকেরা! আমি তোমাদের জন্য শিক্ষা। আমল তো করবে যৌবনে।'"[৩১৫]

৪৫৩. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আহমাদ ইবনু আসিম আল আন্তাকিকে বলতে শুনেছি : 'এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তাই যতটুকু হায়াত আছে, তার মধ্যেই সঠিকভাবে আমল করতে থাকো। আর বিগত জীবনে যা হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলাই তা ক্ষমা করে দেবেন।'"[৩১৬]

---

[৩১৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা আল কুবরা, ২/৩১।

[৩১৫] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২১৬।

[৩১৬] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১৩৯-১৪০।

স্বল্প আহারে আল্লাহর আয়াত

৪৫৪. দাউদ আত তায়ির দুধ মা বলেন, 'দাউদকে একদিন জিজ্ঞেস করি, 'আবূ সুলাইমান! রুটি খাবা?' সে উত্তরে এক আশ্চর্য তথ্য দেয়। বলে, 'মা! কেবল রুটি চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে গিলে ফেলার মধ্যেই আল্লাহ তাআলার পঞ্চাশটি নিদর্শন রয়েছে।'"[৩১৭]

কবর ভর্তি করার উপাদান

৪৫৫. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'কবরকে গোডাউন বানিয়ে ফেলো। যত পারো আমল দিয়ে ভরপুর করে তোলো তা। তাহলে কবরে প্রবেশ করা মাত্রই জমানো এই সম্পদ দেখে আনন্দিত হয়ে উঠবে।'"[৩১৮]

দুনিয়ায় অপরিচিতি ও আখিরাতে খ্যাতি লাভের উপায়

৪৫৬. ইবরাহীম আস সায়িহ থেকে বর্ণিত, "ইবরাহীম ইবনু আদহাম আমাকে বলেছেন : 'আবূ ইসহাক! লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাহলে কিয়ামাতের দিন হঠাৎ করেই আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।'"

সৎকর্মশীল হওয়ার ছয়টি ঘাঁটি

৪৫৭. আহমাদ ইবনু খিদ্বরাওয়াইহ থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন: "ছয়টি ঘাঁটি অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কখনো সালিহীনের স্তরে পৌঁছাতে পারে না। প্রথম : সুখ-শান্তির দরজা বন্ধ করে দেওয়া, কষ্টঘেরা জীবনযাপনের দরজা উন্মুক্ত করা। দ্বিতীয় : সম্মান প্রাপ্তির দরজা বন্ধ করে দেওয়া আর লাঞ্ছনার দরজা খুলে দেওয়া। তৃতীয় : শান্তির দরজা বন্ধ করে দেওয়া আর কষ্ট পরিশ্রমের দরজা খুলে দেওয়া। চতুর্থ : ঘুমের দরজা বন্ধ করে দেওয়া আর রাত্রি জাগরণের দরজা খুলে দেওয়া। পঞ্চম : ধনাঢ্যতার দরজা বন্ধ করে দেওয়া আর দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেওয়া। ষষ্ঠ : আশা-আকাঙ্ক্ষার দরজা বন্ধ করে দেওয়া আর মৃত্যুর প্রস্তুতির দরজা খুলে দেওয়া।"[৩১৯]

---

[৩১৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৫০।

[৩১৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২৬।

[৩১৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ৩৭-৩৮।

মৃত্যুকে ভালো না বাসা একটি ত্রুটি

৪৫৮. সালামা ইবনু কুহাইল থেকে বর্ণিত আছে, খাইসামা ﵀ মুহারিবের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, "মৃত্যুকে কতটুকু ভালবাসেন?" তিনি বলেন, "বাসি না তো।" তিনি বলেন, "তাহলে তো এটা আপনার বড় একটি ত্রুটি।"[৩২০]

মুমিন ও গর্ভস্থ সন্তানের সাদৃশ্য

৪৫৯. আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ ইবনু মাযিদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, "আমি আওযায়িকে বলতে শুনেছি : 'মুমিনের দৃষ্টান্ত গর্ভস্থ সন্তানের মতো। গর্ভ থেকে সে বের হতে চায় না। বের হয়ে গেলে আর তাতে প্রবেশ করতে চায় না। তেমনিভাবে মুমিন যখন দুনিয়া থেকে বের হয়ে যায় এবং তার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রস্তুতকৃত প্রতিদান প্রত্যক্ষ করে, তখন সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায় না।'"[৩২১]

বৃদ্ধদের দেখিয়ে যুবকদের শিক্ষা

৪৬০. আহমাদ ইবনু আবী সুলাইম থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বাসরি ﵀ একদিন তাঁর সঙ্গীদের বলেন : "মুরব্বিগণ! ফসল যখন পেকে যায়, তখন চাষী কীসের অপেক্ষা করে?" তারা উত্তরে বলেন, "সেগুলো কেটে ফেলার। (অর্থাৎ, এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেন, আপনাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে)" এরপর তিনি বলেন, "যুবকেরা! জেনে রাখো, পাকার আগেও ফসলে কঠিন সমস্যা দেখা দিতে পারে।"

আখিরাত দূরে মনে হলেও কাছে

৪৬১. মালিক ইবনু আনাস ﵀ থেকে বর্ণিত, লুকমান ﵀ একবার তাঁর ছেলেকে বলেন, "বাবা! মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তারা ভাবে ওটা বুঝি বহু দূরে। অথচ তারা অতিদ্রুত আখিরাতের দিকে যাচ্ছে। জেনে রাখো, দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যই তুমি দুনিয়াকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ এবং আখিরাতের অভিমুখী হয়েছ। যেই ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছ, সেটাই বরং

---

[৩২০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/১১৫।

[৩২১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৩০।

দূরে। আর যে ঘরের অভিমুখে হাঁটছ, সেটা কাছে।"[৩২২]

৪৬২. মালিক ইবনু দিনার থেকে বর্ণিত, লুকমান ﷺ একবার তাঁর ছেলেকে বলেন: "বাছা! মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেটাকে যে কেন তারা দূরের বিষয় মনে করে! অথচ তারা অতি দ্রুত আখিরাতের পানে ধাবিত হচ্ছে।"[৩২৩]

মৃত্যুকাল পিছিয়ে দেওয়ার অলীক আশা

৪৬৩. যাহহাক বলেন, "আমি বিলাল ইবনু সাদকে বলতে শুনেছি : 'হে রহমানের বান্দারা! আমাদের একজনকে বলা হবে, তুমি কি মৃত্যুকে ভালোবাসো? সে বলবে, না। তাকে বলা হবে, কেন? সে বলবে, আগে আমল করে নিই। তাকে বলা হবে, তাহলে আমল করো। সে বলবে, আচ্ছা, এক সময় আমল শুরু করব। এটাই আমাদের চিত্র। আমরা মৃত্যুকেও ভালোবাসি না, আবার আমলও করতে চাই না। আমরা চাই, যেন আল্লাহর ফায়সালা পিছিয়ে দেওয়া হয়। অথচ পার্থিব স্বার্থ পিছিয়ে দেওয়াটাকে আমরা পছন্দ করি না।'"[৩২৪]

সম্পদের ঘাটতি নিয়ে দুঃখ করার অসারতা

৪৬৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস সাকাফি থেকে বর্ণিত, এক হাকিম বলেছেন, "অর্থ-সম্পদের ঘাটতি নিয়ে দুঃখ করা মানুষকে দেখে আশ্চর্য হই! অথচ তার জীবন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো দুঃখবোধ নেই। দুনিয়া তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাচ্ছে, আখিরাতের পানে সে ধেয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীকে নিয়েই পড়ে আছে সে। কিন্তু আসন্ন বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে আছে।"

জীবিত মানুষও মূলত মৃতদেহ-ই

৪৬৫. মুহাম্মাদ ইবনু সিনান আল বাহিলি বলেন, "রবি ইবনু বাযযাকে বলতে শুনেছি : 'হে বনী আদম, তুমি তো নোংরা মৃতদেহ! জীবন সঞ্চার করে তোমাকে পবিত্র করে তোলা হয়েছে। যদি এই জীবন নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে আবারও পচা লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। সুগন্ধময় হওয়া সত্ত্বেও তখন তুমি নোংরা। আগে যারা কাছে ঘেঁষতে চাইত, তারা দূরে সরে যাবে। তাহলে

[৩২২] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, এর সমার্থক বিষয় রয়েছে, ৩৭৪।
[৩২৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৩২০।
[৩২৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৯৬।

হে বনী আদম! বলো, তোমার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে? তোমাকে দেখে আশ্চর্য হতে হয়! এটাই তোমার পরিণাম। একসময় তোমাকে মাটিতে শুয়ে থাকতে হবে। তা জানা সত্ত্বেও দুনিয়া কীভাবে তোমার চোখের প্রশান্তি হতে পারে?'"

মৃত ব্যক্তি জীবিতদের যা বলতে চায়

৪৬৬. হাযযান বলেন, "উম্মুদ দারদা আমাকে বলেছেন : 'হাযযান, খাটিয়ায় রাখার পর মৃত ব্যক্তি কী বলে, শুনবে?' আমি বলি, 'জ্বি, অবশ্যই।' তিনি বলেন, 'সে তখন চিৎকার করতে থাকে, হে আমার পরিবার-পরিজনেরা! হে আমার প্রতিবেশীরা! হে খাটিয়া বহনকারীরা! দুনিয়া যেভাবে আমাকে প্রতারিত করেছে, তোমাদেরও যেন সেভাবে প্রতারিত না করে। সে যেভাবে আমাকে নিয়ে খেলা করেছে, তোমাদের নিয়েও যেন সেভাবে না খেলে। আমার পরিবার-পরিজনের কেউই আমার কোনো বোঝা বহন করছে না। যদি প্রতাপশালী আল্লাহর কাছে তারা আমার পক্ষে দাঁড়াতে চাইত, তাহলে অবশ্যই এখনই তারা দাঁড়াত।'

উম্মুদ দারদা এরপর বলেন, 'দুনিয়া হারুত-মারুতের চেয়ে মানুষের অন্তরে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়া তার গালে চড় মেরেছে।'"[৩২৫]

মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত না থাকা

৪৬৭. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ ইবনু জাবির থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ চিঠি লিখে আদি ইবনু আরতাতকে বলেন, "অসাবধান অবস্থায় যেন মৃত্যু আপনাকে পেয়ে না বসে। অন্যথায় আপনার বিচ্যুতি ক্ষমা করা হবে না। প্রত্যাবর্তনের আর কোনো সুযোগ পাবেন না। যার সাথে আপনি সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন না। কৃতকর্মের মাধ্যমেও আপনি প্রশংসিত হবেন না। ওয়াস সালাম।

---

[৩২৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১৬৫।

পায়ের গোছা মিলে যাওয়ার অর্থ

৪৬৮. আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

পায়ের গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে যাবে।[৩২৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বশির ইবনু মুহাজির বলেন, "আমি হাসানকে বলতে শুনেছি: 'এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, কাফনের সময় উভয় পায়ের গোছা মিলে যাওয়ার কথা।'"[৩২৭]

নফস সবচেয়ে বড় বিপদ

৪৬৯. ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেন, "হাসান বাসরি ﵀ কখনো ব্যথিত হয়ে উঠলে আমি তাঁকে বলতে শুনতাম :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব।'[৩২৮]

তখন তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ তাকে বলেন, 'আব্বাজান, কী হলো? 'ইন্নালিল্লাহ' বলছেন যে! ভয় লাগছে তো। কিছু দেখেতে পেয়েছেন নাকি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আব্বা! আমি আমার নফসের কারণে 'ইন্নালিল্লাহ' বলছি। এর মতো বড় কোনো মুসীবাতে আমি কখনো আক্রান্ত হইনি।'"[৩২৯]

শেষ পরিণাম দুটির যেকোনো একটি

৪৭০. হাযম থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি যখন মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন বলেন, "ভাইয়েরা! আমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, জানেন? আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই! আমাকে হয় জাহান্নামে

---

[৩২৬] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৯।
[৩২৭] তাফসীরে তাবারি, ২৯/১২২।
[৩২৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৬।
[৩২৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ২৮৫।

নিয়ে যাওয়া হবে নয়ত ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৩৩০]

জন্ম থেকেই মৃত্যুর পথচলা শুরু হয়

৪৭১. কাতাদা থেকে বর্ণিত, আবূদ দারদা ﷺ বলেছেন : "বনী আদম! তুমি নিজেই মাড়িয়ে মাটি নরম করো, কারণ একটু পরই এটা তোমার কবর হবে। হে বনী আদম! তুমি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি। একটি দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তোমার জীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। হে বনী আদম! তোমার মা তোমাকে যেদিন প্রসব করেছে, সেদিন থেকেই তুমি প্রতিনিয়ত তোমার জীবনকে নিঃশেষ করে ফেলছ।"[৩৩১]

দিন ও রাত পরকালের দুটি বাহন

৪৭২. গালিব আল কাত্তান থেকে বর্ণিত, হাসান বলেছেন : "বনী আদম! তুমি তো দুটি বাহনের উপর রয়েছ। রাত তোমাকে বহন করে দিনের কাছে নিয়ে যায়, আর দিন নিয়ে যায় রাতের কাছে। এভাবেই একসময় তারা তোমাকে পরকাল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তাহলে বলো, হে বনী আদম, তোমার চেয়ে অধিক বিপদগ্রস্ত আর কে আছে?"

৪৭৩. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি এবং আবূ ইউসুফ গাসুলি একবার শামের পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে আবূ ইউসুফকে সালাম দিয়ে বলে, 'আমাকে কিছু নসীহত করুন, যা আমি স্মরণ রাখতে পারব।' লোকটার কথা শুনে আবূ ইউসুফ কেঁদে ফেলেন। এরপর বলেন, 'ভাই! জেনে রাখো, দিবারাত্রির এই পালাবদল অতিদ্রুত তোমার শরীরের ধ্বংস ডেকে আনছে। তোমার জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে। বয়স ফুরিয়ে যাচ্ছে তোমার। তাই হে আমার ভাই, নিজের শেষ ঠিকানা জানতে না পারা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না। তোমার অবাধ্যতা ও উদাসীনতার কারণে তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি রাগান্বিত, না কি নিজ অনুগ্রহ এবং রহমতের কারণে তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট? হে দুর্বল বনী আদম! তুমি তো গতকালের বীর্য আর আগামীকালের লাশ। যদি এ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রকৃত বিষয় জানতে পারবে। তখন ঠিকই

---

[৩৩০] ইবনু আবিদ দুনিয়া, মুহাসাবাতুন নফস, ৮১।

[৩৩১] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, ২৯২।

আফসোস করবে। কিন্তু সেই আফসোস কোনো কাজে আসবে না।'

আবূ ইউসুফ এরপর কাঁদতে লাগলেন। সেই লোকটাও কাঁদতে লাগল। তাদের উভয়ের কান্না দেখে আমিও কাঁদতে থাকি। একসময় তারা উভয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

আখিরাতের পাথেয়

মানুষ সব দিক থেকে বন্দি

৪৭৪. আবদুল মালিক ইবনু হুমাইদ ইবনু আবী গানিয়্যা থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম আওযায়ি তাঁর এক ভাইকে চিঠি লিখে বলেন : "তুমি চতুর্দিক দিয়েই বেষ্টিত হয়ে পড়েছ। জেনে রাখো, প্রতিনিয়ত তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই আল্লাহ তাআলাকে, তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে ভয় করো। ওয়াস সালাম।"

পার্থিব জীবনকে সময়মতো কাজে লাগানো

৪৭৫. আবূ সালিহ আল বাসরি বলেন, "আমি সাহাল ইবনু আবদিল্লাহকে বলতে শুনেছি : 'সকল মানুষই ঘুমিয়ে আছে। যখন তারা জাগ্রত হবে, তখন আফসোস করতে থাকবে। কিন্তু সে আফসোস কোনো কাজে আসবে না তাদের।'"[৩৩২]

৪৭৬. আবূ আবদির রহমান বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু সাবিতকে একদিন বলি: 'আপনি বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। যদি আমাকে কিছু ওসীয়ত করে যেতেন।' তিনি বলেন, 'যে কাজের কারণে তোমাকে একদিন আফসোস করতে হবে, তা পরিত্যাগ করো।'"

---

[৩৩২] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২০৭।

৪৭৭. আবূ বকর ইবনু মুহাম্মাদ মেলামেশা করতেন আবূ বকর সুফি বিশরের সাথে। তিনি বলেন, "আমি আবূ মুয়াবিয়া আল আসওয়াদকে তরসুসের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সবচেয়ে অর্থশালী, কিয়ামাতের দিন তার দুঃখ-বেদনা অনেক বেশি হবে। যে ব্যক্তি আগামী দিনের ভয় রাখে, বর্তমান নিয়ে সে সতর্ক থাকে। আবূ মুয়াবিয়া, যদি নিজের জন্য অনেক বেশি পরিমাণ পূণ্যের আশা রাখো, তাহলে রাতে ঘুমিয়ো না। দিনে বিশ্রাম নিয়ো না। উত্তম আমল করে যাও। অধিক ব্যস্ততা ছেড়ে দাও। যে বিষয়ের আশঙ্কা করো, তা নেমে আসার আগেই দ্রুত প্রস্তুতি নাও।'

এরপর তিনি কাঁদতে থাকেন।"[৩৩৩]

আমলের সময়-সামর্থ্য সীমিত

৪৭৮. আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ বলেন, "আমার এক সাথি আমাকে সংবাদ দিয়েছে, মিম্বারে রওহ ইবনু মুদরিককে খুতবা প্রদান করতে শুনেছে সে। তিনি বলছিলেন : 'এক সময় তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, দুর্বল হয়ে যাবে, বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে ও মৃত্যুবরণ করবে। লোকজন তোমাকে ভুলে যাবে। তোমাকে কবর দেওয়া হবে। মাটির সাথে মিশে যাবে। একসময় তোমাকে কবর থেকে উঠানো হবে। নতুন জীবন লাভ করবে। তোমাকে উপস্থিত করা হবে, ডাকা হবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তখন তোমাকে তোমার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। এখনো সময় আছে রে ভাই, এখনো সময় আছে। তুমি এখনো নিরাপদ আছ।'"

৪৭৯. আলি ইবনু হামশাজ বলেন, "আমি আকিল ইবনু আমর-কে এক খুতবায় বলতে শুনেছি : 'আমার ভাই, অবশ্যই একদিন তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আফসোস! তখন তোমার প্রত্যাবর্তনস্থল যেন কোথায় হয়!'"

গাফলতির স্তর থেকে উত্তরণের উপায়

৪৮০. আবূ আলি আল আনমাতি থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদ আস সামিনকে বলতে শুনেছেন : "কুফার এক বিরান এলাকায় গাইলান মাজনুনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মানুষ কখন উদাসীনতার স্তর থেকে ফিরে আসে?' তিনি বলেছিলেন, 'তাকে যা করার আদেশ দেওয়া

[৩৩৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৭২।

হয়েছে, যখন সে তা বাস্তবায়ন করে এবং যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, যখন তা থেকে বিরত থাকে। এবং নিজের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে বুদ্ধিমান হয়ে থাকে।' এরপর জিজ্ঞেস করি, 'মানুষ সেই স্তরে পৌঁছায় কখন?' তিনি বলেন, 'যখন সে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। চরিত্রকে পবিত্র রাখে। বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকে।' আমি বলি, 'আপনার থেকে কিছু উপদেশ গ্রহণ করতে চাই, যা আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।' তিনি বলেন, 'সব সময় আল্লাহর প্রতি ভয় রেখো। দুনিয়ার ব্যাপারে তটস্থ থেকো। মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থেকো। আখিরাতের প্রতি আগ্রহী থেকো।'"

একটি দিনের আরামও অনিশ্চিত

৪৮১. আবদুল মুনয়িম ইবনু ইদরীস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনি দুনিয়ার প্রতি বিরাগী হলেন কীভাবে?" তিনি উত্তরে বলেন, "দুটি বাক্যের মাধ্যমে। তাওরাতে পেয়েছি এই বাক্য দুটি। তা হলো, 'হে ওই ব্যক্তি, যে পূর্ণ একদিন আনন্দ করতে পারে না এবং একদিনের জন্যও নিজের জানের ব্যাপারে নিরাপদ নও, তুমি সতর্ক থাকো, সতর্ক থাকো।'"

৪৮২. ইবনু আতা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : "মুমিন কখনো পূর্ণ একদিন আনন্দ করতে পারে না।"

৪৮৩. শাফি ﷺ বলেন, "হিশাম ইবনু আবদিল মালিক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে বলেন, 'আমি পুরো একটা দিন সম্পূর্ণ নির্জনে কাটাতে চাই। সে দিনটিতে যেন আমার কাছে কোনো দুশ্চিন্তার খবর না আসে।' কিন্তু দ্বিপ্রহর না যেতেই সীমান্ত থেকে তার কাছে রক্তভেজা এক পালক আসে। তখন তিনি বলে উঠেন, 'আমি আর একদিনও শান্তিতে থাকতে চাই না।'"

কবর-জীবনের নৈকট্য

৪৮৪. মুফাজ্জল ইবনু গাসসান আল গলাবি বলেন, "কুফার এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন : দাউদ ইবনু নুসাইর আত তায়ির ইবাদাত-মগ্নতার সূচনা ঘটেছিল এক ঘটনার মাধ্যমে। একবার এক মেয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। মেয়েটির বাবা মারা গিয়েছিল। সে কেঁদে কেঁদে বলছিল, 'আফসোস! ও আব্বাজান, বলো, তোমার কোন গাল সর্বপ্রথম জীর্ণ হয়েছে?' তার উত্তরে

বলা হয়, 'ডান গাল। কারণ, ডান গালই মাটির সাথে থাকে।'"

৪৮৫. মুনাযিল ইবনু সাঈদ বলেন, "আমি এক জানাযায় গিয়েছিলাম, যেখানে দাঊদ আত তায়িও অংশগ্রহণ করেন। আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। আমাকে দেখতে পাননি তিনি। এ সময় তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনি :

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ, যা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকবে।' [৩৩৪]

তারপর তিনি নিজেকে লক্ষ করে বলেন, 'দাঊদ! যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি ভয় রাখে, দূরবর্তী বিষয় তার কাছে নিকটবর্তী মনে হয়। যার স্বপ্ন অনেক দীর্ঘ, তার আমল কমে যায়। জেনে রাখো, যা সামনে আসবে তার সবগুলোই নিকটবর্তী। জেনে রাখো, দাঊদ! যেসব বিষয় তোমার প্রতিপালক থেকে তোমাকে উদাসীন করে দেবে, তার সবগুলোই কুলক্ষণে। হে দাঊদ! জেনে রাখো, দুনিয়ার সব মানুষই কবরের বাসিন্দা। কবরের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা নিজেদের ছেড়ে আসা পার্থিব বিষয়ের কারণে আফসোস করে, তারাই পরকালের জন্য পাঠানো আমলের কারণে আনন্দিত হয়। কিন্তু কবরের বাসিন্দারা যে কারণে আফসোস করে, দুনিয়াবাসীরা তা পাওয়ার জন্যই পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত। তা অর্জনে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে তারা। সে জন্যই বিচারের কাঠগড়ায় তারা একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।' তিনি এসব বলে যাচ্ছিলেন। এরইমধ্যে হঠাৎ করে আমার ওপর তাঁর নজর পড়ে যায়। আমাকে দেখেই তিনি বলেন, 'যদি জানতাম তুমি পেছনে রয়েছ, তাহলে আমি এর একটা অক্ষরও উচ্চারণ করতাম না।'"

বিষয়টা বিভিন্ন সূত্রে দাঊদ আত তায়ি থেকে সাদাকা ইবনু আবী মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন।[৩৩৫]

পরবর্তী ওয়াক্ত পর্যন্ত বাঁচার অনিশ্চয়তা

৪৮৬. মুহাম্মাদ ইবনু আবী তাওবা বলেন, "মারুফ একবার লোকজনকে নিয়ে সালাতে দাঁড়ান। সকলেই দাঁড়ালে আমাকে সালাত পড়াতে বলেন তিনি। আমি তখন বলি, 'যদি আমি এই ওয়াক্তের সালাত পড়াই, তাহলে আপনাদের

[৩৩৪] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ১০০।

[৩৩৫] ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ৩/১৩৪-১৩৫।

আর কোনো ওয়াক্তের সালাত পড়াব না।' মারুফ তখন এক আশ্চর্য কথা বলেন, 'আপনি আরেক ওয়াক্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করে বসে আছেন! দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কারণ এটা উত্তম আমলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।'"

৪৮৭. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إعْمَلِ اللهَ رَأيَ العَيْنِ كَأنَّكَ تَرَاه، فَإنَّكَ إنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَانَّه يَرَاكَ، وَأسْبِغْ طَهُورَكَ إذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ ، اذْكُرْ المَوتَ فِي صَلاَتِكَ فإنَّ الرَّجُلَ إذا ذَكَرَ المَوْتَ فِي صَلاتِهِ لَحَرِيٌّ أنْ تُحَسَّنَ صلاتهُ وصَلِّ صَلاةَ رَجُلٍ لا يَظنُّ أنهُ يُصلي صَلاةً غَيْرَها وإيَّاكَ وكُلَّ ما يُعتَذَرُ منهُ

"এমনভাবে আল্লাহর জন্য আমল করো, যেন চাক্ষুষভাবেই তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পারো, তাহলে জেনে রাখো, তিনি তোমাকে দেখছেন। মাসজিদে প্রবেশ করার সময় উত্তমরূপে ওযু করে নাও। সালাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ, তা উত্তমরূপে সালাত আদায়ের সহায়ক। এমনভাবে সালাত আদায় করো, যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। এমন সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকবে, যে কারণে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয়।'"[৩৩৬]

৪৮৮. ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে নবি ﷺ-কে বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সংক্ষেপে আমাকে কিছু নসীহত দিন।" নবি ﷺ তখন বলেন :

صلِّ صلاةَ مودعٍ كانك تراه فإنك إن كنتَ لا تراه فإنه يراك وأيْسْ مما في أيدي الناسِ تكُنْ غنيًّا وإياك وما يُعتذَرُ منه

"এমনভাবে সালাত আদায় করো, যেন এটাই তোমার শেষ সালাত। এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে না-ও দেখো, তাহলে (জেনে রাখো) তিনি তো তোমাকে দেখছেনই। অন্যের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা রাখবে না। তাহলে ধনী হয়ে যাবে। এমন সকল কাজ থেকে

[৩৩৬] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১৫/ ৮৮৪, ৮৮৫; এই হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের।

বেঁচে থাকবে, যে কারণে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয়।"[৩৩৭]

মৃত্যুর স্মরণে জ্ঞান হারানো

৪৮৯. ফুযাইল ইবনু ইয়ায থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀ একদিন বলেন, "মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নাও।" এ কথা বলেই এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সারা রাত তিনি অজ্ঞান হয়েই পড়েছিলেন।[৩৩৮]

মৃত্যুর পর আফসোস

৪৯০. মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম আল আসাম বলেন, "শাকিককে বলতে শুনেছি : 'মৃত্যু চলে আসলে যেন ফিরে যাওয়ার আবেদন না করতে হয়, সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'[৩৩৯]

শয়তানের ওয়াসওয়াসার জবাব

৪৯১. আবূ আলি সাঈদ ইবনু আহমাদ বলখি আরও বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম আল আসামকে বলতে শুনেছি : 'শয়তান প্রতিদিন এসে আমাকে বলে, কোথায় খাবে? কী পরবে? কোথায় থাকবে? আমি তার উত্তরে বলি, আমি মৃত্যুকে খাব, কাফন পরিধান করব এবং কবরে থাকব।'"[৩৪০]

দুনিয়া ও জান্নাত উভয়টি অর্জন

৪৯২. তিনি আরও বলেন, "হাতিম বলেছেন, 'মাওলার খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখো। তাহলে দুনিয়া বাধ্য হয়ে তোমার কাছে আসবে, আর জান্নাত তোমার দ্বারে আসবে আগ্রহী হয়ে।'"[৩৪১]

---

[৩৩৭] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৩/২২; ইমাম সুয়ুতি একে হাসান আখ্যায়িত করেছেন।
[৩৩৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৬৮।
[৩৩৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৬২।
[৩৪০] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ৯৬।
[৩৪১] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৯৭।

দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস থেকে আখিরাতের স্মরণ

৪৯৩. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "রাবিয়াকে বলতে শুনেছি : 'তুষারপাত হতে দেখলেই কিয়ামাতের দিন আমলনামা উড়ে যাওয়ার বিষয়টি মনে পড়ে যায়। পঙ্গপালের ঝাঁক নজরে পড়লে হাশরের ময়দানের কথা মনে হয়ে যায়। আযানের ধ্বনি কানে এলেই কিয়ামাত দিবসের ঘোষকের কথা মাথায় আসে। তখন নিজেকে বলি, দুনিয়াতে আমৃত্যু সেই পাখির মতোই থেকো, যে ক্ষনিকের জন্য একটা ডালে এসে বসেছে মাত্র।'"

৪৯৪. আবূল হাসান ইসমাইল ইবনু মাসউদ বলেন, "হাসান ইবনু সালিহ ইবনু হাই একদিন আমার ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পান, পঙ্গপাল উড়ছে। তা দেখে তিনি বলেন,

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ

'তারা কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো।'[৩৪২]

এ বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।"

৪৯৫. সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, আইয়ুব বলেছেন, "কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুর সংবাদ পেলে মনে হয় যেন, আমার কোনো একটা অঙ্গ পড়ে গেল।"[৩৪৩]

মনের বিরোধিতার গুরুত্ব

৪৯৬. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে বর্ণিত, রবি ইবনু আবী রাশিদ বলেছেন : "যদি আমার অন্তর থেকে মৃত্যুর কথা বের হয়ে যায়, তাহলে অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি আমি। যদি আমার মনের বিরোধিতা না করতাম, তাহলে আমৃত্যু আমাকে কাপুরুষতার মধ্যেই থাকতে হত।"[৩৪৪]

মৃত্যুতেই সব শেষ নয়

৪৯৭. ইমাম আওযায়ি বলেন, "আমি বিলাল ইবনু সাদকে বলতে শুনেছি: 'লোকসকল! নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য নয়, বরং স্থায়ীভাবে রাখার জন্যই

---

[৩৪২] সূরা কমার, ৫৪ : ৭।

[৩৪৩] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৫৬২।

[৩৪৪] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, ৮৮।

তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা কেবল এক ঠিকানা ছেড়ে অন্য ঠিকানায় প্রস্থান করে থাকো। ঔরস থেকে গর্ভে, গর্ভ থেকে দুনিয়ায়, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরে এবং হাশর থেকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে।'"[৩৪৫]

৪৯৮. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "বহুবার আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'আমাদের আসল বাড়ি তো সামনে। আমাদের জীবন তো শুরু হবে মৃত্যুর পর। আমরা হয়তো তখন জান্নাতে যাব কিংবা জাহান্নামে।'"[৩৪৬]

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির স্বরূপ

৪৯৯. তিনি আরও বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন : 'ইবনু বাশশার! সবসময় মনে করবে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তার সহযোগীরা তোমার আত্মা কবজ করার জন্য উপস্থিত হয়ে আছে। এজন্য তোমাকে কী অবস্থায় থাকতে হবে, সেটা ভেবে নাও। অন্তরে সব সময় উপস্থিত রেখো কবরের বিভীষিকাময় দৃশ্য এবং মুনকার-নাকিরের সাওয়াল-জওয়াবের বিষয়গুলো। এজন্য তোমার প্রস্তুতি কেমন হওয়া দরকার, ভেবে দেখো। অন্তরে সবসময় প্রস্তুত রাখো কিয়ামাতের বিভীষিকাময় দৃশ্য, হিসাব-নিকাশ এবং সে জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার ভয়ানক বিষয়গুলো। এজন্য তোমার প্রস্তুতি কেমন হওয়া দরকার, সেটা ভেবে দেখো।' তিনি বলেন, এরপর ইবরাহীম ইবনু আদহাম চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।"[৩৪৭]

৫০০. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি: 'যারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল, তারাই কেবল মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে পারে। বহু আনুগত্যশীল ব্যক্তিই সে পেয়ালা পান করার আশা রাখে, কিন্তু সকলে তা পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যশীল হয়, তারা লাভ করে উত্তম প্রতিদান ও মর্যাদা। আর কিয়ামাতের আযাব থেকে তারা মুক্তি পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা ছিল অবাধ্য, তারা মহাপ্রলয় এবং কিয়ামাতের দিন আফসোস আর অনুশোচনাই করতে থাকে।'"[৩৪৮]

---

[৩৪৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৩৮৫।
[৩৪৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৩।
[৩৪৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৩।
[৩৪৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৩।

হালাল উপভোগকেও তিরস্কার

৫০১. তিনি বলেন, দাউদ আত তায়ি একদিন সুফিয়ানকে বলেন : "আপনি তো স্বচ্ছ ও ঠান্ডা পানি পান করেন, সুস্বাদু ও উত্তম খাবার খান, কোমল ছায়ার মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন। এসব করলে কীভাবে আপনার মধ্যে মৃত্যু এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভালোবাসা তৈরি হবে?" বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সুফিয়ান কাঁদতে থাকেন।

৫০২. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহাম একদিন আবূ যামরা সুফিকে হাসতে দেখে বলেন : 'যা হবে না, সেটার আশা রেখো না। আর যা হবে, সে ব্যাপারে নিরাশ হোয়ো না।' আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা ইসহাক! এটা দিয়ে কী বোঝালেন?' তিনি বলেন, 'বুঝলে না! আমি বলছিলাম, একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে, তা জানা সত্ত্বেও কীভাবে তুমি দুনিয়ায় থাকার আশা করতে পারো? কীভাবে হাসতে পারো? কারও জানা থাকে না, সে জান্নাতে যাবে না কি জাহান্নামে। আর যা হবে, সে ব্যাপারে নিরাশ হোয়ো না। তুমি তো জানো না যে, সকালে মরবে না বিকালে, দিনে না কি রাতে।' তারপর তিনি 'আহ আহ' শব্দ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।"[৩৪৯]

আখিরাতের সফরের পাথেয় আগেই পাঠানো

৫০৩. জাফর ইবনু মুহাম্মাদ আস সাদিক তার পিতার ব্যাপারে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে তাকে বলে, "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বলেন, "প্রস্তুতি সম্পন্ন করো। সফরের পাথেয় আগে পাঠিয়ে দাও। নিজের নফসের দেখাশোনাকারী হয়ে যাও।"

নসিহতের ধনভান্ডার

৫০৪. আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا

"এর নিচে ছিল তাদের ধনভাণ্ডার।"[৩৫০]

---

[৩৪৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৩।

[৩৫০] সূরা কাহফ, ১৮ : ৮২।

আবু হাযম থেকে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "সেই ধনভাণ্ডার হলো স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে লেখা ছিল:

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যে আনন্দে থাকে, তার প্রতি আশ্চর্য হতে হয়। জাহান্নামের পরিচয় জানা সত্ত্বেও যে হাসে, তার প্রতি আশ্চর্য হতে হয়। দুনিয়া এবং তার অধিবাসীদের অবস্থা জানা সত্ত্বেও যে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রশান্তচিত্তে থাকে, তার প্রতি আশ্চর্য হতে হয়।। তাকদীরে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও যে রিযক অন্বেষণে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলে, তার প্রতি আশ্চর্য হতে হয়। পরকালের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও যে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তার প্রতি আশ্চর্য হতে হয়। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল।'"[৩৫১]

৫০৫. আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا

"এর নিচে ছিল তাদের ধনভাণ্ডার।"[৩৫২]

নাযযাল ইবনু সাবরা থেকে বর্ণিত, আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "সেই ধনভাণ্ডার হলো একটি স্বর্ণের ফলক, যাতে লেখা ছিল :

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আশ্চর্য হতে হয় বনী আদমকে দেখে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে কীভাবে আনন্দে থাকতে পারে? জাহান্নামের পরিচয় জানা সত্ত্বেও যে হাসে, তাকে দেখে অবাক লাগে। দুনিয়া এবং তার অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও যে কীভাবে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত থাকে, তাকে দেখে অবাক লাগে। তাকদীরে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও যে রিযক অন্বেষণে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলে, তাকে দেখে অবাক লাগে। যে পরকাল ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে, তাকে দেখে অবাক লাগে। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল।'"[৩৫৩]

---

[৩৫১] ইবনু আদি, আল কামিল, ৬/২০৮৯।

[৩৫২] সূরা কাহফ, ১৮ : ৮২।

[৩৫৩] সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসুর, ৫/৪২১।

দুনিয়ার ধোঁকাবাজি ও কুরআনের সমাধান

৫০৬. জাবির ইবনু আওন আসাদি থেকে বর্ণিত, সুলায়মান ইবনু আবদিল মালিক সর্বপ্রথম যে ভাষণটি বলেছিলেন, তা হলো :

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। যা ইচ্ছা তা রহিত করেন। যা ইচ্ছা তা বাস্তবায়ন করেন। যা ইচ্ছা দান করেন। যা ইচ্ছা তা (বান্দার থেকে) আটকে দেন। দুনিয়া আসলেই ধোঁকার ঘর এবং মিথ্যা ঠিকানা। এর সৌন্দর্যগুলো ধ্বংসশীল। সে ক্রন্দনকারীকে হাসায়। হাস্যরতকে কাঁদায়। টেনশনমুক্ত মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়। ভীতকে টেনশনমুক্ত করে দেয়। সম্পদশালীকে গরিব বানিয়ে দেয়। গরিবকে সম্পদশালী করে তোলে। সে তার অধিবাসীদের নিয়ে হেলাখেলা করে। হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর কিতাবকে পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে গ্রহণ করো। একে নিজেদের বিচারক মেনে নাও। একেই তোমাদের পথপ্রদর্শনকারী বানাও। কারণ, এটা পূর্ববর্তী সকল কিছুকে রহিত করে দিয়েছে। কোনো কিতাবই একে রহিত করতে পারবে না। আল্লাহর বান্দারা, জেনে রাখো, এই কুরআন শয়তানের চক্রান্তকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। তার সকল দল এবং শ্রেণির বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছে। কুরআন তা এমনভাবে স্পষ্ট করে তুলেছে, যেভাবে রাতের পর প্রভাতের আগমনে সকাল আলোকিত হয়ে উঠে।'"

কান্না ও দুশ্চিন্তার গুরুত্ব

৫০৭. হিশাম ইবনু হাসান বলেন, "আমি হাসানকে বলতে শুনেছি : 'মৃত্যু যার প্রতিশ্রুত বিষয়, কবর যার ঠিকানা, হিসাব-নিকাশ যার উপস্থিতস্থল, অবশ্যই তার উচিত কান্না করা এবং তার দুশ্চিন্তা দীর্ঘায়িত হওয়া।'"

পার্থিব জীবনে যা কিছু যথেষ্ট

৫০৮. আবদুল্লাহ আবী মুহাম্মাদ খুরাসানি বলেন, "ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'ভালোবাসার পাত্র হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। বন্ধু হিসেবে কুরআনই যথেষ্ট। উপদেশ প্রদানকারী হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট। জ্ঞান হিসেবে আল্লাহ তাআলার ভয় এবং মূর্খতা হিসেবে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণার শিকার হওয়াটাই যথেষ্ট।'"[৩৫৪]

---

[৩৫৪] খাত্তাবি, আল আযলা, ২৪।

মৃত্যুর প্রথম ঘাঁটির ভয়াবহতা

৫০৯. আবূল মুনযির থেকে বর্ণিত, হাসান বাসরি ﵀ একবার এক মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেয়ার দৃশ্য দেখে বলেন, "আল্লাহর কসম! প্রথম ঘাঁটিই যখন এমন, তখন তো শেষ ঘাঁটির ব্যাপারে অবশ্যই ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া উচিত। আর যে বিষয়ের বিদায়ের অবস্থা এমন, তবে তো তার শুরু থেকেই বিমুখতা অবলম্বন করা উচিত।"[৩৫৫]

মৃত্যু জীবনের সর্বশেষ রোগ

৫১০. আওন ইবনু মামার থেকে বর্ণিত, হাসান বাসরি ﵀ একদিন উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀-এর উদ্দেশ্যে বলেন : "যার সর্বশেষ রোগ মৃত্যু, সে যেন এখনই মারা গেছে।" উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ তার চিঠির উত্তরে বলেন, "মনে হচ্ছে, যেন আপনি কখনো দুনিয়াতেই ছিলেন না। যেন সব সময় পরকালেই আছেন। ওয়াস-সালামু আলাইক।"[৩৫৬]

জান্নাত-জাহান্নামের তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই

৫১১. আবূল কাসিম থেকে বর্ণিত আছে, ইয়াযিদ আর রাক্কাশি একবার উমার ইবনু আবদিল আযীযের কাছে গেলে তিনি বলেন, "আমাকে কিছু নসীহত করুন।" তিনি তখন বলেন, "আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে।" উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ তখন বলেন, "আরও কিছু নসীহত করুন।" তিনি বলেন, "আদম ﷺ থেকে নিয়ে আপনার পর্যন্ত যত পূর্বপুরুষ গত হয়েছে, তাদের সকলেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন।" উমার ইবনু আবদিল আযীয তখন বলেন, "আরও কিছু নসীহত করুন।" তিনি তখন বলেন, জেনে রাখুন, "জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝে তৃতীয় কোনো স্থান নেই। আল্লাহর শপথ! সৎকর্মশীলরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপাচারীরা জাহান্নামে। আপনার সৎকাজ এবং অন্যায় কাজের ব্যাপারে আপনিই ভালো জানেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, "উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ এ কথা শুনে সিংহাসন থেকে পড়ে যান।"

---

[৩৫৫] আস সাবাত ইনদাল মামাত, ৯৪।

[৩৫৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ২৪৩।

৫১২. খাইর আন নাসসাজ বলেন, "আমি আবূ হামযাকে বলতে শুনেছি : 'রোম থেকে বের হওয়ার পর এক সন্ন্যাসীর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার কাছে কি গত হয়ে যাওয়া লোকদের কোনো সংবাদ আছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, তাদের একদল যাবে জান্নাতে আরেকদল জাহান্নামে।'"[৩৫৭]

অভাব ও সচ্ছলতার সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ

৫১৩. আসমা ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে, আনবাসা একবার উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀-এর কাছে গিয়ে বলেন, "আমিরুল মুমিনীন! আপনার আগের শাসকগণ আমাদের বিভিন্ন ভাতা দিতেন, কিন্তু আপনি তা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার তো পরিবার-পরিজন রয়েছে। ক্ষেত-খামার আছে। আমি আমার ক্ষেত-খামার এবং পরিবার-পরিজন দেখাশোনা করতে চাচ্ছিলাম।" উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ তখন বলেন, "যে ব্যক্তি এভাবে পরিশ্রম করে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন করে, সে-ই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।"

বর্ণনাকারী বলেন, "এরপর তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন, 'খালিদ! খালিদ! বেশি করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ, জীবিকার সংকটে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে তা তোমার জীবিকাকে প্রশস্ত করে দেবে। আর জীবন-জীবিকা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে তা অবশ্যই তোমার অবস্থা সংকুচিত করে ফেলবে।'"[৩৫৮]

দুনিয়া অপমানিত

৫১৪. মুবারক ইবনু ফাজালা থেকে বর্ণিত, হাসান বলেছেন : "মৃত্যু দুনিয়াকে অপমান করে ছেড়েছে। বুদ্ধিমানের জন্য আনন্দিত হওয়ার কোনো সুযোগ রাখেনি সে। আফসোস! মৃত্যু কত বড় উপদেশবাণী, যদি মানুষের অন্তরগুলোর জীবন থাকত, তাহলে তারা বুঝতে পারত।[৩৫৯]

---

[৩৫৭] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ২৯৬।

[৩৫৮] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ১/৫৭৬, ৬১৩, ৬১৪।

[৩৫৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ২৫৮।

বিলাসিতা-ধ্বংসকারী মৃত্যু

৫১৫. সাবিত থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ বলেছেন : "মৃত্যু বিলাসীদের বিলাসিতা শেষ করে দিয়েছে। তাই এখন তারা এমন বিলাসিতা সন্ধান করছে, যেখানে কোনো মৃত্যু থাকবে না।"[৩৬০]

মানুষের একাকিত্ব

৫১৬. একই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি সাবিতকে বলতে শুনেছি: 'যেই বান্দাকে মৃত্যুর ফেরেশতার মুখোমুখি হতে হয় একা, কবরে প্রবেশ করতে হয় একা, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হয় একা, তার কতই না দুর্দশা! অথচ তার কাঁধে রয়েছে গুনাহের বিশাল বোঝা এবং আল্লাহর বহু নিয়ামাত ভোগ করার দায়।'"

মৃত্যুর আলোচনার প্রভাব

৫১৭. বিশর ইবনু হারিস "ইবনু সিরিন ﵀-এর সামনে মৃত্যুর কথা আলোচনা করা হলে মনে হতো যেন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মৃত্যুবরণ করছে।"

৫১৮. মুহাম্মাদ ইবনু হিশাম ইবনু বুখতারি বলেন, "আমি এক শাইখকে বলতে শুনেছি, তিনি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছেন: 'আফসোস, আগামীকাল অপরাধীরা কবর থেকে বের হবে কীভাবে? যালিমরা আল্লাহর হাত থেকে পালাবে কীভাবে?'"

৫১৯. আবদুল্লাহ ইবনুল জাওযী আল আসাদি থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনুস সিমাক বলেছেন : "বসরার এক ব্যক্তির সাথে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। বসরায় গিয়ে তাকে বলি, 'তোমাদের মধ্যে যারা ইবাদাতগুজার, আমাকে তাদের দেখিয়ে দাও।' সে আমাকে পশমের পোশাক পরা এক লোকের কাছে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন তিনি। কারও দিকে মাথা তুলে তাকাতেন না। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। কিন্তু কথাও বললেন না। তারপর আমি তার কাছ থেকে চলে আসি।

আমার সঙ্গী তখন আমাকে বলে, 'এখানে এক বয়োবৃদ্ধার এক ছেলে আছে।' আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে বৃদ্ধা বলেন, 'সাবধান! আমার

[৩৬০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২০৪।

ছেলের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের কোনো কিছুই আলোচনা করবেন না। করলে তাকে মেরেই ফেলবেন আপনারা। এই ছেলেটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' আমরা তখন সে যুবকের কাছে যাই। তার এবং তার সঙ্গীর একই ধরনের পোশাক। তিনিও মাথা নিচু করে রাখতেন। কথাবার্তা বলতেন না। আমাদের আগমন টের পেয়ে মাথা উঠিয়ে আমাদের দেখে বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষকে একদিন দাঁড়াতে হবে।' আমি বলি, 'যিনি আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তার সামনে?' যুবকটি তখন এক চিৎকার দিয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

তখন সেই বৃদ্ধা এসে বলে, 'তোমরা আমার সন্তানকে মেরে ফেললে!' আমি সেই যুবকটির জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম।"[৩৬১]

৫২০. আবূল আহওয়াস বলেন, আমার এক সাথি আমাকে বলেছেন, "মুরাদ গোত্রের এক লোক উয়াইস আল কারনির কাছে গিয়ে তাকে সালাম দেয়। তিনি উত্তরে বলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম।'

লোকটি এরপর বলে, 'কেমন আছেন, উয়াইস?'

'আলহামদুলিল্লাহ।'

'আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

'যে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে পরদিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করে না, সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা রাখে না, তার দিনকালের খবর জিজ্ঞেস করে আর কী হবে? মুরাদি ভাই! মৃত্যু মুমিনের জন্য কোনো আনন্দ বাকি রাখেনি। মুমিন আল্লাহ তাআলার হকের যে পরিচয় লাভ করেছে, তার জন্য সেটা স্বর্ণ-রূপা কিছুই বাকি রাখেনি। মুমিন আল্লাহ তাআলার অধিকার পালন করায় তার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। কিন্তু জেনে রাখো, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করব, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করব। এ কারণে মানুষ আমাদের শত্রু বানিয়ে ফেলবে। ফাসিক লোকদের তারা এক্ষেত্রে সহযোগী পেয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! এমনকি তারা আমাকে বিরাট বিরাট অপবাদ দেবে। কিন্তু আল্লাহর কসম! তাদের এসবের কোনো কিছুই হক কথা বলা থেকে আমাকে বিরত করতে পারবে না।'"[৩৬২]

---

[৩৬১] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/২০।

[৩৬২] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৬/ ১৬৪, ১৬৫।

৫২১. কাবিসা বলেন, "সুফিয়ান সাওরির যত মজলিসে বসেছি, তার প্রত্যেকটাতে তাকে মৃত্যুর কথা আলোচনা করতে শুনেছি। আর কাউকে তার চেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা আলোচনা করতে দেখিনি।"

মরে গিয়ে বেঁচে যাওয়া

৫২২. হাম্মাদ ইবনু সালামা বলেন, "সুফিয়ান সাওরি তখন আমাদের সাথে বসরায় ছিলেন। তাকে প্রায় সময়ই বলতে দেখেছি, 'ইশ্, যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! যদি আমি কোনো শান্তি পেতাম! হায়, যদি আমি কবরে যেতে পারতাম!' তখন হাম্মাদ ইবনু সালামা বলেন, 'আবূ আবদিল্লাহ, আপনি এত বেশি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে কুরআন এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করেছেন।' সুফিয়ান তখন হাম্মাদ ইবনু সালামাকে বলেন, 'বেঁচে থাকলে যদি কোনো বিদআতে জড়িয়ে পড়ি? যদি এমন কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ি, যা আমার জন্য বৈধ নয়? যদি কোনো ফিতনায় পড়ে যাই! মৃত্যু হয়ে গেলে তো এসব থেকে বেঁচে গেলাম।'"

মৃত্যুর স্মরণে অন্তর পরিষ্কার রাখা

৫২৩. মালিক ইবনু মিগওয়াল থেকে বর্ণিত, রবি ইবনু আবী রাশিদকে বলা হয়েছিল, "আমাদের কিছু আলোচনা শোনান।" তিনি তখন বলেন, "মুহূর্তের জন্যও যদি আমার অন্তর মৃত্যুর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে আমার অন্তর নোংরা হয়ে যাবে।"

মালিক বলেন, "তার চেয়ে অধিক দুঃখ প্রকাশকারী আমরা আর কাউকে দেখিনি।"[৩৬৩]

কুশল বিনিময়ে মৃত্যুর স্মরণ

৫২৪. ইমরান ইবনু খালিদ আল খুযায়ি বলেন, "হাসসান ইবনু আবী সিনান এবং হাওশাবকে একবার সাক্ষাৎ করতে দেখেছিলাম। হাওশাব তখন হাসসানকে বলেছিলেন, 'কী অবস্থা, আবূ আব্দিল্লাহ?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যে একসময় মারা যাবে, এরপর তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তার হিসাব নেওয়া হবে, তার অবস্থা আর কেমন হবে!'"

---

[৩৬৩] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/৪১৭।

৫২৫. ইমরান ইবনু খালিদ আল খুযায়ি বলেন, "আমি হাসসান ইবনু আবী সিনান এবং হাওশাবকে একবার সাক্ষাৎ করতে দেখেছিলাম। হাওশাব তখন হাসসানকে বলেন, 'আজকের সকালটা কেমন লাগল, আবূ আব্দিল্লাহ?' তিনি বলেন, 'আমি এমন অবস্থায় সকাল অতিবাহিত করেছি, যখন মৃত্যু ছিল নিকটবর্তী, স্বপ্নগুলো ছিল দূরবর্তী আর আমলের অবস্থা ছিল খারাপ।'"

৫২৬. হিশাম ইবনু হাসসান থেকে বর্ণিত, আবূ দুরাইস উমারা ইবনু হারবকে বলা হয়েছিল, "সকালটা কেমন কাটল, আবূ দুরাইস?" তিনি উত্তরে বলেন, "যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাই, তাহলেই আমি সফল।"

৫২৭. আযরাক বলেন, "হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সকালটা কেমন কাটল, আবূ সাঈদ? আপনার অবস্থা কেমন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'অনেক করুণ। যে মৃত্যুর অপেক্ষা করে সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করে, তার অবস্থা আর কেমন হবে! সে জানে না, আল্লাহ তাআলা তার সাথে কী আচরণ করবেন।'"[৩৬৪]

৫২৮. আবূ ইয়াসুফ আল কারি বলেন, "ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া হলো ব্যস্ততার ঘর আর পরকাল হলো ভীতিকর। মানুষ এ ব্যস্ততা আর ভয়ভীতির মধ্যে দিয়েই একসময় জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে গিয়ে চিরস্থায়ী কোনো ঠিকানা লাভ করবে।'"[৩৬৫]

৫২৯. সালিম ইবনু বশির থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হুরায়রা ﵁ মৃত্যুশয্যায় কাঁদছিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমার পথ অনেক লম্বা, কিন্তু পাথেয় অনেক কম। একেকটা দিন এমনভাবে কাটিয়েছি যে, আমার সামনে ছিল ওপরে উঠার এবং নিচে নামার সিঁড়ি। একটি দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যায়, আরেকটি জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। জানি না, আমাকে কোন সিঁড়ি দিয়ে চলতে হবে।"[৩৬৬]

৫৩০. উমার ইবনু জর থেকে বর্ণিত, রবী ইবনু খাইসামকে জিজ্ঞেস করা হয়, "দিনকাল কেমন যায়, আবূ ইয়াযিদ?" তিনি উত্তরে বলেন, "অত্যন্ত দুর্বল এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায়। আল্লাহ আমাদের জন্য যে রিযক বরাদ্দ রেখেছেন, তা খাচ্ছি আর মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।"[৩৬৭]

---

[৩৬৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ২৬২।
[৩৬৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১১০।
[৩৬৬] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৪/৩৩৯।
[৩৬৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১০৯।

৫৩১. মুফাজ্জল ইবনু ইউনুস থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি উমার ইবনু আবদিল আযীযকে জিজ্ঞেস করেন, "আমিরুল মুমিনীন, দিনকাল কেমন কাটে?" তিনি বলেন, "মন্থর-গতি সম্পন্ন অতিভোজী এবং পাপাচারে মাখামাখি অবস্থায়। আল্লাহর কাছে এখন মৃত্যু কামনা করছি।"[৩৬৮]

৫৩২. জাফর ইবনু সুলাইমান বলেন, "ইবরাহীম ইবনু ঈসা ইয়াশকুরিকে বলতে শুনেছি, একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'দিনটা কেমন কাটল?' তিনি উত্তরে বলেন, 'এমন অবস্থায়—যখন আমার বয়স কমে যাচ্ছিল, যা আমল করছি তা সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছিল, মৃত্যু ছিল আমার ঘাড়ের ওপর। কিয়ামাত ছিল আমার পেছনে। জানিও না যে, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে কেমন আচরণ করবেন।'"

৫৩৩. মুযানি বলেন, "ইমাম শাফিয়ি ﵀ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তাঁকে দেখতে যাই। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'দিনটা কেমন যাচ্ছে, আবূ আব্দিল্লাহ?' তিনি বলেন, 'দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া, বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, মন্দ কর্মের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া, আল্লাহর নিকট উপনীত হওয়া এবং মৃত্যুর পেয়ালা পানরত অবস্থায়। আল্লাহর কসম, জানি না আমার আত্মা কি জান্নাতে গিয়ে অভিবাদন পাবে, নাকি জাহান্নামে। আর এ কারণে এখন আমাকেও তাকে সমবেদনা জানাতে হবে!'"[৩৬৯]

৫৩৪. হিশাম বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে বলি, 'সকাল কেমন গেল?' তিনি বলেন, 'এমন অবস্থায়, যখন আমার আমল ছিল মন্দ, মৃত্যু ছিল নিকটবর্তী আর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল দূরবর্তী।'"

৫৩৫. উতবি থেকে বর্ণিত, আবূ তামিমা আল হুজাইমিকে জিজ্ঞেস করা হয়, "দিন কেমন কাটল?" তিনি বলেন, "দুটি নিয়ামাতের মধ্য দিয়ে। প্রথমত, আমার গুনাহ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, আমার আমলের কথা যারা জেনেছে, তারা আমার প্রশংসা করেছে।"

৫৩৬. উকবা আল আসাম বলেন, "আমরা আবূ তামিমা আল হুজাইমির কাছে ছিলাম। তখন বকর ইবনু আবদিল্লাহ এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'দিন কেমন কাটল, আবূ তামিমা?' তিনি বলেন, দুটি নিয়ামাতের মধ্যে। আমি জানি না, সে দুটির কোনটি বেশি উত্তম। একটা হলো, আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহ

---

[৩৬৮] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ৫৮৫।

[৩৬৯] আল মুসান্নাফ ফি মানাকিবিশ শাফিয়ি, ২/২৯৩, ২৯৪।

ঢেকে রেখেছেন। ফলে এখন কেউ আমাকে সে গুনাহের কারণে অপবাদ দিতে পারবে না। অপরটি হলো, যাদের কাছে আমার আমলের সংবাদ পৌঁছেছে, তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মান তৈরি করে দিয়েছেন।'"

৫৩৭. যাহহাক ইবনু মুযাহিম থেকে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ বলেছেন : "আজ সকালেই এমন অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছে, যখন সে ছিল মেহমান এবং তার অর্থ-সম্পদ হলো ঋণ। এই মেহমানকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে আর ঋণগুলোও পরিশোধ করে দিতে হবে।"[৩৭০]

পরকালের প্রস্তুতিতে দেরি না করা

৫৩৮. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামের সাথে এক মরুভূমিতে পথ চলছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটি উঁচু কবরের সামনে এসে দাঁড়াই আমরা। ইবরাহীম ইবনু আদহাম তখন কবরে শায়িত ব্যক্তিটির জন্য রহমতের দুআ করতে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এটি কার কবর?' তিনি বলেন, 'হুমাইদ ইবনু জাবিরের। এই পুরো অঞ্চলের আমির ছিলেন তিনি। একবার তিনি সমুদ্র-ঝড়ের শিকার হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করেছেন। আমি জানতে পেরেছি, তিনি নিজ রাজত্ব ও ক্ষমতার কারণে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন একদিন। রাজত্বের ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলেন। সেই মজলিসেই তিনি পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে ঘুমিয়ে যান। স্বপ্নে দেখতে পান, তার মাথার কাছে কিতাব হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি সেই কিতাবটি তাকে দেয়। তিনি তা খুলে দেখতে থাকেন। সেখানে এক জায়গায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা দেখতে পান : ধ্বংসশীলকে তুমি চিরস্থায়ী বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ো না। তোমার রাজত্ব, ক্ষমতা, গোলাম-বাঁদি ও ভোগবিলাসের মাধ্যমে প্রতারিত হোয়ো না। যে দায়িত্ব পালন করছ, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার রাজত্ব একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই আনন্দ ও ভোগ বিলাসের কারণে আগামীকাল তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাই আল্লাহর প্রতি দ্রুত ধাবমান হও। তিনি বলেছেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

[৩৭০] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/২২৯।

لِلْمُتَّقِينَ

'ধাবমান হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়, যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।'[৩৭১]

এই স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে। উপদেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। এরপর তিনি রাজত্ব ছেড়ে এই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানেই ইবাদাত করে যান।'"[৩৭২]

৫৩৯. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'ভাইয়েরা! কল্যাণমূলক কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হোন। সে জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুন। প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোন। পায়ের একটা জুতা হারিয়ে গেলে অন্যটাও অতি দ্রুত একই পরিণতি বরণ করে।'"

৫৪০. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'তোমাকে যে পরিণতি বরণ করতে হবে, ভালোভাবে তার কথা স্মরণ করো। জীবনের যতটুকু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার ওপর আস্থা রাখা যায় কি না, তার মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কি না, ভেবে দেখো। এভাবে চিন্তা করতে থাকলে মুক্তির প্রকৃত উপায় নিয়েই তোমার অন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকবে। যারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, হেলায়-ফেলায় সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে ধ্বংসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাদের থেকে তোমার মন বিমুখ হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই, অচিরেই তারা জানতে পারবে। শীঘ্রই তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং অতীতের জন্য আফসোস করতে থাকবে।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

'যালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন জায়গায় তারা ফিরবে।'[৩৭৩]"[৩৭৪]

---

[৩৭১] সূরা ইমরান, ৩ : ১৩৩।
[৩৭২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৩।
[৩৭৩] সূরা শুআরা, ২৬ : ২২৭।
[৩৭৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৮।

নিঃশেষে দান

৫৪১. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি একবার ইবরাহীম ইবনু আদহামের সাথে ত্রিপোলি (লিবিয়ার রাজধানীতে) যাই। আমাদের সাথে ছিল কেবল দুটি রুটি। আর কিছুই না। এরইমধ্যে এক ভিক্ষুক এলে ইবরাহীম বলেন, 'সাথে যা আছে, তা-ই দিয়ে দাও।' তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যাই। তিনি বলেন, 'কী হলো, দাও!' আমি তখন দুটি রুটিই তাকে দিয়ে দিই। ইবরাহীমের কাণ্ড দেখে তখনো আমার আশ্চর্যের ঘোর কাটেনি। তখন তিনি বলেন, 'শোনো, আবূ ইসহাক! কিয়ামাতের দিন তুমি এমন এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে, কস্মিনকালেও যা দেখোনি। জেনে রাখো, যা আগে পাঠিয়ে দেবে, সেগুলোই সেখানে দেখতে পাবে। আর যা রেখে যাচ্ছ, তার কিছুই সেখানে পাবে না। তাই সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখো। তোমার প্রতিপালকের মৃত্যুর নির্দেশ কখন হঠাৎ করে এসে পড়ে, তা তো জানো না।' তার এই কথাগুলো আমাকে কাঁদিয়ে দেয়। দুনিয়া আমার কাছে তুচ্ছ বনে যায় তখন। তিনি আমাকে কাঁদতে দেখে বলেন, 'হ্যাঁ, এভাবেই জীবন যাপন করবে।'"[৩৭৫]

মৃত্যুর স্মরণে মন্দ লোকের হৃদয় গলে

৫৪২. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ একবার সমবেত কিছু মানুষের পাশ দিয়ে যান। এসময় তার গায়ে ছিল সুন্দর এক চাদর। তখন এক লোক বাজি ধরে, 'যদি আমি তার চাদর ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে আমাকে কী দেবে?' তারা তাকে কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করলে লোকটা আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄-এর কাছে এসে বলে, 'আবূ আবদির রহমান! আপনার গায়ের চাদরটা তো আমার।'

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ বলেন, 'আরে, আমি তো এটা গতকালই কিনলাম।'

'আপনার জন্য এই পোশাকটা পরা ঠিক হবে না।'

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ তখন তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য চাদরটা খুলে ফেলেন। এই চিত্র দেখে লোকেরা হাসাহাসি শুরু করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ বলেন, 'কী হলো?'

---

[৩৭৫] ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩।

তারা বলে, 'যে লোকটা আপনার চাদরটা দাবি করেছে, সে একটা অকর্মা।' আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ তখন তাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'ভাই, মৃত্যু যে তোমার সামনেই অপেক্ষা করছে, জানো না? তা সকালে আসে না কি বিকালে, রাতে আসে না কি দিনে, তার কিছুই তোমার জানা নেই। এরপর তোমার সামনে রয়েছে কবর এবং তার বিভীষিকাময় অবস্থা। রয়েছে মুনকার নাকীরের প্রশ্নোত্তর। এরপর রয়েছে কিয়ামাত দিবস। যাতে সকল অপরাধীদের জমায়েত করা হবে।' আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁-এর এই কথায় প্রভাবিত হয়ে তারা সকলেই কাঁদতে থাকে। তাদের এই অবস্থাতেই রেখে চলে আসেন তিনি।"

গুনাহ গোপন রাখাও আল্লাহর অনুগ্রহ

৫৪৩. আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আবী দুজানা বলেন, "আমি যুননুন ইবনু ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি : তার এক সাথি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সকাল কেমন গেল?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ তাআলার অসংখ্য-অগণিত নিয়ামাতের মধ্যে। কিন্তু এর পাশাপাশি বহু অপরাধেও জড়িয়ে পড়েছি। তাই বুঝতে পারছি না, আসলে কীসের কারণে কৃতজ্ঞতা আদায় করব। আল্লাহ তাআলার দেওয়া এসব উত্তম নিয়ামাতের কারণে, না কি তিনি আমার গুনাহ ঢেকে রাখার কারণে।'"

সাওম রাখা ও অসুস্থকে দেখতে যাওয়া

৫৪৪. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ বলেন, "নবি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আমি বলি, 'কেমন আছেন?' তিনি বলেন, 'যে সাওম রাখেনি আর অসুস্থ কাউকে দেখতে যায়নি, তার চেয়ে ভালো আছি।'"[৩৭৬]

মৃত্যুর আকস্মিকতা

৫৪৫. হিশাম থেকে বর্ণিত, হাসান বাসরি ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "জামা ধৌত করেন না কেন?" তিনি উত্তরে বলেন, "এর আগেই তো মৃত্যু চলে আসতে পারে।"[৩৭৭]

---

[৩৭৬] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৮/৪৫৮; হাদীসটির সনদ যঈফ।

[৩৭৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/২৭০।

৫৪৬. ওয়াকি থেকে বর্ণিত আছে, দাউদ আত তায়িকে জিজ্ঞেস করা হয়, "দাঁড়ি আঁচড়ান না কেন?" তিনি উত্তরে বলেন, "আমি তো নির্লিপ্ত হয়ে বসে নেই। দুনিয়া তো শোকের ঘর।"

আরেকবার দাউদ আত তায়িকে বলা হয়, "ছাদে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করলে তো কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করতেন!" তিনি উত্তরে বলেন, "আমি এমন কদম ফেলাও পছন্দ করি না, যাতে আমার শরীর শান্তি পাবে।"

৫৪৭. মানসূর আত তুসি থেকে বর্ণিত, বিশর ইবনুল হারিস বলেছেন, "প্রয়োজন পূরণের জন্য যাওয়া অবস্থায় মৃত্যু যেন তোমাকে পেয়ে না বসে।"[৩৭৮]

৫৪৮. উসমান ইবনু যায়িদা থেকে বর্ণিত, লুকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে করে বলেছেন : "বাছা! তাওবা করতে কখনো বিলম্ব করবে না। কেননা, মৃত্যু হঠাৎ করেই চলে আসে।"

৫৪৯. জাফর ইবনু আউন বলেন, "মিসআর ইবনু কিদামকে বলতে শুনেছি : 'মানুষ প্রতিদিন ভবিষ্যৎ নিয়ে কত স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তা পূরণ করতে পারে না। কত মানুষ আগামীকালের অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু আগামীকাল আর তাদের কাছে ধরা দেয় না। যদি মৃত্যু এবং মৃত্যুযাত্রা না থাকত, তাহলে স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তার অহমিকাকে তোমরা রাগিয়েই দিতে!'"

৫৫০. মিসআর থেকে বর্ণিত, আউন ইবনু আবদিল্লাহ বলেছেন : "মানুষ প্রতিদিন ভবিষ্যৎ নিয়ে কত স্বপ্ন দেখে! কিন্তু তা আর পূরণ করতে পারে না। কত মানুষ আগামীকালের অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু আগামীকাল আর তাদের কাছে ধরা দেয় না। যদি মৃত্যু এবং মৃত্যুযাত্রা না থাকত, তাহলে স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তার অহমিকাকে তোমরা রাগিয়েই দিতে।"[৩৭৯]

স্বল্প সম্পদ ও স্বল্প কথার গুরুত্ব

৫৫১. আমর ইবনু আবী সালমা বলেন, "আওযায়ি ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'যে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, সামান্য অর্থই তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, কথাবার্তা কাজেরই অন্তর্ভুক্ত, তার কথার পরিমাণ কমে যায়।"[৩৮০]

---

[৩৭৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৫/২০১।

[৩৭৯] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৪২৯।

[৩৮০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১৪৩।

নফসকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত রাখা

৫৫২. আবদুর রহমান ইবনু উমার রুসতাহ বলেন, "আবদুর রহমান ইবনু মাহদিকে বলতে শুনেছি : 'এক আশ্চর্য মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। আমার দেখা কোনো নারী বা পুরুষকেই তার ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। সকাল হলে সে মহিলাটি বলত, হে নফস, এ দিনটায় শুধু আমাকে সহযোগিতা করে যাও। হয়তো আর কখনো দিনের আলো দেখার সুযোগ তোমার ঘটবে না। সন্ধ্যা হলে সে বলত, হে নফস, এ রাতটায় শুধু আমাকে সাহায্য করে যাও। হয়তো আর কখনো রাতের আঁধার দেখার সুযোগ পাবে না। মহিলাটি এভাবেই রাতকে দিনের মাধ্যমে আর দিনকে রাতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দিত। এ অবস্থার ওপরই এক সময় মৃত্যু হয়ে যায় তার।'"

৫৫৩. আমি ইমাম আবূত তায়্যিব সাহাল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : "বেঁচে থাকার স্বপ্ন যেন আমাদের কিয়ামাতের বিভীষিকার কথা ভুলিয়ে না দেয়। বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার তুলনায় কিয়ামাতের বিভীষিকার ভয়ে তটস্থ থাকাই উত্তম।"

ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী জীবনের সেতু মৃত্যু

৫৫৪. শাইখ ইমাম বলেন, "মৃত্যু হলো জীবনাকাশের চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ। জীবনের এ ঘোর দুপুরের এক সন্ধ্যা। সৎকর্মশীল এবং পাপাচারী—এই ক্ষেত্রে সকলেই সমান। এটাই মানুষের সুখ-শান্তির শেষ সীমা এবং শাস্তির সূচনাপর্ব। মৃত্যু হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যবর্তী পুল। প্রত্যেককেই এ পুল অতিক্রম করতে হবে। জেনে রাখো, মৃত্যু যেমন এই ধ্বংসশীল জীবনের শেষ পর্ব, তেমনি তা এই চিরস্থায়ী জীবনের সূচনাপর্ব।"

মানুষের তিনটি কঠিন অবস্থা

৫৫৫. সাদাকা ইবনু ফযল বলেন, "ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি : 'বনী আদমের তিনটি অবস্থা সবচেয়ে কঠিন। এক. যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এই দুনিয়ায় আসে। দুই. যেদিন সে মৃত্যুবরণ করে, সেদিন একেবারেই অচেনা-অজানা কিছু লোকের সাথে তাকে থাকতে হয়। তিন. যেদিন তাকে কবর থেকে উঠানো হবে, সেদিন সে এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হবে, যা আগে কখনও দেখেনি।

ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ﷺ-এর এই তিন অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

তার প্রতি সালাম যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।'"[৩৮১]

পার্থিব সম্পদের আধিক্য ও পরকালীন পাথেয়র স্বল্পতা

৫৫৬. হাসান ইবনু আল্লুবাইহ আল কারমিসানি বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'মৃত্যুর দিন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আর হাশরের দিন মিযানের পাল্লা যাকে অপমান করে, তার মতো হয়ো না।'"

আখিরাত স্মরণে রেখে সীমিত দুনিয়াভোগ

৫৫৭. সাবিত আল বুনানি থেকে বর্ণিত আছে, আবূদ দারদা ﷺ একবার নিজের উচ্চতার সমান একটি ঘর নির্মাণ শুরু করেন। আবূ যর ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, "আপনি কি এমন ঘর বানাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা যা বিরান করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন! আপনাকে এই অবস্থায় দেখার চেয়ে কোনো আবর্জনায় গড়াগড়ি খেতে দেখাটাও ভালো ছিল।"[৩৮২]

নির্মাণকাজ শেষে আবূদ দারদা ﷺ বলেন, "বাড়িটি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।" এরপর তিনি আবৃত্তি করেন:

بَنَيْتُ داراً وَ لَسْتُ عَامِرَها *

وَلَقَدْ عَلِمْتُ إِذْ بَنَيْتُ أَيْنَ دَارِي

আমি তো কেবল বাড়ি বানিয়েছি, আবাদ তো করিনি
আমার আসল বাড়ি কোথায়, তা তো আমি ভালো করেই জানি।

---

[৩৮১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৫।
[৩৮২] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ১/৫৮৮।

চতুষ্পদ জন্তুর মতো জীবন

৫৫৮. হামযা আয যাইয়াত থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ প্রায় সময় আবৃত্তি করতেন :

نَهارُكَ يَا مَغْرُورُ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ *

وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لاَزِمُ

وَشُغْلُكَ فِيْما سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّهُ *

كَذَلِكَ فِي الدُّنْيا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

"ওহে ধোঁকাগ্রস্ত! তোমার দিন কাটে ভুল, বিচ্যুতি এবং উদাসীনতায়।
রাত কাটে ঘুমে। এখন ধ্বংসই তোমার জন্য অনিবার্য।
তুমি এমন বিষয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ, যার পরিণতি তোমার অপছন্দনীয়।
আসলে চতুষ্পদ জন্তুরা দুনিয়াতে এভাবেই বসবাস করে থাকে।"[৩৮৩]

দীর্ঘ আশার অসারতা

৫৫৯. আবূ আমর মুহাম্মাদ ইবনু আশআছ থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু ফুলান একবার হাজ্জে যেতে চাইলেন। স্ত্রীকে বলেন, "আমি তো হাজ্জের ইচ্ছা করেছি।" স্ত্রী বলেন, "আল্লাহ তাআলার সাথে ইসতিখারা করে নিন।" লোকটি জিজ্ঞেস করে, "এখন তোমাদের জন্য কী পরিমাণ খরচাপাতি রেখে যাব, বলো।" স্ত্রী বলেন, "আমার জীবিত থাকার যে পরিমাণ গ্যারান্টি দিয়ে যাবেন, সে পরিমাণ খরচপাতি দিয়ে যান।"

৫৬০. আব্বাস ইবনু আতা বলেন, "সকল কাজের মূল বিষয় হলো আগ্রহ। আর আগ্রহের বিষয় হলো উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা।"

৫৬১. আব্বাস ইবনু হামযা বলেছেন, "যদি আমার দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষারা দেখতে পেত মৃত্যু আমার কতটা নিকটে, তাহলে লজ্জা পেয়ে যেত।"[৩৮৪]

---

[৩৮৩] ইবনুল জাওযী, সীরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, ২৫৭, ২৬১।
[৩৮৪] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৬/২২৫।

৫৬২. মুহাম্মাদ ইবনু ফাযলাওয়াইহ বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনু মুনাযিলকে বলতে শুনেছি : 'মানুষ মৃত্যুর সময় কর্মপরিকল্পনার ছাড়া আর কিছু রেখে যায় না।"[৩৮৫]

৫৬৩. আহমাদ ইবনু ইউসুফ বলেন, "ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে, ততক্ষণ সে অবহেলা করতেই থাকে।'"[৩৮৬]

৫৬৪. ইসমাইল থেকে বর্ণিত, হাসান বলেছেন : "আদম ﷺ যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল একেবারে সামনে আর মৃত্যু ছিল তাঁর পেছনে (চিন্তার বাইরে)।"[৩৮৭]

৫৬৫. হুমাইদ থেকে বর্ণিত, আবূ উসমান বলেছেন, "আমার বয়স এখন একশ ত্রিশ বছর হয়ে গেছে। দেখি যে, জীবনের সব কিছুই এখন ফ্যাকাসে। কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নগুলোকে আগে যেমন দেখতাম, এখনো তেমনই চিরসবুজ।"

৫৬৬. আউন থেকে বর্ণিত, মালিক ইবনু দিনার বলেছেন, "আগেকার যুগের এক ব্যক্তি পাঁচশ বছর হায়াত লাভ করেছিল। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'মৃত্যুকে ভালোবাসেন?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'হায় আফসোস! এমন কে আছে, যে এই জীবনটা ছেড়ে চলে যেতে চায়?'"

৫৬৭. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু হামদাওয়াইহ ইবনু সানজান বলেন, "আলি ইবনু হাজারকে বলতে শুনেছি : 'তেত্রিশ বছর বয়সে আমি ইরাক থেকে বের হয়েছিলাম। তখনো আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল, যদি আরও তেত্রিশ বছর এখানে থাকতে পারতাম! এরপর আরও তেত্রিশ বছর হায়াত লাভ করেছি ঠিকই, কিন্তু (বর্তমানের দ্বিগুণ হায়াত পাওয়ার) ওই আকাঙ্ক্ষা এখনও রয়ে গেছে।"

---

[৩৮৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ৩৬৮।

[৩৮৬] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১১১।

[৩৮৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৪৮।

দীর্ঘ আয়ুর কল্যাণ

৫৬৮. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, "ষাট বছর আয়ুপ্রাপ্ত লোকদের কিয়ামাতের দিন ডাকা হবে।[৩৮৮] আর এই বয়সের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ

আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি যে, কেউ চাইলে এর মধ্যেই সতর্ক হতে পারতে?"[৩৮৯]

৫৬৯. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

لا تتمنَّوُا الموتَ، فإنَّ هولَ المطلعِ شديدٌ، وإنَّ من السَّعادةِ أن يطولَ عُمرُ العبدِ، ويرزقَه اللهُ الإنابةَ

"মৃত্যু কামনা কোরো না। কেননা, মৃত্যুর বিভীষিকা অত্যন্ত কঠিন। কারও দীর্ঘ হায়াত লাভ করা এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান করাটা (তার জন্য) সৌভাগ্যের বিষয়।"[৩৯০]

৫৭০. আবূ বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম লোক কে?" তিনি বলেন,

مَنْ طالَ عُمُرُه وَحَسُنَ عَمَلُهُ

"যে লম্বা হায়াত পায় এবং তার আমল উত্তম হয়।"

লোকটি এরপর জিজ্ঞেস করে, "আর নিকৃষ্ট মানুষ?" নবি ﷺ বলেন,

مَنْ طالَ عُمُرُه وَ ساءَ عَمَلُهُ

"যে লম্বা হায়াত পায় কিন্তু তার আমল হয় মন্দ।"[৩৯১]

---

[৩৮৮] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/৯৭; এই হাদীসের সনদ দুর্বল।
[৩৮৯] সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭।
[৩৯০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/৩৩২; এর সনদ হাসান ও জাইয়িদ।
[৩৯১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/৪০; হাদীসটির সনদ হাসান ও জাইয়িদ।

৫৭১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন,

أَلا أُخْبِرُكُم بِخِيارِكُمْ؟ قالُوا بَلىٰ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ أَطْوَلُكُم أَعْماراً وَ أَحْسَنُكُم أَعْمالاً

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির ব্যাপারে শুনতে চাও?" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই।" তিনি বলেন, "সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো যে সবচেয়ে লম্বা হায়াত পায় আর তার আমলও হয় সর্বোত্তম।"[৩৯২]

৫৭২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إذا أراد اللهُ بقومٍ خيرًا عهد لهم في العمُرِ، وألْهَمَهُمْ الشكرَ

"আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণ চান, তখন তাদের হায়াত দীর্ঘায়িত করেন, তাদের অন্তরে তাঁর কৃতজ্ঞতা ঢেলে দেন।"[৩৯৩]

৫৭৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

لا يتمنّى أحدُكم الموتَ ولا يدعو به قبْلَ أنْ يأتيَه إنَّه إذا مات انقطَع عملُه وإنه لا يزيدُ المؤمنَ عُمُرُه إلّا خيرًا

"মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যু কামনা কোরো এবং সে জন্য দুআও কোরো না। কেননা, মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। (নেক) হায়াত মুমিনের কল্যাণই বৃদ্ধি করে।"[৩৯৪]

৫৭৪. তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ বলেন, "কুযাআ গোত্রের বিলা এলাকার এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করে। এর এক বছর পর আরেক ব্যক্তি মারা যায়। একদিন স্বপ্ন দেখি জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ওই দুজনেরর মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির আগেই জান্নাতে ঢুকছে। এ অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই। বিষয়টি সকালে অন্যদের বলি আমি। এক সময় তা

---

[৩৯২] ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, ১/৩৫২; এর সনদ হাসান।

[৩৯৩] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৩/২৫৪।

[৩৯৪] মুসলিম, আস সহীহ, অধ্যায় : যিকর, দুআ, তাওবা ও ইসতিগফার, পরিচ্ছেদ : আপতিত বিপর্যয়ের কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা মাকরুহ।

নবি ﷺ-এর কানেও যায়। তিনি আমাকে বলেন, 'দ্বিতীয় লোকটা প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পরও রমাদানের সাওম রেখেছে না? ছয় হাজার রাকাআত এবং আরও সুন্নাত সালাত আদায় করেছে না?'"[৩৯৫]

৫৭৫. উবাইদ ইবনু খালিদ আস সুলামি বলেন, "দুই লোকের মাঝে নবি ﷺ ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়। আরেকজন পরে একসময় মৃত্যুবরণ করে। নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন, 'তাদের ব্যাপারে তোমাদের কী মত?' আমরা তখন বললাম, 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে (দ্বিতীয় লোক) ক্ষমা করে দিন। তাকে তার সাথির সাথে একত্র করে দিন।' নবি ﷺ তখন বলেন,

فَأَيْنَ صَلاتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَ صِيامُهُ بَعْدَ صِيامِهِ، بَيْنَهُما كَما بَيْنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ

'ওই (প্রথম) লোকটি মৃত্যুবরণ করার পর সে (দ্বিতীয় লোক) যে সালাত আদায় করেছে এবং যে সাওমগুলো রেখেছে, সেগুলো কোথায় যাবে? আসমান ও জমিনের মাঝে যেমন ব্যবধান রয়েছে, তাদের উভয়ের মাঝে তেমন ব্যবধান রয়েছে।'"[৩৯৬]

৫৭৬. মুহাম্মাদ ইবনু সিনান আল বাহিলি বলেন, "আমি রবী ইবনু বাযযাকে বলতে শুনেছি : 'আয়ু যার জন্য গানীমাত হয়ে উঠে এবং সে অধিক পরিমাণে আমল করতে পারে, সে-ই কেবল বেঁচে থাকাকে পছন্দ করতে পারে। পক্ষান্তরে জীবন যার সাথে প্রতারণা করে, প্রবৃত্তি যাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়, লম্বা হায়াতে তার কোনো কল্যাণ নিহিত নেই।'"[৩৯৭]

রবের আনুগত্যে অতিবাহিত অংশটিই প্রকৃত জীবন

৫৭৭. জাফর ইবনু হারব বলেন, "ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি : 'যদি কেউ আমাকে বলে, আপনার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় কী? তাহলে আমি বলব, সেই অন্তর যে তার প্রতিপালককে চিনতে পেরেও তাঁর অবাধ্যতা করেছে।'"

---

[৩৯৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/৩৩৩; এর সনদ হাসান। তবে মুরসাল ও মুনকাতি।

[৩৯৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/৫০০।

[৩৯৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া,৬/৩০০।

ইবনু উয়াইনা বলেন, "বলা হয়, যতটুকু সময় আল্লাহর আনুগত্য করেছো, সেটাকেই জীবন বলে গণ্য করো। আর যে অংশে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছো, সেটাকে জীবনের অংশ বলেই গণ্য কোরো না।"

বার্ধক্যের কল্যাণ

৫৭৮. আবদুল মুনয়িম ইবনু ইদরীস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন : "তাওরাতে পড়েছি, প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি ঘোষণা দিয়ে থাকে, 'হে চল্লিশোর্ধ্বরা, ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে। হে পঞ্চাশোর্ধ্বরা, হিসাবের জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা আখিরাতের জন্য কী পাঠিয়েছ আর দুনিয়াতে কী রেখে গেছ? হে ষাটোর্ধ্বরা, তোমাদের আর কোনো অজুহাত বাকি নেই। হে সত্তরোর্ধ্বরা, নিজেদের মৃত মনে করো।'"[৩৯৮]

৫৭৯. আবূ রযিন থেকে বর্ণিত, নিম্নের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে।[৩৯৯]

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।[৪০০]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "এখানে অত্যাধিক বয়সের কথা বলা হয়েছে।"

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার।[৪০১]

---

[৩৯৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৩।
[৩৯৯] সূরা তীন, ৯৫ : ৪।
[৪০০] সূরা তীন, ৯৫ : ৫।
[৪০১] সূরা তীন, ৯৫ : ৬।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েও যে আমল করেন, সে কারণে (আখিরাতে) তাদের পাকড়াও করা হবে না।"[৪০২]

৫৮০. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُوْدِي وَ فَاقَةَ خَلْقِيْ إِلَيَّ وَارْتِفَاعِي فِيْ مَكَانِي إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِيْ وَ أَمَتِيْ أَنْ يَشِيْبَا فِي الإِسْلَامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا

"আমার সম্মান, মর্যাদা, দান, আমার প্রতি সৃষ্টজীবের প্রয়োজন এবং আমার স্থানে আমার মর্যাদার শপথ! আমার যেসব বান্দা ও বান্দী ইসলামে (মুসলিম থাকা অবস্থায়) বুড়ো হয়, তাদের শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।"

বর্ণনাকারী বলেন, "এরপর আমি নবি ﷺ-কে কাঁদতে দেখি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেন কাঁদছেন?' তিনি বলেন, 'আল্লাহ যে কারণে লজ্জাবোধ করেন কিন্তু মানুষেরা লজ্জাবোধ করে না, সে কারণে কাঁদছি।'"[৪০৩]

৫৮১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দার গুনাহ গোপন করার চেয়ে তা ক্ষমা করতেই আমি অধিক পছন্দ করি। গোপন করার পর আমি তাকে অপমান করতে পারি না। তাই সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে আমি তাকে মাফ করে দিতে থাকি।'

বর্ণনাকারী বলেন, নবি ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার যে বান্দা মুসলিম অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে, মুসলিম অবস্থায় তার চুল দাড়ি পেকেছে, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করি।"[৪০৪]

৫৮২. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

ما من عبدٍ يُعَمِّرُ في الإسلامِ أربعينَ سَنَةً إلا صرفَ اللهُ عنهُ أنواعًا من

---

[৪০২] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৫৬।

[৪০৩] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১৫/৬৭৩; হাদীসটির সনদ সহীহ নয়।

[৪০৪] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১৫/৬৭৪ হাদীসটির সনদ সহীহ নয়।

البلاءِ: الجنونَ والجذامَ والبرصَ ، فإذا بلغ خمسينَ سَنَةً لَيَّنَ اللهُ لهُ الحسابَ ، فإذا بلغ ستينَ رزقَهُ اللهُ الإنابةَ إليهِ بما يُحِبُّ ، فإذا بلغ سبعينَ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ ، وسُمِّيَ أسيرَ اللهِ وأَحَبَّهُ أهلُ السماءِ فإذا بلغ الثمانينَ تَقَبَّلَ اللهُ منهُ حسناتُهُ وتجاوزَ عن سيئاتِهِ ، فإذا بلغ التسعينَ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ ، وسُمِّيَ أسيرَ اللهِ في أرضِهِ ، وشُفِّعَ في أهلِ بيتِهِ.

"যে ব্যক্তি চল্লিশ বছর হায়াত লাভ করে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে তিন ধরনের বিপদ দূর করে দেন: পাগলামি, কুষ্ঠ এবং ধবল রোগ। যখন সে পঞ্চাশ বছর বয়সে উপনীত হয়, আল্লাহ তাআলা তার হিসাব সহজ করে দেন। ষাট বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা এমন বিষয়ের প্রতি তার মনোযোগ ফিরিয়ে দেন, যা তার পছন্দ হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট হন। সত্তর বছর বয়সে উপনীত হলে আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা তার সব উত্তম আমল কবুল করে নেন আর তার মন্দ কাজগুলো এড়িয়ে যান। নব্বই বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা তার সামনের ও পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তাকে তখন নাম দেওয়া হয় পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দি। পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তার শাফাআত কবুল করা হবে।"[৪০৫]

৫৮৩. উসমান ইবনু আফফান ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَطَعَنَ فِي الْخَمْسِينَ أَمِنَ الدَّاءَ الثَّلاثَةَ : الْجُذَامُ ، وَالْجُنُونُ ، وَالْبَرَصُ ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً حُوسِبَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَابْنُ السِّتِّينَ يُعْطَى الإِنَابَةُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَابْنُ السَّبْعِينَ تُحِبُّهُ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَابْنُ الثَّمَانِينَ تُكْتَبُ حَسَنَاتُهُ وَلا تُكْتَبُ سَيِّئَاتُهُ ، وَابْنُ التِّسْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتُبُهُ مَلائِكَةُ سَمَاءِ الدُّنْيَا أَسِيرًا لِلَّهِ فِي الأَرْضِ

[৪০৫] মুসনাদু আবী ইয়ালা, ৭/২৪২, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪; হাদীসটির সনদ সহীহ নয়।

"বান্দা যখন পূর্ণ চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ করে পঞ্চাশের ঘরে পা রাখে, তখন সে তিনটি ব্যাধি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কুষ্ঠ, পাগলামি এবং ধবল রোগ। পঞ্চাশ বছর বয়সে উপনীত হলে তার হিসাবের ফায়সালা সহজ করে দেওয়া হয়। ষাট বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহর প্রতি তার মন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর সত্তর বছর বয়সে উপনীত হলে আসমানের ফেরেশতারা তাকে ভালবাসতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে কেবল তার উত্তম আমলই লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে। মন্দ কাজ আর লিপিবদ্ধ করা হয় না। নব্বই বছর বয়সে উপনীত হলে তার আগের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তার পরিবার-পরিজনের সত্তর জনের ব্যাপারে তার শাফাআত গ্রহণ করা হবে। দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানের ফেরেশতারা পৃথিবীতে 'আল্লাহর বন্দি' হিসেবে তার নাম লিখে নেন।"[৪০৬]

৫৮৪. সাঈদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু হাসসান ইবনু সাবিত তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হাসসান ইবনু সাবিত একশ চার বছর আয়ু পেয়েছিলেন। তার পিতা সাবিত, দাদা মুনযির, পিতার দাদা হারাম – প্রত্যেকেই একশ চার বছর হায়াত লাভ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনু হাসান এ বিষয়টি বর্ণনার সময় ঘাড় উঁচু করে ফেলতেন। তিনি নিজে চুরাশি বছর বেঁচে ছিলেন।[৪০৭]

৫৮৫. উমার ইবনু আলি আল মুকাদ্দামি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "আমি স্বপ্নে একবার হারুন বিন রিআবকে দেখে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?' তিনি বলেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার প্রতি রহম করেছেন। আমাকে তাঁর নৈকট্যশীল বানিয়েছেন এবং আমার সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা তিরাশি বছর বয়সী মানুষের সাথে এমন করে থাকি।'"

মনের সচ্ছলতা

৫৮৬. আসমায়ি থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন এক লোককে নসীহত করে বলে : "অর্থ-সম্পদের সচ্ছলতার চেয়ে মনের স্বচ্ছলতাই উত্তম। তাই যাকে সম্পদ দেওয়া হয়নি, সে যেন তাকওয়া থেকেও বঞ্চিত না হয়ে যায়। বিলাসিতা

---

[৪০৬] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িবদ, ১০/২০৫; হাদীসটির সনদ যঈফ।

[৪০৭] আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ১/২৩৫।

ও প্রাচুর্যের মাধ্যমে উদরপূর্তি করা বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা দ্বীন এবং মহানুভবতার ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষুধার্ত। মুমিন সবসময় কল্যাণের মধ্যেই থাকে। এরইমধ্যে ভূপৃষ্ঠ একসময় তাকে অভিবাদন জানায়। আকাশ থেকে সুসংবাদ দেওয়া হয় তাকে। সে যদি ভূপৃষ্ঠে উত্তম কাজ করে যায়, তাহলে ভূগর্ভে কখনোই তার প্রতি মন্দ আচরণ করা হয় না। বার্ধক্য যেমনভাবে যুবকদের ওপর চেপে বসে, মৃত্যুও তেমনিভাবে বৃদ্ধদের গ্রাস করে নেয়। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে, সে দুনিয়ার স্বচ্ছলতা দ্বারা আনন্দিত হয় না। এর বিপদাপদে হা-হুতাশ করে না।"

নিকটজনের মৃত্যুতে শোক

৫৮৭. হাফস ইবনু গিয়াস থেকে বর্ণিত, আমাশকে মুসলিম আন নাহাতের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বলেন, "কারও সমবয়সী মারা যাওয়া যেন ব্যক্তির নিজেরই মারা যাওয়া।"

৫৮৮. আবদুস সামাদ ইবনু নুমান থেকে বর্ণিত, কাযী আবূ ইউসুফ ﵀ বলেছেন: "সমবয়সীদের মৃত্যু আমাকে যতটা দুর্বল করে ফেলে, অন্য কোনো কিছুই আমাকে ততটা দুর্বল করতে পারে না।"

৫৮৯. সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, আইয়ুব বলেছেন: "পরিচিত কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে আমার মনে হয় যেন, আমার শরীরের কোনো একটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

৫৯০. ইবরাহীম ইবনু আবদিল মালিক থেকে বর্ণিত, আবূ মুসহির আদ দিমাশকি বলেছেন: "একদিন আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের জন্য সকালের নাস্তা আনা হলে তিনি খাদিমকে জিজ্ঞেস করেন, 'খালিদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আসিদ কোথায়?' খাদিম উত্তরে বলেন, 'আমিরুল মুমিনীন, তিনি তো মারা গেছেন।'

আবদুল মালিক এরপর জিজ্ঞেস করেন, 'উমাইয়া ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনু আসিদ কোথায়?'

'আমিরুল মুমিনীন, তিনিও মারা গেছেন।'

'খালিদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মুয়াবিয়া?'

'তিনিও মারা গেছেন।' এরপর আরেক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করলে খাদিম বলে, 'আমিরুল মুমিনীন, তিনিও মারা গেছেন।' আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান তখন খাদিমকে বলেন, 'এই নাস্তা নিয়ে যাও।'

এরপর তিনি আবৃত্তি করেন :

ذَهَبَتْ لِذَاتِيْ وَانْقَضَتْ آجَالُهُم

وَغَبَرْتُ بَعْدَهُمْ وَلَسْتُ بِغَابِرِ

'আমি যাদের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম তারা চলে গেছে
হায়াত শেষ হয়ে গেছে তাদের;
তাদের পর এখন বাকি রয়ে গেছি আমি
কিন্তু আমি তো আর বাকি থাকার নই!'"

আল্লাহর প্রতি ভয়, আগ্রহ ও আশা

৫৯১. আলি ইবনু মুআফফাক আল বাগদাদি থেকে বর্ণিত, তিনি আহমাদ ইবনু আসিম আল আন্তাকিকে বলতে শুনেছেন, "এক আবিদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার প্রমাণ কী, বলুন।' তিনি বলেন, 'সর্বদা সতর্ক থাকা।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'তাহলে আল্লাহর প্রতি আগ্রহের দলিল কী?' তিনি বলেন, 'সবসময় তাঁর তালাশে থাকা।' জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা আকাঙ্ক্ষার দলিল কী?' তিনি বলেন, 'আমল করে যাওয়া।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। বলুন তো, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা চলে আসে কীভাবে?' তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তাআলা যে সহনশীলতা দেখান এবং গুনাহ গোপন রাখেন, তোমরা এর ওপর আস্থাশীল হয়ে পড়েছ।'"

মানুষের দায়িত্ব ইবাদাত, আল্লাহর দায়িত্ব রিযক দেওয়া

৫৯২. জুনাইদ বাগদাদি থেকে বর্ণিত, তিনি সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছেন: "একদিন আমি কবরস্থানে গিয়ে দেখতে পাই, বাহলুল এক কবরের ভেতর উভয় পা ঝুলিয়ে বসে মাটি নিয়ে খেলাধুলা করছে। আমি বলি, 'আপনি

এখানে!' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। আমি এমন সম্প্রদায়ের কাছে আছি, যারা আমার উপস্থিতিতেও আমাকে কোনো কষ্ট দেয় না। আর আমি চলে গেলেও তারা আমার দোষচর্চা করে না।' আমি তাকে বলি, 'বাহলুল! কিছু গরম রুটি নিয়ে এসেছি।' তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি সামান্য গমের দানার দিকেও তাকাই না। আল্লাহ তাআলা আমাদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে ইবাদাত করে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। আর আল্লাহর কর্তব্য হলো, তিনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেভাবে আমাদের রিযক প্রদান করে যাবেন।'"

ঘুমন্ত-জাগ্রত উভয় অবস্থায় মৃত্যুর স্মরণ

৫৯৩. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু সাঈদ আর রাযি থেকে বর্ণিত, আব্বাস ইবনু হামযা একদিন বলেন, "আমি একবার যুননুন মিসরির কাছে গিয়েছিলাম। তখন এক মুরিদ বসে ছিল তার কাছে। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'ঘুমের সময় মৃত্যুকে বালিশ আর জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুকে লক্ষ্য বানিয়ে নাও। এমন হয়ে যাও, যেন দুনিয়ার প্রতি তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আর আখিরাত তোমাদের না হলেই নয়।'"

মানবজীবন কিছুদিনের সমষ্টি মাত্র

৫৯৪. ঈসা ইবনু ইবরাহীম বলেন, "হাসান ইবনু হানি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তাকে দেখতে যাই। জিজ্ঞেস করি 'আবূ আলি! এখন কেমন বোধ করছেন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'যে কয়েকটা দিবসের সংখ্যার সমষ্টি মাত্র, তার অবস্থা আর কেমন হবে! প্রতিদিন সে সংখ্যা কমে আসছে।'"

মৃত্যুকালীন উপলব্ধি

৫৯৫. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল ইবনু তুরাইহ ইবনু ইসমাইল আস সাকাফি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, "উমাইয়া ইবনু সালতের মৃত্যুশয্যায় আমি সেখানে ছিলাম। দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন তিনি। জ্ঞান ফিরলে মাথা উঁচু করে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেন, 'আমি তোমাদের ডাকে হাজির হয়ে গেছি। আমি তোমাদের ডাকে হাজির হয়ে গেছি। আমি তোমাদের কাছেই রয়েছি। এমন শক্তিশালী কেউ নেই, যার কাছ

থেকে সাহায্য নেব। আমার দায়মুক্তির বা ক্ষমা পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।' এরপর তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে। তখন মাথা উঁচু করে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেন, 'আমি তোমাদের ডাকে হাজির হয়ে গেছি। আমি তোমাদের ডাকে হাজির হয়ে গেছি। আমি তোমাদের কাছেই রয়েছি। আমাকে রক্ষা করার মতো কোনো গোত্র নেই। আর আমার এমন কোনো সম্পদ নেই, যা আমার উপকার করবে।' এরপর তিনি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন।"

এক ব্যক্তির আখিরাতের বাস্তবতা উপলব্ধি

৫৯৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, একবার ইয়াদ গোত্রের এক প্রতিনিধিদল নবি ﷺ-এর কাছে আসে। তিনি তাদের কুস ইবনু সায়িদা আল ইয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো মারা গেছেন।" নবি ﷺ বলেন, "হাজ্জের মৌসুমে উকাযের বাজারে আমি তাকে দেখেছিলাম। তিনি তখন একটা লাল উট কিংবা উটনীতে উঠে মানুষকে উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন:

'লোকসকল! সকলে সমবেত হও। আমার কথা শোনো এবং স্মরণ রাখো। উপদেশ গ্রহণ করো, তাহলে উপকৃত হবে। জেনে রাখো, যারাই জীবন লাভ করেছে, তাদের সবাইকেই একসময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর যে মৃত্যুবরণ করল, সে তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যা আসন্ন, তা আসবেই। পর সমাচার, জেনে রাখো, আকাশে রয়েছে এক বিশেষ বৃত্তান্ত। জমিনে রয়েছে শিক্ষা। যে নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে যায়, তা আর কখনো উদিত হবে না। সমুদ্রের যে ঢেউ উথলে উঠে, তা আর কখনো ফিরে আসবে না। সেই ছাদের কসম, যা সুউচ্চ! সেই বিছানার কসম, যাকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে! নদ-নদী এবং ঝর্নার কসম! কুস আল্লাহর নামে মিথ্যা বা পাপাচারের নয় বরং সত্য শপথ করেছে। যদিও বিষয়টাতে আল্লাহর কিছু সন্তোষ রয়েছে। কিন্তু জেনে রাখো, অবশ্যই এতে আল্লাহর অসন্তোষ নিপতিত হবে। আর এখনই তো কিছু কিছু বিষয়ে তাঁর অসন্তোষ রয়েছে। এটা আসলে কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে এক আশ্চর্য বিষয়। জেনে রাখো, কুস আল্লাহর নামে মিথ্যা বা গুনাহের কসম করছে না, বরং সত্য শপথ করছে যে, আল্লাহর একটি মনোনীত দ্বীন রয়েছে, আমাদের পালিত দ্বীনের চেয়েও যে দ্বীনের প্রতি তিনি অধিক সন্তুষ্ট। মানুষের কী হলো যে, তারা চলে যাচ্ছে আর ফিরে

আসছে না? তারা কি এতেই সন্তুষ্ট হয়ে তার ওপর রয়েছে, না কি তা ছেড়ে ঘুমিয়ে গেছে?'

নবি ﷺ বলেন, "কুস ইবনু সায়িদা এরপর কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তার সেই কবিতাগুলো আমার মনে নেই।" আবূ বকর ﷺ তখন দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি সে মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। কবিতাগুলো আমার মনে আছে।" নবি ﷺ তখন বলেন, "তাহলে আবৃত্তি করো শুনি।" আবূ বকর ﷺ বলেন, "কুস ইবনু সায়িদা আলোচনা শেষে আবৃত্তি করেছিলেন :

في الذاهِبينَ الأَوَّلينَ *
مِنَ القُرونِ لَنا بَصائِر
لَمّا رَأَيتُ مَوارِداً *
لِلمَوتِ لَيسَ لَها مَصادِر
وَرَأَيتُ قَومي نَحوَها *
تَمضي الأَصاغِرُ وَالأَكابِر
لا يَرجِعُ الماضي إِلي *
ولا مِنَ الباقينَ غابِر
أيقَنتُ أَنّي لا مَحا *
لَةَ حَيثُ صارَ القَومُ صائِر

'গত হয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা।
আমি মৃত্যুর বহু ঘাঁটি দেখেছি কিন্তু তার কোনো উৎস খুঁজে পাইনি।
আমার সম্প্রদায়ের ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে
আমি সেই ঘাঁটিতে যেতে দেখেছি।
গত হয়ে যাওয়া লোকদের কেউ-ই আমার নিকট বা
অবশিষ্ট কারও নিকট ফিরে আসেনি।
তাই আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে যে,
সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে গেছে আমাকেও সেখানে যেতে হবে।'"

নবি ﷺ এরপর ইয়াদ গোত্রের প্রতিনিধি দলকে বলেন, "আপনারা কি কুস ইবনু সায়িদার কোন ওসীয়ত পেয়েছিলেন?" তারা বলে, "হ্যাঁ। তার মাথার নিচে একটি পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছিল, যাতে লেখা ছিল:

يَا نَاعِيَ المَوْتِ وَالأَمْوَاتُ فِيْ جَدَث

* عَلَيْهِم مِنْ بَقَايَا بَزِّهِم خِرَقُ

دَعْهُم فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمًا يُصَاحُ بِهِم *

كَمَا يُنَبَّهُ مِنْ نَوْمَاتِهِ الصَّعِق

مِنْهُمْ عُرَاة وَمِنْهُم فِي ثِيَابِهِم *

مِنْها الجَدِيْدُ وَمِنْهَا الأَوْرَقُ الخَلِق

হে মৃত্যুর ঘোষণাকারী! মৃত ব্যক্তিরা এখন রয়েছে কবরস্থানে
তাদের ওপর রয়েছে কেবল কিছু ছেঁড়া টুকরো
তাদের আপন অবস্থায় রেখে দাও; তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট একটি দিন
এক বজ্র-নিনাদে তাদের ঘুম থেকে জাগানো হবে
তখন তাদের অনেকেই রবে বিবস্ত্র,
অনেকেই হবে নতুন কাপড় পরিহিত, কেউবা আবার পুরোনো কাপড়ে।"

নবি ﷺ তখন বলেন, "যে সত্তা আমাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! কুস (ইবনু সায়িদা) পুনরুত্থানে ঈমান এনেছিল।"[৪০৮]

স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যু

৫৯৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ قَالَ المَوْتُ

"স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয়টির কথা বেশি করে স্মরণ করো।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয়টা

[৪০৮] হাদীসটি বেশ প্রসিদ্ধ এবং অনেক মুহাদ্দিস এটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ একটিও সহীহ নয়। অনেক সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

কী?" তিনি বলেন, "মৃত্যু।"[৪০৯]

মৃত হয়েও সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি

৫৯৮. ইমরান ইবনু মূসা ইবনু মুজাশি এক হাকিম থেকে বর্ণনা করেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কোন ব্যক্তি সবচেয়ে সুখী?" তিনি বলেন, "মাটিতে শুয়ে থাকা ঐ শরীর, শাস্তির ব্যাপারে যে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে আর আপন রবের পক্ষ থেকে প্রতিদানের অপেক্ষায় আছে।"

মৃত্যুকালীন তিন সঙ্গী

৫৯৯. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

يتْبعُ المُؤمِن بَعْدَ مَوْتِهِ ثلاث: أهلُهُ ومالُه وعمَلُه، فيرْجِع اثنانِ ويبْقَى واحِدٌ: يرجعُ أهلُهُ ومالُهُ، ويبقَى عملُهُ

"মৃত্যুর পর তিনটি বিষয় মুমিনের পেছন পেছন যায়। তার পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদ এবং আমল। এর মধ্যে দুটি বিষয় তাকে ছেড়ে চলে আসে। থেকে যায় কেবল একটি। তার পরিবার-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদ চলে আসে। আর তার আমল থেকে যায়।"[৪১০]

---

[৪০৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১৭; হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪১০] বুখারি, আস সহীহ, অধ্যায় : রিকাক, পরিচ্ছেদ : মৃত্যু যন্ত্রণা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়

আল্লাহর নৈকট্যলাভের পরাকাষ্ঠা

৬০০. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

مَن عَادَلِيْ وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ، وأنا أَكْرَهُ مَساءَتَهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে দুশমনি করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই। আমি বান্দার ওপর যা ফরয করেছি, সেটাই আমার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে প্রিয় আমল। আমার বান্দা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই

তাকে আশ্রয় দিই। মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে যতটা দ্বিধা করি, আর কোনো কাজ করতে চাইলে ততটা দ্বিধা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর তার কষ্ট হওয়াটাকে আমি অপছন্দ করি।"[৪১১]

৬০১. আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَنْ آذَىٰ لِيْ وَلِيًّا، فَقَدْ إِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَمَا تقربَ إِليَّ عبدي بمثلِ أداءِ فرائِضي، وإنَّ عَبْدي ليتقرّبُ إِليَّ بالنوافلِ حتى أحبّهُ، فإذا أحببتهُ، كنتُ عينهُ التي يُبصِرُ بها، ويدهُ التي يبطِشُ بها، ورِجْلهُ التي يمشي بها، وفُؤادهُ الذي يَعْقِلُ به، ولسانَهُ الذي يتكلمُ به، إن دعاني أجبتهُ، وإن سألني أعطيتهُ، وما تردّدْتُ عن شيء أنا فاعِلهُ تردُدِي عن موتهُ، وَذَلِكَ أنه يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أكْرهُ مُساءتَهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুকে কষ্ট দেয়, সে তার বিরুদ্ধে আমার লড়াইকে বৈধ করে নেয়। আমার ফরয বিধানগুলো আদায়ের মাধ্যমে বান্দা আমার যে পরিমাণ নৈকট্য অর্জন করে, অন্য কিছুর দ্বারা তেমনটা পারে না। আমার বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার (আরও) নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে থাকে। তার অন্তর হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে। তার জিহ্বা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে কথা বলে। যদি সে আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। যদি সে আমার কাছে চায়, তাহলে তাকে প্রদান করি। মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে যতটা দ্বিধা করি, আর কোনো কাজে ততটা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর তার কষ্ট হওয়াটাকে আমি অপছন্দ করি।"[৪১২]

৬০২. ইউসুফ বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি যুননুনকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যশীল হয়ে যায়, আমি তার বন্ধু হয়ে যাই। তাই সে যেন আমার ওপর আস্থা রাখে এবং আমার ওপর নির্ভর করে। আমার সম্মানের কসম! যদি সে আমার নিকট পুরো দুনিয়া ধ্বংস করে

[৪১১] বুখারি, আস সহীহ, ৬৫০২।
[৪১২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২৬১৯৩; হাদীসটি সহীহ।

দেওয়ার আবেদন করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য এই দুনিয়া ধ্বংস করে দেব।'"

নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

৬০৩. আবূ উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

ما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتّى أحبَّهُ فأكونُ أنا سمعَهُ الَّذي يسمعُ بِهِ وبصرَهُ الَّذي يبصرُ بِهِ ولسانَهُ الَّذي ينطقُ بِهِ وقلبَهُ الَّذي يعقلُ بِهِ فإذا دعاني أجبتُهُ وإذا سألني أعطيتُهُ وإذا استنصرني نصرتُهُ وأحبُّ ما تعبَّدَني عبدي بِهِ النُّصحُ لي

"আমার বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে। তার অন্তর হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে। তার জিহ্বা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে কথা বলে। যদি সে আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। যদি সে আমার কাছে চায়, তাহলে আমি তাকে তা দিই। যখন সে আমার নিকট সাহায্য চায়, আমি তাকে সাহায্য করি। বান্দা আমার ইবাদাত করার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলো আমার হিতাকাঙ্ক্ষা।"[৪১৩]

আখিরাতের জন্য দুনিয়াকে ব্যবহার

৬০৪. জারির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন :

من تزوَّد في الدُّنيا نَفَعَهُ فِيْ الآخرةِ

"মানুষ দুনিয়াতে যে পাথেয় অর্জন করে, আখিরাতে সেটা তার উপকারে আসে।"[৪১৪]

---

[৪১৩] তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ৮/২৪৪; হাদীসটির সনদ যঈফ।

[৪১৪] মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/৫৩; হাদীসটির সনদ হাসান।

৬০৫. আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।"[৪১৫]

মুজাহিদ ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "দুনিয়ায় থাকতেই আখিরাতের জন্য আমল করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এতে।"[৪১৬]

বাইরে বের হলে ফেরেশতা অথবা শয়তান সাথে থাকে

৬০৬. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

ما مِن خارِجٍ يخرُجُ إلّا ببابِه رايتانِ رايةٌ بيدِ ملَكٍ ورايةٌ بيدِ شيطانٍ فإنْ خرَج فيما يُحِبُّ اللهُ تبِعه الملَكُ برايتِه فلَمْ يزَلْ تحتَ رايةِ الملَكِ حتّى يرجِعَ إلى بيتِه وإنْ خرَج فيما يُسخِطُ اللهَ تبِعه الشَّيطانُ برايتِه فلَمْ يزَلْ تحتَ رايةِ الشَّيطانِ حتّى يرجِعَ إلى بيتِه

"প্রত্যেক প্রস্থানকারীর দরজায় দুটি পতাকা থাকে। একটি পতাকা থাকে ফেরেশতার হাতে, অন্যটি শয়তানের হাতে। মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় কাজে ঘর থেকে বের হয়, তাহলে ফেরেশতা পতাকা নিয়ে তার পেছনে পেছনে যেতে থাকে। ঘরে ফেরা পর্যন্ত ফেরেশতার পতাকার নিচেই থাকে সে। আর যদি আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় কাজে বের হয়, তাহলে শয়তান তার অনুগামী হয়ে যায়। ঘরে ফেরা পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকার নিচেই থাকে।"[৪১৭]

যা কিছু সর্বোত্তম

৬০৭. আমর ইবনু আবাসা আস সুলামি বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি,

مَنْ بَايَعَكَ عَلَى هَذَا الأَمْرِ؟ قَالَ : حُرٌّ وَعَبْدٌ , قَالَ : فَأَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

---

[৪১৫] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭।

[৪১৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৩৭৭, ৩৭৮।

[৪১৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/৩২৩; হাদীসটির সনদ হাসান।

قَالَ : الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الْفِقْهُ فِي دِينِ اللهِ وَالْعَمَلُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ, قُلْتُ : فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلامِ ، وَطَيِّبُ الْكَلامِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ، وَطُولُ الْقُنُوتِ وَحُسْنُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , قُلْتُ : فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ اللهُ, قُلْتُ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ, وَهَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ, قُلْتُ : فَأَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ ، فَإِنَّ اللهَ يَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابَ السَّمَاءِ ، وَيَطَّلِعُ فِيهِ إِلَى خَلْقِهِ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ

'এই বিষয়ে আপনার হাতে কারা বাইয়াত দিয়েছে?' তিনি বলেন, 'স্বাধীন এবং দাস শ্রেণির লোকেরা।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন আমল সর্বোত্তম?'

উত্তরে নবি ﷺ বলেন, 'ধৈর্য, ক্ষমা এবং উত্তম চরিত্র।'

'কোন ইসলাম সর্বোত্তম?'

'আল্লাহর দ্বীনের গভীর জ্ঞান, আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা।'

'কোন মুসলিম সর্বোত্তম?'

'যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।'

'কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়?'

'খাবার খাওয়ানো, সালামের প্রচলন ঘটানো এবং উত্তম কথা বলা।'

'কোন সালাত সর্বোত্তম?'

'সময়মতো, উত্তমভাবে রুকু সিজদাহ করে দীর্ঘ খুশুর সাথে যা আদায় করা হয়।'

'কোন হিজরত সর্বোত্তম?'

'আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন—এমন সবকিছু পরিত্যাগ করা।'

'রাতের কোন সময়টা সর্বোত্তম?'

'শেষ রাতের মধ্যভাগ। কারণ, এসময় আল্লাহ তাআলা আসমানের সব দরজা খুলে দেন এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি নজর দেন ও দুআ কবুল করেন।'"[৪১৮]

মানুষের দ্বিমুখিতার স্বরূপ

৬০৮. খুলাইদ বিন দালাজ থেকে বর্ণিত, কাতাদা বলেছেন : "তাওরাতে লেখা রয়েছে, 'হে বনী আদম, আমি তোমাকে রিযক দিই, অথচ তুমি অন্যের দাসত্ব করো। হে বনী আদম, তুমি পাপিষ্ঠদের মতো কাজ করে পুণ্যবানদের সাওয়াব প্রত্যাশা করো? হে বনী আদম, তুমি ঝোপঝাড় থেকে আঙুর সংগ্রহ করতে যাও! যেমন করবে, তেমন ফল পাবে। যেমন ফসল ফলাবে, তেমন ফসলই তোমাকে কাটতে হবে। হে বনী আদম, তুমি যখন আল্লাহর বান্দাদের প্রতি রহম করো না, তখন কীভাবে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারো? হে বনী আদম, তুমি আমার থেকে পলায়ন করা সত্ত্বেও আমার নিকট মিনতি জানাও?'"[৪১৯]

দুনিয়াতে সত্যিকারের কল্যাণ

৬০৯. সাদ বিন তুরাইফ থেকে বর্ণিত, আলি ﷺ বলেছেন : "অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াটা কল্যাণকর নয়; বরং কল্যাণ হলো আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, সহনশীলতা অধিক হওয়া, অতি দ্রুত নিজ প্রতিপালকের ইবাদাতে মগ্ন হওয়া। দুনিয়াতে কেবল দুই ব্যক্তির জন্যই কল্যাণ রয়েছে: এক ব্যক্তি হলো, যে বহু গুনাহ ও পাপাচার করেছে, এরপর তাওবা করে গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে নিয়েছে। আরেক ব্যক্তি হলো, তাওবা করার পরপরই যার মৃত্যু হয়ে গেছে।"

---

[৪১৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/৩৮৬; হাদীসটির সুনদ হাসান।

[৪১৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১০৬ - এ এর কিয়দংশ রয়েছে।

আমলের ফল দুনিয়াতেও মেলে

৬১০. বিলাল ইবনু আবীদ দারদা থেকে বর্ণিত, আবূদ দারদা বলেছেন : "যা কিছু দেখে আশ্চর্যান্বিত হও, তা তোমাদেরই আমলের ফল। যদি তোমাদের আমল ভালো হয়, তাহলে তো বেশ, বেশ! আর যদি আমল মন্দ হয়, তাহলে আফসোস আর আফসোস। আমি নবি ﷺ থেকে এমনটিই শুনেছি।"[৪২০]

৬১১. আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

البِرُّ لا يَبْلَى، والإثمُ لا يُنْسى، والدَّيَّانُ لا ينامُ، فكن كما شِئْتَ، كما تَدِينُ تُدانُ

"পূণ্যময় কাজ কখনো পুরাতন হয় না। পাপাচারের কথা কখনো ভুলা হয় না। মহান বিচারক আল্লাহ তাআলা ঘুমান না। অতএব, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন হতে পারো। যেমন করবে, তেমন ফল পাবে।"[৪২১]

মানুষের নিজের বেছে নেওয়া গুরুভার

৬১২. আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

"আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, এরা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং ভীত হলো।"[৪২২]

আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আসমান, জমিন এবং পাহাড়কে আল্লাহর আনুগত্য করার এবং তাঁর অবাধ্যতার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারা এই দায়িত্ব নিতে রাজি তো হয়ইনি, উলটো ভয় পেয়ে গেছে। পরে তা আদম عليه السلام-এর সামনে পেশ করে বলা হয়েছে, 'আপনি কি এই বিষয়টি নেবেন?' তিনি বলেন, 'কী এটা?'

---

[৪২০] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/ ২৩১; এটা কেবল এই সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। এর মতন গরিব। কেবল উকাইলি এটা বর্ণনা করেছেন।

[৪২১] আবদুর রাযযাক সানআনি, আল মুসান্নাফ, ১১/ ১৭৮, ১৭৯; এর সনদ মুরসাল ও মুনকাতি।

[৪২২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭২।

তাঁকে বলা হলো, 'যদি ভালো কাজ করেন, তাহলে প্রতিদান পাবেন আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, নিব।'"

প্রাপ্যের চেয়ে বেশি প্রতিদান লাভ

৬১৩. আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, "নবি ﷺ আমাদের বলেছেন :

إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَة

'যে ব্যক্তি পূণ্যের একটি কাজ করে, তার আমলনামায় এক লক্ষ সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়।'

তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

'এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপ্রতিদান দান করেন।[৪২৩]

এই মহাপ্রতিদান হলো জান্নাত।'"[৪২৪]

৬১৪. উসমান আন নাহদি বলেন, "জানতে পেরেছি যে, আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন, 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা মুমিনের পূণ্যময় কাজ দ্বিগুণ করে দেন।' একদিন পথ চলতে চলতে আবূ হুরায়রা ﵁-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি নাকি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনের পুণ্যময় কাজকে এক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে দেন?' আবূ হুরায়রা বলেন, 'না। বরং আমি তাকে বলতে শুনেছি, একটি পুণ্য কাজকে তিনি দুই লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে দেন।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কারও প্রতি অণু-পরিমাণ যুলুম করেন না। আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিরাট

---

[৪২৩] সূরা নিসা, ৪ : ৪০।

[৪২৪] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/ ৩৪৯, ৩৫০।

সাওয়াব দান করেন।'[৪২৫]

আবূ হুরায়রা ﷺ এরপর বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যে বিষয়কে বিরাট বলেছেন, তার পরিমাণ তো তুমি জানো না।'"[৪২৬]

আখিরাতের কাজে তাড়াহুড়া করা

৬১৫. মুসআব ইবনু সাদ তার বাবার থেকে বর্ণনা করেন, আমাশ বলেছেন, "আমার জানামতে বিষয়টা নবি ﷺ থেকেই বর্ণিত হয়েছে যে,

التُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِيْ عَمَلِ الآخِرَة

'সর্বক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা উচিত হলেও আখিরাতের বিষয়ে তা নয়।'"[৪২৭]

মৃত মাত্রই আফসোসকারী

৬১৬. আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلا نَدِمَ , وَقَالُوا : وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ نَزَعَ

'যে-ই মারা যায়, সে-ই আফসোস করে।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ?' তিনি বলেন, 'লোকটি সৎকর্মশীল হলে আফসোস করে যে, কেন আরও বেশি সৎকর্ম করল না! আর পাপাচারী হলে আফসোস করে যে, কেন নিজেকে পাপাচার থেকে নিবৃত্ত করল না।'"[৪২৮]

হাশরের ময়দানে পাঁচটি প্রশ্ন

৬১৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِكَ فِيمَا أَفْنَيْتَهُ ، وَعَنْ

---

[৪২৫] সূরা নিসা, ৪ : ৪০।

[৪২৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/ ৫২১, ৫২২; এর সনদ জাইয়িদ।

[৪২৭] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ১/ ৬৩, ৬৪; হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪২৮] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, ১১; হাদীসটির সনদ গরীব।

شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَهُ ، وَعَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ ، وَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ

"কিয়ামাতের দিন এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার আগ পর্যন্ত বনী আদম এক পা-ও নড়তে পারবে না: সে তার জীবনকে কোথায় ব্যয় করেছে, যৌবনকে কোথায় শেষ করেছে, অর্থ-সম্পদ কোত্থেকে উপার্জন ও কোথায় খরচ করেছে, আর জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কি না।"[৪২৯]

আল্লাহর প্রাপ্য আনুগত্য কেউ-ই করে না

৬১৮. আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَوْ أَطَاعُونِي عِبَادِي لأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلأَمْطَرْتُ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ ، وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ

"যদি আমার বান্দারা আমার আনুগত্য করত, তাহলে আমি দিনের বেলায় তাদের জন্য সূর্য উদিত করতাম আর রাতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তাদের বজ্রনিনাদ শোনাতাম না।"[৪৩০]

৬১৯. আমাশ বলেন, "আবূ ওয়ায়িল আমাকে বলেছেন : 'আমাদের প্রতিপালক কতই-না উত্তম! যদি আমরা তার আনুগত্য করতাম, তাহলে তিনি আমাদের শাস্তি দিতেন না।'"[৪৩১]

আল্লাহর আনুগত্য করার উপকারিতা

৬২০. মালিক ইবনু দিনার থেকে বর্ণিত, লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেছেন : "বাবা! আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকে ব্যবসা বানিয়ে নাও। তাহলে পুঁজি ছাড়াই মুনাফা অর্জন করতে পারবে।"[৪৩২]

---

[৪২৯] তাবারানি, আল মুজামুস সগির, ১/২৮০; এর প্রায় সবগুলো সনদ যঈফ। তবে শাওয়াহিদ থাকায় একে অনেকে হাসান বলেছেন।

[৪৩০] ইবনুল জাওযী, আল ইলালুল মুতানাহিয়া, ২/৭৯১; দারাকুতনি বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। তবে একই মর্মে আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আরেকটি সনদকে অনেকে সহীহ বলেছেন।

[৪৩১] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৬/৩৩৮।

[৪৩২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৪৯।

৬২১. আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইক থেকে বর্ণিত, হুজাইফা বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো দল ছাড়াই বন্ধুত্ব চায়, কোনো গোত্র ছাড়াই সমবেদনা লাভ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকে পুঁজি বানিয়ে নেয়।"

৬২২. হুসাইন ইবনু আহমাদ আল হারাবি বলেন, "শিবলিকে বলতে শুনেছি : 'যদি তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো, তাহলে সবকিছুই তোমার আনুগত্য করবে।'"

পার্থিব কষ্ট অনুপাতে আখিরাতের প্রতিদান

৬২৩. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু আদহামকে বলতে শুনেছি : 'যে আমল করাটা শরীরের জন্য কষ্টসাধ্য, মিযানের পাল্লায় তার ওজন হবে সবচেয়ে বেশি। যে পরিপূর্ণভাবে আমল করবে, তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। আর যে কোনো আমলই করবে না, সে খালি হাতে দুনিয়া থেকে পরকালের পথে যাত্রা করবে।'"[৪৩৩]

৬২৪. আব্বাস ইবনু হামযা বলেন, "আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া হলো আমলের ঘর, আর পরকাল প্রতিদানের ঘর। যে ব্যক্তি এখানে আমল করে না, সে সেখানে লজ্জিত হয়।'"

স্রষ্টার আনুগত্য করার মাধ্যমে সৃষ্টির আনুগত্য অর্জন

৬২৫. আলি আর-রাযি থেকে বর্ণিত, ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর খিদমাত করতে আনন্দবোধ করে, পৃথিবীর সবকিছুই তার খিদমাত করতে আনন্দ পায়। আল্লাহর মাধ্যমে যার চোখ শীতল হয়, তাকে দেখেও প্রতিটি জিনিসের চোখ শীতল হয়ে যায়।"[৪৩৪]

৬২৬. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : 'দিনের বেলা যে ভালো ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাআলা রাতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে রাতে ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তার রাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে প্রকৃত অর্থেই প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর থেকে সেই চাহিদা বিদূরীত করে দেন। যে অন্তর আল্লাহর জন্য প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করেছে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না।'"[৪৩৫]

---

[৪৩৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৬।

[৪৩৪] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১১৩।

[৪৩৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৭৭।

৬২৭. তিনি আরও বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে উত্তম আচরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।'"[৪৩৬]

আল্লাহর দয়া ব্যতীত মানুষের চেষ্টা যথেষ্ট নয়

৬২৮. মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কাত্তানি বলেন, "আমি আবূ সাঈদ আল খাররাযকে বলতে শুনেছি : 'যে মনে করে যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেই এ (জগতের) গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, গন্তব্যে পৌঁছেও তাকে পরিশ্রমই করে যেতে হয়। আর যে মনে করে যে, চেষ্টা ছাড়াই সে পৌঁছে যাবে, গন্তব্যে পৌঁছেও সে আরও উঁচু স্তরে উঠার আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে।'"

৬২৯. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল রাযি বলেন, "আমি আবূ উসমান আল মাগরিবিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি মনে করে, এই পথের (আধ্যাত্মিকতার) কোনো কিছু নিতান্ত অধ্যবসায়ের কারণেই তার জন্য খুলে দেওয়া হবে, সে ভুলের ওপর রয়েছে।'"

৬৩০. হাম্মাম ইবনু হারিস বলেন, "জুনাইদকে বলতে শুনেছি : 'সকল গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেই চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। কিন্তু চেষ্টা-সাধনা করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে খুঁজতে চায়, সে ওই ব্যক্তির মতো নয়, যে বদান্যতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে খোঁজে।'"[৪৩৭]

৬৩১. মুহাম্মাদ বিন খফিফ বলেন, "রুআইম ইবনু আহমাদকে বলেছিলাম, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বলেছিলেন, 'এই বিষয়ে চেষ্টা-সাধনার পরিমাণ কমিয়ে দাও। তুমি চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই এতে প্রবেশ করতে পারো, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় সুফিদের বাজে বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ো না।'"[৪৩৮]

নফস ও দ্বীনের বৈপরীত্য

৬৩২. আবূ আবদির রহমান বলেন, "আমি আমার দাদা আবূ আমরকে বলতে শুনেছি : 'নফস যার কাছে সম্মানিত হয়ে উঠে, দ্বীন-ধর্ম তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।'"[৪৩৯]

---

[৪৩৬] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৭৭।
[৪৩৭] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১৫৭।
[৪৩৮] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১৮৩।
[৪৩৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪৫৫।

শক্তিকে ভালো কাজে লাগানো

৬৪৮. আসমায়ি থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন কিছু লোককে নসীহত করে বলছিল: "আল্লাহ তাআলা ওই শক্তিশালী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে তার শক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করেছে। কিন্তু গুনাহের ক্ষেত্রে দুর্বল থেকেছে বলে আল্লাহর অবাধ্যতা করেনি।"

৬৩৩. ইবনু তাউস থেকে বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সাওরি তার সঙ্গীদের চারটি বিষয়ের কথা লিখে পাঠাতেন : "আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজেকে বশীভূত করে ফেলো। আর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নিজেকে অবাধ্য করে তোলো (অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ো না)। মানুষের তাকওয়া অনুযায়ী তাদের সাথে মেশো। যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করো।"[৪৪০]

কাজের ফল নিজেকেই পেতে হয়

৬৩৪. যাইদ ইবনু আসলাম বলেন, "আমর জানতে পেরেছি যে, লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে বলেছেন : 'বাছা! কোনো কল্যাণকর কাজ করলে তার সুবাস ছড়িয়ে দাও। আর যদি কোনো অকল্যাণকর কাজ করে ফেলো, তাহলে কোনো সন্দেহ রেখো না যে, তোমার প্রতিও অকল্যাণ করা হবে।'"

দুই গোলামের উপমা

৬৩৫. হাসান থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ لأَحَدِكُمْ عَبْدَانِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهُ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ إِذَا ائْتَمَنَهُ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، وَكَانَ الآخَرُ يَغْضَبُ إِذَا أَمَرَهُ , وَيَخُونُهُ إِذَا ائْتَمَنَهُ , وَيَغُشُّهُ إِذَا غَابَ عَنْهُ كَانَا عِنْدَهُ سَوَاءٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আচ্ছা ধরো, কারো দুটি গোলাম আছে। একজন মনিবের নির্দেশ পালন করে, তার কাছে আমানত রাখলে তা আদায় করে, মনিবের অনুপস্থিতিতে তার বিষয়াদি দেখাশোনা করে। আর অপরজনকে কোনো

[৪৪০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২১।

আদেশ দিলে রেগে যায়, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, মনিব কোথাও চলে গেলে তাকে ধোঁকা দেয়। মনিবের কাছে কি তারা উভয়ে সমান হতে পারে?" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "জ্বি না।" নবি ﷺ তখন বলেন, "তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে তোমাদের অবস্থাও এমন।"[৪৪১]

প্রতি মুহূর্তে নতুন নিয়ামাত অথবা আযাব

৬৩৬. হাইসাম ইবনু ইমরান বলেন, "আমি কুলসুম ইবনু ইয়ায আল কুশাইরিকে দামিশকের মিম্বারে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাআলা তার বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেন। যে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া নিয়ামাতকে তাঁর আনুগত্যে লাগায়, সেগুলোকে তাঁর অবাধ্যতায় ব্যয় করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে রহম করুন। পূণ্যময় কাজ সম্পাদনকারীকে প্রতি মুহূর্তেই নতুন কোনো নিয়ামাত প্রদান করা হয়, এর পরিচয়ও জানে সে। তেমনি আল্লাহর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও প্রতি মুহূর্তে অভিনব শাস্তি পেতে থাকে, যার সাথে তার পূর্ব পরিচিতি ছিল না।'"

নেককাজে সর্বশক্তি নিয়োগ

৬৩৭. আবদুল্লাহ ইবনু জারাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

اطْلُبُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ ، وَاهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لا يَنَامُ طَالِبُهَا وَإِنَّ النَّارِ لا يَنَامُ هَارِبُهَا ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُحَفَّفَةٌ بِالْمَكَارِهِ ، وَحَصَرَ مَوَارِدَهَا النَّوْمُ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا مُحَفَّفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ , فَلا تُلْهِيَنَّكُمْ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا وَلَذَّاتُهَا عَنِ الآخِرَةِ ، إِنَّهُ لا دُنْيَا لِمَنْ لا آخِرَةَ لَهُ ، وَلا آخِرَةَ لِمَنْ لا دُنْيَا لَهُ ، إِنَّ اللهَ قَدِ أَبْلَغَ فِي الْمَعْذِرَةِ وَبَلَّغَ الْمَوْعِظَةَ ، إِنَّ اللهَ قَدِ أَحَلَّ كَثِيرًا طَيِّبًا لَكُمْ فِيهِ سَعَةٌ ، وَحَرَّمَ خَبِيثًا فَاجْتَنِبُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، وَأَطِيعُوا اللهَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَحِلَّ اللهُ شَيْئًا حَرَّمَهُ وَلَنْ يُحَرِّمَ شَيْئًا أَحَلَّهُ ، وَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ ، وَأَكَلَ الْحَلالَ أَطَاعَ الرَّحْمَنَ ، وَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا ، وَاجْتَمَعَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ هَذَا لِمَنْ أَطَاعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ "

[৪৪১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/১৩৬; হাদীসটির আরও শাহিদ রয়েছে। সনদ সহীহ।

"যুগভরে কল্যাণ তালাশ করো। সর্বশক্তি দিয়ে জাহান্নাম থেকে পালাও। জান্নাতের সন্ধানকারী ঘুমাতে পারে না আর জাহান্নাম থেকে পলায়নকারীও ঘুমাতে পারে না। আখিরাত তো কষ্টকর সব বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ। সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাগুলো সংকীর্ণ করে দিয়েছে ঘুম। আর দুনিয়া ভোগ-বিলাসিতা দিয়ে পরিপূর্ণ। তাই দুনিয়ার প্রবৃত্তি এবং বিলাস-উপকরণ যেন তোমাদের আখিরাতের কথা ভুলিয়ে না দেয়। জেনে রাখো, যার আখিরাত নেই তার দুনিয়া নেই। আর যার দুনিয়া নেই তার আখিরাত নেই। আল্লাহ তাআলা (সবগুলো এতো সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি) আমাদের জন্য অজুহাত রখেননি। উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অনেক উত্তম বিষয় হালাল করেছেন আর নিকৃষ্ট জিনিসগ্যলো করেছেন হারাম। তাই তিনি যা হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকো এবং আল্লাহর আনুগত্য করো। আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, তা হালাল মনে করা যাবে না। আর যা তিনি হালাল রেখেছেন, তা অবৈধ মনে করা যাবে না। যে ব্যক্তি হারাম ত্যাগ করে হালাল আহার গ্রহণ করল, সে রহমানের আনুগত্য করল এবং এমন শক্ত রজ্জু আঁকড়ে ধরল, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই পেয়ে গেছে সে। যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, এগুলো তারই জন্য।"[৪৪২]

তিন ধরনের জিহাদ

৬৩৮. হামিদ আল লাফাফ বলেন, "আমি হাতিম আল আসামকে বলতে শুনেছি : 'জিহাদ তিন ধরনের। একটা হলো গোপনে শয়তানের সঙ্গে জিহাদ। তাকে পরাজিত করে দেওয়া পর্যন্ত এ জিহাদ অব্যাহত থাকবে। আরেকটা হলো আল্লাহর বিধি-বিধান আদায়ের জন্য প্রকাশ্যে জিহাদ। আল্লাহ তাআলা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে আদায় পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। তৃতীয়টা হলো ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ।'"[৪৪৩]

---

[৪৪২] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৫/৯৩২।

[৪৪৩] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১/৯৬।

তিন সৌভাগ্যবান

৬৩৯. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'যে পবিত্রতা অর্জন করে মাসজিদের দরজায় পড়ে রয়েছে, তার জন্য সুসংবাদ। দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য যে নিজেকে হালকা করে নিয়েছে, তার জন্য সুসংবাদ। যে গোটা জীবন আল্লাহর আনুগত্য করে গেছে, তার জন্য সুসংবাদ।'"[৪৪৪]

বান্দা তার নিয়ত অনুযায়ী সাহায্য পায়

৬৪০. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করে নেয়, সে প্রশান্তি লাভ করে। যে নৈকট্য অর্জন করতে চায়, সে নিকটবর্তী হয়ে যায়। যে নিজেকে নির্মল রাখতে চায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার জন্যে নির্মল হয়ে উঠে। যে ভরসা করে, সে আস্থার ঠিকানা পেয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি অর্থহীন কাজের চেষ্টা করে, তার অর্থবহ কাজ নষ্ট হয়ে যায়।'"[৪৪৫]

মারিফাত লাভের উপায়

৬৪১. আবূ উসমান আল হান্নাত থেকে বর্ণিত, যুননুনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আরিফরা কীভাবে মহান আল্লাহ তাআলার পরিচয় পেয়ে যান?" তিনি বলেন : "যদি কেউ আদৌ আল্লাহ তাআলার কোনো পরিচয় পেয়েই থাকে, তাহলে তা পেয়েছে কেবল লোভ-লালসা সংবরণ করার মাধ্যমে। আর ব্যক্তি যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে বহাল থাকা এবং আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া। এর পাশাপাশি নিজেদের পক্ষ থেকে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তবে যারা পরিচয় লাভ করেছে, তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার তাওফিকেই তা লাভ করেছে।"[৪৪৬]

বান্দা ও বন্দেগির বৈশিষ্ট্য

৬৪২. ইবরাহীম ইবনু ওয়ালিদ থেকে বর্ণিত, আবূ সাঈদ বলেছেন : "দাসত্বের নিদর্শন তিনটি। যথাযথভাবে আল্লাহর বিধিবিধান পালন করা। শারীয়াতের

---

[৪৪৪] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৫/২৭৮।
[৪৪৫] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৫/২৭৮।
[৪৪৬] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৫/২৭৯।

বিষয়ে নবি ﷺ-এর অনুসরণ করা এবং গোটা উম্মাতের জন্য কল্যাণ কামনা করা।"

৬৪৩. আবূল হুসাইন আল ফারিসি বলেন, "ইবনু আতাকে বলতে শুনেছি : 'কবুলিয়াত তথা আল্লাহর দাসত্বের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অঙ্গীকার পূরণ করা, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণ করা, কিছু পেলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং কিছু হারিয়ে গেলে ধৈর্য ধারণ।'"

৬৪৪. আইয়াশ বিন ইসাম বলেন, "সাহালকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মানুষ কখন আল্লাহর বান্দা হতে পারে?' উত্তরে আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'যখন সে আল্লাহ তাআলার ওপর এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।'"

৬৪৫. আবূ বকর যুবায়রি বলেন, "জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি : 'দ্রুত রেগে যাওয়া, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঘরবাড়ির প্রতি মোহ ও টান অনুভব করা—এ সবগুলোই নফসকে ভালোবাসার লক্ষণ। এর পরিণামে ব্যক্তি উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বের স্তর থেকে নিচে নেমে যায় এবং রুবুবিয়াত তথা আল্লাহ তাআলার প্রতিপালক সত্তার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।'"

৬৪৬. আবদুর রহমান বলেন, "আমার দাদা ইসমাইলকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'বান্দার জন্য কোন বিষয়টি থাকা আবশ্যক?' তিনি উত্তরে বলেন, 'সুন্নাত অনুযায়ী উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বকে আঁকড়ে থাকা এবং সবসময় আল্লাহর ধ্যান করা।'"

৬৪৭. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল হক বলেন, "আমি আবূল আব্বাস ইবনু আতাকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি নিজের ওপর সুন্নাতের শিষ্টাচার আবশ্যক করে নেয়, আল্লাহ তাআলা মারিফাতের নূর দিয়ে তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন। আর কথা-কাজ-আকীদা-বিশ্বাস-নিয়ত-শিষ্টাচার ও কাজকর্ম—মোটকথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর অনুসরণের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ কোনো বিষয় নেই।'"

৬৪৮. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, আবূ উসমান চিঠি লিখে শাহকে জিজ্ঞেস করেন, "বান্দার মধ্যে কোন বিষয়টি থাকা অত্যাবশ্যক?" তিনি উত্তরে লিখেন, "সার্বিক বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখা আবশ্যক। আর শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে, তাঁর কিতাব অনুসরণ করা, নবি ﷺ-এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরা। সবসময় নবি ﷺ-এর শিষ্টাচারের

এমন কোনো অংশ বাস্তবায়ন করা, যেটা তোমার জন্য অধিক উপযোগী। নফসকে শাস্তি না দেওয়া। নফসের মাধ্যমে ধোঁকাগ্রস্ত না হওয়া। সাধারণ এবং বিশেষ—সর্বক্ষেত্রে অন্তরের মুরাকাবা করা। হালাল রিযক অন্বেষণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। কারণ, এটি হলো মূল বিষয় এবং এই বিষয়ের ভিত্তি। আর অলসদের ওপর নির্ভর না করা।'"

৬৪৯. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত, একজন যাহিদ বলেছেন :

صِفَةُ عِبَادِ اللهِ أَنْ يَكُونَ الْفَقْرُ كَرَامَتَهُمْ ، وَطَاعَةُ اللهِ حَلاوَتَهُمْ ، وَحُبُّ اللهِ لَذَّتَهُمْ ، وَإِلَى اللهِ حَاجَتُهُمْ ، وَالتَّقْوَى زَادَهُمْ ، وَمَعَ اللهِ تِجَارَتُهُمْ ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُهُمْ ، وَبِهِ أُنْسُهُمْ ، وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُهُمْ ، وَالْجُوعُ طَعَامَهُمْ ، وَالزُّهْدُ ثِمَارَهُمْ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ لِبَاسَهُمْ ، وَطَلاقَةُ الْوَجْهِ حُلْيَتَهُمْ ، وَسَخَاوَةُ النَّفْسِ حِرْفَتَهُمْ ، وَحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ صُحْبَتَهُمْ ، وَالْعِلْمُ قَائِدَهُمْ ، وَالصَّبْرُ سَائِقَهُمْ ، وَالْهُدَى مَرْكَبَهُمْ ، وَالْقُرْآنُ حَدِيثَهُمْ ، وَالشُّكْرُ زِينَتَهُمْ ، وَالذِّكْرُ نُهْمَتَهُمْ ، وَالرِّضَى رَاحَتَهُمْ ، وَالْقَنَاعَةُ مَالَهُمْ ، وَالْعِبَادَةُ كَسْبَهُمْ ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوَّهُمْ ، وَالدُّنْيَا مَزَابِلَهُمْ ، وَالْحَيَاءُ قَمِيصَهُمْ ، وَالْخَوْفُ سَجِيَّتَهُمْ ، وَالنَّهَارُ عِبْرَتَهُمْ ، وَاللَّيْلُ فِكْرَتَهُمْ ، وَالْحِكْمَةُ سَيْفَهُمْ ، وَالْحَقُّ حَارِسَهُمْ ، وَالْحَيَاةُ مَرْحَلَتَهُمْ ، وَالْمَوْتُ مَنْزِلَهُمْ ، وَالْقَبْرُ حِصْنَهُمْ ، وَالْفِرْدَوْسُ مَسْكَنَهُمْ ، وَالنَّظَرُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنْيَتَهُمْ ، هُمْ خَوَاصُ عِبَادِ اللهِ

"আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো : দরিদ্রতা তাদের জন্য মর্যাদার বিষয়। আল্লাহর আনুগত্য তাদের জন্য মিষ্টতা স্বরূপ। আল্লাহর ভালোবাসা হলো তাদের স্বাদ। আল্লাহর কাছেই তারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা বলে। তাকওয়া তাদের পাথেয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর সাথেই। আল্লাহর ওপরই তারা নির্ভর করে। তাঁর সাথেই তাদের বন্ধুত্ব। তারা তাঁরই ওপর ভরসা করে। ক্ষুধা হলো তাদের খাবার। দুনিয়াবিমুখতা তাদের ফল। উত্তম চরিত্র তাদের পোশাক। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। বদান্যতা তাদের পেশা। উত্তম আচরণ তাদের সংশ্রব। জ্ঞান তাদের পরিচালক। ধৈর্য তাদের চালনাকারী। হিদায়াত তাদের বাহন। কুরআন তাদের আলোচনা। কৃতজ্ঞতা তাদের ভূষণ। যিকর তাদের কাছে লোভনীয় বিষয়। (আল্লাহর)

সন্তুষ্টি তাদের প্রশান্তি। অল্পে তুষ্টতা তাদের সম্পদ। ইবাদাত-বন্দেগী তাদের উপার্জন। শয়তান তাদের শত্রু। দুনিয়া তাদের ডাস্টবিন। লজ্জা তাদের জামা। আল্লাহভীতি তাদের স্বভাব। দিনগুলো তাদের জন্য শিক্ষা। রাত তাদের চিন্তার কারণ। প্রজ্ঞা তাদের তরবারি। সত্য তাদের পাহারাদার। জীবন তাদের সফরের স্তর। মৃত্যু তাদের গন্তব্য। কবর তাদের দুর্গ। জান্নাত তাদের বাড়ি। রব্বুল আলামীনের প্রতি দৃষ্টিপাত তাদের পরম আকাঙ্ক্ষা। তারাই হলো আল্লাহ তাআলার সেই বিশেষ বান্দা, যাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

'রহমানের বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।'"[৪৪৭]

৬৫০. আবূ উমার আল আনমাতি বলেন, "আমি জুনাইদ বাগদাদিকে বলতে শুনেছি: "যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছু তোমার মনিব থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর বান্দা হতে পারবে না। যতক্ষণ তোমার ওপর দাসত্বের কোনো শৃঙ্খল বাকি থাকবে, ততক্ষণ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। আর যখন কেবল আল্লাহর দাস হবে, তখন অন্য সবার থেকে স্বাধীন বলে গণ্য হবে।[৪৪৮]

৬৫১. আবূল হাসান আল ফারিসি বলেন, "আবূ আবদিল্লাহ আস সাওয়ানিতিকে বসরা শহরে এক ব্যক্তি বলেছিল, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' আমি তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি : 'উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বের ভিত্তি কয়েকটি। সম্মান, লজ্জা, ভয়-ভীতি, আশা, ভালোবাসা ও গাম্ভীর্য। আল্লাহ তাআলার তাজিমের আলোচনার মাধ্যমে অন্তরে ইখলাস তৈরি হয়। লজ্জার আলোচনার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের বিপদাপদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠে। আল্লাহ তাআলার ভয়ভীতির আলোচনার মাধ্যমে বান্দা গুনাহ থেকে তাওবা করে থাকে। আল্লাহর রহমতের আলোচনার মাধ্যমে বান্দা আনুগত্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। তাঁর ভালোবাসার আলোচনার মাধ্যমে আমল তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে উঠে। তাঁর গাম্ভীর্যের আলোচনার মাধ্যমে অন্তর থেকে বস্তুর মালিকানা এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুভূতি দূর হয়ে যায়।'"

---

[৪৪৭] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

[৪৪৮] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১৫৮।

৬৫২. মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন বলেন, "আমি আমার দাদা আবূ আমরকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে চায়, সে যেন ইবাদাতের সময় আল্লাহর গাম্ভীর্যের প্রতি লক্ষ রাখে।'[৪৪৯]

আরও বলতে শুনেছি, 'নির্দেশদাতার পরিচয় জানা না থাকার কারণেই নির্দেশ পালনে শৈথিল্য দেখা দেয়।'"[৪৫০]

সুফি ও তাসাউফের পরিচয়

৬৫৩. সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদ আল মুতাওয়িয়ি থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আবূ বকর শিবলিকে জিজ্ঞেস করে, "ওই লোকদের সুফি বলা হয় কেন?" তিনি উত্তরে বলেন, "হকের মাধ্যমে তারা যেই মুসাফাত (নির্মলতা) লাভ করেন, তার ফলে তাদের চরিত্র সফা (নির্মল) হয়ে উঠে। আর যার চরিত্র সফা হয়ে উঠে, তাকেই বলা হয় সুফি (নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী)।"

৬৫৪. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত, ইমাম আবূ সাহাল মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তাসাউফ কী জিনিস?" তিনি উত্তরে বলেছেন, "আপত্তিজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা।"

৬৫৫. হাকিম আবূ আবদিল্লাহ আল হাফিয বলেন, "আমি আবূল হাসান আল বুশানজিকে বলতে শুনেছি : 'আমার কাছে তাসাউফ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে অন্তর মুক্ত থাকা। রিক্তহস্ত থাকা এবং দ্বীন পালনের পথে আসা বিপদাপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে অন্তর মুক্ত থাকার ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে বহিস্কৃত হয়েছে।[৪৫১]

---

[৪৪৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪৫৫।

[৪৫০] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪৫৬।

[৪৫১] সূরা হাশর, ৫৯ : ৮।

রিক্তহস্ত থাকার ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে।[৪৫২]

দ্বীন পালনের পথে আসা বিপদাপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতার ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে :

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে তারা ভয় করে না।'"[৪৫৩]

আনুগত্য ও অবাধ্যতা

৬৫৬. ইউসুফ ইবনু হুসাইন বলেন, "আমি আবূল হাসান ইয়াহইয়া ইবনু হুসাইন আল কাহিরিকে বলতে শুনেছি : 'মিশর এসে আমি যুননুনের মজলিসে উপস্থিত হই। আমার মধ্যে তখন উপস্থিত লোকদের প্রতি এক ধরনের অহংকার কাজ করছিল। যুননুন আমার এই অবস্থা দেখে বলেন, 'এমন কোরো না। কেননা আল্লাহ তাআলা তিন ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় গোপন রাখেন : কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করলে নিজের রাগ গোপন রাখেন। যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাদের প্রতি তিনি নিজ সন্তুষ্টিকে গোপন রাখেন। আর বান্দাদের মধ্যে তিনি নিজ কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ গোপন রাখেন। তাই আল্লাহর অবাধ্যতাকে ছোট মনে কোরো না, কেননা এতে তাঁর ক্রোধ হতে পারে। আর আনুগত্যের কোনো কিছুকে তুচ্ছ মনে কোরো না। কেননা, তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত থাকতে পারে। তেমনি আল্লাহর সৃষ্টির কাউকে হেয় জ্ঞান কোরো না। কেননা, হতে পারে সে আল্লাহর ওলি।'"

৬৫৭. হামীদ আল লাফাফ বলেন, "এক ব্যক্তি হাতিম আল আসামকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কি কোনো কিছুর ইচ্ছা আছে?' তিনি বলেন, 'আমি রাত পর্যন্ত পূর্ণ একদিনের সুস্থতা চাই।' শুনে আমি তাকে বলি, 'আপনি তো প্রতিদিন সুস্থই আছেন!' তিনি উত্তর বলেন, 'কোনো দিন তো তখনই সুস্থ

[৪৫২] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭৪।
[৪৫৩] সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪।

ও নিরাপদ হিসেবে কাটবে, যখন আমি তাতে আল্লাহর কোনো অবাধ্যতা করব না।'"[৪৫৪]

৬৫৮. আবূল হাসান আল মহল্লি বলেন, "আমি জুনাইদ বাগদাদিকে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি : 'সকল পূণ্যের সমষ্টি রয়েছে তিন বিষয়ে। প্রথমত, দিনকে নিজের উপকারে কাজে লাগানোর সুযোগ থাকলে সেটা নিজের ক্ষতির কাজে ব্যয় কোরো না। দ্বিতীয়ত, ভালো মানুষের সাথে মিশতে না পারলে অন্তত মন্দ মানুষকে বন্ধু বানিয়ো না। তৃতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে না পারহলে কমপক্ষে তাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যয় কোরো না।'"

মর্যাদার মাপকাঠি বংশ নয়, দ্বীন ও সৎকর্ম

৬৫৯. খালিদ ইবনু খিদাশ বলেন, "ফুযাইল ইবনু ইয়ায একদিন জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কোন গোত্রের?' আমি বললাম, 'মুহাল্লাব।' তিনি তখন বলেন, 'যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকো, তাহলে তো তুমি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। আর যদি মন্দ হয়ে থাকো, তাহলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।'"

৬৬০. আমর বিন কায়স থেকে বর্ণিত, সালমানকে জিজ্ঞেস করা হয়, "কোন জিনিস আপনার জন্য যথেষ্ট?" তিনি বলেন, "আমার ধর্মই আমার মর্যাদার বিষয়। মাটিই আমার জন্য যথেষ্ট। মাটি থেকে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মাটিতেই আমি ফিরে যাব। এরপর একদিন আমাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। তখন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে আমাকে। যদি আমার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়, তাহলে আমার জন্য যথেষ্ট হওয়া মাটি কতই না মর্যাদাবান! আমার রব তাহলে আমাকে কী মহান সম্মান-ই না দেবেন! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তিনি। আর যদি পাল্লা হালকা হয়ে যায়, তাহলে সেই একই মাটি আমার জন্য কতইনা যন্ত্রণাদায়ক হবে! আমার রবের সামনে তখন আমাকে কতটা লাঞ্ছিত হতে হবে! তিনি তখন আমাকে শাস্তি দেবেন। তবে তিনি চাইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন।"[৪৫৫]

---

[৪৫৪] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৯৬।

[৪৫৫] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ৬/ ২০০ -এ এর মর্মার্থ রয়েছে।

৬৬১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَن نفَّسَ عن أخيهِ كُربةًمن كُرَبِ الدُّنيا نفَّسَ اللهُ عنهُ كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن سترَ مسلِمًا سترَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ يسَّرَ اللهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ، واللهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ، ومَن سلَكَ طريقًا يلتَمسُ فيهِ عِلمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ، وما قعدَ قومٌ في مسجِدٍ يتلونَ كتابَ اللهِ ويتدارسونَهُ بينَهُم، إلاَّ نزلت علَيهِمُ السَّكينةُ، وغشيتهمُ الرَّحمةُ، وحفَّتهمُ الملائِكَةُ، ومن أبطأَ بِهِ عملُهُ لم يُسرِعْ بِهِ نسبُهُ

"যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের পার্থিব কোনো বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত দিবসে তার বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো মুসলিমের দুস্থতা দূর করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুস্থতা দূর করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতা করে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো রাস্তা দিয়ে চলে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো সম্প্রদায় মাসজিদে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়ন করে, তখন তাদের ওপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে লোককে তার আমল পেছনে ফেলে দিবে, তার বংশ (মর্যাদা) তাকে অগ্রসর করতে পারবে না।[৪৫৬]

৬৬২. আতা থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা ﷺ বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন :

إِنِّي جَعَلْتُ نَسَبًا وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ

[৪৫৬] মুসলিম, আস সহীহ, ২৬৯৯।

أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَأَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟

"হে লোকসকল, আমি মর্যাদার এক ধরনের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছি। আর তোমরা নিজেরা আরেক ধরনের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছ। যারা সবচেয়ে আল্লাহভীরু, আমি তাদের সবচেয়ে সম্মানিত করেছি। কিন্তু তোমরা বলো যে, অমুকের পুত্র অমুক অমুকের চেয়ে অধিক সম্মানিত। আজ আমি আমার মাপকাঠিকে উঁচু করব আর তোমাদের মাপকাঠিকে নিচু করে দেব! মুত্তাকীরা কোথায়?"

৬৬৩. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "সিররি সাকতি আমাকে বলেছেন : 'কবরকে তোমার ধনভাণ্ডার বানাও, সকল কল্যাণ দিয়ে তা পরিপূর্ণ করে তুলো, যেন তাতে প্রবেশ করে পূর্বে পাঠানো উত্তম আমলগুলো দেখে আনন্দিত হতে পারো।'"

৬৬৪. আল্লাহ তাআলার বাণী :

تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ

"(অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি) সৎকর্মশীলদের নিয়ামাত পূর্ণ করার জন্য।"[৪৫৭]

কাতাদা ﵀ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, পরকালে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত মর্যাদা লাভ করে।"[৪৫৮]

৬৬৫. হাসান ইবনু আমর থেকে বর্ণিত, বিশর ইবনুল হারিস বলেছেন : "সৎকর্মশীলগণ দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ অর্জন করে ফেলেছে।"

যথেষ্ট ভেবে আমল ছেড়ে না দেওয়া

৬৬৬. আবূ আবদিল্লাহ হাফিয বলেন, "আমি ফারিস ইবনু ঈসাকে বলতে শুনেছি : 'আবূল কাসিম জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ অনেক বেশি সালাত আদায় করতেন।

---

[৪৫৭] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৪।

[৪৫৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৪০।

আমি দেখেছি মুমূর্ষ অবস্থায় সিজদাহ করার জন্য তার সামনে বালিশ রাখা হয়েছিল। তাকে তখন কেউ একজন বলে, নিজেকে একটু শান্তি দিন না! তিনি বলেন, আমি যে পথের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছি, তা তো ছেড়ে দিতে পারি না।'"

৬৬৭. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি বলেন, "আমি এক শাইখের সূত্রে আবূল হুসাইন ফারিসিকে বলতে শুনেছি : জুনাইদ বাগদাদির হাতে একদিন তাসবীহের মালা দেখে তাকে বলা হলো, 'আবূল কাসিম, আপনি এত উঁচু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এত তাসবীহ জপেন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, এর মাধ্যমেই তো এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি। কস্মিনকালেও আমরা এটা ছেড়ে দিতে পারি না।'"[৪৫৯]

৬৬৮. আবূল হুসাইন মালিকি বলেন, "আমি জুনাইদ বাগদাদিকে বলতে শুনেছি : 'চেষ্টাসাধনার মাধ্যমেই সকল সম্মানিত জগতের দুয়ার খুলে যেতে পারে।'"[৪৬০]

৬৬৯. ইবনু শাওযাব থেকে বর্ণিত, হারম ইবনু হাইয়্যান বলেছেন : "যদি আমাকে বলা হয়, 'তুমি তো জাহান্নামি,' তবুও আমি আমল করা ছেড়ে দেব না। কেননা, আমার নফস তখন আমাকে তিরস্কার করতে থাকবে।"[৪৬১]

আলস্য পরিহার

৬৭০. সাবিত থেকে বর্ণিত আছে, সিলাহ ইবনু আশইয়াম বৃক্ষহীন প্রান্তরের এক মাসজিদে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে খেলাধুলায় মত্ত কিছু যুবকের দেখা পেতেন। তিনি তাদের বলতেন, "আচ্ছা, বলো তো! যারা সফরে বের হয়ে দিনের বেলা ভুল পথে হাঁটে আর রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, তারা কী করে গন্তব্যে পৌঁছাবে?" তার এ কথায় খেলাধুলায় মত্ত এক যুবক সম্বিত ফিরে পায়। সে বলে, "তিনি তো তোমাদের উদ্দেশ্য করেই এই কথাগুলো বলছেন! দিনের বেলায় যদি তোমরা খেলাধুলায় মত্ত থাকো আর রাত হলে ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যাও, তাহলে কখন গন্তব্যে পৌঁছাবে?" বর্ণনাকারী বলেন, সেই যুবকটি এরপর সিলাহ ইবনু আশইয়ামের সাথে লেগে থাকে। ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যেই সে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়।[৪৬২]

---

[৪৫৯] ইবনুল মুলাক্কিন, তাবাকাতুল আউলিয়া, ১২৮।

[৪৬০] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২৬১।

[৪৬১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১২২।

[৪৬২] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, ৩৩৯।

৬৭১. মুসাইয়্যাব ইবনু রাফি থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বলেছেন, "কাউকে নির্লিপ্ত বসে থাকতে দেখলে আমার মনে হয়, সে একটা নির্বোধ।"[৪৬৩]

৬৭২. মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ﵁ বলেছেন : "যে ব্যক্তি না দুনিয়ার কোনো কাজে ব্যস্ত, না আখিরাতের কোনো কাজে ব্যস্ত, তাকে দেখে আমার রাগ লাগে!"[৪৬৪]

৬৭৩. আবূ ইয়ালা হামযা ইবনু আবদিল আযীয বলেন, "আমি আবূল আব্বাস আদ দিন্নাওরিকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া হোক বা আখিরাত—কোনো জগতেই সময় এবং অন্তরের চেয়ে অধিক মূল্যবান এবং কাম্য কিছু নেই। কিন্তু তুমি উভয়টাকেই বিনষ্ট করে চলেছ।'"

৬৭৪. মু'তামির ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণিত, ঈসা ﵇ বলেছেন : "আমার আগেও এ দুনিয়া ছিল আর আমার পরেও তা থাকবে। দুনিয়াতে আমার জন্য রয়েছে কেবল নির্দিষ্ট কিছু দিন। যদি সে দিনগুলোকে আমি সফল না করতে পারি, তাহলে আর কখন সফলতা লাভ করব?"

৬৭৫. আলি ইবনু মুহাম্মাদ আল কুব্বানি বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযিকে বলতে শুনেছি : 'ক্ষতিগ্রস্ত তো ওই ব্যক্তি, যে অলসতা করে নিজের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। নিজ অঙ্গ-প্রতঙ্গকে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত রেখেছে এবং অপরাধের এই জগত থেকে ফিরে আসার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে।'"

৬৭৬. উবায়দুল্লাহ যাহিদা বলেন, "আমি আবূ উসমানকে বলতে শুনেছি : 'কাঁদতে আগ্রহী হওয়ার আগেই কাঁদো। কেননা, ওই সময় আর কাঁদতে পারবে না। নিজেদের অঢেল ধনসম্পদ এবং যৌবন নিয়ে কান্না করো। এরপর অবশিষ্ট জীবনকে গনীমাত (সুবর্ণ সুযোগ) মনে করো।' আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ বলেছেন, মানুষের অবশিষ্ট জীবনের কোনো মূল্য নেই।'"

৬৭৭. মালিক ইবনু দিনার থেকে বর্ণিত আছে, ঈসা ﵇ বলতেন : "দিবস ও রজনী—দুটি ভাণ্ডার। এ দুটিতে তোমরা কী রেখে চলেছ, তা খেয়াল রেখো। রাতকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে সেই আমল করো। আর দিনে সেই আমল করো, যার জন্য দিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

---

[৪৬৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১৫৯।

[৪৬৪] তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ৯/১০৬।

পুণ্যকর্মের মাধ্যমে পাপমোচন

৬৭৮. আসিম থেকে বর্ণিত, ফুযাইল আর রাক্কাশি বলেছেন : "ভাই রে! মানুষের সমাগম যেন তোমাকে নিজের ব্যাপারে উদাসীন করে না দেয়। কেননা, মানুষজন ছাড়াও তুমি এই বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে পারবে। কখনো বলবে না যে, এই দিনটি কাটিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখানে যাব, ওখানে যাব। কেননা এই দিন তো বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার নয়, বরং তোমার সকল কর্মকাণ্ডসহ তা সংরক্ষিত থাকবে। মানুষ খুঁজলেই পেয়ে যাবে, এমন সবচেয়ে সহজ জিনিস হলো আগের গুনাহ মোচনকারী নেক আমল।"

জুনাহের বর্ণনায় এসেছে, এরপর তিনি তিলাওয়াত করেছেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।"[৪৬৫]

৬৭৯. আবূল জাওযা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, "মানুষ খুঁজলেই পেয়ে যাবে, এমন সবচেয়ে সহজ জিনিস হলো আগের গুনাহ মোচনকারী নেক আমল।" এরপর আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ তিলাওয়াত করেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।"[৪৬৬]

৬৮০. উকবা বিন আমর ﷺ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إن مثل الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ دِرْعٌ سَابِغَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ كُلَّمَا عَمِلَ حَسَنَةً فُكَّ عَنْهُ حَلْقَةٌ

'যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে ফেলার পর ভালো কাজ করে নেয়, সে যেন গলায় প্রশস্ত বর্ম আটকে যাওয়া ব্যক্তির মতো। সে যখন পুণ্যময় কাজ

---

[৪৬৫] সূরা হুদ, ১৪ : ১১৪।

[৪৬৬] সূরা হুদ, ১১ : ১১৪।

করে, তখন ওই বর্মের একটি করে আংটা খুলে যেতে থাকে।'"[৪৬৭]

সীমিত সময়ের সদ্ব্যবহার

৬৮১. জাফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নুসাইর বলেন, "আমি আবূল কাসিম জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি : 'জীবন তো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সময় অনেক স্বল্প। দিনগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমাদের হাতে অতিরিক্ত কোনো সময়ও নেই।'"

৬৮২. আবদুর রহমান ইবনু মাহাদি বলেন, "আমরা একবার মক্কায় সুফিয়ান সাওরির সাথে বসে ছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে উঠেন, 'দিবস তার আপন গতিতে কাজ করে যাচ্ছে।'"

৬৮৩. সুফিয়ান বলেন, "আমি ইবনু আবজারকে বলতে শুনেছি: 'আমাদের জীবনের একটি অংশ গোসলখানাতেই শেষ হয়ে গেল।' আরও বলেন, 'দিবসের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই।'"

৬৮৪. আবূ ইয়াজিদ তাইফুর থেকে বর্ণিত, ঈসা আল বিস্তামি বলেছেন: "দিন আর রাত হলো মুমিনের মূলধন। এর মুনাফা জান্নাত এবং লোকসান জাহান্নাম।"

৬৮৫. জাফর বলেন, "আমি মাতর আল ওয়াররাককে বলতে শুনেছি : 'মুমিন তাওবা করে সকাল শুরু করে আর সন্ধ্যাও শুরু করে নিজেকে তিরস্কার করে ও তাওবা করে। সে এরচেয়ে বেশি আর কী করতে পারে?'"

৬৮৭. তিনি আরও বলেন, "মাতর আল ওয়াররাককে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করো। কারণ, তিনি ঘোষণা করেছেন, সৎকর্মশীলদের জন্য তাঁর রহমত অতি নিকটবর্তী।'"

নেক আমলের সব সুযোগ লুফে নেওয়া

৬৮৮. আবূস সলত আল হারবি থেকে বর্ণিত, ইবনুল মুবারক ﵀ বলেছেন : "হুশাইমকে একদিন জিজ্ঞেস করি, 'মানসূর ইবনু যাজান কে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'মানসূর ফজর সালাত পড়ে সূর্য ওঠা পর্যন্ত কারও সাথে কোনো কথা বলতেন না। সূর্যোদয় থেকে তা পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়া পর্যন্ত সালাত

---

[৪৬৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/১৪৫; হাদীসের মান সহীহ।

আদায় করতেন তিনি। এরপর ঘরে যেতেন। যুহরের সময় হলে সালাতের জন্য বের হতেন ঘর থেকে। এরপর আসর পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। আসরের সালাত শেষে সালাম দিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, 'অসুস্থ কেউ কি আছে? কেউ কি মারা গেছে, যার জানাযা অনুষ্ঠিত হবে?' কেউ অসুস্থ থাকলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন। কোনো জানাযা থাকলে তাতে শরিক হতেন। মাগরিব হলে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি সালাত পড়তেন মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত। ঈশার সালাত আদায় করে তিনি ঘরে যেতেন।' আমি তখন জিজ্ঞেস করি, 'কতদিন পর্যন্ত তিনি এ রুটিন অনুযায়ী চলেছেন?' হুশাইম বলেন, 'চল্লিশ বছর।' বললাম, 'তাহলে জীবিকা নির্বাহ করতেন কোত্থেকে?' হুশাইম বলেন, 'আল্লাহ তাআলাই তার ব্যবস্থা করতেন।'"

৬৮৯. রবাহ ইবনুল জাররাহ বলেন, "আবূ উসমানের স্ত্রী ফাতিমা বিনতু বাযিকে আমি দেখেছিলাম। ইবাদাতগুজার এক নারী। রাতের যতটুকু জেগে থাকতাম, তার অধিকাংশ সময়ই তাকে দেখতাম সালাত পড়তে। একসময় আমি ঘুমিয়ে যেতাম। তখন আর তার তিলাওয়াত এবং সালাতের আওয়াজ আমার কানে আসত না। তিনি এভাবে সালাত পড়ে যেতে থাকতেন। এমনকি ফজরের সালাত আদায় করতেন ঈশার সালাতের ওযু দিয়ে।"

৬৯০. আবূ ইয়াজিদ আল মারওয়াযি বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু শাইবান যাহিদকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের সময়ের যত্ন নেয়, আল্লাহ তাআলা নিজেই তার দ্বীন-ধর্মকে রক্ষা করেন।'"

৬৯১. আব্বাস ইবনু হামযা বলেন, "যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'আরিফ এক অবস্থাতেই পড়ে থাকে না। বরং আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়ার সকল পদ্ধতিই অবলম্বন করে সে।'"[৪৬৮]

মানুষের ভালোবাসা লাভ আল্লাহর ভালোবাসা লাভের লক্ষণ

৬৯২. তিনি আরও বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে সম্মানিত করতে চান, তখন তার অন্তরে নিজের স্মরণ ঢেলে দেন। নিজের দরজায় টেনে আনেন তাকে। নিজের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে

[৪৬৮] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২৬।

তোলেন। তাকে কল্যাণকর কাজ করার এবং উপকারিতা অর্জনের সুযোগ দেন। নিজে সাহায্য সহযোগিতা করেন তাকে। তার দুনিয়ার ব্যস্ততা এবং বিপদাপদ দূর করে দেন। ফলে সে হয়ে ওঠে আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ বান্দা ও বন্ধু। জীবিত থাকা বা মৃত্যুবরণ করা—উভয়টাই তার জন্য কল্যাণকর। দুনিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত মানুষেরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অংশ, যিকরকারীদের যে স্বাদ এবং প্রেমিকদের যে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; সেটা বুঝতে পারলে বিষণ্ণতায় ভুগেই মারা যেত।'"

৬৯৩. আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা থেকে বর্ণিত, আবূদ দারদা ﷺ একবার মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদকে চিঠি লিখে বলেন : "আপনার ওপর সালাম। পর সমাচার, মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহ তখন তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, নিজ বান্দাদের কাছে প্রিয় করে তোলেন তাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আর আল্লাহ যার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, বান্দাদের কাছেও তাকে অসন্তোষের পাত্র করে তোলেন।"

৬৯৪. লাইস ইবনু সুলাইম থেকে বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি বলেন : "কেউ যখন অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে উঠে, আল্লাহ তাআলা তখন সকল মুমিনের অন্তর তার প্রতি নিবিষ্ট করে দেন।"

৬৯৫. কাতাদা থেকে বর্ণিত, হারাম বিন হাইয়্যান বলেছেন : "কেউ যখন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়ে উঠে, আল্লাহ তাআলা তখন মুমিনদের অন্তর তার প্রতি নিবিষ্ট করে দেন। তার প্রতি ভালোবাসা এবং অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দেন মানুষের মনে।"

৬৯৬. আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।"[৪৬৯]

কাতাদা বলেন, "অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।"

---

[৪৬৯] সূরা মারিয়াম, ১৯ : ৯৬।

৬৯৭. সুহাইল ইবনু আবী সালিহ বলেন, "আরাফার দিন সকালে বাবার সাথে ছিলাম। উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀-কে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা তখন। সে বছর তিনি ছিলেন হাজ্জের আমির। আমি বললাম, 'আব্বা! আমি তো দেখছি আল্লাহ তাআলা উমার ইবনু আবদিল আযীযকে ভালোবাসেন!' তিনি বলেন, 'কীভাবে বুঝলে?' বললাম, 'কারণ, সকল মানুষই তাঁকে ভালোবাসে। আর আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন :

إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إذا أحَبَّ عَبدًا؛ دعا جِبريلَ، فقال: يا جِبريلُ؛ إنِّي أُحِبُّ فُلانًا؛ فأَحِبَّه. قال: فيُحِبُّه جِبريلُ، قال: ثم يُنادي في أهْلِ السَّماءِ: إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا. قال: فيُحِبُّه أهلُ السَّماءِ، ثم يوضَعُ له القَبولُ في الأرضِ، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إذا أبغَضَ عَبدًا دعا جِبريلَ، فقال: يا جِبريلُ، إنِّي أُبغِضُ فُلانًا فأَبْغِضْه، قال: فيُبغِضُه جِبريلُ، قال: ثم يُنادي في أهلِ السَّماءِ: إنَّ اللهَ يُبغِضُ فُلانًا؛ فأَبْغِضوه. قال: فيُبغِضُه أهلُ السَّماءِ، ثم توضَعُ له البَغضاءُ في الأرضِ.

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরীল ﵇-কে ডেকে বলেন, 'আমি অমুক লোককে ভালোবাসি। তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরীল ﵇ তাকে ভালোবাসতে থাকেন। এরপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা দেন, 'আল্লাহ অমুক লোককে ভালোবাসেন, সুতরাং আপনারাও তাকে ভালোবাসুন।' আকাশবাসীরা তখন তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এরপর দুনিয়াতে তাকে নন্দিত, সমাদৃত করা হয়। আর আল্লাহ যখন কাউকে অপছন্দ করেন তখন জিবরীল ﵇-কে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ করো।' তখন জিবরীল ﵇ তাকে অপছন্দ করতে থাকেন। তারপর তিনি আকাশবাসীদের ডাক দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা অমুককে অপছন্দ করেন, তাই আপনারাও তাকে অপছন্দ করুন।' তখন তারা তাকে অপছন্দ করতে থাকে। তারপর তাকে পৃথিবীতে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেয়া হয়।'"[৪৭০]

[৪৭০] মুসলিম, আস সহীহ, ২৬৩৭।

৬৯৮. আনুশেরওয়া যখন বাযারজামহারকে হত্যা করতে চান, তখন তিনি একটি স্মরণীয় কথা বলেন। তিনি বলেছেন : "হে বাদশাহ, দুনিয়ার ভালো-মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। যদি সকলের প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠার সক্ষমতা আপনার থাকে, তাহলে তেমন হয়ে যান।" ইবনু আয়িশা বলেন, আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন :

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

"এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন আলোচনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে।"[৪৭১]

৬৯৯. খাল্লাদ ইবনু আবদির রহমান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবি ﷺ বলেছেন :

ألا أُخبِرُكم بأحبِّكم إلى اللهِ قالوا بلى يا رسولَ اللهِ وظنَنّا أنَّه يُسمِّي رجلًا قال إنَّ أحبَّكم إلى اللهِ أحبُّكم إلى النّاسِ ألا أُخبِرُكم بأبغضِكم إلى اللهِ قُلْنا بلى يا رسولَ اللهِ وظنَنّا أنَّه يُسمِّي أحدًا فقال إنَّ أبغضَكم إلى اللهِأبغضُكم إلى النّاسِ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে, জানতে চাও?" সাহাবিগণ বললেন, "অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ।" (সাহাবিগণ বলেন, আমরা ধারণা করেছিলাম) হয়তো তিনি কারও নাম বলবেন। নবি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সে-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।" এরপর তিনি বলেন, "আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত কে, শুনবে?" আমরা বললাম, "অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ।" আমরা ধারণা করলাম হয়তো তিনি কারও নাম বলবেন। নবি ﷺ তখন বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত, সে-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত।"[৪৭২]

---

[৪৭১] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৪।

[৪৭২] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৭২; এই হাদীসের সনদে আবদুর রহমান ইবনু জুনদাহ নামক রাবী রিজাল শাস্ত্রে অপরিচিত।

৭০০. আবূ বকর ইবনু যুহাইর আস সাকাফি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "আমি নবি ﷺ-কে তায়িফের নাবাওয়াত (কিংবা নুবাতে) এক খুতবায় বলতে শুনেছি :

يُوشِكُ أن تَعْرِفُوا أهلَ الجَنَّةِ من أهلِ النارِ أو قالَ خِيارَكُمْ مِنْ شِرارِكُم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِمَ؟ قَالَ بِالثَّنَاءِ الحَسَنِ أوبالثَّناءِ السَّيِّئِ أنْتُم شُهَداءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

'লোকসকল, তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে, কারা জান্নাতি আর কারা জাহান্নামি!' কিংবা তিনি বলেছেন, 'কারা উত্তম এবং কারা অনুত্তম।' তখন এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কীভাবে?' তিনি বলেন, 'উত্তম প্রশংসা ও মন্দ মন্তব্যের মাধ্যমে। তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাক্ষী।'"[৪৭৩]

৭০১. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ এবং আবূ মূসা আশআরি ﷺ-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন,

تَسَانَدا وَ تَطَاوَعا وَ يَسِّرا وَ لاَ تُنَفِّرا

"মিলেমিশে কাজ কোরো। একে অপরের কথা মেনে চলবে। মানুষের জন্য সহজ করবে। কঠিন করবে না।"

তারা উভয়ে ইয়ামানে আসেন। মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ইসলামের ওপর থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তাদের। দ্বীনের গভীর জ্ঞান এবং কুরআন কারীমের শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "এসব জ্ঞান অর্জনের পর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদের কারা জান্নাতি এবং কারা জাহান্নামি।" এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায়, আল্লাহ তাআলাই যার সঠিক পরিমাণ জানেন। এরপর একদিন তারা বলে, "আবূ আবদির রহমান, আপনি বলেছিলেন আমরা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন এবং কুরআন কারীম শিক্ষা লাভের পর যেন আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের মধ্যে কারা জান্নাতি এবং কারা জাহান্নামি।" তিনি বলেন, "হ্যাঁ। যদি ব্যাপকভাবে কারও প্রশংসা হতে থাকে, তাহলে সে জান্নাতি। আর যদি

[৪৭৩] ইবনু মাজাহ, আস সুনান, ৩৪১৯; এর সনদ সহীহ।

কারও দোষত্রুটির ব্যাপক চর্চা হতে থাকে, তাহলে সে জাহান্নামি।"[৪৭৪]

৭০২. আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

"এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন আলোচনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে।"[৪৭৫]

মুজাহিদ ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এতে উত্তম প্রশংসার কথা বলা হয়েছে, যা সকল জাতিই কামনা করে থাকে।"

৭০৩. সুহাইল বিন মালিক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, কাব আল আহবার বলেছেন : "যদি তোমরা কারো আখিরাতের পরিণতি জানতে চাও, তাহলে লক্ষ করো মানুষের কাছে সে কেমন?"[৪৭৬]

৭০৪. আল্লাহ তাআলার বাণী :

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

"দয়াময় তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।"[৪৭৭]

সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস ﵄ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসবেন এবং মানুষের কাছে তাদেরকে ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে তুলবেন।"[৪৭৮]

৭০৫. আবূ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

تفرَّغوا مِن همومِ الدُّنيا ما استطَعْتُم فإنَّه مَن كانتِ الدُّنيا أكبَرَ هَمِّه أفشى اللهُ ضَيعتَه وجعَل فقرَه بينَ عينَيه ومَن كانتِ الآخِرةُ أكبَرَ هَمِّه جمَع اللهُ له أمرَه وجعَل غِناه في قلبِه وما أقبَل عبدٌ بقلبِه إلى اللهِ إلّا جعَل اللهُ قلوبَ المؤمنين تَفِدُ إليه بالوُدِّ والرَّحمةِ وكان اللهُ بكلِّ خيرٍ إليه أسرَعَ

[৪৭৪] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/ ৬৬; হাদীসটির বিভিন্ন সহীহ শাহিদ থাকায় এটি হাসান পর্যায়ের।

[৪৭৫] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৪।

[৪৭৬] মালিক ইবনু আনাস, আল মুয়াত্তা, বাবুল মাজাআ ফি হুসনিল খুলুক।

[৪৭৭] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৬।

[৪৭৮] সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসুর, ৫/৫৪৫।

"দুনিয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে যথাসাধ্য দূরে থেকো। কেননা, দুনিয়া যার চিন্তা ভাবনার সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে উঠে, আল্লাহ তাআলা তার জীবিকার খরচ বাড়িয়ে দেন। দারিদ্রকে তার দুই চোখের মধ্যে এনে দেন। পক্ষান্তরে যার সর্বাধিক চিন্তাভাবনার বিষয় হয় পরকাল, আল্লাহ তাআলা তার বিষয়াদি সহজ করে দেন। তার অন্তরে ধনাঢ্যতা তৈরি করে দেন। কেউ যখন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়ে উঠে, তিনি মুমিনদের অন্তর তার দিকে ফিরিয়ে দেন। তারা তাকে ভালোবাসতে থাকে এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সকল কল্যাণ নিয়ে ধাবিত হন।"[৪৭৯]

৭০৬. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أَهلُ الجنةِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ من ثَناءِ الناسِ خيرًا، وهو يسمَعُ، أهلُ النارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ شَرًّا، وهو يسمَعُ

"মানুষের মুখে নিজের প্রশংসা বাণী শুনতে শুনতে যার কান ভরে গিয়েছে, সে জান্নাতি। আর নিজের ব্যাপারে মানুষের সমালোচনা শুনতে শুনতে যে নিজের কান ভরে ফেলেছে, সে জাহান্নামি।"[৪৮০]

৭০৭. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত :

قيلَ: يا رسول اللهِ مَن أَهلُ الجَنَّةِ قالَ من لا يموتُ حتّى تُملأَ مسامعُهُ مِمّا يحبُّ قيلَ: فمَن أَهلُ النّارِ؟ قالَ من لا يموتُ حتّى تُملأَ مسامعُهُ مِمّا يَكرَهُ

জিজ্ঞেস করা হলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতের অধিবাসী কে?" তিনি বলেন, "যার মৃত্যুর আগেই তার কান তার পছন্দনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ, সকলেই তার প্রশংসা করতে থাকে)।" সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, "আর জাহান্নামের অধিবাসী?" তিনি বলেন, "যার মৃত্যুর আগেই তার কান তার অপছন্দনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে (অর্থাৎ, সকলেই তার নিন্দা করতে থাকে)।"[৪৮১]

---

[৪৭৯] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৪৮; হাদীসটির সনদ সহীহ নয়।

[৪৮০] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২/৩৪৪; এর সনদ হাসান।

[৪৮১] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ১/৩৭৮; এর সনদ সহীহ, তবে মুরসাল।

৭০৮. আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إذا أَحَبَّ اللهُ العَبدَ أثْنى عليه من الخَيرِ سَبعةَ أضْعافٍ لم يَعمَلْها، وإذا أبْغَضَ اللهُ العَبدَ، أثْنى عليه من الشَّرِّ سَبعةَ أضْعافٍ لم يَعمَلْها.

"আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার আমলকে সাতগুণ বৃদ্ধি করে দেন, যা সে করেনি। আর যখন কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন তার মন্দ কাজকে সাতগুণ বৃদ্ধি করে দেন, যা সে করেনি।"[৪৮২]

৭০৯. আনাস ﷺ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ ، قَالُوا كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ الموتَ

"আল্লাহ তাআলা যখন কারও কল্যাণ চান, তখন তার মাধ্যমে আমল করিয়ে নেন।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কীভাবে?" তিনি বলেন, "মৃত্যুর আগে তাকে উত্তম আমলের সামর্থ্য দেন।"[৪৮৩]

৭১০. আমর ইবনুল হামিক থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : "আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন মানুষের মাঝে তার প্রশংসাবাণী ছড়িয়ে দেন।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেটা কীভাবে?" তিনি বলেন, "তার মৃত্যুর আগে আল্লাহ তাকে কল্যাণকর কাজের তাওফিক দেন, যার ফলে আশপাশের মানুষ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে উঠে।"[৪৮৪]

৭১১. আয়িশা ﷺ বলেন, "নবি ﷺ চাইতেন, যেন মৃত্যুর সময়ও তাঁর আমলে ত্রুটি না আসে। যেন তিনি আগের চেয়ে বেশি আমল করে যেতে পারেন।"

---

[৪৮২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/৩৮; এই হাদীসের সনদ হাসান।

[৪৮৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/১০৬; সনদ সহীহ।

[৪৮৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/২২৪; এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৭১২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيتٌ فِيْ السَّمَاءِ فإذا كَانَ صِيتُهُ فِيْ السَّمَاءِ حَسَنًا وُضِع فِيْ الأَرْضِ حَسَنًا وإذا كانَ صِيتُه فِي السَّماءِ سَيِّئًا وُضِعَ فِي الأَرْضِ سَيِّئًا

"আসমানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক ধরনের খ্যাতি রয়েছে। যদি আকাশের সেই খ্যাতি উত্তম হয়, তাহলে দুনিয়াতে সে সুখ্যাতি পায়। আর আসমানের খ্যাতি মন্দ হলে দুনিয়াতে সে কুখ্যাতি পায়।"[৪৮৫]

[৪৮৫] বাযযার কৃত কাশফুল আসতার, ৪/২৩২; এর সনদ সহীহ। তবে ইমাম সুয়ুতি এর সনদকে যঈফ বলেছেন।

আল্লাহভীরুতা এবং তাকওয়া

দ্বীনের ভিত্তি

৭১৩. মুসআব ইবনু সাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবি ﷺ বলেছেন :

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَمَلَاكُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ

"আমার কাছে ইবাদাতের ফযীলাতের তুলনায় ইলমের ফযীলাত বেশি। আর তোমাদের দ্বীনের ভিত্তি হলো আল্লাহভীরুতা।"[৪৮৬]

৭১৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন :

كن وَرِعًا تكن أعبدَ الناسِ، وكن قنِعًا تكن أشْكَرَ الناسِ، وأَحِبَّ للناسِ ما تُحِبُّ لنفسك تكنْ مؤمنًا، وأَحسِنْ مجاورةَ مَن جاورَك تكنْ مُسلمًا، وأَقِلَّ الضَّحكَ فإنَّ كثرةَ الضَّحِكِ تُميتُ القلبَ

"আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহলে সবচেয়ে বড় আবিদ হতে পারবে। অল্পে তুষ্ট হয়ে যাও, তাহলে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ হতে পারবে। নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, তাহলে মুমিন হবে। প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করো, তাহলে মুসলিম হতে পারবে। কম হাসবে। কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলে।"[৪৮৭]

---

[৪৮৬] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ১/৯২; সনদ সহীহ।

[৪৮৭] ইবনু মাজাহ, আস সুনান, ৪২১৭; ইমাম বুসিরির মতে এর সনদ হাসান।

৭১৫. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল মারিবি বলেন, "ওহাইব ইবনু অরদ আমাকে বলেছেন : 'কোনো ভবন নির্মাণ করতে চাইলে তিনটি বিষয়কে তার ফাউন্ডেশন বানাও। হলো, দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহভীরুতা এবং উত্তম নিয়ত। যদি তুমি অন্য কিছুকে ফাউন্ডেশন বানাও, তাহলে সেই ভবন ধ্বসে পড়বে।'"

আমল কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত

৭১৬. তিনি আরও বলেন, "ওহাইব ইবনু অরদ বলেছেন : 'যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য না পাওয়া যাবে, তার আমলের গ্রহণযোগ্যতা নেই। আল্লাহভীরুতা—যা তাকে আল্লাহ তাআলার হারাম বিষয় থেকে বাধা দিয়ে রাখবে। সহনশীলতা—যা তাকে নির্বুদ্ধিতা থেকে বিরত রাখবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ।'"

যুহদের পথে চারটি বৈশিষ্ট্য

৭১৭. আবূল কাসিম বসরি বলেন, "আমি কাত্তানিকে বলতে শুনেছি : 'যারা এই বিরান ভূমিতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের জন্য নিজের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করা প্রয়োজন। এমন অবস্থা, যা তাকে রক্ষা করবে। এমন জ্ঞান, যা তাকে পরিচালনা করবে। এমন আল্লাহভীতি, যা তাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করবে এবং এমন যিকর, যা হবে তার বন্ধু।'"

ঈমানের চূড়ান্ত স্তর

৭১৮. আবূ ওয়ায়িল বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁-কে বলতে শুনেছি: ঈমানের শেষ স্তর হলো আল্লাহভীরুতা। সর্বোত্তম দ্বীন হলো আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে সর্বদা উপকৃত হতে থাকা। আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে জমিনবাসীর উদ্দেশ্যে যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। তাহলে সে (ইনশাআল্লাহ) জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে জান্নাতের প্রত্যাশা করে, সে আল্লাহর বিধিবিধানের ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় পাবে না।"

ইসলাম-বৃক্ষের ফল তাকওয়া

৭১৯. ইবনু তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন : "ইসলাম যেন এক বৃক্ষের মতো, যার গোড়া হলো শাহাদাত। কাণ্ড হলো এমন (তিনি কোনো একটি বিষয় উল্লেখ করেন) আর তার ফল হলো আল্লাহভীরুতা। যে গাছের ফল নেই, তার কোনো কল্যাণ নেই। যার মধ্যে আল্লাহভীরুতা নেই, সেই ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ নেই।"[৪৮৮]

আমলের আধিক্যের চেয়ে তাকওয়ার গুরুত্ব বেশি

৭২০. কাতাদা বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মুতাররিফ বলেছেন : 'এক ধরনের মানুষ অধিক পরিমাণে সালাত-সাওম পালন করে। আরেক ধরনের মানুষ অতটা সালাত-সাওম পালন না করলেও আল্লাহর সাথে তার দূরত্ব বেশি নয়।'[৪৮৯] আমি তখন জিজ্ঞেস করি, 'এটা কীভাবে সম্ভব, আবূ জুযি?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনেক বেশি আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করায় এমন হয়।'"

৭২১. মালিক থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে বলে, "আবূ মুহাম্মাদ! তারা যে বিষয়গুলো পালন করে, আমরা তো তা পারি না।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী পালন করে তারা?" লোকটি বলে, "তারা যুহর থেকে আসর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সালাত আদায় করে।" তিনি তখন বলেন, "ইবাদাত তো হলো আল্লাহর বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা এবং দ্বীন পালনে আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করা।"

৭২২. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তির বেশি করে ইবাদাত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। আরেক ব্যক্তির আল্লাহভীরুতার কথা বলা হয়। তখন তিনি বলেন, "তা (অধিক পরিমাণে ইবাদাত) আল্লাহভীরুতার সমকক্ষ হতে পারে না।"[৪৯০]

---

[৪৮৮] আবদুর রাযযাক সানআনি, আল মুসান্নাফ, ১১/১৬১।

[৪৮৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ২৪০, ২৪৩।

[৪৯০] তিরমিযি, আস সুনান, অধ্যায় : কিয়ামাতের বিবরণ, পরিচ্ছেদ : হাউজের পাত্রসমূহের বর্ণনা।

তাকওয়ার শিক্ষা একাই যথেষ্ট

৭২৩. এক ব্যক্তির সূত্রে সুফিয়ান বর্ণনা করেন, যাহহাক বলেছেন : "আমি আমার সঙ্গীদের কেবল আল্লাহভীরুতার শিক্ষা অর্জন করতে দেখেছি।"[৪৯১]

যুহদের প্রথম স্তর তাকওয়া

৭২৪. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহভীরুতা হলো দুনিয়াবিমুখতার প্রথম স্তর। যেমনভাবে অল্পে তুষ্টি হলো আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টির একটি অংশ।'"

৭২৫. উসমান ইবনু উমারা থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন: "আল্লাহভীরুতা মানুষকে দুনিয়াবিমুখতা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর দুনিয়াবিমুখতা তাকে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।"

৭২৬. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'মুরিদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে প্রথমে গোড়া আয়ত্ত করা। এরপর শাখা-প্রশাখার বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা। আল্লাহভীরুতা অর্জন না করে কীভাবে সে দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে? বলা হয়, আল্লাহভীরুতা হলো তাওবা করা। আমি এমন বহু মানুষকে দেখেছি, যারা জানেই না আল্লাহর আনুগত্য কী জিনিস। তবুও আবার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'"

তাকওয়ার পূর্ণতা

৭২৭. ইবরাহীম ইবনু বাশশার থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম ইবনু আদহামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কীসের মাধ্যমে আল্লাহভীরুতা পূর্ণতা লাভ করে?" তিনি উত্তরে বলেন, "সৃষ্টির সকলেই তোমার অন্তরে সমান হয়ে যাওয়া, নিজের দোষত্রুটির প্রতি নজর দেওয়া, আর অন্যের দোষত্রুটি না দেখা, অনুগত অন্তরে মহান রবের যিকর করা এবং নিজ প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কারও থেকে কোনো ধরনের আশা না রাখা।"[৪৯২]

---

[৪৯১] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৪২৬।

[৪৯২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৬।

ইলম ও তাকওয়া পরিপূরক

৭২৮. ইবরাহীম ইবনু শাইবান বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন : 'বাবা, বাহ্যিক শিষ্টাচারের জন্য জ্ঞান অর্জন করবে। আর অভ্যন্তরীণ শিষ্টাচারের জন্য অবলম্বন করবে আল্লাহভীরুতা। সাবধান, কোনো ব্যস্ততা যেন তোমাকে আল্লাহ থেকে বিমুখ না করে দেয়। এমন মানুষ খুব কমই আছে, যারা আল্লাহর থেকে বিমুখ হয়ে পরে তাঁর নিকট ফিরে এসেছে।'"[৪৯৩]

জীবে দয়া করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন

৭২৯. ইসহাক বলেন, "বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আল্লাহভীরুতা অর্জন করব কীভাবে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'হালাল খাদ্য গ্রহণ এবং ফকিরদের সেবা করার মাধ্যমে।' জিজ্ঞেস করি, 'ফকির কারা?' তিনি বলেন, 'সৃষ্টির সকলেই ফকির। তাই যে সৃষ্টিরই সেবা করার সুযোগ পাও, সুযোগ হারিয়ো না। খেয়াল রেখো যে, তারাই তোমার ওপর বেশি মর্যাদাবান।'"[৪৯৪]

শারীয়াত-বহির্ভূত কিছুই তাকওয়া নয়

৭৩০. আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে, আবূ উসমান আল মাগরিবিকে আবদুল্লাহ আল মুআল্লিম জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আল্লাহভীরুতার মূল বিষয় কী?" তিনি উত্তরে বলেন, "তা হলো শারীয়াত; যা ভালো কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহভীরু ব্যক্তি এ শারীয়াতেরই অনুসরণ করে, এর কোনো বিরুদ্ধাচরণ করে না।"[৪৯৫]

তাকওয়ার চূড়ান্ত স্তর

৭৩১. আবদুল্লাহ ইবনু সিন্ধি থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইউনুস ইবনু উবাইদকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি ইউনুস ইবনু উবাইদ?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ।"

লোকটি তখন বলে, "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মৃত্যুর আগেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করালেন।"

---

[৪৯৩] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪০৪।

[৪৯৪] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪০৪, ৪০৫।

[৪৯৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪৮২।

"আচ্ছা। কী প্রয়োজনে এসেছেন?"

"আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছি।"

"বলুন।"

"আল্লাহভীরুতার চূড়ান্ত স্তর কী?"

"চোখের প্রতিটি পলকে অন্তরের হিসাব গ্রহণ করা এবং সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত থাকা।"

"তাহলে যুহদের চূড়ান্ত স্তর?"

তিনি বলেন, "আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করা।"

তাকওয়ার মূল

৭৩২. আমি শাইখ আবূ আলি হাসান ইবনু আলি আদ দাক্কাককে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর আনুগত্যের মূল হলো তাকওয়া। আর তাকওয়ার মূল হলো আল্লাহভীরুতা। আর আল্লাহভীরুতার মূল হলো নফসের হিসাব গ্রহণ। আর নফসের হিসাব গ্রহণটা আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখাটা মারিফাতের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রকৃত মারিফাত হলো জ্ঞান এবং গভীর চিন্তা-ভাবনার জিহ্বা।"[৪৯৬]

নিজের হিসাব গ্রহণ

৭৩৩. আমি শাইখ আবূ আলি হাসান ইবনু আলি আদ দাক্কাককে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তির কোনো পরিমাপ যন্ত্র নেই, সে নিজের হিসাব নিতে পারে না। আর যে নিজের হিসাব নিতে পারে না, সে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করতে পারে না। আর যে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারে না, তার সফলতা বলতে কিছুই নেই।"

---

[৪৯৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৭৬।

পরকালীন হিসাবের কাঠিন্য

৭৩৪. মানসূর ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আবূল আব্বাস ইবনু আতাকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা অণু এবং সরষে দানা (পরিমাণ গুনাহের হিসাব গ্রহণের) বিষয়টি উল্লেখের কারণেই মুত্তাকীদের আল্লাহভীরুতা তৈরি হয়েছে। যেই সত্তা মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত এবং ছিদ্রান্বেষীদের হিসাব গ্রহণ করবেন, তিনি তো অবশ্যই কঠিনভাবে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। এবং নিশ্চয়ই তাঁর অণু এবং সরষে দানা পরিমাণ বিষয়ের হিসাবও হবে আরও কঠিন। যে সত্তার হিসাব এতটা কঠিন, তাঁকে তো অবশ্যই ভয় করা উচিত।'"

তাকওয়ার মাধ্যমে মারিফাত লাভ

৭৩৫. আবূল হাসান আলাবি বলেন, "আমি ইবরাহীম আল খাওয়াসকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহভীরুতা হলো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার দলিল। আর আল্লাহকে ভয় করা মারিফাতের দলিল। আর মারিফাত হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দলিল।'"

তাকওয়া আসলে সহজ

৭৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত আছে, ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেছেন : "তিনটি কথা আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে। একটি বলেছিলেন মুআররক আল ইজলি। তিনি বলেছেন, 'আমি রাগের মাথায় কখনো এমন কোনো কথা বলিনি, যার কারণে পরে সন্তুষ্ট অবস্থায় আমাকে লজ্জিত হতে হয়েছে।' আরেকটি কথা বলেছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন। তিনি বলেছেন, 'কোনো জান্নাতি ব্যক্তির প্রতি যদি পার্থিব বিষয়েই হিংসা না রাখি, তাহলে যা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, এমন বিষয়ে হিংসা পোষণ কি আর সম্ভব? আর যদি সে জাহান্নামি হয়ে থাকে, তাহলে তো তার সাথে দুনিয়াবি বিষয়ে হিংসা রাখার প্রশ্নই ওঠে না।' তৃতীয় আশ্চর্যজনক কথাটি বলেছেন হাসসান ইবনু আবী সিনান। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহভীরুতার চেয়ে সহজ কোনো বিষয় আমার নিকট নেই। আর কোনো বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলেই তা বাদ দিয়ে দিই আমি।'"

সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করাই তাকওয়া

৭৩৭. আবদুল আযীয আল কুরাশি বলেন, "সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার সব রহস্য দেখিয়ে দেবেন। আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করো, তাহলে তোমার হিসাব সহজ হবে। তারপরও কোনো বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে তা বাদ দিয়ে এমন বিষয় গ্রহণ করবে, যাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহকে সুনিশ্চিত বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করো, তাহলে তোমার দ্বীন নিরাপদ থাকবে।'"

৭৩৮. সাবিত থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ বলেছেন : "কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে 'এটা কেন করেছ?' এর বদলে 'এটা কেন করলে না?' প্রশ্নের জবাব দেওয়াই আমার কাছে বেশি আকাঙ্ক্ষিত।"

৭৩৯. হাসান ইবনু আল্লুবাইহ বলেন, "আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহভীরুতা হলো সকল সন্দেহ-সংশয় পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর বিধিবিধানের প্রতি ব্যাখ্যাহীন আনুগত্য প্রকাশ করা।'"

৭৪০. আহমাদ ইবনু ফাযলান বলেন, "আমি শাহ আল কিরমানিকে বলতে শুনেছি: 'তাকওয়ার নিদর্শন হলো আল্লাহভীরুতা। আর আল্লাহভীরুতার নিদর্শন হলো সন্দেহ-সংশয় থেকে বেঁচে থাকা।'"[৪৯৭]

৭৪১. হুসাইন ইবনু হারবাওয়াইহ বলেন, "সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগের মাধ্যমে কেবল তখনই তাকওয়া অর্জিত হতে পারে, যখন প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করা হবে।'"[৪৯৮]

৭৪২. আশআছ তামিমি থেকে বর্ণিত আছে, যহহাক ইবনু মুযাহিমের কাছে তার ভাই চিঠি লিখে বলেছিলেন : "বান্দার জন্য যে সকল বিষয় মেনে চলা আবশ্যক, সেগুলো এবং অন্য সকল বিষয় একটি চিঠিতে লিখে আমাকে জানান।" যাহহাক উত্তরে বলেন, "একক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম আমলই কবুল করে থাকেন। তা হচ্ছে সেসব ফরয আমল, যা তিনি বান্দার ওপর আবশ্যক করেছেন। সেগুলো পূর্ণরূপে আদায় করা হয়েছে কি না, এ ব্যাপারে তিনি বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন। তা ছাড়া কেউ যদি অতিরিক্ত কোনো আমল করে, তাহলে তো আল্লাহ তার ব্যাপারে অবগত থাকবেন এবং

---

[৪৯৭] তাবাকাতুস সুফিয়া, ১৯৩।

[৪৯৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২১৬।

তিনি সবচেয়ে কৃতজ্ঞ। জেনে রেখো, আল্লাহ কিছু বিষয় হালাল করেছেন, যা সুস্পষ্ট। আর কিছু বিষয় হারাম করেছেন, যা সুস্পষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়, যা অন্তরে সন্দেহ তৈরি করে। তাই যদি তোমার অন্তরে কোনো বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে তা ছেড়ে দিয়ো। আল্লাহর হালাল করা বিষয় গ্রহণ করো। তাঁর ঘোষিত হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

৭৪৩. আবূ উসমান আল খাইয়াত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'তিনটি বিষয় আল্লাহভীরুতার নিদর্শন। প্রথমত, অর্থ-সম্পদ ও শরীরের ক্ষতির আশঙ্কায় সন্দেহজনক বিষয় বাদ দেওয়া। দ্বিতীয়ত ফরয বিষয়ে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় আল্লাহর রাস্তায় অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা। তৃতীয়ত, অন্তর বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকা।'"

৭৪৪. আবূ আবদিল্লাহ বলেন, "আমি আবূ উমার আল মারওয়াযিকে বলতে শুনেছি : 'কারো অন্তরে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সন্দেহ যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার সতর্কতার মাত্রা তত শক্তিশালী হয়। আর যার সতর্কতার মাত্রা শক্তিশালী, তার পক্ষে সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করা এবং সুস্পষ্ট বিষয় গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়।'"

৭৪৫. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল আনসারি থেকে বর্ণিত, ইসমাইল ইবনু মুয়ায আর রাযি বলেছেন : "অন্তরে গুনাহের বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে, তার কোনো প্রয়োজন দেখা দেওয়া মাত্রই আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।"

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ তাকওয়া

৭৪৬. ইবনু আল্লাবাইহ বলেন, "ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহভীরুতা দুইভাবে হতে পারে। একটি বাহ্যিক আর অপরটি অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক আল্লাহভীরুতা হলো কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর অভ্যন্তরীণ আল্লাহভীরুতা হলো অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জায়গা না থাকা।'"

৭৪৭. আবূল কাসিম আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আদ দিমাশকি বলেন, "আমি শিবলিকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহভীরুতা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।'"

তাকওয়ার ফলে দারিদ্র্য অবলম্বন

৭৪৮. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি সিররি ইবনু মুগাল্লাসকে বলতে শুনেছি: 'এক যুগে মুত্তাকী ছিলেন চারজন। হুজাইফা আল মারআশি, ইবরাহীম ইবনু আদহাম, ইউসুফ ইবনু আসবাত, সুলাইমান আল খাওয়াস। তারা আল্লাহভীরুতা ঠিক রেখেছিলেন। এতে যখন সবকিছু তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে উঠে, তখন দীনতার পন্থা অবলম্বন করেন তারা।'"

তাকওয়ার ক্ষেত্র

৭৪৯. আবূ বকর রাযি বলেন, "আমি আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কাত্তানিকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহভীরুতা হলো শিষ্টাচার অবলম্বন করা এবং নফসকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রাখা।'"

৭৫০. আবূ উসমান আদমি বলেন, "আমি ইবরাহীম আল খাওয়াসকে আল্লাহভীরুতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছেন : 'রাগান্বিত কিংবা সন্তুষ্ট—সর্বাবস্থায় হক কথা বলা এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে চলাই আল্লাহভীরুতা।'"[৪৯৯]

৭৫১. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত, ইসহাক ইবনু খালাফ বলেছেন: "স্বর্ণ-রৌপ্যের তুলনায় কথাবার্তায় আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করা বেশি কঠিন। আর স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বনের চেয়ে ক্ষমতার ক্ষেত্রে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করা অধিক কঠিন। কেননা, ক্ষমতা অর্জনের জন্যই স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করা হয়।"

আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা

৭৫২. নুমান ইবনু বুশাইর ﷺ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشتَبِهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ من النّاسِ، فمن اتّقى الشُّبُهاتِ استبرأَ لدِينه وعِرضِه، ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرامِ، كالرّاعي يرعى حول الحِمى؛ يوشك أن يَقَعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ مليكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمى اللهِ محارمُه، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضغةً إذا صلحَتْ صلُحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدَت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ.

[৪৯৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২৮৫।

'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়গুলোতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে হারামে পড়ে যায়। ঠিক সেই রাখালের মতো, যে পশুকে সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই তা সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। জেনে রাখো, শরীরে গোশতের একটি টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, গোশতের সে টুকরোটি হলো অন্তর।'"[৫০০]

তাকওয়া অবলম্বনের প্রতিদান

৭৫৩. আবূ কাতাদা এবং আবূ দাহমা বর্ণনা করেন, "আমরা একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে আসি। লোকটি বলে, 'নবি ﷺ একবার আমার হাত ধরে সেসব বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন। এ সময় আমি তাঁর থেকে যেসব বিষয় শিখেছি তার মধ্যে রয়েছে :

إِنَّكَ لا تَدَعُ شَيْئًا إِتِّقَاءً لِلّٰهِ إِلا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ

'তুমি আল্লাহর ভয়ে কোনো বিষয় পরিত্যাগ করলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে তারচেয়েও উত্তম বিষয় প্রদান করবেন।'[৫০১]

সন্দেহজনক বিষয়ে করণীয়

৭৫৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ، فدع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। তাই যে বিষয় তোমার কাছে

---

[৫০০] বুখারি, আস সহীহ, ৫২।

[৫০১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/৭৮, ৭৯; সনদ সহীহ।

সন্দেহজনক মনে হয়, তা ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বিষয়টা গ্রহণ করো।"[৫০১]

তাকওয়া বোঝার মানদণ্ড

৭৫৫. আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেছেন : "কারও সালাত বা সাওম দেখে লাভ নেই। বরং মানুষের কথাবার্তা, আমানতদারি, এবং দুনিয়াবি বিষয়ে আল্লাহভীরুতার প্রতি লক্ষ করবে।"

তুচ্ছ বিষয়েও আল্লাহকে ভয় করা

৭৫৬. হাসান থেকে বর্ণিত আছে, ফারাজদাকের চাচা সাসআ বলেন : "আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনি :

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[৫০৩]

তখন আমি বলি, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট; আমার আর অন্য কিছু শোনার প্রয়োজন নেই।'"[৫০৪]

৭৫৭. আ'মাশ থেকে বর্ণিত আছে, ইবরাহীম তাইমি বলেছেন : "এ মাসজিদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের ষাট জন ছাত্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলেন হারিস ইবনু সুআইদ। আমি তাঁকে সূরা যিলযাল তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[৫০৫]

এই আয়াতে পৌঁছে তিনি কেঁদে ফেলেন। এরপর বলেন, 'সে বিচার অত্যন্ত কঠিন হবে।'"[৫০৬]

---

[৫০২] তাবারানি, আল মুজামুস সগির, ১/৫১; এই হাদীসে সনদ হাসান।
[৫০৩] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৭-৮।
[৫০৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/৫৯; এর সনদ সহীহ।
[৫০৫] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৭-৮।
[৫০৬] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৪/১১।

৭৫৮. আব্বাস ইবনু খুলাইদ আল হাজারি বলেন, "আবূদ দারদা ﵁ বলেছেন: 'যদি তিনটি বিষয় না থাকত, তাহলে আমি এই দুনিয়ায় আর থাকতেই চাইতাম না।' আমি তখন বললাম, 'কী সেই তিনটি বিষয়?' তিনি বলেন, 'দিবারাত্রির বিভিন্ন সময় সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদায় মাথা ঠেকানো; দ্বিপ্রহরের সময় তৃষ্ণা নিবারণ করা; এবং এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করা, যারা ফল বাছাই করার মতো বেছেবেছে কথা বলে। বান্দা আল্লাহকে সর্বক্ষেত্রে ভয় করাটাই পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া। এমনকি অণু পরিমাণ বিষয়েও। এমনকি হারাম হওয়ার আশঙ্কায় হালাল বিষয় ত্যাগ করবে। এটা হবে হালাল এবং হারামের মধ্যকার দেয়াল। মানুষের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।[৫০৭]

তাই তুচ্ছ মনে করে কোনো মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়া যাবে না। তেমনি কোনো কল্যাণকর কাজও ছেড়ে দেওয়া যাবে না।'"[৫০৮]

৭৫৯. ইবনু সিরিন বলেন, "এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে শুরাইহকে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহর বান্দা, তোমার কাছে যা সন্দেহজনক মনে হয়, তা বাদ দিয়ে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! এ ধরনের কোনো বিষয় পরিত্যাগ করলে তা হারানোর বেদনা তোমার অনুভূত হবে না।'"[৫০৯]

৭৬০. শু'বা থেকে বর্ণিত, আবূ ইসহাক বলেছেন : "আল্লাহকে ভয় করবে এবং কল্যাণকর কাজ করবে। কারণ, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাকিলকে বলতে শুনেছি, আদি ইবনু হাতিম বলেছেন, 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

খেজুরের সামান্য অংশ (সাদাকাহ) দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।'"[৫১০]

---

[৫০৭] সূরা যিলযাল, ৯৯ : - ৭-৮।

[৫০৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২১২।

[৫০৯] আবদুর রাযযাক সানআনি, আল মুসান্নাফ, ১১ ৩০৮।

[৫১০] বুখারি, আস সহীহ, অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : খেজুরের সামান্য অংশ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।

সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর ভয়

৭৬১. আবূ যার ﷺ বলেন, "নবি ﷺ আমাকে বলেছেন :

إِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحِهَا

'যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় করবে। মন্দ কাজের পর ভালো কাজ করবে, যা সেই মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে।'"[৫১১]

৭৬২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে, "কোন ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত?" তিনি বলেন,

أَتْقَاهُم

"যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।"[৫১২]

৭৬৩. দুররার স্বামী থেকে বর্ণিত, আবূ লাহাবের মেয়ে দুররা ﷺ বলেন, "আমি একদিন জিজ্ঞেস করি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম মানুষ কে?' তিনি উত্তরে বলেন :

أَتْقَاهُم لِلرَّبِّ وَ أَوْصَلُهُم لِلرَّحِمِ وَ آمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَ أَنْهَاهُم عَنِ المُنْكَرِ

'যে তার রবকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অধিক পরিমাণে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।'"[৫১৩]

৭৬৪. আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[৫১৪]

যাহহাক থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

---

[৫১১] আহমদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/ ১৫৩; এর সনদ জাইয়িদ।

[৫১২] বুখারি, আস সহীহ, ৩৩৭৪।

[৫১৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৬/ ৪৩১, ৪৩২; এই হাদীসের সনদ হাসান।

[৫১৪] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?' নবি ﷺ তখন বলেন, 'আল্লাহর কথা সদা স্মরণ রাখতে হবে, কখনো তা ভুলে যাওয়া যাবে না। সবসময় তাঁর আনুগত্য করতে হবে, কখনো অবাধ্যতা করা যাবে না।' সাহাবায়ে কেরাম তখন বলেন, 'আমাদের কারো কি সাধ্য আছে এমনটা করার?' তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তাহলে আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো।'"[৫১৫]

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ না করা

৭৬৫. আবূদ দারদা ﷺ বলেন, "নবি ﷺ একবার নদীর তীরে ওযু করেন। ওযু শেষে অতিরিক্ত পানি নদীতে ফেলে দিয়ে বলেন, 'এ পানি যাদের উপকারে আসবে, এমন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তাআলা এটা পৌঁছে দিন।'"[৫১৬]

৭৬৬. আবূত তায়্যিব মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ বলেন, "ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাককে বলতে শুনেছি : 'ঘরে হাউজের পানি থাকাবস্থায় আমি রাত কাটিয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার যতটুকু প্রয়োজন হয়, ততটুকুই হাউজ থেকে নিয়ে আসি। অতিরিক্ত হলে হাউজে ফেলে দিয়ে আসি সেটা।'"

আল্লাহর ভয় সকল বিষয়ে নিষ্কৃতির মাধ্যম

৭৬৭. আবূ যর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

"আমি এমন এক আয়াতের কথা জানি, যার ওপর আমল করলে মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। তা হচ্ছে :

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিস্কৃতির পথ করে দেবেন।'"[৫১৭][৫১৮]

---

[৫১৫] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৬।

[৫১৬] নূরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/২২০; এই সনদে আবূ বকর ইবনু আবী মারিয়াম যঈফ রাবী।

[৫১৭] সূরা তালাক, ৬৫ : ২।

[৫১৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫/১৭৮; এর সনদ সহীহ হলেও এর সূত্র মুনকাতি।

নবিজি ﷺ-এর বন্ধু

৭৬৮. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أَلا إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ

"জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে মুত্তাকীরাই আমার বন্ধু।"[৫১৯]

ভ্রমণকালে তাকওয়া

৭৬৯. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সফরে বের হওয়ার আগে নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" নবি ﷺ তখন বলেন,

أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَ التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

"আমি তোমাকে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বনের এবং সকল স্থানে তাকবীর বলার ওসিয়ত করছি।"

লোকটি চলে গেলে তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الأَرْضَ وَ هَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

"হে আল্লাহ, জমিনকে তার জন্য সংকুচিত করে দিন, সফরকে তার জন্য সহজ করে দিন।"[৫২০]

৭৭০. আবূ সাঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে নবি ﷺ-কে বলে, "আমাকে ওসিয়ত করুন।" নবি ﷺ তখন বলেন :

اتَّقِ اللهَ فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ

"আল্লাহকে ভয় করো, কারণ এটা সকল কল্যাণের উৎস।"[৫২১]

---

[৫১৯] বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ, ৩০০।

[৫২০] ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, ১/১৬৫; এর সনদ সহীহ।

[৫২১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/৮৩; বিভিন্ন মুহাদ্দিস এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই শব্দে ও বাক্যে নয়। তবে আদীসের সনদ সহীহ।

আল্লাহর বদলে মানুষকে ভয় করার অসারতা

৭৭১. হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আয়িশা ﵂ মুয়াবিয়ার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলেন, "আমি আপনাকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের ওসিয়ত করছি। যদি আল্লাহকে ভয় করেন, তাহলে এটাই সকল মানুষের বিপরীতে আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি মানুষকে ভয় করেন, তাহলে তারা আপনার কোনো উপকারই করতে পারবে না। তাই, আল্লাহকে ভয় করুন।[৫২২]

৭৭২. শাবি থেকে বর্ণিত, মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান আয়িশা ﵂-এর কাছে চিঠি লিখে বলেন, "আমাকে এমন একটি বিষয় লিখে দিন, যা আপনি নবি ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন।" আয়িশা ﵂ তার উত্তরে লিখেন, "নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ يَعْمَلْ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ يَعُوْدُ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا

'যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, তার প্রশংসাকারীরাই তার নিন্দুক বনে যাবে।'"[৫২৩]

৭৭৩. আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَرَادَ سَخَطَ اللهِ وَ رِضَا النَّاسِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا

"যে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি এবং মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার প্রশংসাকারীরাই তার নিন্দুক হয়ে যায়।"[৫২৪]

৭৭৪. আয়িশা ﵂ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ آثَارَ مَحَامِدَ اللهِ عَلَى مَحَامِدِ النَّاسِ كَفَاهُ مَؤُنَةَ النَّاسِ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসার চেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়, মানুষের (প্রশংসা আদায় করে দেওয়ার) ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।"[৫২৫]

---

[৫২২] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয যুহদ, ৬৩।

[৫২৩] হুমাইদি, আল মুসনাদ, ১/১২৯।

[৫২৪] সাখাবি, আল মাকাসিদুল হাসানা, ৬৩৩।

[৫২৫] মুত্তাকী আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১৫/৭৯০; নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ,

৭৭৫. আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَرْضَى اللهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ النَّاسَ وَمَنْ اسْخَطَ اللهَ بِرِضَاءِ النَّاسِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَيْهِم

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, মানুষের ব্যাপারে তার জন্য আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন।"[৫২৬]

৭৭৬. তাওবা আল আম্বারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালিহ ইবনু আবদির রহমান একদিন আমাকে সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিকের নিকট নিয়ে যান। সুলাইমানের সাথে দেখা করে আমি উমার ইবনু আবদিল আযীযের নিকট যাই। তাকে জিজ্ঞেস করি, সালিহের নিকট কি আপনার কোনো প্রয়োজন আছে? তিনি বলেন, তুমি গিয়ে তাকে বলবে, আল্লাহর নিকট আপনার জন্য যা অবশিষ্ট রয়েছে, আপনি সেটা আঁকড়ে থাকুন। কেননা, আল্লাহর নিকট যা অবশিষ্ট রয়েছে সেটা মানুষের নিকটও অবশিষ্ট থাকবে। আর আল্লাহর নিকট যা অবশিষ্ট নেই মানুষের নিকটও সেটা অবশিষ্ট থাকবে না।[৫২৭]

৭৭৭. সাঈদ ইবনু আশওয়া থেকে বর্ণিত, ইয়াজিদ ইবনু সালামা আল জুফি বলেছেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার থেকে অনেক হাদীস শুনেছি। কিন্তু তার প্রথম অংশ মনে রাখতে গিয়ে শেষ অংশ ভুলে যাই। তাই আপনি আমাকে একটি সমৃদ্ধ বাক্য বলে দিন।" তিনি তখন বলেন :

إِتَّقِ اللهَ فِيْمَا تَعْلَم

"তোমার জানা বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।"[৫২৮]

৭৭৮. ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান থেকে বর্ণিত আছে, ইবনুল ইফরিকি একবার সুফিয়ান সাওরিকে চিঠি লিখে বলেন : "আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তুচ্ছ দুনিয়ার পরিবর্তে মহান পরকালের প্রতি মনোযোগী হোন। ওয়াস সালাম।"

১০/২২৫; এর সনদ যঈফ।

[৫২৬] সাখাবি, আল মাকাসিদুল হাসানা, ৬৩৩।

[৫২৭] ইবনুল জাওযী, সীরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, পৃ. ২৩৬।

[৫২৮] তাবারানি, আল মুজামুল কাবির, ২২/২৪২; এর সনদ মুরসাল।

৭৭৯. মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস থেকে বর্ণিত, আলি ইবনুল মাদিনি বলেন, "আহমাদ ইবনু হাম্বল একদিন আমাকে বলেন, 'আমি আপনার সাথে মক্কা যেতে চাই। কিন্তু সমস্যা একটাই। আশঙ্কা হয়, হয়তো আমি আপনাকে বিরক্ত করে ফেলব কিংবা আপনি আমাকে বিরক্ত করে ফেলবেন।" আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, আমি তাকে বিদায় জানানোর সময় বলি, হে আবদুল্লাহ! আপনি আমাকে কিছু ওসিয়ত করে যান। তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি অন্তর দিয়ে আল্লাহর তাকওয়া আঁকড়ে ধরুন আর আখিরাতকে আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন।

তাকওয়ার বিভিন্ন উপমা

৭৮০. ইবনু ইসাম বলেন, "আমি সাহলকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্যকারী হতে পারে না। নবি ﷺ ছাড়া কেউ পথপ্রদর্শনকারী হতে পারে না। তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছু পাথেয় হতে পারে না। অধ্যবসায় ছাড়া কোনো আমল হতে পারে না।'"[৫২৯]

৭৮১. আসমায়ি বলেন, "আমার পিতা এক গ্রাম্য লোককে বলতে শুনেছেন : 'যে ব্যক্তি দীর্ঘ সুস্বাস্থ্য কামনা করে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।'

৭৮২. আবূ বকর রাযি বলেন, "আমি আবূল হুসাইন যানজানিকে বলতে শুনেছি: 'যার মূলধন হবে তাকওয়া, তার লাভের পরিমাণ বর্ণনা দেওয়া মানুষের মুখের পক্ষে সম্ভব নয়।'"

৭৮৩. ইবরাহীম ইবনু ফাতিক বলেন, "আমি নাহারজুরিকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়া হলো সমুদ্র, পরকাল হলো তার তীর। এর জাহাজ হলো তাকওয়া আর মানুষ হলো সফর।'"[৫৩০]

৭৮৪. সুফিয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত, লুকমান হাকিম তার ছেলেকে বলেছেন : "বাপজান! এই দুনিয়া আসলে এক গভীর সমুদ্র, বহু মানুষ ডুবে গেছে তাতে। তাই তাকওয়াকে এ সমুদ্রের জাহাজ বানাও। আল্লাহর ওপর ঈমানকে বানাও এর পাথেয়। আর তাওয়াক্কুলকে বানাও পানি পানের ঘাট। তাহলে হয়তো রক্ষা পাবে।"

---

[৫২৯] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২১১।

[৫৩০] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৩৮০।

৭৮৫. আবূ বকর রাযি বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কাত্তানিকে বলতে শুনেছি : 'বিপদাপদ দিয়ে দুনিয়াকে ভাগ করা হয়েছে। আর জান্নাতকে ভাগ করা হয়েছে তাকওয়ার মাধ্যমে।'"

৭৮৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত আছে, দাউদ আত তায়ি বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে পাপাচারের লাঞ্ছনা থেকে তাকওয়ার সম্মান দান করেন, তাকে তিনি অর্থ-সম্পদ ছাড়াই ধনী করে তোলেন, আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা ছাড়াই সমবেদনা জানান, বন্ধু-বান্ধব ছাড়াই তার নিঃসঙ্গতা দূর করেন।"[৫৩১]

তাকওয়ার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন

৭৮৭. আবূ আবদির রহমান বলেন, "আমি আবূল কাসিম নসর আবাযিকে বলতে শুনেছি: তাকওয়া হলো হকের লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

'কখনোই এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।'"[৫৩২]

৭৮৮. আবূ বকর রাযি বলেন, "আমি আবূ মুহাম্মাদ জারিরিকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি মুরাকাবা এবং তাকওয়াকে নিজের এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে বিচারক বানায় না, সে কাশফ এবং মুশাহাদার স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।'"

৭৮৯. আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় ফায়সালা করার শক্তি দেবেন।"[৫৩৩]

জাফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নুসাইর খলাদি বলেন, "আমি আবূল কাসিম

---

[৫৩১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৫৬।
[৫৩২] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৭।
[৫৩৩] সূরা আনফাল, ৮ : ২৯।

জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, 'যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে হক ও বাতিলের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করেন।' তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তাকওয়া কি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী নয়?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রথমটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আর দ্বিতীয়টা মানুষের অর্জন। তাই কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে অনেক জটিল বিষয় সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। এমনকি এর ফলে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তার কাছে।'"

যিকর ও আমলের ভিত্তি

৭৯০. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি বলেন, "আমি আবূ উসমান আল মাগরিবিকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি তাকওয়া এবং জ্ঞানের ওপর আপন প্রাসাদ নির্মাণ করে, তার যিকর-আযকার এবং আমলগুলো নির্মল এবং সচ্ছ হয়ে উঠে। আল্লাহভীতি তার মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করে যে, সে বুঝতেও পারে না।'"

তাকওয়া লঙ্ঘন নিজের প্রতিই যুলুম

৭৯১. আবূ আবদির রহমান আস সুলামি বলেন, "আবূ উসমান আল মাগরিবিকে বলতে শুনেছি: 'তাকওয়া হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অনুসরণ করে চলা, এতে কোনোরূপ ত্রুটি না করা এবং সীমালঙ্ঘন না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরই যুলুম করে।'"[৫৩৪][৫৩৫]

---

[৫৩৪] সূরা তালাক, ৬৫ : ১।

[৫৩৫] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৪৮১।

গুনাহ থেকে বিরতকারী উপাদান

৭৯২. আবূল হাসান ইবনু আলি ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তাকওয়া কাকে বলে?" তিনি উত্তরে বলেছেন, "হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।" তাকে জিজ্ঞেস করা হয় "(ورع) আল্লাহভীরুতা কাকে বলে?" তিনি উত্তরে বলেন, "সন্দেহ-সংশয় থেকে বেঁচে থাকা।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহভীরুতা হলো যা তোমাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দিয়ে রাখে।"

এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তাকওয়া কাকে বলে?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তা হচ্ছে ওলিদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার একধরনের পর্যবেক্ষণ।"

তাকওয়ার মাধ্যমে ইয়াকীনের উচ্চতর স্তর অর্জন

৭৯৩. আমি তাকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কুফর এবং নিফাক তথা কপটতা থেকে বেঁচে থাকে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের মারিফাত লাভ করে থাকে, যাকে বলা হয় ইলমুল ইয়াকিন। আর যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেক ধরনের মারিফাত লাভ করে, যাকে বলা হয় আইনুল ইয়াকিন। আর যে ব্যক্তি সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের মারিফাত লাভ করে, যাকে বলা হয় হাক্কুল ইয়াকিন।"

ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদান নিশ্চিত

৭৯৪. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত, বলা হয়, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা একবার আবদুল্লাহ ইবনু মারযুকের কাছে গিয়েছিলেন। ইবনু মারযুক সমতল ভূমিতে শুয়ে ছিলেন তখন। বাতাসে ধুলোবালি উড়ে এসে তার গায়ে লাগছিল। এ অবস্থা দেখে সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করেন, "আবূ মুহাম্মাদ! আমি তো জানি, যে ব্যক্তি পার্থিব কিছু পরিত্যাগ করে, বিনিময়ে আল্লাহ দুনিয়াতেই তাকে কিছু দান করেন। আপনি কী পেলেন, বলুন শুনি!" তিনি উত্তরে বলেন, "আমি পেয়েছি বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার সামর্থ্য।"

বর্ণনাকারী বলেন, একবার আবদুল্লাহ মক্কায় গিয়েছিলেন। তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, "বাহনে চড়ে এসেছেন না কি পায়ে হেঁটে?" তিনি উত্তরে

বলেন, "অবাধ্য বান্দার জন্য মনিবের দুয়ারে বাহনে চড়ে আসার কোনো অধিকার নেই। যদি পারতাম, তাহলে মাথা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতাম।"

৭৯৫. উবাইদ ইবনু উমাইর থেকে বর্ণিত, উবাই ইবনু কাব ﷺ বলেছেন : "কেউ যদি আল্লাহর জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে কল্পনাতীত উৎস থেকে আরও উত্তম জিনিস দেন। পক্ষান্তরে কেউ আল্লাহর কোনো বিষয় নিয়ে তাচ্ছিল্য করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে এমন কঠোরভাবে পাকড়াও করেন, যার ধারণাও সে করতে পারেনি।"[৫৩৬]

উত্তম ও হালাল সম্পদ

৭৯৬. আসমা ইবনু উবাইদ বলেন, "আমি ইউনুস ইবনু উবাইদকে বলতে শুনেছি: 'দুটি বিষয়ের চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কিছু হতে পারে না। একটি হলো উত্তম সম্পদ আর অপরটি হলো সুন্নাত অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি।'"

৭৯৭. তিনি আরও বলেন, "ইউনুস ইবনু উবাইদকে বলতে শুনেছি : 'ব্যাপারটা মাত্র দুটি পয়সার। একটি পয়সা, যা মানুষ নিজের জন্য খরচ করে। অপরটি হলো, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ফরয হক আদায় করে।'"

৭৯৮. আবদুল মালিক ইবনু হারুন ইবনু আনতারা বলেন, "আমার বাবা হাসান বাসরির সূত্রে বলেছেন : 'যদি হালাল পয়সার কোনো উৎসের কথা জানতে পারি, তাহলে বাহনে চড়ে হলেও সেটা নিয়ে আসব। তা দিয়ে আটা কিনে খামিরা করে রুটি বানাব। তারপর টুকরো টুকরো করে খাব সেটা। আর অসুস্থ কারও কাছে গেলে সে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে পান করাতে থাকব।'"

৭৯৯. আব্বাস আদ দুরি বলেন, "বিশর ইবনুল হারিসকে বলতে শুনেছি : 'মানুষের আগে খেয়াল রাখা উচিত যে, তার নিজের রুটিরুজি কোত্থেকে আসছে। সে নিজের পরিবার-পরিজনকে যে বাসস্থানে রাখছে, সেটা কীভাবে অর্জিত হলো। তারপর অন্যদের ব্যাপারে কথা বলা উচিত।'"[৫৩৭]

৮০০. আবদুল জাব্বার ইবনু বিশরান বলেন, "সাহালকে বলতে শুনেছি : 'যাতে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না, তা হালাল। আর যাতে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া হয় না, তা নির্মল ও পরিচ্ছন্ন।'"

---

[৫৩৬] ইবনু আসাকির, তাহযিবু তারিখি দিমাশক, ২/৩৩৩।

[৫৩৭] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৫/৩৬৮।

বৈধ ইন্দ্রিয়সুখ পরিহার

৮০১. রবাহ ইবনু উবায়দা থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সুগন্ধি বের করে উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀-এর সামনে রাখা হয়। নাকে ঘ্রাণ যাওয়ার আশঙ্কায় উমার ﵀ সাথে সাথে নাকে হাত চেপে ধরেন। তখন তার এক সাথি বলেন, "আমিরুল মুমিনীন! গন্ধ নাকে গেলে সমস্যা কী? (ব্যবহার তো আর করছেন না)" তিনি বলেন, "আরে, সুগন্ধীর গন্ধই তো মানুষ উপভোগ করে।"[৫৩৮]

৮০২. হামযা ইবনু হুসাইন সামসার থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল জাওহারিকে বলতে শুনেছেন : "এক গ্রীষ্মের দিনে জুমুআর সালাত আদায় করে বিশর ইবনুল হারিসের সাথে হাঁটছিলাম। পথিমধ্যে ইসহাক ইবনু ইবরাহীমের বাড়ির পাশ দিয়ে যাই। রাস্তায় এসে পড়ছিল বাড়ির ছায়া। আমি বিশরকে ছায়াতে আনার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তিনি রোদেই হাঁটছিলেন। মনে মনে বলি, 'আল্লাহর কসম! আমি তাকে জিজ্ঞেস করেই ছাড়ব যে, রোদে হেঁটে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে আল্লাহভীরুতার কী আছে।' পরে তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আবূল হুসাইন! আমি আপনাকে ছায়ার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি রোদেই হেঁটে গিয়েছেন। এর কারণ কী?' তিনি উত্তরে আমাকে বলেন, 'ছায়াটা ছিল এক পাপিষ্ঠের বাড়ির।'"[৫৩৯]

৮০৩. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু হামদান এবং মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আশ শাবহি বলেন, "আমরা মাহফুজকে বলতে শুনেছি : 'তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে প্রথমে হারাম বিষয়ে, এরপর সন্দেহজনক বিষয়ে, এরপর অনর্থক বিষয়ে।'"

৮০৪. আল্লাহ তাআলার বাণী :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

"আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন।"[৫৪০]

আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি এই আয়াতের ব্যাপারে আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরীক্ষা

---

[৫৩৮] ইবনুল জাওযী, সীরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, ১৯২।

[৫৩৯] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৫/১৯৬।

[৫৪০] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৩।

করার অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তর থেকে তিনি প্রবৃত্তির তাড়না বিদূরিত করে দিয়েছিলেন।'"

আবূ সুলাইমান বলেন, "রাতে এক লোকমা কম খেতে পছন্দ করি। কারণ, এর ফলে রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাই ইবাদাতে কাটিয়ে দিতে পারি আমি।"

তাকওয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য

৮০৫. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল ফাররা থেকে বর্ণিত, আবূ হাফস বলেছেন : "তাকওয়া হলো নিরেট হালাল বিষয়।"

৮০৬. আবূল হুসাইন আল ফারিসি বলেন, "ইবনু আতাকে বলতে শুনেছি : 'তাকওয়ার একটি বাহ্যিক এবং একটি অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। বাহ্যিক দিক হলো আল্লাহর সীমারেখা অনুসরণ করে চলা। আর অভ্যন্তরীণ দিক হলো বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাস।

৮০৭. আবূল হুসাইন আল ফারিসি বলেন, "আমি আবূল হাসান ইবনু আলিকে বলতে শুনেছি : 'তাকওয়ার ওপর তাকওয়া হলো তাকওয়ার ওপর ধৈর্য ধারণ করা। তথা সবসময় তাকওয়ার ওপর বহাল থাকা।'"

৮০৮. আবূল হুসাইন আল ফারিসি বলেন, "আমি আবূল হাসান ইবনু আলিকে বলতে শুনেছি : 'তাকওয়া হলো মুত্তাকীদের পর্যবেক্ষক আর ঈমান হলো মুমিনের পর্যবেক্ষক। ইলম হলো আলিমের পর্যবেক্ষক আর ইহসান হলো মুহসিনের পর্যবেক্ষক।'"

পরিমাণ নয়, মান বিবেচ্য

৮০৯. আলি ইবনু আবদিল হামীদ গাযায়িরি বলেন, "সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'বিদআত-মিশ্রিত আধিক্যের চেয়ে সুন্নাত-সম্মত সামান্য অর্জনই উত্তম। তাকওয়ার সাথে কৃত আমল যত কমই হোক, ফেলনা নয়।'"[৫৪১]

[৫৪১] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২২১।

তিন প্রকারের জিনিস ও সেসবে করণীয়

৮১০. আলি ইবনু আবদিল হামীদ গাযায়িরি থেকে বর্ণিত, সিররি সাকতি বলেছেন: "তিন ধরনের জিনিস আছে। একটা হলো, যা স্পষ্টত সঠিক। সেটার অনুসরণ করে যাবে। দ্বিতীয়টা হলো, যা স্পষ্টত ভুল। সেটা পরিহার করে চলবে। আর তৃতীয়টা হলো, অস্পষ্ট বিষয়। তা থেকে বিরত থেকো। আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিয়ো সেটা। আল্লাহ তাআলাকে পথপ্রদর্শনকারী বানাবে। নিজের দারিদ্র্য তাঁর কাছে ন্যস্ত করলে অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে।"

কম কথা ও অধিক ভাবনা তাকওয়ার অংশ

৮১১. আবূ আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ বলেছেন: "মুত্তাকী হলো ওই ব্যক্তি, যার মুখে লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৫৪২]

৮১২. বিশর ইবনুল হারিস বলেন, "উমারকে বলতে শুনেছি : 'মুমিন সকল বিষয়েই প্রথমে চিন্তাভাবনা করে নেয়। কল্যাণকর হলে তা বাস্তবায়ন করে। আর অকল্যাণকর হলে তা থেকে বিরত থাকে।'"

৮১৩. বিশর ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ বলেছেন: "মুমিনের মুখে লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

সৎসঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের তাকওয়া

৮১৪. মুহাম্মাদ ইবনু আবী তামিলা বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : 'যে কারোর সাথে মেশা করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

তাদেরকে আমার আয়াত নিয়ে উপহাসে লিপ্ত দেখলে তাদের কাছ থেকে সরে পড়বেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।[৫৪৩]

---

[৫৪২] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৫/৩৭৪।

[৫৪৩] সূরা আনআম, ৬ : ৬৮।

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

আর কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে।[৫৪৪]

তেমনিভাবে মুমিন চাইলেই যে কারও দিকে তাকাতে পারে না, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।[৫৪৫]

তেমনি যে বিষয়ের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথাবার্তা বলা, যে-কারও থেকে যে-কোনো কিছু শোনা ও যে-কোনো দিকে ছুটে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে।'"[৫৪৬]

আল্লাহকে পাওয়ার অন্যতম উপায় তাকওয়া

৮১৫. মানসূর ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি মুযাইয়ানকে বলতে শুনেছি : 'মানুষ অন্বেষণ ছাড়া ইলম অর্জন করতে পারে না। ইলম ছাড়া আল্লাহভীরুতা অর্জন

---

[৫৪৪] সূরা নিসা, ৪ : ১৪০।
[৫৪৫] সূরা নূর, ২৪ : ৩০।
[৫৪৬] সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬।

করতে পারে না। আল্লাহভীরুতা ছাড়া দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করতে পারে না। দুনিয়াবিমুখতা ছাড়া সবর অর্জন করতে পারে না। সবর ছাড়া শোকর তথা কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। আর শোকর ছাড়া রিযা তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। আর রিযা অর্জন ব্যতীত আল্লাহকে পেতে পারে না। রিযা হলো আল্লাহর তিক্ত ফায়সালাতেও অন্তর সন্তুষ্ট থাকা। শোকর হলো আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর প্রতি অন্তরের বিনয়ী হয়ে উঠা। সবর হলো অকল্যাণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। দুনিয়াবিমুখতা হলো দুনিয়ার ভোগবিলাসিতা দুনিয়ার জন্য রেখে দেওয়া। আল্লাহভীরুতা হলো হারাম বিষয়ে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহজনক বিষয় থেকে সর্বশক্তি দিয়ে পলায়ন করা। তাকওয়ার সারকথা হলো, প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয়—সর্বাবস্থায় অন্তরে আল্লাহর গভীর ভয় রাখা। ইলম হলো বিভিন্ন বস্তু মূল্যায়নের যোগ্যতা লাভ করা। আর তলব হলো উদ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহ না থাকা।'"

৮১৬. আবূ বকর আল হারবি বলেন, "সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'মুক্তি রয়েছে তিন বিষয়ে। উত্তম খাবারদাবার, পূর্ণাঙ্গ আল্লাহভীরুতা এবং হিদায়াতের পথ।'"

হারাম খাদ্যের ফলে আমল কবুল হয় না

৮১৭. বিশর ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত, ইউসুফ ইবনু আসবাত বলেছেন : "যখন কোনো যুবক ইবাদাতে লিপ্ত হয়, তখন ইবলিস তার সাঙ্গপাঙ্গদের বলে, 'দেখো তো, তার খাবারের ব্যাবস্থা কোত্থেকে হচ্ছে। খাবার-দাবারের উৎস খারাপ হলে বলে, 'তাকে তার মতো ছেড়ে দাও। আমাদের ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে মুজাহাদা করে ইবাদাত-বন্দেগী করতে থাকুক। নিজের খাবারের মাধ্যমেই সে তোমাদের কাজ করে দিয়েছে।'"

৮১৮. জারিরি বলেন, "সাহাল ইবনু আবদিল্লাহকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি নিজের খাবার-দাবারের হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তার মধ্যে আপনাতেই দুনিয়াবিমুখতা তৈরি হয়। আর যে নিজের নফসের সাথে কিংবা অন্য কারও সাথে তোষামোদি করে বেড়ায়, সে কখনো সঠিক পথের গন্ধও পাবে না।'"

৮১৯. শুয়াইব ইবনুল হারব থেকে বর্ণিত, সুফিয়ান সাওরি বলেছেন : "তোমার অর্থ-সম্পদ কোত্থেকে আসছে, সেটার প্রতি লক্ষ রাখবে আর শেষ কাতারে সালাত আদায় করবে।"[৫৪৭]

৮২০. ইসহাক আল আনসারি থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজাইফা আল মারআশি একদিন দেখেন, মানুষ প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। তখন তিনি বলেন, "এর চেয়ে বরং হালাল খাবার গ্রহণের প্রতিযোগিতা করা উচিত ছিল তাদের।"

৮২১. মাসউদি বলেন, "ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেছেন : 'হালাল খাত থেকে একটা পয়সা পাওয়াও এখন আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে।' ইউনুস ইবনু উবাইদের মতো ব্যক্তি যখন এই কথা বলেন, তখন আমাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

৮২২. ইবরাহীম ইবনু বাশশার বলেন, "আমি ফুযাইলকে বলতে শুনেছি : 'সত্তর বছরের ইবাদাতের চেয়ে হালাল খাতের এক পয়সা অধিক উত্তম।'"

তিনি আরও বলেন, "ফুযাইলকে বলতে শুনেছি : 'মাপে কম দেওয়াটা কিয়ামাতের দিন চেহারায় কালি লেপনের নামান্তর।'"

৮২৩. ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ুব বলেন, "আমি সাহাল ইবনু আবদিল্লাহকে বলতে শুনেছি : 'আমাদের মৌলিক বিষয় হলো পাঁচটি। আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে থাকা, নবি ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণ করা, হালাল খাদ্য গ্রহণ করা, পাপাচার থেকে বিরত থাকা এবং হক আদায় করা।'"[৫৪৮]

৮২৪. মালিক ইবনু আনাস থেকে বর্ণিত আছে, রবি ইবনু খাইসাম একবার এক সাথিকে বিদায় জানাতে তার সাথে চলছিলেন। বিদায় গ্রহণের সময় সাথি তাকে বলে, "আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন।" রবি তখন বলেন, "উত্তম কাজ কোরো এবং হালাল খাদ্য খেয়ো।"

---

[৫৪৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৬৮।

[৫৪৮] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২১০; হিলইয়াতুল আউলিয়ায় আরেকটি অংশ অতিরিক্ত রয়েছে, তা হলো, কাউকে কষ্ট না দেওয়া এবং তাওবা করা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৯০)

হালাল উপকরণে যুহদ

৮২৫. হাম্বল ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, সুলাইমান ইবনুল হারব বলেছেন : "আসওয়াদ ইবনু শাইবানের চেয়ে বড় দুনিয়াবিমুখ আর কে হতে পারে? তিনি উটে চড়ে হাজ্জ করতে গিয়েছিলেন। পথে এ উটের দুধই ছিল তার খাদ্য। সে উটের পিঠে চড়েই হাজ্জ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। রাস্তায় উটের দুধ ছাড়া আর কিছুই খাননি।[৫৪৯]

তিনি অন্যের বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়ির একটি ঘরের ছাদ-ই ছিল না।"

৮২৬. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "সিররি সাকতির সামনে একবার সাওয়াদে ইরাকের (ইরাকের গ্রামাঞ্চল) কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি তখন সেখানকার কোনো খাবার গ্রহণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সেখানে জমির মালিক হওয়াটাও তিনি অপছন্দ করতেন। অত্যন্ত কঠোরতা করতেন তিনি এ ব্যাপারে। সেখানকার কোনো শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি খেতেন না। তেমনি সেখানকার কোনো কিছু গ্রহণ করা থেকেও যথাসাধ্য বিরত থাকতেন। আমি নিজে দেখেছি এক ব্যক্তি আলজাজিরা থেকে গুঁড় তৈরির ফল এবং শসা নিয়ে এসেছিল তার জন্য। তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সন্দেহজনক বিষয় থেকে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বেঁচে থাকতেন।"

৮২৭. তিনি আরও বলেন, "সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : 'আমি একবার তারসুস শহরে ছিলাম। যেই বাড়িতে থাকতাম, সে বাড়িতেই দুইজন ইবাদাতগুজার যুবক থাকত। রুটি তৈরির একটি বড় চুলা ছিল সেখানে। ওই যুবকেরা তাতে রুটি তৈরি করত। একবার চুলাটি ভেঙ্গে গেলে আমি আমার অর্থ দিয়েই তা সংস্কার করে দিই। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে, এরপর থেকে তারা সে চুলায় আর কখনো রুটি তৈরি করেনি।'"[৫৫০]

৮২৮. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব বলেন, আমি আলি ইবনু ইসামকে বলতে শুনেছি : "বিশর ইবনুল হারিস উব্বাদান নামক স্থানে দশ বছর অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি শুধু সমুদ্রের পানি পান করতেন। সুলতানদের তৈরি করা হাউজের পানি না। দীর্ঘদিন সমুদ্রের পানি পান করায় তার পেটে সমস্যা দেখা দেয়। তখন নিজের বোনের কাছে চলে আসেন তিনি। বোন তার দেখাশোনা করতেন। তিনি সুতা কাটার চরকা বিক্রি করে জীবিকা উপার্জন করতেন এ সময়।"

---

[৫৪৯] তাহযিবুত তাহযিব, ১/৩৪০।

[৫৫০] সিররি সাকতির অর্থের উৎস জানা না থাকায় তারা সতর্কতা হিসেবে এমন করেছিল।—অনুবাদক।

৮২৯. জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আমি সিররি সাকতিকে আবূ ইউসুফ আল গাসুলির কথা আলোচনা করতে শুনেছি। আবূ ইউসুফ সবসময় সীমান্ত এলাকায় থাকতেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। রোমে কোনো অভিযানে গেলে তার সঙ্গীরা রোমানদের জবাই করা পশু-পাখি ও ফল-মূল খেত ঠিকই। কিন্তু তিনি খেতেন না। তারা তাকে তখন বলত, 'আবূ ইউসুফ! এগুলো হালাল না?' তিনি উত্তরে বলতেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তখন তারা বলত, 'তাহলে খান!' তিনি তখন বলতেন, 'হালাল খাদ্যের মধ্যেই তো দুনিয়াবিমুখতার প্রয়োগ ঘটাতে হয়।'"

৮৩০. মুহাম্মাদ ইবনু দাঊদ আদ দিনাওয়ারি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল জালাকে বলতে শুনেছি : 'আমি এমন এক ব্যক্তির কথা জানি, যিনি মক্কায় ত্রিশ বছর ছিলেন। এ সময় তিনি যমযম কূপের ততটুকু পানি পান করেছেন, যতটুকু পানি মশক ও পানি তুলতে ব্যবহৃত রশিতে থাকত। মিশর থেকে আমদানি করা খাবার কখনো খাননি তিনি।'"

মালিকানাহীন জিনিসও গ্রহণ না করা

৮৩১. সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত বলেন, "সিররি ইবনু মুগাল্লাসকে বলতে শুনেছি : 'একবার এক মরুভূমিতে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। পথিমধ্যে এক জায়গায় কিছু পানি ও তার আশপাশে ঘাস দেখতে পাই। বাহন থেকে নেমে বিশ্রাম নিতে থাকি সেখানে। তারপর নিজেই নিজেকে বলি, 'সিররি! জীবনে হালাল খাবার এবং পানীয় গ্রহণের একটা সুযোগ এলে সেটা আজকেই।' তখন হঠাৎ অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ শুনতে পাই, 'সিররি ইবনু মুগাল্লাস, এগুলোর মূল্য পরিশোধ করলে কীভাবে?' তখন আমার নিজেকে অনেক নীচু মনে হতে লাগল।'"

৮৩২. মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন বলেন, "কথায় আছে, অর্থকড়ির ক্ষেত্রেই প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় পাওয়া যায়।"

জমি-জমার ব্যাপারে তাকওয়া

৮৩৩. হিশাম বলেন, "ইবনু সিরিন একবার ওয়াসিত ও আহওয়াযের মধ্যবর্তী দুর্গ থেকে একটি জমি কিনেছিলেন। সেটা বিক্রি করলে তার আশি হাজার দিরহাম লাভ হতো। কিন্তু হঠাৎ এ জমির ব্যাপারে তার অন্তরে কিছু একটা

সন্দেহ দেখা দেয়, তখন তা বাদ দিয়ে দেন তিনি। আল্লাহর কসম, তাতে সুদের কিছুই ছিল না।"

দানশীলতার মাধ্যমে রিযক সহজ হওয়া

৮৩৪. ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ বলেন, "নবি ﷺ একদিন পেছন দিক থেকে এসে আমার পাগড়ি ধরে বলেন :

يَا عِمْرَانُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الإِنْفَاقَ، وَيُبْغِضُ الإِقْتَارَ، فَأَنْفِقْ وَأَطْعِمْ، وَلا تُصِرَّ صَرًّا، فَيَعْسُرَ عَلَيْكَ الطَّلَبُ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ النَّظَرَ الثَّاقِدَ عِنْدَ مَجِيءِ الشُّبُهَاتِ، وَالْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ نُزُولِ الشَّهَوَاتِ، وَيُحِبُّ السَّمَاحَةَ وَلَوْ عَلَى تَمَرَاتٍ، وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قَتْلِ حَيَّةٍ

'ইমরান, আল্লাহ দান করা পছন্দ করেন, কৃপণতা অপছন্দ করেন। তাই দান করো, মানুষকে খাওয়াও। কৃপণতা কোরো না। না হলে রিযক খোঁজাটা তোমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। জেনে রাখো, সন্দেহজনক বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত পছন্দ করেন। আর প্রবৃত্তির লালসার ক্ষেত্রে পছন্দ করেন পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা। তিনি বদান্যতা পছন্দ করেন। এমনকি তা কয়েকটি খেজুর দিয়ে হলেও। আর পছন্দ করেন সাহসিকতা, এমনকি কোনো সাপ হত্যার মাধ্যমে হলেও।'"[৫৫১]

জান্নাতি কিংবা জাহান্নামি হওয়ার প্রধান কারণ

৮৩৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ একদিন সাহাবিদের বলেন :

أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدخلُ الناسُ النارَ؟ قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلم، قال: فإنّ أكثر ما يُدخلُ الناسُ النارَ الأجوفانِ: الفرجُ والفمُ، أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدخلُ الناسُ الجنّةَ؟ قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلمُ، قال: فإن أكثرَ ما يُدخلُ الناسُ الجنةَ تَقْوى اللهِ وحُسْنُ الخلقِ

"মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় কারণ কী, জানো?"

[৫৫১] আলি মুত্তাকি আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৬/ ৫৮২, ১৫/ ৮৯২।

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।" নবি ﷺ তখন বলেন, "দুটি গর্ত—মুখ ও লজ্জাস্থান। আর জান্নাতে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় কারণ জানো?" তারা আবারও বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।" তিনি তখন বলেন, "আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র।"[৫৫২]

সাহাবিকে তাকওয়া অবলম্বনের ওসিয়ত

৮৩৬. মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ বলেন, "নবি ﷺ একবার আমার হাত ধরে এক মাইল হেঁটে বলেন :

يا معاذُ أُوصيك بتقوى اللهِ، وصِدقِ الحديثِ، ووفاءِ العهدِ وأداءِ الأمانةِ، وتركِ الخيانةِ، ورحمِ اليتيمِ، وحِفظِ الجِوارِ، وكظمِ الغيْظِ، ولينِ الكلامِ، وبذلِ السَّلامِ، ولزومِ الإمامِ، والتَّفقُّهِ في القرآنِ، وحبِّ الآخرةِ، والجزعِ من الحسابِ، وقصَرِ الأملِ، وحُسنِ العملِ، وأنهاك أن تشتُمَ مسلمًا، أو تُصدِّقَ كاذبًا، أو تُكذِّبَ صادقًا، أو تعصي إمامًا عادلًا، وأن تُفسِدَ في الأرضِ، يا معاذُ اذكُرِ اللهَ عند كلِّ شجرٍ وحجَرٍ، وأحدِثْ لكلِّ ذنبٍ توبةً. السِّرُّ بالسِّرِّ، والعلانيةُ بالعلانيةِ

'মুয়ায! আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার, সত্য কথা বলার, ওয়াদা পূরণের, আমানত আদায় করার, খিয়ানত না করার, ইয়াতীমদের প্রতি অনুগ্রহ করার, নিরাপত্তা রক্ষা করার, ক্রোধ সংবরণ করার, নম্র কথা বলার, সালাম দেওয়ার, ইমামের আনুগত্য করে যাওয়ার, কুরআন কারীমের গভীর জ্ঞান অর্জনের, পরকালকে ভালোবাসার, হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত থাকার, বড় বড় স্বপ্ন না দেখার, উত্তম আমল করার। আর আমি তোমাকে নিষেধ করছি কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া থেকে, মিথ্যুককে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা থেকে, সত্যবাদীকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করা থেকে, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অবাধ্যতা করা থেকে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা থেকে। মুয়ায, প্রতিটি গাছপালা আর পাথরের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কোরো। গুনাহ

[৫৫২] তিরমিযি, আস সুনান, ২০০৪; হাদীসের সনদ সহীহ।

হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে নিয়ো। গোপনে গুনাহ হয়ে থাকলে গোপনে তাওবা করবে। আর প্রকাশ্যে হয়ে থাকলে প্রকাশ্যে।'"[৫৫৩]

৮৩৭. মুহাম্মাদ ইবনু যুবাইর থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি ﷺ মুয়াযকে ইয়ামানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিদায় নেওয়ার সময় তিনি এসে নবি ﷺ-কে সালাম দিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" নবি ﷺ তখন বলেন :

يا مُعاذُ اتَّقِ اللهَ ما اسْتَطَعْتَ، واعْمَلْ بِقُوَّتِكَ للهِ عَزَّ وجَلَّ ما أَطَقْتَ، واذْكُرِ اللهَ عزَّ وجلَّ عندَ كلِّ شجرةٍ وحجرٍ، وإنْ أَحْدَثْتَ ذَنْبًا، فَأَحْدِثْ عندَهُ تَوْبَةً، إنْ سِرًّا فَسِرٌّ وإنْ عَلانِيَةً فَعَلانِيَةٌ.

"যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করবে, মুয়ায। যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে, তার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য আমল করবে। সকল গাছপালা ও পাথরের কাছে আল্লাহর যিকর করবে (যাতে তারা কিয়ামাতের দিন তোমার ইবাদাতের সাক্ষী হয়ে যায়)। যদি কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তাওবা করে নিয়ো। গোপনে গুনাহ হলে গোপনে তাওবা করবে, আর প্রকাশ্যে হয়ে থাকলে প্রকাশ্যে।"[৫৫৪]

শিরক পরিহার করা আল্লাহভীতির অংশ

৮৩৮. আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি :

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।'[৫৫৫]

নবি ﷺ এরপর বলেন, 'তোমাদের প্রতিপালক বলবেন, আমি হলাম সেই সত্তা, যার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বানানো যায় না। অতএব, যে ব্যক্তি

---

[৫৫৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৪০; এর সনদ যঈফ।

[৫৫৪] তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ২০/১৫৯; এর সনদ হাসান।

[৫৫৫] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৫৬।

আমার সাথে কাউকে ইলাহ বানানো থেকে বেঁচে থাকবে, সে আমার ক্ষমার উপযুক্ত।'"[৫৫৬]

বংশীয় নৈকট্যের চেয়েও বড় যে সম্পর্ক

৮৩৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُوْنَ وَإِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبُ مِنْ نَسَب

"আল্লাহভীরু ব্যক্তিরাই আমার বন্ধু। যদিও এক বংশের তুলনায় অন্য বংশ অধিক নিকটবর্তী।"

প্রতিবার মিম্বারে তাকওয়ার আলোচনা করা

৮৪০. আয়িশা ﷺ বলেন, "নবি ﷺ যতবার মিম্বারে উঠেছেন, প্রত্যেক বারই তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের কার্যাবলি সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[৫৫৭][৫৫৮]

পূর্বের আসমানি কিতাবে তাকওয়ার গুরুত্ব

৮৪১. আমর ইবনুল হুসাইন বলেন, "আমার বাবাকে বলতে শুনেছি : 'তাওরাতে লেখা রয়েছে, আল্লাহকে খোঁজো, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে। তাঁকে ভয় করো, তাহলে বেঁচে যাবে। কেবল পান করবে, তাহলেই পরিতৃপ্ত হবে। যে ব্যক্তি পরামর্শ করে না, সে লজ্জিত হয়। দারিদ্র্য হলো লাল মৃত্যু।'"[৫৫৯]

---

[৫৫৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩/ ১৪২, ১৪৩।

[৫৫৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭১।

[৫৫৮] সুয়ূতি, আদ দুররুল মানসুর, ৬/৬৬৭।

[৫৫৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৮; (এতে উল্লিখিত বিষয়টির কিয়দাংশ রয়েছে)।

৮৪২. সালাম ইবনু মিসকিন থেকে বর্ণিত, কাতাদা বলেছেন, "তাওরাতে লেখা রয়েছে : 'হে বনী আদম, আল্লাহকে ভয় করে তুমি যেখানে খুশি, সেখানে ঘুমিয়ে যেতে পারো। কারণ, তখন আল্লাহ তাআলাই তোমার সাথে থাকবেন। সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন তোমাকে।' এরপর তিনি বলেন :

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।'"[৫৬০]

কাঁটাভরা পথে সাবধানে চলার উপমা

৮৪৩. সুহাইল ইবনু আবী সালিহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা ﵁ -কে জিজ্ঞেস করে, "তাকওয়া কী?" আবূ হুরায়রা ﵁ তাকে বলেন, "কখনো কাঁটা-বিছানো-রাস্তায় হেঁটেছ?" লোকটি বলে, "হ্যাঁ।" তিনি তখন বলেন, "তখন পথ চলেছ কীভাবে?" সে উত্তরে বলে, "কাঁটা থেকে দূরে দূরে হেঁটেছি কিংবা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি।" আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, "এটাই তাকওয়া।"

নফলের আধিক্যের চেয়ে হালাল-হারাম ঠিক রাখা বেশি জরুরি

৮৪৪. আবদুর রহমান ইবনু মাইসারা আল হাদরামি থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদিল আযীয বলেছেন : "দিনে সাওম থাকা এবং রাতে লম্বা সময় সালাত আদায় করা আর এর মধ্যবর্তী সময়ে নিজেকে হালাল-হারাম কাজে একাকার করে ফেলার নাম তাকওয়া নয়। বরং তাকওয়া হলো আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা পরিত্যাগ করা। আর তিনি যা আবশ্যক করেছেন, তা আদায় করা। এরপর যদি কাউকে অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয়, তাহলে সেটা তো সোনায়-সোহাগা।'"[৫৬১]

---

[৫৬০] সূরা নাহল, ১৬ : ১২৮।

[৫৬১] ইবনুল জাওযী, সীরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, ২৩৯।

যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা তাকওয়া

৮৪৫. আসিম আল আহওয়াল থেকে বর্ণিত, একবার গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তালক ইবনু হাবিব বলেন, "তাকওয়ার মাধ্যমে এ ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো।" তখন বকর ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "যদি সংক্ষেপে একটু তাকওয়ার ব্যাখ্যা করতেন!" তিনি উত্তরে বলেন, "তাকওয়া হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নূরের ভিত্তিতে তাঁর রহমত পাওয়ার আশায় তাঁর আনুগত্য করে যাওয়া। তাকওয়া হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নূরের ভিত্তিতে আল্লাহর আযাবের ভয়ে গুনাহ ও পাপাচার পরিত্যাগ করা।"

আল্লাহভীরুতার তিন প্রমাণ

৮৪৬. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀ থেকে বর্ণিত, দাউদ ﵇ একদিন তাঁর ছেলে সুলাইমান ﵇-কে বলেন : "তিনটি বিষয় আল্লাহভীরুতার প্রমান বহণ করে:

এক. আপতিত বিপদাপদে উত্তমভাবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা।

দুই. আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন, উত্তমভাবে তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

তিন. অপেক্ষমান বিষয়ে উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করা।"

ইয়াকীনের স্বরূপ

৮৪৭. তিনি বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'তিনটি বিষয় হলো ইয়াকীনের আলামত। সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করা, সকল বিষয়ে তাঁর নিকট ফিরে যাওয়া এবং সর্বক্ষেত্রেই তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া।'"

৮৪৮. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "সিররিকে তার এক সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি : 'যেসব বিষয় ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে, সে বিষয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করবে না। কেননা ঈমানের দুর্বলতা হলো সকল গুনাহ, দুশ্চিন্তা ও টেনশনের মূল। এর পরিবর্তে ওইসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, যা অন্তরে ইয়াকিন তৈরি করে থাকে। কারণ ইয়াকিনের মাধ্যমে সকল আনুগত্য করা যায়। এর মাধ্যমেই সকল দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকা যায়। এটাই তোমাকে এসব ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ রাখবে এবং সকল প্রশান্তি ও আনন্দের নিকটবর্তী করে দেবে।

নবি ﷺ থেকে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

مَا أُوْتِيَ عَبْدٌ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْيَقِيْنِ

বান্দাকে ইয়াকীনের চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করা হয়নি।'"[৫৬২]

৮৪৯. আবূ উসমান বলেন, "আমি সিররিকে বলতে শুনেছি : ইয়াকীন কাকে বলে, জানো? আমলের সময় অন্তর প্রশান্ত থাকা। শয়তানের পক্ষ থেকে তাতে কোনো ভয়ভীতির স্থান না থাকা। কোনোরূপ আশঙ্কা তাতে প্রভাব বিস্তার না করা। অন্তর এতটাই প্রশান্ত থাকা যে, তাতে দুনিয়ার কমবেশ কোনো ধরনের ভয়ভীতি বিদ্যমান না থাকা। অন্তরে যদি কোনো কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা জাগে, তাহলে তাতে বাধা প্রদানকারী কোনো চিন্তার উদ্রেক না ঘটা। এমন কোনো চিন্তা মনে না আসা, যা অন্তরকে সেই কল্যাণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বল বানিয়ে দেয়। বরং কল্যাণকর কাজটি অন্তরে এমন স্থিরতা দান করে যে, মনে হবে যেন এটাই অন্তরের স্বভাবজাত বিষয়। বিষয়টা অন্তরে এতটা দৃঢ় থাকা, যেন এর ওপর কোনো পাহাড় স্থাপন করা হয়েছে। জেনে রাখো, কেবল আল্লাহ তাআলার মাধ্যমেই উপকার লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা না চাইলে কোনো কিছুই হয় না। আর তাঁর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কোনো কিছু করতে সক্ষম নয়। এই বিষয়টি অন্তরে স্থিরতা লাভ করলে, কেবল আল্লাহর ওপরই বিশ্বাসীদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে, অন্য কিছুতে নয়। তখন সে আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কোনো কিছুর আশা রাখে না, তাঁকে ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। তার অন্তর থেকে সৃষ্টিজীবের সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়ভীতি বিদূরীত হয়ে যায়। তাই সে কারও ওপর নির্ভর করে না। কারও অর্থ-সম্পদ, দেহ বা কৌশল—কোনো কিছুর ওপরই সে ভরসা করে না। এভাবেই সে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে উঠে এবং মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে যায়।'"

মুমিন হওয়ার হাকীকাত

৮৫০. আবূ সুলাইমান আদ দারানি বলেন, "দামিশকের সমুদ্রতীরের এক শাইখের নাম আলকামা ইবনু ইয়াযিদ ইবনু সুআইদ। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সুআইদ ইবনুল হারিস তাকে বলেছেন : 'আমি আমার সাতজন সাথি নিয়ে

[৫৬২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ১/৮; সনদ হাসান।

একবার নবি ﷺ-এর কাছে আসি। কথাবার্তা বলি তার সাথে। তিনি আমাদের বেশভূষা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কারা?' আমরা বলি, 'আমরা হলাম মুমিন।' নবি ﷺ তখন মুচকি হেসে বলেন, 'প্রতিটি কথার একটি হাকীকাত রয়েছে। তোমাদের বক্তব্য এবং তোমাদের ঈমানের হাকীকাত কী?' আমরা তখন বলি, 'এর পনেরোটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যার পাঁচটির ব্যাপারে আপনার দূত আমাদের ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আরও পাঁচটির ব্যাপারে আমাদের আমলের নির্দেশ দিয়েছে। বাকি পাঁচটি আমাদের জাহিলি যুগের অভ্যাস, আমরা এখনো সেগুলোর ওপর রয়েছি। তবে যদি আপনি তা অপছন্দ করেন, তাহলে ভিন্ন কথা।' নবি ﷺ তখন তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'আমার দূত কোন পাঁচটি বিষয়ে তোমাদের ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছে?' আমরা তখন বলি, 'আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, রাসূল এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের ব্যাপারে ঈমান আনার।' নবি ﷺ এরপর জিজ্ঞেস করেন, 'আর আমল করার নির্দেশ দিয়েছে কোনগুলো?' আমরা বলি, 'যেন আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল। আর যেন সালাত কায়েম করি, যাকাত দিই, রমাদানে সাওম থাকি, বাইতুল্লাহর হাজ্জ আদায় করি। আমরা এখনো সেগুলোর ওপর আছি।' নবি ﷺ এরপর জিজ্ঞেস করেন, 'আর জাহিলি যুগের স্বভাবগুলো?' আমরা বলি, 'স্বচ্ছলতার সময় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করা, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, মানুষের সাথে সত্য বলা, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা—অপর এক বর্ণনায় এসেছে, শত্রুর ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তাতে উল্লসিত না হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।'

নবি ﷺ তখন মুচকি হেসে বলেন, 'তারা বেশ উত্তম শিষ্টাচারের অধিকারী, অত্যন্ত বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও সহনশীল; যেন তারা কোনো নবি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কতই না চমৎকার ও সুন্দর। এর প্রতিদান কতই না বিশাল। শোনো, তোমাদের আরও পাঁচটি বিষয়ের ওসিয়ত করছি। এর মাধ্যমে সর্বমোট বিষয় হবে বিশটি।' আমরা তখন বলি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, করুন।' তিনি বলেন, 'যেমনটি বললে, যদি আসলেই তেমন হয়ে থাকো, তাহলে যা আহার করো না, তা জমা রেখো না। যাতে তোমরা বসবাস করবে না, তা নির্মাণ কোরো না। এমন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোয়ো না, যা থেকে আগামীকাল বিদায় নিয়ে চলে যাবে। সেই বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হও, যেদিকে তোমাদের

যেতে হবে এবং যেখানে তোমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে। আল্লাহকে ভয় করো, যার নিকট তোমারা ফিরে যাবে এবং তোমাদেরকে যার সামনে পেশ করা হবে।'" সুলাইমান বলেন, "তারা নবি ﷺ-এর এ ওসিয়ত মুখস্ত করে ফিরে আসে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। এরপর তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আবূ সুলাইমান! সেই দলের একজনও এখন জীবিত নেই। আমি ছাড়া তাদের কারও সন্তান-সন্ততিও এখন বাকি নেই। হে আল্লাহ! আমার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে আপনার কাছে নিয়ে যান।'" আবূ সুলাইমান বলেন, "এর কিছুদিন পরই মৃত্যুবরণ করেন তিনি।"[৫৬৩]

৮৫১. ইবরাহীম ইবনু শাইবান বলেন, "জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদকে তাওহীদের প্রথম স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এর উত্তরে আমি তাকে বলতে শুনেছি: 'তা হলো নবি ﷺ-এর এই বক্তব্য,

اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

এমনভাবে ইবাদাত করো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ।'"

৮৫২. আবদুল করীম থেকে বর্ণিত, হারিস ইবনু মালিক বলেছেন, "আমি একবার নবি ﷺ-এর কাছে যাই। চাদর দলা পাকিয়ে মাথার নিচে রেখে শুয়ে ছিলেন তিনি তখন। আমি গিয়ে তাঁকে সালাম দিই। তিনি আমাকে বলেন, 'হারিস! কেমন আছ?'

আমি বলি, 'আমি মুমিন আছি।'

'কী বলছ, বুঝে শুনে বলো।'

'হ্যাঁ, আমি আসলেই মুসলিম।'

নবি ﷺ তখন সোজা হয়ে বসে বলেন, 'প্রতিটি বিষয়ের একটি হাকীকাত রয়েছে। তোমার এই বিষয়টির হাকীকাত কী?'

'আমি নিজেকে দুনিয়া থেকে গুটিয়ে নিয়েছি, নির্ঘুম রাত কাটাই এবং দিনে অনাহারে থাকি। জান্নাতিদের যেন আমি দেখতে পাই যে, তারা জান্নাতে ঘুরাঘুরি করছে। আবার জাহান্নামিদের আর্তনাদও যেন শুনতে পাই।' নবি ﷺ তখন বলেন, 'তুমি মারিফাত লাভ করেছ। একে আঁকড়ে থাকো।'

---

[৫৬৩] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/ ২৭৯, ২৮০; এই হাদীসের সনদ সহীহ নয়। অনেকে এর সনদকে মুনকারও বলেছেন।

তারপর তিনি বলেন, 'সে এমন এক বান্দা, আল্লাহ যার অন্তরকে ঈমানের নূরে আলোকিত করে দিয়েছেন।'"[৫৬৪]

৮৫৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, "নবি ﷺ তিলাওয়াত করেন :

أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ

'আল্লাহ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ফলে সে তার রবের পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়?'[৫৬৫]

আমরা তখন জিজ্ঞেস করি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, বক্ষ কীভাবে উন্মুক্ত হয়?' তিনি উত্তরে বলেন, 'অন্তরে যখন নূর প্রবেশ করে, তখন তা উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়ে যায়।' আমরা জিজ্ঞেস করি, 'এর আলামত কী?' তিনি বলেন:

الإنابةُ إلى دارِ الخُلودِ، والتَّجافي عن دارِ الغُرورِ، والاستعدادُ للموتِ قبْلَ نزولِ الموتِ.

'চিরস্থায়ী ঠিকানার প্রতি অন্তর ধাবিত হওয়া, ধোঁকার ঘর থেকে অন্তর উঠে যাওয়া, মৃত্যু আসার পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা।'"[৫৬৬]

ইয়াকীনের মাধ্যমে অসাধ্য সাধন

৮৫৪. আবূ মুহাম্মাদ আল জারিরি বলেন, "আমি সাহাল ইবনু আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি : 'তোমরা যবকে খাবার বানাও, ক্ষুধাকে তরকারি বানাও, খেজুরকে মিষ্টান্ন বানাও, পশমকে কাপড় বানাও, মাসজিদকে ঘর বানাও, সূর্যকে শীত বস্ত্র বানাও, চাঁদকে বাতি বানাও, পানিকে সুগন্ধি বানাও, সতর্কতাকে দ্বীন বানাও, সকল বিষয়ের সন্তুষ্টিকে তোমাদের নিদর্শন বানাও, আল্লাহভীতিকে পাথেয় বানাও। দিনে ঘুমাবে আর রাতে খানা খাবে। যিকর যেন হয় তোমাদের কথা। চিন্তাভাবনা এবং শিক্ষাগ্রহণ যেন হয় তোমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা যেন তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং সাহায্যকারী হন। লজ্জা যেন হয় তোমাদের পোশাক। আস্থা যেন হয় তোমাদের সম্পদ। মৃত্যু

---

[৫৬৪] তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ৩/ ২৬৬, ২৬৭; এর সনদ যঈফ।

[৫৬৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ২২।

[৫৬৬] হাকিম নাইসাপুরি, আল মুস্তাদরাক, ৪/ ৩১১; এর সনদ মুনকাতি।

পর্যন্ত তোমাদের অন্তরকে এভাবেই তৈরি করে নাও। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর দিয়ে আল্লাহকে না দেখে, অদৃশ্যের বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ না করে এবং ইয়াকীন তার কাছে ধরা না দেয়, ততক্ষণ সে এই বিষয়গুলোর পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে না। যখন সে এগুলো লাভ করে, তখন কঠিন বিষয়ও সহজ হয়ে যায় তার জন্য। ইয়াকীন অর্জনের মাধ্যমে তারা পানি ও বাতাসের ওপরও হাঁটতে পারে। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করতে পারল না, সে যেন কোনো কিছুই অর্জন করতে পারল না।'"

৮৫৫. ওহাইব আল মাক্কি থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

لَوْ عَرَفْتُمُ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَعَلِمْتُمُ الْعِلْمَ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ جَهْلٌ ، وَلَوْ عَرَفْتُمُ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَزَالَتِ الْجِبَالُ بِدُعَائِكُمْ , وَمَا أُتِيَ أَحَدٌ مِنَ الْيَقِينِ شَيْئًا إِلا مَا لَمْ يُؤْتَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا أُتِيَ , قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلا أَنَا

"যদি তোমরা ভালোভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে, তাহলে এমন ইলম অর্জন করতে পারতে যার সাথে কোনো অজ্ঞতা নেই। যদি ভালোভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হতে, তাহলে তোমাদের দুআতে পাহাড় পর্যন্ত টলে যেত। কাউকে ইয়াকীনের চেয়ে অধিক কিছু প্রদান করা হয়নি।" মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ তখন বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকেও না?" তিনি বলেন, "আমাকেও না।"

মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ বলেন, "ঈসা ইবনু মারিয়াম ﷺ পানির ওপর দিয়ে হাঁটতেন বলে জানি!" নবি ﷺ তখন বলেন, "যদি তিনি আরও বেশি ইয়াকীনের অধিকারী হতেন, তাহলে শূন্যেও হাঁটতে পারতেন।"[৫৬৭]

৮৫৬. হিলাল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম থেকে বর্ণিত, হাওয়ারিরা[৫৬৮] একবার তাদের নবি ঈসা ﷺ-কে হারিয়ে ফেলে। তখন তাদের বলা হলো, "সমুদ্র অভিমুখে যাও।" তারা তাঁকে খুঁজতে সমুদ্র অভিমুখে চলতে লাগল। সমুদ্রের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল, তিনি পানির ওপর হেঁটে হেঁটে আসছেন। সমুদ্রের ঢেউ তাঁকে একবার ওপরে তোলে আরেকবার নিচে নামায়। আর তাঁর পরনে

[৫৬৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/ ১৫৬; এর সনদ মুনকাতি ও মুরসাল।

[৫৬৮] ঈসা ইবনু মারিয়াম ﷺ-এর সাহাবিদের হাওয়ারি বলা হয়।

কেবল একটি চাদর, যার অর্ধেকটা দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ ঢাকা আর বাকি অর্ধেকটা দিয়ে নিচের অংশ। এ সুরতে হেঁটে হেঁটে তিনি তাদের কাছে পৌঁছলে তাদের একজন বলে, "আল্লাহর নবি, আমরাও আসি?" এই বলে তিনি এক পা পানিতে রেখে আরেক পা রাখতে গিয়েই বলে উঠেন, "নবিজি, নবিজি! আমি তো ডুবে গেলাম।" ঈসা ﷺ তখন বলেন, "আরে অল্প ঈমানওয়ালা, হাতটা বাড়াও।" এরপর তিনি বলেন, "যদি বনী আদম যব পরিমাণ ইয়াকীনেরও অধিকারী হত, তাহলে সে পানির ওপর হাঁটতে পারত।"[৫৬৯]

৮৫৭. আল্লাহ তাআলার বাণী :

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

"এরা কি চিন্তা করে না যে, এরা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে?"[৫৭০]

গাইলান আবী আবদিল্লাহ বলেন, "আমি হাসানকে এ আয়াত তিলাওয়াত করে বলতে শুনেছি : 'মানুষ যদি এ চিন্তাও করত, তবুও সঠিক পথের নিকটবর্তী হয়ে যেত।'"

৮৫৮. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আহমাদ ইবনু আসিম আন্তাকিকে বলতে শুনেছি : 'সামান্য ইয়াকীন-ই অন্তর থেকে সকল ধরনের সন্দেহ-সংশয় দূর করে দেয়। আর সামান্য সন্দেহই অন্তর থেকে সকল ইয়াকীন বিদূরিত করে দেয়।'"[৫৭১]

ইয়াকীনের আরও আলামত

৮৫৯. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'তিনটি বিষয় হলো ইয়াকীনের আলামত। উঠাবসায় মানুষের সাথে বিরোধিতা কমিয়ে আনা, দান করে মানুষের প্রশংসায় কান না দেয়া, আর বিপদাপদে এবং কোনো কিছু না পেলে তাদের নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। আর ইয়াকীনের আলামত হচ্ছে তিনটি। তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি লক্ষ করা, সর্ববিষয়ে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া।

---

[৫৬৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৫৭।

[৫৭০] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ৫।

[৫৭১] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৩/১২৮।

৮৬০. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "যুননুনকে বলতে শুনেছি : 'প্রকৃতপক্ষেই যখন অন্তরে ইয়াকীন স্থান লাভ করে, তখন তাতে আল্লাহর প্রকৃত ভয় চলে আসে।'"

স্বচক্ষে দেখে অর্জিত ইয়াকীনের মর্যাদা

৮৬১. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "যুননুনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'ইয়াকীনের অধিকারীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে কেন?' তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি : 'গুনাহের কারণে তারা নিজেদের ওপরই অবিচার করে, আর এ অবিচারের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের ওপর নিজ অনুগ্রহ ও ইহসানের ক্ষমতা বোঝাতে চান। তাদের নতুন নতুন নিয়ামাত দিতে চান। তিনি চান, যেন তারা তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে উঁচু স্তরে উন্নীত হতে পারে। অন্তরে যদি প্রকৃত ইয়াকীন স্থান পায়, তাহলে এর ফল হিসেবে বিবেক-বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর বান্দার আমলের হাকীকাতের মাধ্যমে ইয়াকীনের নূর স্থিরতা লাভ করে। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ফরয বিধান আদায় করে, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ তাআলার বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। অন্তরে সবসময় এক ধরনের বেদনা অনুভব করে সে। আসলে বান্দা যেন পরকাল এবং পরকালীন বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করে, সেজন্যই আল্লাহ তাআলা অন্তরে ইয়াকীন তৈরি করে দেন।'"

৮৬২. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

لَيسَ الخبرُ كالمعاينةِ، إنَّ اللهَ تعالى خبرَ موسى بما صنعَ قومُه في العجلِ، فلمْ يُلقِ الألواحَ، فلمّا عاينَ ما صنعُوا، أَلْقى الألواحَ

"শুনে জানতে পারা আর স্বচক্ষে দেখা একইরকম নয় (যেমন) মূসা ﷺ-এর স্বজাতির বাছুরপূজার ঘটনা আল্লাহ তাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ পেয়ে তিনি আল্লাহর দেওয়া ফলক ফেলে দেননি। কিন্তু যখন তিনি প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছেন, তখন (রাগের মাথায়) সেই ফলক ফেলে দিয়েছেন।"[৫৭২]

[৫৭২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ১/ ২১৫, ২৭১; এই হাদীসের সনদ সহীহ।

আমাদের আদি-নিবাস ছিল জান্নাত। অল্প কিছু সময়ের জন্য আমরা দুনিয়ায় এসেছি। এখান থেকে আমরা আবারও জান্নাতে পাড়ি জমাব ইন-শা-আল্লাহ। তার আগে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় অর্জন করে যাব এই দুনিয়া থেকেই।

দুঃখের বিষয় হলো, আমরা অনেকেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের কথা ভুলে যাই। অল্প সময়ের জন্য অতিথি হয়ে আসা এই পৃথিবীকেই আমরা চিরস্থায়ী আবাস ভেবে ভুল করি। গন্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যমকেই আঁকড়ে ধরি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্যই বলে গিয়েছেন,
'দুনিয়াতে অপরিচিত হয়ে বসবাস করো, যেন তুমি একজন মুসাফির।'

হ্যাঁ, ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়াতে আমরা জীবনযাপন করব একজন মুসাফিরের মতো। এই সফরে আমরা অর্জন করব জান্নাতের পাথেয়। জান্নাতের পাথেয় অর্জনের এই সফরে আমাদের সঙ্গী হবে ইমাম বাইহাকি ﵀ রচিত প্রায় ১০০০ বছর পূর্বের কিতাব 'আয-যুহদুল কাবীর'। বক্ষমাণ গ্রন্থটি সেটির-ই অনুবাদ।